রেখেছিল”। লস্করেরা একক্ষণে তাদের ভ্রম বুঝ্তে পাল্লে, কিন্তু সে বোঝাতে আর ফলকি, বিপদ যা হবার, তা হোয়ে চুকেছে। পত্রের অছিলায় নাচ্‌নেওয়ালীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে দেওয়া, কি, আমি তাদের সরদার. আমি যখন সঙ্গে নাই, তখন খোদ হাকিমি কোরে বন্দীকে লোয়ে আগে ভাগে চোলে আসা, তদ্ভিন্ন যত লোক সঙ্গে ছিল, তার অৰ্দ্ধেক বই বন্দীর হেপাজাতের নিমিত্ত সঙ্গে না দেওয়া,—এইগুলি অসঙ্গত ফাজিল চালাকি করা হোয়েছে। যাই হোক, এক্ষণে কাজটি বড় বিরুদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারি উদ্বিগ্ন হোলেম, মনের সান্ত্বনা কিছুতেই হোচ্ছিল না, তবে ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুপাতের ন্যায়, লস্করদিগের মুখ থেকে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি প্রাঞ্জল বাক্য নিঃসৃত হতে লাগ্‌ল, তাই শুনে কতক সুস্থ হোলেম। তারা এই কথা বোল্‌তে লাগ্‌ল।

প্রথম সোয়ার—“কি করা যায় বল? সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভাই! অদৃষ্টই গোড়া জান্‌বে, সকলি অদৃষ্ট!”

দ্বিতীয় সোয়ার—“সে কথা সত্য, প্রাক্তনে যা লেখা আছে, তা হবেই। তা থেকে বাঁচ্‌বার পথ নেই।”

একটি প্রাচীন সোয়ার বোল্লে, “লজ্জা আমাদের খেয়ে ফেল্‌বে, আড়ে আড়ে গ্রাস কোর্‌বে, এক্ষণে লজ্জায় অধোবদন হোয়ে, নৈরাশের কোণে মুখ ঢাক্‌তে হবে।”

চতুর্থ সোয়ার বোল্লে “সে পাহারাওয়ালা পত্র লয়ে বন্দীর হাতে কেন দিলে? এ কুকাজ সে কেন কোল্লে? আমি তার পিতার কবরের উপর থুথু দেবো!”

আর একটি স্বর বোল্লে, “তার বাপের মুখে কেন, তার মুখেই দাও না, সে তো আর বেঁচে নাই।”

আর এক ব্যক্তি বোল্লে। "আহা গরিব চোর! ঐটিই তার অদৃষ্টে লেখা ছিল।" ঐ কথা বলাতে সব বিবাদ মিটে গেল, ও কথা লয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য কোল্লে না।

আমার অদৃষ্ট বড় বিরুদ্ধ বোধ হল, কেন না যখন যে কর্ম্মে হাত দি, কোথা থেকে একটা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হোয়ে, আমার সঙ্গে বাদাবাদী কোরে, আমার গমন পথে আড় হোয়ে পড়ে। এ বিষম ভুলে, কি কোরে যে পার পাবো, এ দায় থেকে, কি রূপে যে উদ্ধার হব, তা বোলতে পারিনে। এক্ষণে আগরার প্রাচীরগুলি দেখা যেতে লাগল, আমরা গিটপিট কোরে চোলে, সহরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। আমীর শুনে তখনি ডেকে পাঠালেন, আমি ম্লানবদনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।

আমীর বোল্লেন "তোমার বন্দীর সম্বন্ধে যত কথাই শুনতে পাচ্ছি তার তাৎপর্য্য কি? সে না কি পালিয়েছে? মহম্মদের দিব্য ঠিক কথা বলো।"

আমি বোল্লেম, "হুজুর! দুর্ভাগ্যক্রমে সে খবর খুবই সত্য, আর তার জন্য আপনার অনুগত সেবক যেমন দুঃখিত, তেমন আর কেউই নয়। যা যা ঘোটেছে, সে সকল আদ্যোপান্ত নিবেদন কোত্তে প্রস্তুত আছি"—দেখলেম, আমীর শুনতে অনিচ্ছুক নহেন, তাই নজফালীকে ধোত্তে গিয়ে, যে সকল কষ্ট বিঘ্ন বাধা ব্যাঘাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে হয়েছিল সে সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বোলতে সুরু কোল্লেম। আমীরের কিন্তু তত ধৈর্য্য হল না, তিনি বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন, "ছো! তুমি কি এখন হাত পঞ্চাশেক এক গপ্পো ফেঁদে দিয়ে, আমার সঙ্গে কৌতুক কোত্তে বোসলে! কি প্রকারে সে গেরেপ্তার হোয়েছিল, সে কথা আমি শুনতে চাইনে, তারে ধোরে আবার ছেড়ে দিলে কেন, সেই কথাই আমায় বলো।"

দেলদারের মৃত্যু উপলক্ষে আমার ভয়, ত্রাস, হৃদকম্প, কর্ম্মস্থানে উপস্থিত না থাকা, তত লোকের প্রাণ নাশ, এবং তদ্ভিন্ন নজ্জ-ফালীর প্রস্থান,—এতগুলি ঘটনা এক এক কোরে পুনরায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা আমার পক্ষে কঠিন পাঠ হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু করি কি, ভারাক্রান্ত ম্লান অন্তঃকরণে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই বোল্‌তে হলো।

আমীর শুনে বোল্লেন, "রাজপুত্র সে কথা আমায় পূর্ব্বেই বোলে রেখেছেন। তিনি যখন শুন্‌লেন, তাঁর প্রদত্ত ফৌজগুলি তোমার হস্তে সমর্পণ করা হয়েছে, শুনে বোল্লেন, 'তা বেশ হয়েছে, সাদক হতেই কার্য্য উদ্ধার হতে পার্‌বে, তবে যদি কোন মেয়েমানুষ মধ্য-বর্ত্তিনী হোয়ে বাধা না দেয়, তা হোলেই মঙ্গল, আর যদিস্যাৎ সেইটিই ঘটে, তবে নিশ্চয় জান্‌বেন, আমাদের আর আগ্‌নাতে বন্দী দেখ্‌তে হবে না, আর যদি অর্দ্ধেক লোকও প্রাণ লয়ে ফিরে আসে, তাতেও সৌভাগ্য মানা উচিত।' যুবা! তোমার ওজর আপত্তিগুলি আমি প্রামাণ্য কোর্ত্তে পারি না, তোমাকে যে কাজ কোর্ত্তে বোলেছিলেম, তা তুমি করোনি, তোমায় বিশ্বাস কোরে বড় নৈরাশ হতে হোয়েছে, তুমি আমায় বিড়ম্বনা কোরেছো, অত-এব তোমায় চাই না, তোমাতে আর প্রয়োজন নাই। রাজপুত্র দারা শুনেছেন, তুমি এসে পৌঁছেছো। তুমি আপনিই বোলেছো, ঐ দারাই তোমায় মেরে ফেল্‌বার নিমিত্ত দুইবার ছলনা চক্রের ফাঁদ বিস্তার করেন। তাই এক্ষণে তোমার পক্ষে উত্তম পরামর্শ এই যে, আর বিলম্ব না কোরে একেবারে সরাসর সেকানে চোলে যাও।"

এক্ষণে করি কি? লজ্জায় আর দুর্ভাবনায় ত্যক্তবিরক্ত হোয়ে, ইয়াসমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। ইয়াসমিন তখন আমীরের শরীররক্ষক হোয়ে অবস্থান কোচ্চেন। আমার দুরবস্থার

কথা শুনে বিস্তর ক্ষেদ, বিস্তর দুঃখ কোত্তে লাগ্লেন, বিশেষত আমি যখন দেলখানের মৃত্যুসংবাদ বোলে, নিজের দুর্গতি আর কষ্টের কথা অবগত করালেম, তিনি আর থাক্তে না পেরে, বাস্তবিক কেঁদে ফেল্লেন, তাঁর দুই চক্ষু বেয়ে ঝর্ ঝর্ কোরে অশ্রুপাত হোতে লাগ্ল। ইয়াস্মিন নজফালীকে আর তার পাপীয়সী কন্যাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতে লাগ্লেন, আর আমাকে আগ্রা থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান কোত্তে পরামর্শ দিলেন। কেননা তত পরিমাণে ভাল ভাল সাহসিক সৈন্য মারা পোড়েছে শুনে, দারা ক্রোধে অগ্নিঅবতার হয়েছেন। এইক্ষণে পরামর্শ কোরেছেন, আমীরকে বোলে পাঠাবেন, তিনি আমাকে গেরেপ্তার কোরে, তাঁর হাতে যেন সমর্পণ করেন। প্রাণের মায়া, বড় মায়া, তাই ইয়াস্মীনের পরামর্শ মতেই আমায় চোল্তে হলো। আগ্রা থেকে চোলে গেলে নিজের প্রাণও রক্ষা হবে, আর আমীরের পক্ষেও এই একটা ওজর হবে যে, আমি এখানে নাই, তাই তিনি হাজির কোরে দিতে পাল্লেন না। সলিমানকে আর লুচার পরামাণিককে সঙ্গে লোয়ে, পুনরায় আমি আগ্রা পরিত্যাগ কোরে চোল্লেম। এত তাড়াতাড়ি কোরে বেরিয়ে পোড্লেম যে, রাজদরবারে কি মন্ত্রণাচক্র চোলেছে, ইয়াসমীনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর হলো না। বাস্তবিক আমি আপনার চিন্তা লয়েই ব্যস্ত ছিলেম, আরঙ্গ্জেবের কথা একটিবারও স্মরণ হয় নি। একটি উপযুক্ত আড্ডায় পৌছে, ইয়াস্মিনের নামে এক খানি চিটি লিখে, সলিমানের হাতে দিয়ে, আগ্রায় রওনা কোরে দিলেম, বিস্তর স্তব স্তুতি কোরে লিখে পাঠালেম যে, আমীর জেম্লা দারা আর স্বয়ং বাদশাহ, এঁরা একত্রে বোসে যে যে পরামর্শ, যে যে

বন্দবস্ত স্থির কোরেছেন, সেগুলি আমায় লিখে অবগত করান। কেন না সে সকল বিষয় অনবগত থেকে, আরঙ্গ্‌জেবের কাছে উপস্থিত হোলে, রাজপুত্র অক্রূপা কোরে, আমার প্রতি অনাদর প্রকাশ কোরবেন। ইয়াস্‌মিনের লিখিত নিম্নের পত্র খানি লয়ে, সলিমান যথা কালে প্রত্যাগত হলো।

'আমার হৃদয়ের বন্ধু ধর্ম্মবর সাদক!

ঈশ্বর প্রসাদাৎ ইয়াস্‌মিন এই কথাগুলি লিখিতেছেন। সাদকের পত্র সময় মত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমীর জেম্‌লা বাদশাহকে ঐশ্বর্য্যময় তেজোকান্তির উপহার প্রদান করিবায়, শ্রীমান লস্কর সংগ্রহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমার ঐ লস্করের সেনাপতি হইয়া গলকন্দা জয়ার্থ রণযাত্রা করিবেন। পূর্ব্বে বাদশাহ মনে কোরেছিলেন যে, কতকগুলি সৈন্য কান্দাহারে পাঠাইবেন, কিন্তু আমীর অনেক জেদ কোরে বলাতে, সে মত এক্ষণে ফিরে গিয়াছে। আমীর এই কথা বুঝিয়ে বলিলেন যে, গলকন্দার হিরকখনির প্রতি অগ্রে দৃষ্টিদান করা আবশ্যক, কান্দাহার পার্ব্বতীয় দেশ, পর্ব্বত লাভ করিয়া কি ইষ্টাপত্তি হইবে। প্রস্তর অপেক্ষা হিরকের প্রতি অধিক গৌরব এবং অধিক মায়া প্রদর্শন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ঐরূপ যুক্তি প্রমাণ কথা বলাতে, বাদশাহের মন নরম হইয়া, আমীরের অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আরও কোনো উদ্দেশ্য ছিল, তাই সম্রাট এই অছিলায় লস্কর সমবেত করিবার অবসর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দারা অহঙ্কারে ফুলিয়া, দিন দিন ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিতেছেন, এক্ষণে তারে ভয় দেখাইয়া শাসন করিতে পারিবেন। তা যাহাই হোক, ফলে এক্ষণে আমীর জেম্‌লাকে সরদার করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফৌজ পাঠাইবার পরামর্শ স্থির হইয়াছে। রাজপুত্র দারা এতদভিসন্ধির

বিপক্ষে ছিলেন। বাস্তবিক দাক্ষিণাত্যে ফৌজ পাঠাইলে, কেবল ততপরিমাণে সৈন্য প্রদান করিয়া, তাঁর ভ্রাতা আরঙ্গজেবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া বই আর কিছুই নহে। এ মর্ম্মটি কিন্তু দারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। দারার বাধা দেওয়াতে কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। তিনি যে সকল আপত্তি করিলেন, বাদশাহার মনে সেগুলি ধারণা হইল না। তথাচ সম্রাটকে বলিয়া কহিয়া আমীরের উপর কতকগুলি কড়াক্কড় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। প্রথম করার এই যে, এ যুদ্ধেতে আরঙ্গজেব হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। আরঙ্গজেব দৌলতাবাদ ভিন্ন অন্যত্রে বাস করিতে পারিবেন না। ঐ দৌলতাবাদে অবস্থান পূর্ব্বক শুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের রাজশাসনের ভার লইয়াই তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে। লস্করের উপর কোন প্রকার আধিপত্য করিতে পারিবেন না, তারা শুদ্ধ একমাত্র আমীরের অধীন হইয়াই থাকিবে, ঐ আমীর ভিন্ন অপর কেহই তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবেন না। আমীরের পরিবারেরা, এক্ষণে কারনাট হইতে আগরায় পৌঁছিয়াছে, দারা বলিলেন "আমীরের প্রভুভক্তির জামিনের নিমিত্ত তাঁহার পরিবার শাজাহান বাদশাহের অন্তঃপুরে বন্দী স্বরূপ বাস করিবেন। শেষের এই নিয়মটিতে আমীর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ছিলেন, যেহেতু সেটি তাঁহার পক্ষে অতিশয় অপমানের কথা। বাদশাহ কিন্তু অনেক বুঝাইয়া বলাতে ফেলন শেষে সে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। সম্রাট বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, শুদ্ধ পুত্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্তেই এই নিয়মটি লিখিত হইল, নচেৎ তাঁহার অন্য কোনো অভিপ্রায় নাই, বরং আমীর যেমন বিদায় হইয়া রওনা হইবেন, তাঁহার পরিবারও আমনি পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিবে।

আপাতত এখানকার বিষয়কার্য্যের এইত অবস্থা। সৈন্য সমবেত হইলে, আমীর সরদার পদে অভিষিক্ত হইবেন, আর তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবেন, আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। তাই আশা আছে যে, তৎকালীন আমার হৃদয়-বান্ধব সাদকের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হইব। আর কি লিখিবার আছে যে, লিখিয়া জানাইব, তবে এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে সাদকের সৌভাগ্য-রবি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার ছায়া চরাচর পরিব্যাপ্ত হউক।"

এই পত্র পেয়ে ইয়াসমিনকে প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগ্‌লেম, তাঁর কল্যাণে পূর্ব্বোক্ত গুরুতর সংবাদটি আরঙ্গ্‌জেবকে বিজ্ঞাত কোত্তে সক্ষম হোলেম। তিনি যে তা শুনে কিরূপ আস্বাদন কোরবেন, সেটি এক্ষণে বিবেচনা কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে, কেননা, রাজপুত্রের মন্ত্রণা আর অভিসন্ধি অতি অতলস্পর্শ, আমি ততদূর নিমগ্ন হোতে পারবো না। দারার সতর্ক চতুর দূরদর্শি-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি ত তাঁরে সাধুবাদ না দিয়ে ক্ষান্ত থাক্‌তে পারেন না। আমীর আর তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের উপর ততগুলি নিষেধের নিয়ম কড়াক্কড় কোরে লিখে দিয়েছেন। বিশ্বাস এবং রাজভক্তির প্রতিভূ-স্বরূপ আমীরের পুত্র পরিবারকে রাজদ্বারে বন্দী রেখেছেন—এগুলি কম চাতুরী নয়। কিন্তু আরঙ্গজেব আবার তেমনি রাজধূর্ত্ত। তিনি এমনি একটি কৌশল বার কোর্‌বেন যে, তাতে কোরে ঐ সকল নিষেধার্থক প্রতিবন্ধকগুলি কেটে গিয়ে, পথ পরিষ্কার হোয়ে পোড়্‌বে, তখন সেই সমুদয় রাজসৈন্যগুলি আপনার দিকে টেনে আন্‌বেন। যদিও জয়পুর সদর রাস্তার ধারে নয়, তথাচ সেখানে একবার যাওয়াই স্থির কোল্লেম। ইচ্ছা হলো

একবার রাজার সঙ্গে দেখা সাক্ষ্যাৎ কোরে আসি, আর সেই উপলক্ষে অপঘাৎপ্রাপ্তা দেলযানের কবরও দেখে আসতে পার্‌বো। রাজা পীড়িত ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। বাস্তবিক, মর্ম্ম কথা এই যে, তিনি অনুমানে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, বন্দী আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে যাওয়াতে আমি অপদস্থ হোয়েছি। কি পূর্ব্বের মতন সঙ্গে কিছু লোক জন ছিলনা, তাই হয়ত শুনে মনে কোরেছেন, এবার আর তাঁর জন্যে হীরে মুক্ত আন্‌তে পারিনি, তবে আর সাক্ষাৎ কোরে লাভ কি? এ যাত্রা রাজপুরীর মধ্যে স্থান না পেয়ে, একটি পান্থ-লয়ে অবস্থিতি কোল্লেম। পান্থ নিবাসটি একটি উদ্যানের মধ্যে অবস্থাপিত। উদ্যানটি ঝোপের মতন ছোট ছোট গাছে, আর বড় বড় বৃক্ষে পরিপূর্ণ। অনেকগুলি ফোওয়ারাও সেখানে বিরাজ কচ্ছিল, ঐ সকল ফোওয়ারার জলে বাগানটি সজিব থাক্‌ত। তার মধ্যে একটি ফোয়ারা পান্থশালার সম্মুখেই ক্রীড়া কোচ্ছিল। তৎ-কালীন সেখানে আমার ন্যায় আরও বিস্তর পথিক সমবেত হোয়ে-ছিল। আমায় একটি কামরা দেখিয়ে দিলে, আমি সমাগত মহাত্মাদের মঙ্গল কামনা কোরে, সেই কামরায় গিয়ে বোস্‌লেম। আমি কে, অনেকে এই অনুসন্ধান-কৌতুকী চক্ষু ফিরিয়ে, আমায় চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। মালমান রসুই কোল্লে, আমি গোটাকয়েক ভাত নাকে মুখে দিয়েই, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়লেম—আমার প্রিয়তমার সমাধিস্থান দেখ্‌তে চোল্লেম। ঐ সমাধির অতি অদূরেই, একটি মস্‌জিদ ছিল, সেই মস্‌জিদের পার্শ্বেই একটি বৃদ্ধ পীরের আস্তান। বৃদ্ধ ফকীর কবরের চারিধারে ফুলের গাছ বোসিয়ে, স্থানটি সুশোভিত, কোরে রেখেছিলেন। তাঁর স্নেহময় কৃপাপূর্ণ হস্তের প্রসাদে, গাছগুলি সতেজ হোয়ে উঠেছিল। এই স্থানে আমি আর্ত্তনাদ কোরে শোকস্রোতে অঙ্গ

ভেঙ্গে দিলেম, সেই সময় অন্ধকার কৃষ্ণ পক্ষ বিস্তার কোরে আমার চতুর্দ্দিক আবরণ কোল্লে। আমি ঘাসবনের উপর বোসে ছিলেম, উঠে পুনর্ব্বার সেই বাগানে চোলে গেলেম। গিয়ে দেখি, যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, আর যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মত আমাদের দেশটিকে আপ্লাবিত কোরে রেখেছে, সেই সকল বিষয় লয়ে, আমার সহ পথিকেরা বাদবানুবাদ সুরু কোরে দিয়েছেন। ঐ পান্থগৃহে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন, কি জানি, কারও মুখ দিয়ে পাছে কোনো অসঙ্গত বা অপ্রিয় কথা বেরিয়ে পড়ে, তাহলে কেউ না কেউ ক্ষুণ্ণ হোতে পারেন; তাই সকলকেই সতর্ক হোয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর কোত্তে হোয়েছিল। আমায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে দেখে, একটি বৃদ্ধ মুসলমান সেলাম কোরে বোল্লেন "বিদেশী! আমরা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র লয়ে বিচার কোত্তে বোসেছি, মহাত্মা পয়গম্বর যে শাস্ত্র আমাদের প্রদান কোরেছেন, হিন্দুর শাস্ত্রের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখছি। দলের মধ্যে যে কজন ইস্‌লামের মতাবলম্বী আছি, আমরা সকলেই ঐক্য হোয়ে এই কথা বোল্‌ছি যে, অপবিত্রতা আর রুধিরপাত এই দুটি অপকৃষ্ট ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম্মের পত্তন হোয়েছে, এবং সেই জন্যেই ঐ হিন্দুরা আমাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকেন, আর সেই জন্যেই তাঁদের স্ত্রীলোকেরা চির অনাথিনী হোয়ে দিনপাত কোত্তে বাধ্য হয়। বিশেষতঃ তাদের সম্মুখে স্বামী যদি ইহ সংসার পরিত্যাগ করে, তবে ভয়ঙ্কর করাল মৃত্যু মুখে তাদের প্রাণবিসর্জ্জন কোত্তে হয়, তেমন বিকট কাল মৃত্যু আর যে কুত্রাপিও দেখা যায় না, সে কথা হিন্দুরা অস্বীকার কোত্তে পারেন না। কিন্তু কি পরিতাপ।

অথচ তারা বোলে বেড়ায় যে, তারা যতই নিষ্ঠুর হোক, তবু আমরা নাকি তাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত নিষ্ঠুর,—এক্ষণে আপনার কি মত?"

আমি বোল্লেম, "আমি ধর্ম্মান্ধ নই, স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব কোরে অন্য ধর্ম্মের দ্বেষ করি না। আমার যেটি দৃঢ় বিশ্বাস, যা স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি, আর যা স্বয়ং ভোগ কোরেছি, তাই বোল্‌বো,—ইস্‌লামের মতাবলম্বীরা যেরূপ ঘোর পাষণ্ড হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ পাষণ্ডতার কথা কখন শ্রবণ করি নাই।"

বৃদ্ধ মুসলমান বোল্লেন, "মুখে বোল্লে ত হয় না, একটা প্রমাণ দেখিয়ে দাও।"

সাদুল্লা খাঁর প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার হয়, আমি সেই প্রমাণ উদ্ধার কোরে দিয়ে, বোল্লেম, "তাঁর জিবটী টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, চক্ষু দুটি খুঁড়ে বার কোরে লয়েছে।"

আর একটি মুসলমান বল্লে, "ঐ একটিমাত্র প্রমাণ দেখিয়ে, সমুদয় মুসলমানকে অপরাধী করা, যুক্তিসঙ্গত নয়।"

আমি বোল্লেম, "আহা! রুধিরপিপাসু গলকন্দ রাজের যে একটি গল্প শুনেছি, আমি যদি সে গল্পটি বলি, শুনে আপনাদের হৃৎকম্প হবে, গায়ের রক্ত শুষ্ক হোয়ে যাবে।"

পথিকদের মধ্যে কেউ ঢোকে ঢোকে, কেউ চুমুকে চুমুকে, কাফি পান কোচ্ছিলেন, কেউ তামাক সেজে নল মুখে দিয়ে, ভড়র ভড়র কোরে টান্‌ছিলেন, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই, সকলেই নীরব হোয়ে ছিলেন। ঐ কথা শুনে তাঁরা বোলে উঠ্‌লেন, "গল্পটি আমাদের বলুন।"

গলকন্দায় বোসে, বন্ধুর মুখে যে উপাখ্যানটি শ্রবণ করি, তাই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কোরে বোল্লেম। শুনে সকলেই বোল্লেন,

গল্পটিতে যেরূপ পাষাণবৎ নির্দ্দয়তার প্রমাণ রয়েছে, যে কোনো মুসল্-মান হোক, তা শুনে, তাঁকে লজ্জিত হওয়া উচিত। যে বৃদ্ধ মুসল্-মানটি প্রথম সম্বোধন কোরে আলাপ করেন, তিনি বোল্লেন, “কুতুব যে নির্দ্দয় ছিল, সে কথা মান্লেম, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রত আর তাকে নির্দ্দয় হতে উপদেশ করে নি। শোণিত স্রাবে প্রফুল্লিত হতে হিন্দুদের শাস্ত্রই যে উপদেশ করে। দেবদেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত নরবলি প্রদান কোত্তে, তাদের বেদেই যে লেখা আছে। ধর্ম্মান্ধ নির্ব্বোধ যাত্রীদিকে রথচক্রের নীচে ফেলে দিয়ে চূর্ণ করা, বিধবা স্ত্রীলোককে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করা, সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করা, ইত্যাদি পাষণ্ড ব্যবহার তাদের শাস্ত্রেই যে বিধি আছে। এতদ্ভিন্ন তাদের আর একটি ভ্রম অতি চমৎকার। সকলেই মনুষ্য, মনুষ্যের স্বভাব প্রকৃতি সকলেতেই একরূপ বিদ্যমান আছে, তথাচ হিন্দুরা ব্রাহ্মণকে স্বয়ং জগদীশ্বর জ্ঞান করে, এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিও সেইরূপ প্রদর্শন কোরে থাকে। তা যা হোক, সংপ্রতি বারাণসীতে একটি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেছে, তেমন অপূর্ব্ব ঘটনা পূর্ব্বে কেউ কখন দেখেও নাই, শোনেও নাই। আমি সেই গল্পটি বোল্ছি, শুনে বুঝতে পারবেন সেটি কিরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন।”

১৫ পরিচ্ছেদ।

সতী।

নিশান পতাকা উড়্ছে, ডঙ্কা পিট্ছে, তুরী ভেরীর হর্ষ প্রফুল্লিত আনন্দ নিনাদ হোচ্ছে, ঢাক ঢোল জগঝম্পার নিরবচ্ছিন্ন কড়্-কড় বড়বড় রবে, কর্ণ বধির কোচ্ছে। ঝাঁজ ঘণ্টা মন্দিরে

করতাল প্রভৃতির থর্ থর্ ঝান্ ঝান্ শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বহু স্বরের কোলাহল এককালীন নিনাদিত হোয়ে বায়ুসাগর উন্মত্ত কোরে তুলেছে। চতুর্দ্দিকে ধক্ ধক্ কোরে মশাল জ্বলছে, আলোয় আলো হোয়ে পোড়েছে, আলোর ছটায় চক্ষু ঝল্‌সে যেতে লাগ্‌ল, সে দিকে চাওয়া যাচ্ছিল না। বারাণসীর গলিঘুঁজিগুলিও মশালের জ্যোতিতে চক্ চক্ কোত্তে লাগ্‌ল। কি ধনীর জমকাল অট্টালিকা, কি দীন দুঃখীর মলিন কুটীর, আলোর মূর্ত্তি সর্ব্বত্রেই সমান পরিষ্কার রূপে দেখা যাচ্ছিল,—এই সকল আনন্দাড়ম্বর পরিচয় দিয়ে জ্ঞাত করালে যে, বর বিবাহ কোত্তে চোলেছে, তাই এই সমারোহ। এত লোক কার কল্যাণ প্রার্থনা করে? তারা কার মঙ্গলের নিমিত্ত দেবতাদের কাছে স্তবস্তুতি কোচ্চে? যুবা রঘুনাথ ব্রাহ্মণের জয় হোক, তাঁর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী জয়ার জয় হোক—এই শব্দ কোরে, এক একবার ঘোর চীৎকার কোরে উঠ্‌ছিল। রঘুনাথ একটি দুগ্ধ বর্ণ সদৃশ শ্বেত অশ্বের উপর সোয়ার হোয়ে চোলেছেন, অশ্বটির কপাল, গলা, গলার চতুষ্পার্শ্ব, ভাল ভাল বিশকিম্মতি রত্নে সাজান, হীরে মুক্ত খচিত, উত্তম উত্তম কারচোব বস্ত্রে গাধাটি ঢাকা, অশ্বটি যেন সেই অহঙ্কারে, মধ্যে মধ্যে ঘাড় নেড়ে গর্ব্ব প্রকাশ কোচ্ছিল। গায়ে নিরেট সোণার মল, সে সেই গৌরবে যেন থম্‌কে থম্‌কে চোল্‌তে ছিল। ঈর্ষাভাজন রঘুনাথ হিন্দুস্থান দেশ-প্রসিদ্ধ প্রভাপুঞ্জ ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর বিস্তার কোরে, মহা সমারোহে শিউরামের বাটীতে চোলেছেন—শিউরাম তাঁর বাগ্‌দত্তা মনোময়ী পত্নী জয়ার পিতা।

তরুণ বর আলোর উজ্জ্বল কান্তিস্রোতের মধ্য দিয়ে চোলেছেন। তিনি যখন কন্যার বাটীতে এসে পৌঁছিলেন, সেই সময়

রেড্ডো, ভাট, কাঙ্গালী, নাগা, তক্কীদার প্রভৃতি দঙ্গল বেঁধে তাঁর চারিদিক ঘেরে দাঁড়াল। রঘুনাথের জয় হোক্, যুবা দীর্ঘজিবী হোক্ এই আশীষ বাক্যের কোলাহল কোরে, লম্বা লম্বা আশীর্ব্বাদের ছড়া কাটাতে লাগ্‌ল। সমারোহ যত বাড়ীর নিকট হোচ্ছিল, জয়ার মন ততই অস্থির হোয়ে উঠ্‌ছিল।

বিবাহ সমারোহ শিউরামের বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত এসে, সেইখানে দাঁড়াল। এই সময় ঘন ঘন হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দের তুফান উঠ্‌ল। রঘুনাথ অশ্বথেকে নেবে যেমন দরজার উপর পা দিয়েছেন, অতি জিল সুরে, তুরী ভেরী প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজ্‌তে সুরু হলো। কন্যা সম্প্রদানের নিমিত্ত একটি ঘর সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। নিরীহ স্বভাব জয়ার পিতা শিউরাম সেই ঘরে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে বোস্‌লেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, আচার্য্য পুরোহিতে ঘরটি ভোরে গেল, তারা চারিদিকে ঘেরে বোস্‌ল। ঘরের একদিকে বরের নিমিত্ত হীরা মুক্ত প্রভৃতি নানা উপাদানে বহু মূল্যের দান সাজান রয়েছে, অপর দিকে বরের সমাদরের যোগ্য লওয়াজিমা জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হোয়েছে। যুবা অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গীতে, ধীরে ধীরে, সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। তাঁর আগমনে প্রফুল্লচিত্ত শিউরাম উঠে দাঁড়িয়ে, একটি সুদীর্ঘ আশীর্ব্বচন পাঠ কোরে, বরকে সাদরে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। রঘুনাথ অতি শ্রদ্ধার সহিত আশীর্ব্বাদটি গ্রহণ কোল্লেন। তার পর জয়া কোথায় বোসেছেন, তাই ব্যগ্র হোয়ে চঞ্চল নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। পাত্রীকে সে সময় দেখ্‌তে না পেয়ে, রঘুনাথের মনে মনে ইচ্ছা যে, জিজ্ঞাসা করেন, জয়া কোথায়, তারে এখানে দেখ্‌ছিনে কেন, কিন্তু ততদূর পেরে উঠ্‌লেন না। যেমন না মন্ত্রপ্রভাবে আবদ্ধ হোয়ে পোড়্‌তে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র

উক্ত যার পর যে ব্যবহার, তা তাঁকে কোত্তেই হবে। তাই রঘুনাথ কোনো কথাবার্ত্তা না কোরে, একেবারে কুশাসনের উপর গিয়ে বোস্‌লেন। হিন্দুর মতে কুশের আসন অতি পবিত্র। রঘুনাথ আঁচমন কোরে, একটি ক্ষুদ্র মন্ত্র আবৃত্তি কোল্লেন। আর একখানি কুশাসন লয়ে, "যে আমার শত্রু, তারে যেমন পায়ের নীচে ফেলে মর্দ্দন করি, সেইরূপ এই কুশাসনখানি পায়ের নীচে ফেলে বিদলিত কোচ্ছি" এই কথা বোলে, রঘুনাথ যেমন সেই কুশাসনখানি পায়ের তলে রেখেছেন, এমন সময় আত্মগরিমায় অন্ধ মোরোবা ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। পূর্ব্বে ঐ মোরোবা আপন পুত্রের সঙ্গে জয়ার বিবাহ দিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু শিউরাম তাঁর সে প্রার্থনার গৌরব করেন নি। মোরোবা দুই চক্ষু আরক্ত কোরে, কুটিল ভ্রূক্ষেপের সঙ্গে অধর দংশন কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর হস্ত দুখানি কোণাকোণি হোয়ে, বুকের উপর আঁড় করা ছিল। যেন হিংসাজাত নৃশংস ক্রোধের বিষময় প্রভাবে, তার সর্ব্ব শরীর যেন ছটফট্‌ কোচ্ছিল, যেন বেঁকা তেড়া হোয়ে, মুচ্‌ড়ে পাক দিয়ে, বেঁকচে পোড়্‌ছিল। রঘুনাথ জান্‌তেন, মোরোবা তাঁর পরম শত্রু, যেমন তেমন নয়, তাঁর একটি মহা কালশত্রু, অতএব তারে পায়ের নীচে ফেলে, দোলে মোলে জব্দ করা, সহজ কথা নয়, সেটি অসাধনীয়। বিশেষত রঘুনাথ নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, এ সময় মোরোবার সেখানে উপস্থিত হওয়া ভালোর লক্ষণ নয়, বরং উলটে আরও বিপদ ঘট্‌বারি সম্ভাবনা দেখ্‌ছিলেন। ভাবলেন, না জানি আজ অদৃষ্টে কি বিডম্বনাই আছে। যাই হোক, রঘুনাথ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শাস্ত্র কর্ম্মগুলি শেষ কোত্তে লাগ্‌লেন, সেগুলি অল্প নয়, বোকুতে বোকুতে তাঁর মাথা ঘোরে গেল। রঘুনাথ যখন আচমন করেন,

তাঁর হাত থর থর কোরে কাঁপতে লাগ্‌ল, কেন না তখনও মোরোবার আকৃতিটি পূর্ব্বের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে, অধিকন্তু চক্ষুদুটি রঘুনাথের উপর স্থির কোরে রেখেছিলেন। যে পর্য্যন্ত যথাশাস্ত্র জয়ার সম্প্রদান না হোয়ে ছিলো, সে পর্য্যন্ত মোরোবা ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একদিকে পুরোহিতেরা মন্ত্র পাঠ কোচ্ছেন, সেই অবসরে যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি সস্নেহ প্রেমানুরাগের দৃষ্টি পাত কোত্তে লাগ্‌লেন। হিন্দুর বিবাহে যাদের সম্বন্ধে ঐ উৎসব, অর্থাৎ যে বর কোনের বিবাহ, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই নিঃস্নেহ উদাসীনতাই দেখা যায়, কিন্তু এ বিবাহে সেরূপ ঔদাস্যানুরাগ দেখা গেল না। এ বিবাহে বর কোনে উভয়েই উভয়ের মনের ভাব বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, আর উভয়েই উভয়ের পরিচয় বেশ অবগত ছিলেন। তার তাৎপর্য্য এই, শিউরাম নাকি রঘুনাথের অভিভাবক ছিলেন, তাই বরের বিষয় কন্যার, আর কন্যার বিষয় বরের এক্ত জানা ছিল, আর সেই হেতু উভয় উভয়ের রীতি চরিত্র ব্যবহার এত অবগত ছিলেন যে, এতৎ পরিণয়ে বর কোনের সম্বন্ধে নীরব-ব্রত বা বিরাগ উৎসবের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় নি। শুধু তাও নয়, এ বিবাহে রঘুনাথ পবিত্র মন হোয়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে, অকপট চিত্তে, এক একটি কোরে, শাস্ত্রোক্ত সমুদয় বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক, ধর্ম্ম বন্ধনের, ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞার অনুগত হোলেন। শিউরাম জয়াকে প্রাণের অধিক স্নেহ কোত্তেন, তাঁর সে স্নেহ অতি অকৃত্রিম, এবং ভাগীরথী নীর সদৃশ অতি নির্ম্মল। কতক সেই পিতৃস্নেহের প্রসাদে, কতক মহাত্মা শিউরামের প্রতি রঘুনাথের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত, এ পরিণয়ে বর কোনের মধ্যে পরস্পরের নীরস নিঃস্বার্থক উদাসভাব দেখা গেল না। জয়া জান

কোরে পবিত্রা হোলেন, অপর একটি ঘরে হোম, যাগ, অগ্নি সংস্কারাদি বহুতর শাস্ত্রক্রিয়া সমাপন হলো। তার পর জয়া যখন একখানি উৎকৃষ্ট শুভ্র পট্ট বস্ত্র পরিধান কোরে দাঁড়ালেন, তাঁরে দেখে মানবী জ্ঞান হলো না, বোধ হলো, একটি দেবকন্যা যেন স্বর্গ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। হাতের কবজা, অঙ্গুলী, বাহু, কর্ণ আর গলা সোণার এবং ভাল ভাল দামি হীরা মুক্ত চুণির, সর্ব্ব অলঙ্কারে বিভূষিত। পায়ে বৃহৎ ভারি রূপোর মল। সুগন্ধি কুসুম দামে বিনিয়ে, চুলগুলির পাঠ্ করা হোয়েছে, দেখে বোধ হলো, কেশের সঙ্গে ফুলগুলি যেন স্তবকে স্তবকে সাজিয়ে রেখেছে। পশ্চাতে খোপা, স্বর্ণ-তারে জড়িত, তার মধ্যে মধ্যে হীরের চুম্‌কি বসান। সেগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় প্রভাপুঞ্জ বিকসিত কোচ্ছিল। এক্ষণে শাস্ত্রমত বিবাহের শেষ অঙ্গটি পূর্ণ হোলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, সেইটি শেষ হোলেই বিবাহও শেষ হয়। আর কিন্তু তা রহিত হবারও নয়। সেই চরম অঙ্গটি শেষ কর্‌বার নিমিত্ত, রঘুনাথ জয়ার হস্ত ধোরে যখন বিবাহের ঘরে লয়ে যান, সেই সময় বালা তাঁর কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু দুটি কেবল রঘুনাথের উপরেই স্থির অচঞ্চল কোরে রেখেছিলেন। পুরোহিতেরা জয়াকে লয়ে, রঘুনাথকে বেড় দিয়ে, বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে কোত্তে, চক্রাকারে ফিত্তে লাগ্‌লেন। ছয় পাক ঘুরে এসে, যখন তারা সপ্তম পাক ফিরবে, সেই পাক হোলেই সাত পাক হোয়ে বিবাহ সিদ্ধ হবে, সেই সময় জয়ার নবীন কোমলাঙ্গ থর থর কোরে কেঁপে উঠ্‌ল, বালা অমনি তাঁর প্রিয়তম রঘুনাথের কোলে মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন। সভার মধ্যে মহা গোলমাল হোয়ে উঠ্‌ল, সকলেরি ভয়ে হৃৎকম্প হোতে লাগ্‌ল, রঘুনাথও ঠক্ ঠক্ কোরে

কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। কন্যার পিতা কোনো অজ্ঞাত কারণের আশঙ্কা কোরে, চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। রঘুনাথ জয়ার মুখে মুর্চ্ছার হেতু শোন্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা কোল্লেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হলো. জয়ার তখন কথা কবার ক্ষমতা ছিল না, কেবল অঙ্গুলী দিয়ে একটি লোক্‌কে দেখিয়ে দিলেন, ঔদাস্য বশত রঘুনাথ এপর্য্যন্ত তার আকৃতির প্রতি চেয়ে দেখেন্‌ নি। তিনি এক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন যে, খর্ব্বাকার শঙ্কর বামনের কদাকার মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শঙ্করকে দেখে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে অপর পথ দিয়ে চোলে যেতো। স্ত্রীলোকেদের ত কথাই নেই, পুরুষেরাও তাঁরে দেখে, পাশ কাটিয়ে, অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান কত্তো। জিজ্ঞাসা কোল্লে, কি পুরুষ কি মেয়ে, কেউ বোল্‌তে পাত্তো না যে, কেন তারা সে দৃষ্টতঃ নিরীহ বামনকে অবগ্না করে। তা যাই হোক, বিবাহের আসরে শঙ্করের আগমনটি লোকে যে অকল্যাণ জ্ঞান কত্তো, সেটি কিন্তু সত্য কথা। তাঁর সমাগমে, হয় বর, নয় কন্যা, যে হয় এক জনের আশু মৃত্যু হবেই হবে। তাও যদি না হয়, একটা যে মহা বিপত্তি ঘোট্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই,-- সকলেরই এই সংস্কার ছিল। জয়ার অবয়বে আতঙ্ক লক্ষিত হবার কারণই সেই। রঘুনাথ সসমাদরে, মধুর বাক্যে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লেন, শিউরাম কত প্রকার কোরে বোঝাতে লাগ্‌লেন, পুরোহিতেরা কতই তিরস্কার ভর্ৎসনা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু জয়ার মন কিছুতেই নিরাতঙ্ক হলো না। বালা অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত কারও কথাই গ্রাহ্য কোল্লেন না। অবশেষে রঘুনাথ আগ্রহ হোয়ে, সকাতরে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে, জয়া কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কোমল কম্পিত পদ সপ্তম বেষ্টনের উপর রক্ষা কোল্লেন। রঘু-নাথ বালার চির সুখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত দেবতাদের কাছে দীর্ঘচ্ছন্দে

স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্লেন, তার একটি কথাও কিন্তু জয়ার কাণে প্রবেশ করেনি।

"জয়া! তবে এক্ষণে আমি তোমার পতি হোলেম" এই কথা বোলে, রঘুনাথ বামনের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে, দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে বোল্লেন "কেউ যেন এই পরিণয়-মিলনের ব্যাঘাৎ জন্মাতে না পারে। যাঁরা আমাদের সুখের প্রার্থনা করেন, তাঁরা এই উদ্বাহ-বন্ধন সপ্রমাণ পূর্ব্বক সবল এবং সুদৃঢ় করুন।" তার পর সেইরূপ সতেজ স্বরে দর্শকগণের প্রতি চেয়ে বোল্লেন, "আপনারা এক্ষণে আমার পত্নীকে দর্শন কোরে, আপনার আপনার গৃহে প্রস্থান করুন।"

শঙ্কর বামন তাঁর আগমনের ফল স্বচক্ষে দর্শন কোরে প্রস্থান কোল্লেন, মোরোবা কিন্তু ঐস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে, রঘুনাথের প্রতি আর একটিবার ভয়ানক ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষপাত কোল্লেন, ঐ বিকট বক্র কটাক্ষপাতের সঙ্গে এমনি একটু নিষ্ঠুর, এমনি একটু অবজ্ঞার আড় হাসির ছটা বেরোলো যে তাই দেখে, ভয়ে বরের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্তে লাগ্‌ল, তাঁর অন্তঃকরণ চমকে চমকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কেন যে তাঁর আতঙ্ক হলো, তা তিনি অনুভব কোরে উঠ্‌তে পাল্লেন না। বারাণসীর মধ্যে মোরোবা এক জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ। শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা নিয়মের প্রতি তাঁর নিজের যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, এবং শাস্ত্রমর্য্যাদার কোনো প্রকার ত্রুটি হলে তিনি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তাদি কোরে যে সকল কষ্ট স্বীকার কোত্তেন, লোক সকলকেও বলপূর্ব্বক সেই সকল নিয়মে আবদ্ধ কোত্তেন, এবং সেই রূপ কষ্টসাধ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাতেন। এ বিবাহে তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কন্যা সম্প্রদানে, যে সকল নানাবিধ ক্রুট

কচালে শাস্ত্রাচার, শাস্ত্র কর্ম্ম আছে, সে গুলি শাস্ত্রমত যথার্থ প্রণালীতে নির্ব্বাহ হলো কি না, তাই তিনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক তন্ন তন্ন কোরে দেখ্‌বেন। নিরপরাধিনী জয়া বেদোক্ত সমুদয় শাস্ত্রাচার শাস্ত্রব্যবহারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা কোল্লেন কি না, সেগুলিও তিনি ঈর্ষাকাতর এবং ক্রোধোন্মত্ত চক্ষে একটি একটি কোরে নিরীক্ষণ কোর্‌বেন। রঘুনাথের সামান্য সামান্য ত্রুটিগুলিও যে অবহেলা কোর্‌বেন না, সে অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। কিরূপে সেই সকল ছল ছুতো ধোরে বিবাহটি যে অসিদ্ধ কোর্‌বেন, সেইটিই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। বর কোনে কিন্তু এমনি সুশিক্ষিত হোয়েছিলেন, আর পুরোহিতেরাও এমনি যত্ন পরিশ্রম কোত্তে লাগ্‌লেন যে, নারোবা কোন প্রকারেই দোষ ধোত্তে পাল্লেন না। তাঁরা অতি তুচ্ছ তুচ্ছ, অতি সামান্য সামান্য বিষয়গুলিরও যথা শাস্ত্র গৌরব রক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। সুতরাং সভাসুদ্ধ সকলেই বোল্লেন, এ বিবাহে কোনো অঙ্গের ত্রুটি হয় নাই, শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধি আছে, সব সেইরূপই হোয়েছে। তাই কাজে কাজেই নারোবাকে নিরাশ হোয়ে ফিরে যেতে হলো। বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হোয়েগেলে, দেশাচারের রাজগৌরব রাজপরাক্রমানুসারে, রঘুনাথ আপনার দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরূঢ় হোয়ে, প্রফুল্লচিত্তে গৃহে চোলে গেলেন। তাঁর প্রিয়তমা পিতৃগৃহেই রইলেন। রঘুনাথ প্রতিশ্রুত হোলেন যে, চার দিনের দিন ফিরে এসে, জয়াকে সঙ্গে কোরে, তাঁর শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাবেন, ইহা কৌলিক প্রথা, আবহমান এই ব্যবস্থাই চোলে আসছে। রঘুনাথ যখন বিদায় হয়ে গৃহাভি-মুখে যাত্রা কোল্লেন, তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আনন্দের কোলা-হল হোতে লাগ্‌ল। 'জয় হোক জয় হোক' চতুর্দ্দিকে এই জয়-শব্দের তরঙ্গ উথ্‌লে উঠ্‌ল। নাগরা ডঙ্কা জয়ঢাক সশব্দে বেজে উঠ্‌ল,

ঝাঁজ ঘণ্টা মন্দীরের খন খন ঝন্ ঝন্ শব্দে গগণতল পরিপুর্ণ হলো, তুরী ভেরী শানায়ের ভোঁ ভোঁ শোঁ শোঁ ধ্বনির লহরী খেল্‌তে লাগ্‌ল। রঘুনাথ এই প্রগল্‌ভ আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে গৃহাভিমুখে চোলেছেন।

জয়া আপনার কুটীরে একাকিনী বোসে আছেন। একবার রঘুনাথের চারু কান্তি, একবার শঙ্কর বামনের বিকট কদাকার মূর্ত্তি, তাঁর নয়নোপান্তে পর্য্যায়ক্রমে চিত্রিত হোতে লাগ্‌ল। বালা নিরবচ্ছিন্ন সেই দুটি পরস্পর বিসম্বাদী অবয়ব অনুধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়া যখন অতি বালিকা, শঙ্কর বামনের নাম কোল্লে, তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হতো। বালার জননী মৃত্যু কালীন বারম্বার নিষেধ কোরে যান যে, শঙ্কর যে পথ দিয়ে চলে, চারুলোচনা জয়া যেন সে পথে কদাচ যাতায়াত না করে। আরও এই কথা ব্যক্ত করেন যে, তিনি যখন ৭।৮ মাস গর্ভবতী, দৈবাৎ একদিন শঙ্করের গায়ে গাঠেকাঠেকি হয় সেই যে তিনি পীড়িত হোয়ে ঘরে এলেন, আর তাঁকে উঠ্‌তে হলো না, সেই পীড়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তৎকালীন বালার মাতা যে সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন, সে সন্তানটি যে, পৃথিবীর মুখাবলোকন কোত্তে পায় নাই, সে কথা মিথ্যা নয়। তদ্ভিন্ন দুর্ভাগা মাতা সেই অবধি চিররোগী হোয়ে, বহুকাল শয্যাগত থেকে, তারপর যে তাঁর পঞ্চত্ব হয়, সে কথাও সত্য। যারা অজ্ঞানান্ধ হিন্দুস্ত্রীগণের ন্যায় তত সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন, তাঁরা কিন্তু শঙ্কর বামনকে দেখে ভীত হতেন না। ফলত শঙ্করের অবয়বে এমন কোনো বিভীষিকার লক্ষণ নাই যে, দেখে আতঙ্ক হয়। শঙ্কর মহা শুদ্ধাচারী নিষ্ঠা ব্রাহ্মণ, পূজা আহ্নিকে একান্ত শ্রদ্ধা, ব্রহ্মানুষ্ঠানে অতিশয় রত, অতি কঠোর নিয়মে চলেন,

সংসার আশ্রমের প্রতি একপ্রকার অননুরাগই ছিল, এবং নির্জ্জন বাসেই কালযাপন কোত্তেন। যদিও তিনি স্বয়ং অতি কঠোর ব্রতী ছিলেন সত্য, কিন্তু কেউ বোল্‌তে পাত্তেন না যে, শঙ্কর কারও প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার করেছেন, কি তাঁর নামে কেউ কখন দুর্নাম কোত্তে শুনেছেন, কি এই দুষ্কর্ম্মটী তাঁ হোতে হোয়েছে। এই সকল অনুকূল পরিচয় সত্ত্বেও লোকে কিন্তু মনে মনে সন্দেহ কোত্তো যে, শঙ্কর অন্তঃশীলে জাদু ভেলকী মায়া আদি তন্ত্র মন্ত্রের অনুষ্ঠান কোরে থাকেন, অথচ কারও ক্ষমতা ছিল না যে, সদর হোয়ে দশজনের সাক্ষাতে তাঁর অপবাদ করে। প্রকাশ্যতঃ সকলেই তাঁর সমাদর গৌরব কত্তো, অসাক্ষাতে কিন্তু কেউ মুখেও তাঁর নাম উচ্চারণ কত্তো না। শঙ্কর উর্দ্ধে তিন হাতের অধিক উচ্চ ছিলেন না, শরীরে কিন্তু বিস্তর সামার্থ্য ছিল। স্কন্ধের পরিসর আর তাঁর শিরাময় বলিষ্ঠ বাহু দেখিলেই বেশ অনুভব হতো যে, শঙ্কর বলবান ব্যাক্তি। মস্তকটি অতিশয় বৃহৎ, চক্ষুদুটি ঘোর কাল, গোল, আর দুর্দ্দান্ত ভয়ানক, মাল্‌সার মতন চাক্‌লা গাল, চৌকোণা থুথি, ঐ থুথির উপর কটাবর্ণের ছোট ছোট ঝাড়াল দাড়ি, ওষ্ঠদুট বেয়াড়া মোটা, মুখের হা রাঘব বোয়ালের মত অসঙ্গত বড়, ঐ মুখ আর ঠোঁঠ, দাড়ি ছাড়িয়ে বেরিয়ে পোড়েছে। মুখাবয়বের অবয়বগুলি একত্র কোল্লে, তাঁরদিকে চেয়ে দেখ্‌তে এককালীন প্রবৃত্তি হতো না।

এই অদ্ভুত বিভীষিকা ব্যক্তি পারতপক্ষে গায় জামা দিতেন না, যদি কখন নমাসে ছমাসে, দৈবাৎ একাধবার ব্যবহার কোত্তেন, তাতেও আবার সুমুখ্‌টা খুলে রেখেদিতেন, সিটি তাঁর অখণ্ডিত নিয়ম। সুম্‌খে খুলেদিয়ে, গা দেখায়ার না সর্ব্বাঙ্গ লোমে ঢাকা, মস্তপুরু

চেটাল বুকের ছাতি বার কোরে রাখতেন। হাতে সোনার বালা, বালা দুগাছা যেমন ভারি তেমনি মোটা, কোমরে সোণার গোট। তাবৎ লোকেই ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শঙ্করের সমাদর কত্তো। আকৃতিটি না কি অসঙ্গত কদাকার ছিল, তাঁর সেই অষ্টবক্র কুব্জ-মূর্ত্তি দেখে, ব্রাহ্মণেরা একেবারে রাষ্ট্র কোরে দিছিলেন যে, শঙ্কর দেবতাদের চিহ্নিত ব্যক্তি, অন্য কোন লোকই তাঁর তুল্য দেবানুগৃহিত নহে*।

ঐ অষ্টবক্র বিকটাকার পুরুষ একটি মন্দিরের বিনাশাবশিষ্ট নির্জ্জন কুটীরে বাস কোত্তেন। এক সময়ে মাহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে ঐ মন্দিরটি অতি পবিত্র স্থান বোলে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং সেখানে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এক দিবস দেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত নরবলির ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আড়ম্বর হোচ্ছিল, এমন সময় মন্দিরের চূড়ার উপর ঘোর ঝড় ঝড় বাবে ভীষণ বজ্রপাত হয়, মন্দিরটি মহা শব্দ কোরে চূর্ণ হোয়ে গেল। পুরোহিত জল্লাদ-কর্ম্মকার, আর সবের পাবটি, দেবালয়ের ভগ্নাবশেষের ভিতরে চাপা পোড়লেন। সেই অবধি মন্দিরটি পুনরায় নূতন কোরে কেউ নির্ম্মাণ কোরে নাই, সুতরাং আজও পর্য্যন্ত সেই ভগ্ন অবস্থায়েই পোড়ে আছে, এবং তৎকাল অবধি বারাণসীর লোকেরা সেস্থানে সাহস কোরে গমনাগমন কত্তো না। তাতেই শঙ্কর ঐ মন্দিরটি মনোনীত কোরে আপনার বাসস্থান কোরেছিলেন। একে তো শঙ্করের নামে লোকের ত্রাস হতো, তাতে আবার সেই দেবালয়ে বাস করাতে লোকের মনে আরও ভয় হলো।

* কদাকার কুৎসিত আকারের নিমিত্ত শঙ্করকে দৈব পরিচিত ব্যক্তি বিবেচনা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। তবে বোধ হয় ঠাকুর বামন অবতার হয়েছিলেন, শঙ্করও বামন ছিলেন, সেই জন্যই ব্রাহ্মণেরা বিবেচনা কোরে ছিলেন যে শঙ্কর সামান্য লোক নয়, তাঁর প্রতি নারায়ণের কৃপা আছে।

শঙ্কর সেই সংসর্গ-বিরহিত গুপ্ত নিবাসেই অষ্টপ্রহর কালযাপন কোত্তেন, কদাচিত কখন নির্গত হোয়ে বাইরে আস্‌তেন। কিন্তু একটি উপলক্ষে তাঁকে লোকালয়ে আস্‌তেই হতো,--কোনো পতি-প্রাণা নারী যদি সহমৃতা হোতেন, সেই ভয়ঙ্কর নৃশংস উৎসবের সময় শঙ্কর উপস্থিত হোতেনি হোতেন, সিটি তাঁর অখণ্ডিত নিয়ম ছিল, কদাচ অবহেলা কোত্তেন না। সে সময় শঙ্কর সতেজ অহ্লাদে প্রফুল্লিত হোয়ে, তাঁর চোক মুখ দিয়ে সজীব তেজ-স্ফূর্ত্তি নির্গত হতো। বিশেষত ভাগীরথী তীরেই না কি তাঁর বাস ছিল, আর সেই স্থানেই না কি সাধ্বী রমণীরা চিতা আরোহণ কোত্তেন, তাই শঙ্করের উপরেই সকল ভার ছিল, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে অধ্যক্ষতা কোত্তেন। চিতা সাজান প্রভৃতি সহ-মরণের তাবৎ আয়োজন তিনি আপন চোক্ষে দেখে তত্ত্বাব-ধান কোত্তেন।

সতীর সহমরণের সময় শঙ্করের মনে নিরতিশয় আনন্দের আবি-র্ভাব হতো, তখন তাঁকে স্পষ্ট আমোদপ্রফুল্লিত দেখা যেতো, আর কেবল সেই সময়েই তাঁর মুখদিয়ে হাসি বেরোতো, নচেৎ অন্য সময়ে কেউ কখন তাঁকে হাস্‌তে দেখেনি। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের কি অদ্ভুত পরাক্রম! সেই নিদারুণ মর্ম্মভেদী, হৃদয়কম্প-কারী উৎসব দর্শন কোরে, কৌতুক জ্ঞানে লোকের মনে আনন্দ উচ্ছলিত হয়!!! মহাপাতকীদের প্রাণদণ্ডের সময়েও শঙ্কর সেই বধ্যভূমিতে কখন কখন উপস্থিত থাক্‌তেন। তাঁর আকার প্রকার দেখে বোধ হতো, অপরাধিদের আর্ত্তনাদ শুনে মনে মনে সন্তুষ্ট হোতেন। আর শিরশ্ছেদনের পর ধড়টা যখন মাটিতে পোড়ে ছট্‌ ফট্‌ কোত্তো, সেই সময় তার বিকট চক্ষু দুটি ঘূর্ণিত কোরে

তাকিয়ে তাকিয়ে চেয়ে দেখ্‌তেন, তৎকালীন কিন্তু তাঁর মুখে হাসি নাই, কেবল দেখে শুনে আপনার পাতালপুর নিবাসে ফিরে যেতেন। শঙ্করের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিসে যে তাঁর সে ক্ষমতা হলো, সেকথা কেউই বোল্‌তে পারে না। প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা, যারা সন্তানের মাতা হোয়েছেন, তাঁরাত শঙ্করকে দেখে ভয়ে পালাতেন, যুবতীরা কি অল্পবয়স্ক বালিকারা, শঙ্করের নাম কোল্লে পাড়াছেড়ে প্রস্থান কত্তো। আর বিবাহের উপলক্ষে সম্প্রদানের সময়, দৈবগতিকে যদি কোনের সঙ্গে চোকো-চোকি হয়— তবেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত! পাত্রীর মাথায় যেন বজ্রা-ঘাত হলো, তবে সে শুনে পোড়ে মনে মনে ঠিক দিতো যে, একটা না একটা বিপদ ঘোট্‌বেই ঘোট্‌বে, কি সে মনে কত্তো যে, মনুষ্যের যত প্রকার অকল্যাণ হোয়ে থাকে, সে সমুদয় অকল্যাণ তাকে ভোগ কোত্তে হবে। এই তো শঙ্করের বাজার সম্ভ্রম। এদিকে মনে করুন, কোনো নারীর পতি বিয়োগ হয়েছে, তার আত্মীয় স্বজ-নেরা তারে সাধ্যসাধনা কোচ্ছে, ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার ভয় দেখাচ্চে, সে বিধবা কিন্তু কাকরি কথা শুন্‌চে না, সেদিকে কর্ণ-পাতও কোচ্চে না, সে সতী হবে না, সহমরণ যেতে তার প্রবৃত্তি নাই, সে পতির জলচ্চিতায় প্রাণত্যাগ কোরবে না, সে বিষয়ে সে খাঁটি হোয়ে বোসে আছে। শিব এসে বোল্লেও তাঁর কথা শুনবে না, কেউই তারে বোঝাতে পাচ্চে না, কাকরি কথা সে গ্রহণ কোচ্চে না। এমন সময় শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হোয়ে বোলে পাটালেন, সতীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোর্‌বেন। শঙ্করের গলার আওয়াজ শুনেই হোক, কি তিনি কাণে কাণে কোন গুরুমন্ত্রই শুনিয়ে দিন, সেই জন্যেই হোক, শঙ্করের সমাগম

হোলেই আর সে হতভাগা নারীর সংশয় আপত্তি কিছুই থাক্‌ত না। সে আর তখন অবাধ্যা হোয়ে সহমরণ যেতে অস্বীকার কত্তো না, ইটি শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যক্ষ ফল, কদাচ তা অন্যথা হবার নয়। তাই ইদানীং শঙ্করকে যেচে সাক্ষাৎ কত্তে হতো না, সে প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে এককালীন উঠে গেছিল। ইদানীং আবশ্যক হলে, ব্রাহ্মণেরা তাঁর বাড়ীতে পোড়ে সাধা-সাধি কত্তো, অকরুণ নিষ্ঠুর আত্মীয়েরাও কত প্রকার বিনয় কোরে শঙ্করের স্তবস্তুতি কোত্তো। তদ্ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি আত্মস্বার্থের নিমিত্ত সেই হতভাগিনী বিধবা কামিনীর মৃত্যু কামনা কোত্তেন, তাঁরাও তাঁর হাতে পায়ে ধোরে উপাসনা কোরে বোলতেন, একটি বারমাত্র পায়ের ধূল দিয়ে, সেই অব্যবস্থিতমনা গঞ্জনাপীড়িতা স্ত্রীলোকটিকে সুপ্রবৃত্তি দিয়ে আসুন, আর তার সতীধর্ম্ম যাতে রক্ষা পায়, তার উপদেশ করুন। শঙ্কর যে তার কাণে কি মোহিনী-মন্ত্র পোড়তেন, কি গুরুমন্ত্র শোনাতেন, তিনি যে তার সঙ্গে কি তর্ক কোত্তেন, কি কথা বোলে তার প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত কোত্তেন, আর কি কোরেইবা তিনি কার্য্য-সিদ্ধি কোত্তেন, সে গূঢ় তত্ত্ব তিনিই জানতেন, তাঁর সেই অদ্ভুত ক্ষমতার অন্তর-মর্ম্ম অন্য কেউই বুঝে উঠতে পাত্তো না। কি বোলে তিনি জপাতেন, সে স্ত্রীলোকটিও সে কথা মুখের বার কোত্তো না, বরং পাছে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে আরও সাবধান হোয়ে মর্ম্ম-কথাটি সে গোপন রাখ্‌তো। জয়ার সঙ্গে রঘুনাথের পরিণয় সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হোয়ে গেলে, তার চতুর্থ দিবসের সায়ংকালে, আনন্দ-প্রফুল্লিত রঘুনাথ তাঁর সহধর্ম্মিণী প্রমদাকে নিজালয়ে আন্‌বার জন্যে বাড়ী থেকে যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন, সঙ্গে একখানি

অপূর্ব্ব মনোহর সমুজ্জ্বল পাল্কী, পাল্কীখানি পশ্চাতে পশ্চাতে চোলেছে। পথে এক স্থানে সদর রাস্তার ধারে, মোরোবা আর সেই বামন ব্রাহ্মণ মুখোমুখি হোয়ে, ফিস্ ফিস্ কোরে কি পরামর্শ কোচ্ছিল, রঘুনাথ দূর থেকে উঁকি মেরে তাদের দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে তাদের দেখেছেন, তারা তা জানতে পারে নি। পিতাপুত্রে উভয়েই যে, বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, সে কথা ইতিপূর্ব্বে রঘুনাথ বিস্মৃত হোয়ে গেছিলেন, এক্ষণে কিন্তু সেই কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তিটার সঙ্গে কুৎসিত কদাকার অন্তঃকরণের একত্র আবির্ভাব স্বচক্ষে দর্শন কোরে, রঘুনাথের অন্তর আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌ল, তাদের দেখে পূর্ব্বের কথা তাঁর স্মরণ হতে লাগ্‌ল, এক্ষণে মোরোবার তৎকালীনের নীরস নিষ্ঠুর হাসি তাঁর মনে জাগ্রত হোয়ে উঠ্‌ল, আর যখন তাঁরে বেষ্টন কোরে তাঁর আত্মীয় স্বজন সজীব উল্লাসে উন্মত্ত হোয়ে, জয়ধ্বনির উপর জয়ধ্বনি কোরে বায়ুগ্রাম বিদীর্ণ কোচ্ছিল, সেই সময় তাঁর প্রিয়তমা জয়া যে শঙ্কর বামনের কিম্ভূত বিকট মূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হন, সে নিষ্ঠুর ছবিও অভিনব হোয়ে তার মনোপটে চিত্রিত হোতে লাগ্‌ল। রঘুনাথ আনন্দে নিরানন্দ, কত প্রকার অমঙ্গল চিন্তা কোত্তে কোত্তে অতি বিমর্ষ হোয়ে শিউরামের মন্দিরে দর্শন দিলেন। রঘুনাথের ইচ্ছা ছিল যে, মুখখানি হাস্যরসে প্রফুল্লিত কোরে চিত্তোদ্বেগ গোপন করেন, সিটি কিন্তু অনেক চেষ্টা কোরেও পেরে উঠ্‌লেন না। রঘুনাথকে দেখে জয়া মনোহর ভঙ্গী কোরে, আস্তে আস্তে নিকটে এলেন, তাঁর বদনকান্তি কোমলোজ্জ্বল রাগে দীপ্তি কোত্তে লাগ্‌ল, তাঁর নয়নোপান্তে প্রফুল্ল জ্যোতি নৃত্য কোত্তে লাগ্‌ল। রঘুনাথ

কোনো কথাবার্ত্তা না কোয়ে প্রণয়িনীকে নিঃশব্দে গৃহের বাহির কোরে, বিস্তার স্বর্গপথের ধ্রুব নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে, গম্ভীর-স্বরে বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন, রঘুনাথ বড় বড় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হে পৃথ্বী! হে ত্রিদশালয়! হে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড! আপনারা অচলা হোয়ে চিরদিন একস্থানেই অবস্থান কোচ্ছেন, এই মধুর রমণী যেন তাঁর স্বামীর পরিবারের মধ্যে আপনাদের ন্যায় চিরবিদ্যমানা থাকেন।" তার পর শুভাশীষ বাক্যে প্রণয়িনীর মঙ্গল কামনা কোরে গৃহের বাহির হলেন। শিষ্টাচার ও সমাদর-পূর্ব্বক পুরবাসিনীদের্‌কে নমস্কার কোরে, তাদের শিরে জল প্রদান কোল্লেন, তাই কোরেই শাস্ত্রীয় ক্রিয়া শেষ করা হলো।

স্তাবক, আশীর্ব্বাদক, এবং বন্ধু বান্ধবেরা জয়াকে ঘেরে ছিলেন, বালা অনুপম শোভাময় পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, এক্ষণে তিনি রঘুনাথের আলয়ে চোল্লেন। সেখানে আরও অনেক শাস্ত্র-ক্রিয়া নির্ব্বাহ কোত্তে বাকী আছে। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হলো, রঘুনাথ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিলোকের পূজা কোল্লেন,—নৈবেদ্যাদি নিবেদন কোল্লেন,—জয়ার কোনো বিঘ্ন না হয়, সুখে সচ্ছন্দে থাকেন, এই উদ্দেশে স্তব স্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কি পরিতাপ! ষোড়শোপচারে পূজাই করুন, আর আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত স্তবস্তুতিই করুন, দৈবারাধনার কোনো ফল হলো না। নব বিবাহিত দম্পতী যুগলকে শত্রুদিগের কুটিল মন্ত্রণাচক্র থেকে রক্ষা কোত্তে পাল্লেন না। মোরোবা, সুহৃদভঙ্গের, বিশ্বাসভঙ্গের, বিসম্বাদের এবং রাগদ্বেষ হিংসার একটি মূর্ত্তিমান দানো! যে দিবস শিউরাম তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য কোরে জয়ার সঙ্গে শঙ্করের পরিণয় হবার কথা খণ্ডিয়ে দেন, সেই দিন থেকে জয়ার উপরেই মোরোবার লক্ষ্য,

সেই দিন থেকেই নিরীহ বালা তাঁর ভীষণ কোপের পাত্রী হোলেন। একমাস অতীত হলো, প্রতিদিনই নব বিবাহিত যুবকযুবতীর প্রফুল্লানন্দের সাক্ষ্য প্রদান কোচ্ছিল, তাঁদের মিলনসুখের ব্যাঘাত জন্মায়, সেরূপ কোনো বিঘ্নই উপস্থিত ছিল না। ভুল ভ্রান্তেও শঙ্করের নাম একবার মুখে আন্‌তেন না।

মোরোবা বারাণসীতে নাই, কয়েক দিবস হলো, তিনি স্থানান্তরে চোলে গেছেন,—সকলের মুখেই এই কথা শুন্‌তে পাওয়া গেল। রঘুনাথ শুনে মনে মনে মহা আনন্দিত হোলেন। কিন্তু মোরোবা কেন বারাণসীতে নাই? কোথায় গেলেন? কেনো গেলেন? রঘুনাথ স্বপ্নেও তা জান্‌তেন না। একমাস কাল গত হতে না হোতে, চিরদ্বেষী মোরোবা পুনর্ব্বার কাশীধামে দর্শন দিলেন। তাঁর আস্‌বার কিছু দিন পরেই রঘুনাথের কাছে খবর এলো যে, দেওয়ালে তাঁর যে জমিজমা আছে, তা ক্রোক কোরিয়ে দলবন্ত নামে এক ব্যক্তি সরকারে জানিয়েছে যে, সে সকল জায়গাজমি তারি,—তাতে রঘুনাথের কোনো স্বত্ব নাই। সে দাবি করাতে ইজারদারের বিচারে সে সকল সম্পত্তি তারি হোয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে একবার সেই দেওয়াল গ্রামে যাওয়া রঘুনাথের নিতান্ত আবশ্যক হলো। রঘুনাথ অতি বিমর্ষ হোয়ে সে কথা প্রণয়িনীকে ভেঙ্গে বোল্লেন। ঐ খবর শুনে বালার পূর্ব্বকার ভয়, আতঙ্ক, সংশয় পুনরায় দর্শন দিলে,—পূর্ব্বাপেক্ষা এবার দ্বিগুণ প্রভাব হোয়ে দর্শন দিলে। জয়া চীৎকার শব্দে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মনের ভাব ব্যক্ত কোরে বোল্লেন যে, আমাদের এই যা দেখা সাক্ষাৎ হলো, এই দেখাই শেষ দেখা, এ জন্মে আর আমাদের দেখা হবে না!

রঘুনাথ বোল্লেন, "ও কি? এমন অলক্ষণের কথা কেন বলো! দেখা হবেনা কেন? দেওয়াল ত অধিক দূরের পথ নয়।"

জয়া বোল্লেন, দূর নয় সত্য, আর আমিও তা জানি; কিন্তু তা হোলে কি হয়, তোমার শত্রু যারা, তারা অতি দুর্দান্ত, আর অতিশয় কুচক্রী। নচেৎ তোমার জায়দাদের উপর এ মিথ্যা দাবি কেন উপস্থিত হবে।

রঘুনাথ বোল্লেন, তুমি সেজন্য কোনো ভয় করো না, যে ব্যক্তি এই দাবি কোরেছে, তাকে আমি জানি, আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে, সে ফিচেল লোক আর ভারি মামলাবাজ। পরগণার নায়েবকে স্বরূপ বৃত্তান্তগুলি অবগত করালে, সব মিটে যাবে। মিটে গেলেই আমি সেই দণ্ডে সেখান থেকে রওনা হয়ে, পুনরায় এই স্নেহ-প্রস্ফুল্লিত বাহুলতার পাশে ফিরে আস্‌বো।

জয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "তবে যাও। যাও, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ফিরে না আস্‌বে, আমি অত্যন্ত অসুখে থাক্‌বো, এই কথাটি স্মরণ থাকে যেন।"

রঘুনাথ মনে মনে বহ্বাশা কোচ্ছিলেন যে, বিবাদ মিটিয়ে শীঘ্র ফিরে আস্‌বেন। জয়া কিন্তু কেবল অমঙ্গলই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর মনের অন্ধকার, তাঁর অন্তঃকরণের দুর্ভাবনা, কিছুতেই পরিষ্কার হোচ্ছিল না। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ পৃথক পৃথক হোয়ে পোড়্‌লেন। যে ঘোড়ায় সোয়ার হোয়ে বিবাহ কোত্তে গেছিলেন, রঘুনাথ সেই ঘোড়ার উপর আরূঢ় হোলেন। রেকাবের উপর পা রাখ্‌তেই দুজন অনুচর, তারা রঘুনাথের চিরবিশ্বাসী, পৃথিবী চুম্বন কোরে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রণয়িনী জয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ছিলেন। অনুচর সঙ্গে রঘুনাথ ঘোড়া ছুটিয়ে

চোলেছেন, প্রমদার দর্শনোৎসুক চক্ষু সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। রঘুনাথ একটি বাড়ীর মোড় ছাড়িয়ে বেরিয়ে পোড়্লেন, জয়ার আর দৃষ্টি চোল্লো না, সেই কোণটি প্রতিকূল হোয়ে প্রিয়তমার সরাগ স্নেহ দৃষ্টি অবরুদ্ধ কোল্লে। রঘুনাথ দৃষ্টির বাহির হোয়ে কতক-দূর চোলে গেলেন, জয়া একটি সুদীর্ঘ বিষাদ-নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন,—প্রাণবল্লভকে চক্ষুভরে দেখে নিলেম, জন্মের শোধ দেখে নিলেম, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম—আমার মন বোল্‌ছে এ-জন্মে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না, জন্মান্তরে যদি হয়, সেকথা কে বোল্‌তে পারে? এ জন্মে কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না। জয়াকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্যে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা নানাপ্রকারে যত্ন কোত্তে লাগলেন। তাঁরা এই বোলে বোঝাতে লাগ্‌লেন, মন্দ হবে বোলে ভাব্‌তে নেই, তাতে স্বামীর অকল্যাণ হয়, তুই ভাবিস্‌নে, ভাবলে অকল্যাণ ডেকে আনা হয়, তোর দেখি সকল-তাতেই বাড়াবাড়ি, কারও স্বামীকি বিদেশে যায় না?—তোরমত কে এত ভেবে থাকে, কবে কি হবে,—বালাই, তাই বা হবে কেন,—তাই বোলে এখন কাঁদাকাটা করা কি ভাল দেখায়, যদিই কপালে মন্দ ঘটনা থাকে, তা ভেবে কি কোর্‌বে বলো?—তোমার ভাই সব অনাচ্ছিষ্টি, যদি মনে মনে ভয়ই ছিল, তবে যেত্তে দিলে কেন? মানা কোল্লেই ত পাত্তে। এখন উঠো, খাও দাও, হেসে খেলে বেড়াও, আমোদ আহ্লাদ করো, আর গুরুদেবকে ডাকো, তিনিই তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন, তোমার স্বামী শীগ্‌গির ফিরে আসবেন। জয়া বোল্লেন, ওগো না, আমার অন্তঃকরণ ডেকে বোলছে, তিনি আর ফির্‌বেন না, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। জয়াকে খাওয়াবার নিমিত্ত মেয়েরা অনেক সাধাসাধি

কোত্তে লাগলেন, বালা কারুরি কথা শুন্‌লেন না, সে দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে আঁচোল পেতে অমনি শুধু মাটিতে পোড়ে রইলেন।

রঘুনাথ বিদায় হোয়ে গেলে এক সপ্তাহ পরে, জয়া একদিন ছাতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, সন্ধ্যার শীতল বায়ু স্পর্শ কোরে স্নিগ্ধ হোচ্ছিলেন, আর যে রাস্তাটি দেওয়াল গ্রামে চোলে গেছে, সেই রাস্তাটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলেন। সাদা ঘোড়ার উপর সোয়ার একটি লোক আসছিল, জয়া তাকে দূর থেকে দেখ্‌তে পেলেন, ঘোড়াটি মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে আস্‌ছিল। ইনি কি তার রঘুনাথ? রঘুনাথ কি এত শীঘ্র ফিরলেন? না।—তা হতে পারে না। লোকটি ক্রমিক এগিয়ে আস্‌ছে, সুম্‌খে অনেকগুলি বাড়ী, ঐ বাড়ীর আড়ালে সোয়ারটি ঢাকা পোড়্‌লেন, এখন আর তাঁরে দেখা যায় না। সে ব্যক্তি আবার বাড়ীগুলি ছাড়িয়ে এসে পোড়েছে, জয়া আবার তারে দেখ্‌তে পেলেন। লোকটি হন হন কোরে চোলেছে, বাড়ী মুখই আস্‌ছে। পতিপ্রাণা জয়ার দুই চক্ষু দিয়ে আনন্দ ধারা গোড়িয়ে পোড়তে লাগ্‌ল। তবে বুঝি রঘুনাথই এলেন,—এই ভেবে স্নেহময়ী বালা প্রাণপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে দৌড়িলেন। নীচে এসে দেখেন, সে পুরুষটি তাঁর স্বামী নয়!! যে দুজন অনুচর সঙ্গে যায়, সে ব্যক্তি তারি এক-জন। উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে, তার এক হাতে এক-খানি পত্র, আর এক হাতে এক যোড়া খড়ম। ঐ পত্র, খড়ম, আর আগন্তুক ব্যক্তির চেহারা, এরা একত্র হোয়ে মর্ম্মঘাতী স্বরূপ অবস্থা ব্যক্ত কোরে দিলে। জয়া নিস্তব্ধ, আড়ষ্ট, সংজ্ঞা শূন্য, মুখে কথা নেই,—বাক্‌রোধ,—শোকসংবাদ বাহকের প্রতি এক

দৃষ্টে চেয়ে আছেন, চক্ষে পলক নেই, যেন প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে। এই সময় জয়ার আতঙ্ক-আক্রান্ত সচকিত বিহ্বল মূর্ত্তি দর্শন কোরে মহারাষ্ট্রী কাসীদেরও মন নরম না হোয়ে যেতো না, বালার সেই হৃৎকম্পকারী আতঙ্ক আহত মূর্ত্তিটি চক্ষে নিরীক্ষণ কোল্লে, নিষ্ঠুর কঠোর দর্শন কাসীদের মনে অবশ্যই করুণার উদয় হতো। বালা এ পর্য্যন্ত সেইরূপ বাক্‌রোধ হোয়েই আছেন। রঘুনাথের মৃত্যুর খবর শুনে অন্তঃপুরের মধ্যে ক্রন্দনের তরঙ্গ উঠেছে, মেয়েরা আর্ত্তনাদ কোরে মহা কোলাহল আরম্ভ কোরেছে। জয়া তাদের বিলাপস্বর শুন্‌তে পেয়েছেন, তাই শুনে বালা শেষে বোলে উঠ্‌লেন "ঐ শোনো, রঘুনাথ রঘুনাথ বোলে চীৎকার কোচ্চে, তিনি কোথায়?" সোয়ার বোল্লে "তিনি নাই! তাঁর পরোলোক হয়েছে" জয়া "হা হা" কোরে উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চরবে হেসে, পরিচারিকার কোলে মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন, সেই অজ্ঞানাবস্থায় ধরাধরি কোরে ঘরের মধ্যে নিয়েগেল। কতক্ষণ পরে চৈতন্য হোয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌লেন। বিলাপিনীদের হাহাকারধ্বনি বাড়ী ভেদ কোচ্ছিল। জয়া তাদের শোকস্বর একতান মনে শুন্‌তে লাগ্‌লেন। বালার শোক বিলাপের সেরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। তাঁর সে শোক, নির্ম্মল সরল আস্নেহ হৃদয়ের অতলস্পর্শে গাঢ় নিহিত হোয়েছে। বালা কথা কইতে জান, আর কেবল ফুলে ফুলে, গুমরে গুমরে কান্না এসে—কেউ দুটো সান্ত্বনার কথা বোলে, বালার শোক-প্রবাহের বেগ নিবৃত্তি কর্‌বার চেষ্টাও কোল্লে না। শিউরাম ভিন্ন একটি প্রাণীও তাঁর নিকটে গেল না। বালা কেবল সম্প্রতি শিউরামের বাড়ী ছেড়ে এসেছেন, সবে তরুণ বয়স, যৌবনাঙ্কুর কেবল মাত্র প্রস্ফুটিত হোয়েছে, সেই নিরীহ সরল

কন্যার মূর্ত্তি আজ স্বচক্ষে দর্শন কোরে, যে তাঁরে কতো স্নেহ, কত শ্রদ্ধা কত্তো, তার আজ এই দুর্দ্দশা চক্ষে নিরীক্ষণ কোরে, শিউরামের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হোতে লাগ্‌ল, জ্ঞান বুদ্ধিরও ভ্রান্তি জন্মিল। সেই কুসুমকান্তি তরুণীর ভগ্নাকৃতি, আর যাঁরে পেয়ে প্রফুল্লিত হোয়ে, সংসার আশ্রমের যতপ্রকার সুখাশা কোরে ছিলেন, সেই সকল সুখ আশার আশ্রয়-মূর্ত্তি আজ শূন্য মনে, শূন্য হৃদয়ে, আর শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! শিউরাম যে তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে, আজ সে জ্ঞান তার নাই!! খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত লোকের মনে সন্দেহ হতে লাগ্‌ল যে, জয়া বাতুল হোয়েছে, বালা কিন্তু আত্মীয় স্বজনকে চিন্‌তে লাগ্‌লেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কইতে লাগ্‌লেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তাঁর স্বামির কিরূপে মৃত্যু হয়েছে? শিউরাম তাঁকে বুঝিয়ে বোল্লেন যে, দেওয়ালে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে রঘুনাথের সাংঘাতিক জ্বর হয়। চিকিৎসকেরা অনেক চেস্টা কোরেছিলেন, কিন্তু কোনমতেই বাঁচাতে পাল্লেন না। ঈশ্বরের মনে যা থাকে তাই ঘটে, মনুষ্যের হাত কি! পূর্ব্বে কত পাপ কোরেছ, তারি ভোগাভোগ ভুগ্‌তে হোয়েছে, অদৃস্ট ছাড়া পথ নাই, ভেবে আর কি কোর্‌বে। দেওয়ালের ইজারদার তাঁর মৃত্যু সপ্রমাণ কোরে কাসীদের নামে এক পত্র লিখেছেন, আর তাড়াতাড়ি কোরে রঘুনাথের খড়ম পাঠিয়ে দিয়েছেন। জয়ার মনে এখন বিশ্বাস হলো যে, রঘুনাথ যথার্থই নাই। মোরোবাকে স্মরণ হোয়ে, ঐ ব্যক্তিই রঘুনাথের অকাল মৃত্যুর মূলীভূত, ঐ ব্যক্তিই কুচক্র কোরে রঘুনাথকে দেওয়ালে পাঠিয়ে দেয়, এক্ষণে বেয়ারাম সেয়ারামের কাল, রঘুনাথ যদি বাড়ী ছেড়ে না যেতেন, তবে কখনই মারা পোড়্‌তেন না।

মোরোবার অতিশয় খল স্বভাব, তার শরীরে দয়ামায়া নাই,—জয়া এই প্রকার, এ ছাড়া আরও কত প্রকার চিন্তা কোচ্ছেন, এমন সময় ঘরের দরজাটা ধড়াস কোরে খুলে গেল, জয়া মুখ তুলে চেয়ে দেখেন, পাষণ্ড মোরোবা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। মোরোবা মৌখিক বিস্তর দুঃখ জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সুখময় আনন্দ-ধামে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বালা কখন প্রস্তুত হবেন? মোরো-বার পশ্চাতে পশ্চাতেই পুরোহিতের দল এসে উপস্থিত। এক মাস মাত্র পূর্ব্বে ঐ সকল ব্রাহ্মণেরাই রঘুনাথের সঙ্গে জয়ার পাণি-বদ্ধ কোরিয়ে দেয়, এক্ষণে তারাই আবার জয়াকে আত্মঘাতিনী হোতে পেড়াপিড়ি কোত্তে লাগ্‌ল!

পতিহীনা জয়া প্রথমত আত্মীয়বর্গের কথার কৌশল বুঝ্‌তে পারেন নি। শেষে যখন বুঝ্‌লেন, তারা তাঁকে অগ্নিতে পুড়ে মোত্তে পরামর্শ দিচ্ছে, বালা তখন আপনার হৃদয় দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন—“এই, এইখানে আমার অগ্নিশিখা জ্বল্‌ছে, আপনারা আমাকে জীবিত থাক্‌তে দিন, তা হলে চিরকালই সেই আগুনে দগ্ধ হোতে পার্‌বো। যে অগ্নি এখন আমাকে দগ্ধ কোচ্চে, তার দুর্দ্দান্ত তেজ, সে তেজ যদি কখন লাঘব হয়, তখন নয় আমায় যা বোল্‌বেন তা করবো, কিন্তু এক্ষণে আমি সহমরণ যেতে পার্‌বো না, একেবারে ভস্মাবশেষ হওয়া অপেক্ষা আজন্ম-কাল দগ্ধ হবো মনে কোরেছি, যত দিন বাঁচ্‌বো, হৃদয়ের কালাগ্নি আমায় দগ্ধে দগ্ধে পোড়াবে।” বাস্তবিক জয়া অতি অবাধ্য হোয়ে, একবেগে হোয়ে বোস্‌লেন, ব্রাহ্মণদের কোন কথাতেই কর্ণপাত কোল্লেন না। জয়ার প্রতিজ্ঞা যে, কদাচ অনুমৃতা হবেন না। ব্রাহ্মণেরা দেখ্‌লেন তাঁদের কথা রক্ষা হলো না, যুবতী

তাঁদের বাসনানুরূপ স্বামির সমাদর কোত্তে সম্মতা নহেন, তাই বালা ইচ্ছা কোরে তাঁদের ক্রোধানল ডেকে নিয়ে এলেন। "তুই যাবি বোলে তোর পতি আশা কোরে রয়েছে, সে তোর মুখ চেয়ে পথ তাকিয়ে আছে। তুই বড় বোচাঁ। পাপিয়সী! তুই যদি আপনার জেদই বজায় রাখিস, তুই যদি আমাদের কথা অমান্য করিস, তুই যদি হতশ্রদ্ধা কোরে পতির সঙ্গে সহবাস কোত্তে আনন্দধামে না যাস্ তবে জন্মান্তরে তোর অদৃষ্টে যে কি দুর্দ্দশাই আছে, তা তখন টের পাবি, লোকান্তরে তোকে যে কি শাস্তি কি দণ্ডই ভোগ কোত্তে হবে, তা তুই সেই সময়ই জান্‌তে পার্‌বি।" এই ভয় প্রদর্শনের পর, ব্রাহ্মণেরা জয়ার পরকালের মূর্ত্তিটি কালভয়ে অঙ্কিত কোরে মুখে চিত্রিত কোল্লেন। জয়া শুনে মনে কোল্লেন, হয়ত ব্রাহ্মণেরা যা বোল্লেন সত্যই হবে। বালার চিত্ত আন্দোলিত হলো, অকরুণ পরকালের ভয়ে, তাঁর অন্তঃকরণ শিউরে উঠ্‌ল। আবার কিন্তু কি ভেবে, তাঁর মনে সন্দেহ হোতে লাগ্‌ল। বালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনে সাতপাঁচ চিন্তা কোচ্ছেন, এমন সময় রঘুনাথের ভগ্নী এসে উপস্থিত। তিনি আত্ম-বিড়ম্বনার অনুকূলে বিচার বিতর্কের একটি দীর্ঘ সূত্র গেঁথে এনেছিলেন। ভগ্নী বোল্লেন, "লোকটা একেবারে ঢলালি, আর যে মুখ দেখাবার পথ রাখ্‌লি নে, উচু মাথা যে হেঁট হলো। তোমার পিতামহী সতী ছিলেন, তোমার খুড়ীও সতী ছিলেন, তোমাকেও তাঁদের প্রদর্শিত প্রথামত চোল্‌তে হবে। এই শিশি এনেছি, ধরো, এর মধ্যে যে বস্তু আছে, খেলে কষ্টানুভব থাকে না, শরীর অসাড় হয়। ভেবে দেখো কত বড় নাম খ্যাতি থেকে যাবে, আবহমান লোকে তাযার যশ কোর্‌বে, তুমি তাদের চিরস্মরণীয় হবে। আর একান্ত

কথার অবাধ্য হোলে, পরিণামে অদৃষ্টে যে ভোগাভোগ আছে, সেটাও একবার স্মরণ কোরে দেখো। ব্রাহ্মণেরা পাষাণের ন্যায় অচল, এবং অহৃদয়, তাদের প্রাদুর্ভাব তোমার জানাই আছে। কথা না শোনো, নাই শুনবে, তারা কিন্তু তোমায় অল্পে ছাড়্‌বেনা। দিব্বি কোরে, শাখা পল্লব দিয়ে, একটি পরিপাটীর কুকথা রোচে, তোমার দুর্নাম কোরে বেড়াবে, কুলে একটা দাগ চোড়িয়ে দেবে, যা এ বংশে কখন হয় নি। এখনিই তারা আঁচাআঁচি কোরে বোল্‌ছে, জয়ার অবশ্যই কেউ ভালবাসা আছে, নচেৎ এত ঝুলোঝুলি কোচ্ছি, তথাচ সে জেদ ছাড়্‌ছে না কেন?”। জয়া শুনে শিউরে উঠ্‌লেন, “তবে আমি সহমরণ যাবো” অভিমানে আর ঘৃণায়, এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে অর্দ্ধার্দ্ধির অধিক বেরিয়ে পোড়েছিল। বালা কিন্তু পুনর্ব্বার গভীর নিমগ্না হোয়ে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। কি ভয়ঙ্কর কথা!! যার যৌবনকান্তির তরুণাঙ্কুর সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, যার দেহ-শোভার চারুমহিমায় মোহিত হোয়ে, কতলোক ধারাবৎ মনোবৃষ্টি কোরেছে, যার শুভ বিবাহ কেবল সম্প্রতি মাত্র নিষ্পন্ন হোয়েছে, সে বিবাহে আবার কতই ধূম, তুরী ভেরী জয়ঢাক প্রভৃতি নানা প্রকার প্রফুল্লকর বাদ্যের প্রমোদ কোলাহলে বারাণসীধাম পরিপূর্ণ হোয়েছে, আজ কি না তারে প্রজ্বলিত হুতাশনের মুখে দগ্ধ হোতে বলে!! যে জীবনের সঞ্চার হোয়েছে কি না সন্দেহ, আজ কি না সেই নবোদিত জীবন ধ্বংস কোত্তে চায়!! ঐ সকল কথা স্মরণ হোয়ে জয়ার প্রকৃতি বিপক্ষ হোয়ে দাঁড়াল। বালা মনে মনে অনুগমনে পরাঙ্মুখ হলেন। ননদের বাক্যগুলি শ্রবণ কোরে নিস্তব্ধ রইলেন, তার কোনো কথারি উত্তর দিলেন না। স্ত্রীলোকটী উঠে চোলে

গেলে, জয়া আবার পূর্ব্বের মত একাকিনী হোলেন। এই অবসরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হোয়ে, দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর যেন মনের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন কুলাচার্য্য আর ব্রাহ্মণদের কুটিল নিগ্রহ অম্লান চিত্তে সহ্য কোত্তে পারেন, বালা গুরুদেবের কাছে এই বর প্রার্থনা কোল্লেন। ঘরের দরজাটি আধাআধি খোলা ছিল। নীচের একটি কামরার অনেকগুলি লোক একত্রে গোলমাল কোচ্ছিল, জয়া তাদের গলার স্বর শুন্‌তে পাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে যেরোবা রেগে রেগে, বড় বড় কোরে কথা কোচ্ছিলেন, তাই যুবতী তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন। তারপর একমনে কাণপেতে থেকে, তাঁর পিতার সকরুণ নিবৃত্তি প্ররোচক স্বর শুনতে পেলেন। শিউরাম যেন সকাতর লালায়িত স্বরে কাকেও বুঝিয়ে বোল্‌ছিলেন। জয়া শুন্‌লেন, তাঁর পিতা সময় ভিক্ষা কোচ্ছেন, "তারে বিবেচনা কোত্তে সময় দাও" এই কথা বোল্‌ছেন। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু শিউরামের ব্যাকুলাত্মিক করুণাপূর্ণ প্রার্থনায় অনাদর কোরে, "জয়াকে অবশ্যই এই দণ্ডে সহমরণ যেতে হবে" এই ঘোর ব্যবস্থা স্থির কোচ্ছেন, বালাকে বলপূর্ব্বক সহগামিনী কর্‌বার নিমিত্ত শিউরাম পাছে পিতৃপ্রভাব প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তাই কুলাচার্য্যেরা তাঁকেও পর্য্যন্ত অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোচ্ছিলেন। জয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখ উগরিত সেই সকল নিদারুণ ক্রোধ বাক্য শুনে, দরজাটি সংলগ্ন কোরে, বিষণ্নমনে, পালঙ্কের উপর অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌লেন। পিতার লাঞ্ছনা দেখে আত্মরক্ষার প্রতি তাঁর ঔদাস্য জন্মিল। পিতাকে আর ব্রহ্মকোপে পোড়্‌তে দেবো না, তাঁর দুর্গতি চক্ষে দেখে সহ্য কোত্তে পারি না. তার

চেয়ে বরং আমি অনুগামিনী হবো, পতির সঙ্গে চিতা আরোহণ কোর্‌বো, তাই আমার পক্ষে ভাল,—এইটি স্থিরকোরে, সেই কথা বোল্‌তে যেমন দৌড়ে বাহিরে যাবেন, এমন সময় ঘরের দরজাটি খুলে গিয়ে শঙ্কর বামনের বিকট মূর্ত্তি তাঁর সুমুখে উপস্থিত!! তাই দেখে, জয়া চীৎকার শব্দ কোরে মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়লেন। শঙ্কর সগভীর স্থূল ভগ্নস্বরে বোল্লেন, "জয়া! আমায় দেখে তোমায় সয়ে থাকতে হবে, ভয়ে কাতর হোতে পার্‌বে না, আমি যে কথা তোমায় বোল্‌বো, মনোযোগ কোরে শুন্‌তে হবে। যদি ভয়ঙ্কর বোধ হয়, হোক্‌, তথাচ তোমায় তা শুন্‌তেই হবে"। এই গৌরচন্দ্রিকার পর, ঘরের দরজাটি বন্ধ কোরে, জয়ার কাণে কাণে ফিস্‌ ফিস্‌ কোরে শঙ্কর কি বোল্লেন, জয়ার মাথায় যেন ধূলো পোড়ে দিলে। বালা অমনি ঘাড় হেঁট কোরে স্বীকার কোল্লেন। সে গুরুমন্ত্রের এত পরাক্রম যে, কর্ণে প্রবেশ কোত্তে না কোত্তেই যুবতীর মন ফিরে গেল। এক্ষণে সহগামিনী হোতে জয়ার আর ওজর আপত্তি নাই। বামনের সঙ্গে খানিকক্ষণ ধোরে কি কথাবার্ত্তা হলো, তারপর শঙ্কর বোল্লেন, "তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম"।

ব্রাহ্মণেরা নীচের একটি ঘরে বোসে আছে, বামন এসে শুভ সংবাদ দিলেন। তারা শুনে, একটি চীৎকার শব্দ কোরে, সকলেই যুগপৎ আনন্দ-কোলাহল কোরে উঠ্‌লো। তাতেই প্রকাশ পেলে যে, মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ায় তারা তাবতেই সন্তুষ্ট হোয়েছে। কর্ত্রীপক্ষেরা, গৃহিণীরা, এবং রঘুনাথের অন্য অন্য স্বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি উপরে চোলে গিয়ে, জয়ার সম্মুখে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হতে লাগ্‌ল, এবং

মস্তকাবনত কোরে তাঁর পরিহিত বস্ত্রাঞ্চল বারম্বার চুম্বন কোত্তে লাগ্‌ল। জয়া আর মানবী নাই, এক্ষণে দেবনারী হয়েছেন। অন্য পরের ত কথাই নাই, গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদেরও তাঁর সম্মুখে মস্তক অবনত কোত্তে হোয়েছিল। দেবীজ্ঞানে পুরোহিতেরা স্তবস্তুতি কোরে জয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কোল্লেন। তৎকালীন রঘুনাথের বাড়ীতে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, জয়ার দেবীত্বপদ হোয়েছে বোলে; সকলেই সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন। ফলে এক্ষণে তাবতেই একবাক্য হোয়ে জয়াকে দেবীপদবীতে বরণ কোল্লেন!! ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল কৌশল দ্বারা প্রবৃত্তিদান দিয়ে, অবলাদের অবোধ মন প্রতারিত করে, বঞ্চকেরা ধর্ম্ম প্রবক্তা হয়ে, মনের অনুরূপ পরলোক চিত্রিত কোরে চক্ষের উপর ধোরে দেয়, সেই সাহসে প্রফুল্লিত হোয়ে, অনাথা স্বামি-হীনা রমণীরা মনের ভীরুতাকে পরাজয় করে। প্রতারকেরা বৈকুণ্ঠবাসের প্রলোভ দেখিয়ে পতিপ্রাণা অভাগিনীদের অন্তঃকরণে সজীব উৎসাহের স্ফূর্ত্তি কোরে দেয়, কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ হতভাগিনীরা সেই সতেজ উৎসাহে উন্মত্তা হোয়ে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে ঝাম্প প্রদান করে। তবে কোনো কামিনীকে বোল্‌তে কইতে বা জোরজবরদস্তি কোত্তে হয় না সত্য, তারা আপনারাই ইচ্ছা কোরে পুড়ে মরে, নিবারণ কোল্লেও শুনে না। একথা শুন্‌তে বড় অদ্ভুত বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য্য আছে। একেতো তারা অবোধ অবলা জাতি, তায় বদ্ধ মূর্খ, মনের পরাক্রম আদৌ নাই, তার উপর ভণ্ড ব্রাহ্মণদের মহা উৎসাহ দেওয়া আছে, পাষণ্ড মায়াবীদের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হোয়ে অচতুরা অবলারা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। প্রতারকেরা এমনি কুহক মন্ত্র পড়ায়, শুনে বোধ

হয় পরকালের সুখসম্পদগুলি এনে যেন হাতে তুলে দিলে, যেন মুখে বোলে দিচ্ছে, "এই নেও, ধরো, এ সকল সম্পদ তোমার নিমিত্তই ধরা রয়েছে।" একে অবোধ, তায় এই বিষম ভেল্কী, অবলারা একেবারে বিমোহিত হোয়ে পড়ে। লোকের উপাস্য দেবতা হবে, স্বামির সঙ্গে একেত্রে অনন্ত নিবাসে অক্ষয় আনন্দ ভোগ কোর্‌বে, পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি থাক্‌বে, পুণ্যের শ্লোক হয়ে মর্ত্যলোকের চিরপ্রাতঃস্মরণীয় হবে, লোকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা কোর্‌বে, উপাসনা কোর্‌বে, বর প্রার্থনা কোর্‌বে, এবং দেবতাদেরও শ্রদ্ধাস্পদ হবে। প্রথমেইত এইগুলি মস্ত অভিমানের সম্পদ, তার উপর ব্রাহ্মণেরা পুনঃপুন ধর্ম্মত বাক্যে আশ্বাস কোচ্চে থাকে যে, নিত্যধামে স্বামির সঙ্গে অনন্তসুখের অধিকারিণী হবেনি হবেন। এই সকল প্রবৃত্তিদান পেয়ে, অবলারা আহ্লাদে গলে পড়ে, তাদের দুর্ব্বল অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য কোরে উঠে। অনেকে আবার লোকলজ্জা, লোকগঞ্জনার ভয়েও অনুমৃতা হয়। অনেকে আবার গৃহযন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেও আত্মঘাতিনী হয়। তা যাই হোক, ব্রাহ্মণেরা এইরূপ নানাপ্রকার কৌশল, নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার কোরে, আপনাদের আধিপত্য রক্ষা করে, এবং তাদের রুধিরপ্লাবিত ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ উদ্দীপ্ত কোরিয়ে দেয়। তাতেও তাঁদের প্রয়োজন-তৃষ্ণার শান্তি হয় না। স্বার্থকুশল বঞ্চকেরা সুদ্ধ শাস্ত্রগৌরব রক্ষা কোরেই যে নিবৃত্ত হয়, তা হয় না; তারা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য গাইতেও ত্রুটি করে না, অথচ আবার আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তেও বিস্মৃত হয় না। সহমরণের সময় সতীর স্বজনের নিকট ব্রাহ্মণেরা বিস্তর অর্থ আত্মসাৎ করে। মায়াবীদের

উদরাগ্নির শান্তি হোলে, যে সকল আত্মীয়বর্গ সতীকে পরিবেষ্টন কোরে থাকে, তাদের ফসলের সময় এসে পড়ে, তারা তখন সেই অনাথা দুঃখিনীর বস্ত্র-অলঙ্কার লুঠতে সুরু কোরে দেয়। সেগুলি গায়ে থেকে খুলে, আপনারা হিস্যে কোরে লয়। একজন ইংরাজ গ্রন্থ-কার বোলেছিলেন, "এই নিষ্ঠুর ব্যবহার কি চিরকালই প্রচলিত থাকবে? কোনো ভীম পরাক্রান্ত রাজা দুর্দ্দান্ত হস্ত প্রসারিত কোরে, ভ্রমান্ধ কূপে পতিত সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকটিকে প্রজ্জ্বলদগ্নির ভয়ানক শিখামুখ থেকে কি উদ্ধার কোরবেন না? এমন সময় কি কখন হবে না*?"

জয়া অনুমৃতা হবেন, এই কথা প্রচার হোতেই, রঘুনাথের বাড়ীতে লোকের আমদানী হোতে লাগল। যোগী, সন্ন্যাসী, গোসাঞী আর ব্রহ্মচারীতে বাড়ীটি গিস্ গিস্ কোত্তে লাগল। ধর্ম্মা-ভিমানী পবিত্র সাধুরা শীর্ণ, শুষ্ক, রুগ্ন হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, তাঁদের ভিক্ষা-ঝুলীর মুখ চিরকালই উন্মুক্ত, অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে কখনই দেখা যায় না। ঐ চিরমুক্ত ঝুলীর মধ্যে মুটো মুটো চাল, ছোলা, যব প্রভৃতি নানা প্রকার শুষ্ক শস্য পোড়তে লাগল। তার পর একদল স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হলো, তাদের হাহা-কারের দাপটে গগন কম্পিত হোতে লাগল। অর্দ্ধ-উলঙ্গ হোয়ে বুকের উপর গুম গুম্ কোরে নিষ্ঠুর কিল আর ঘুসি মাত্তে লাগল, কৃষ্ণোজ্জ্বল প্রলম্ববান কুন্তলগুলি ছিঁড়ে যেন মুড় মুড় কোরে

---

* হাঁ। সে শুভ সময় বহুকাল হইল আগত হইয়াছে। ইতিহাস বেত্তাদের একণে কেবল এই কথা লিখিতে হইবে যে, হিন্দু স্থানে সহমরণের প্রথা এককালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে কথা না, কেহ কর্ণে শুনিতে পায়, না সে ঘটনা কেহ চক্ষে দেখিতে পায়।

ফেল্লে, এইরূপ ভাণ আরম্ভ কোরে দিলে, থেকে থেকে এক এক-বার "রঘুনাথ! রঘুনাথ!" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌তেলাগ্‌ল। ঐ প্রকার বিলাপ কর্‌বার নিমিত্তেই তাদের ক্রেয়া কোরে আনা হয়। বাদনের বড় উদ্‌যোগী স্বভাব, তাই সৎকার উপলক্ষে যে সকল লোক সদা সর্ব্বদাই কর্ম্ম কাজ কোরে থাকে, ব্যস্ত স্বভাব শঙ্কর পূর্ব্বাহ্লেই তাদের উপর চিতা প্রস্তুত করবার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। মোরোবার মনে ভয় হোচ্ছিল, কি জানি জয়ার অন্তঃকরণ ফিরে গেলেও যেতে পারে, তাই ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা কোরে লেগে গেলেন, যাতে প্রেতভূমির ব্যাপারটি শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়, তারি তদ্‌বির কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়া ছাতের উপর থেকে সেই সকল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর উদ্‌যোগগুলি দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর এক্ষাকার অবস্থা যথার্থই ভয়াবহ, মনে হোলে হৃৎকম্প হোয়ে শরীর স্তম্ভিত হয়।

মমতায়ন্ধ পিতা শিউরাম যখন এক মাত্র কন্যারত্নের সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ কোল্লেন, শোকের তাড়নায় আপনার হস্ত আপনি মোচ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন। যদি মোরোবা আর তার পারিষদেরা বলা-কর্ষণ পূর্ব্বক তাঁকে ধোরে না রাখ্‌তো, তবে শিউরাম তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর কন্যাকে নিবৃত্ত কোত্তেন। ব্রাহ্মণেরা দল বেঁধে আড় হোয়ে পোড়্‌ল, জয়ার কাছে তাঁকে যেতেই দিলে না। অধিকন্তু অগ্নিমূর্ত্তি হোয়ে বজ্রনাদে কেবল শাপান্ত কোত্তে লাগ্‌ল, আর মধ্যে মধ্যে চোক মুখ আরক্ত কোরে শিউরামকে শাসাতেও লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণের অপরাধ এই যে, সাক্ষাৎ কালের স্বরূপ, ঘোর ভয়ানক অভিপ্রেত থেকে তাঁর একমাত্র স্নেহাধার দুহিতাকে নিবৃত্তি হোতে অনুরোধ কোরবেন!! ব্রাহ্মণদের মুখে ঐ সকল অভিসম্পাৎ

আর ভয় দর্শনের ভৈরব নিনাদ আশ্রুত হোয়ে, ভীরুস্বভাব নিরীহ শিউরামের পায়ে যেন কেউ শৃঙ্খল পোরিয়ে দিলে, কেউ যেন পায়ে বেড়ি দিয়ে সেই স্থানে তাঁকে বেঁধে রেখে দিলে, তাঁর আর উঠে যাবার ক্ষমতা হলো না। শিউরামের দুই চক্ষু বেয়ে ধারা সম্পাতের ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগ্‌ল, তাতেই যা কিছু চিত্তসন্তাপের লাঘব হলো, নচেৎ তাঁর শোকসন্তপ্ত দগ্ধ হৃদয়ের উপশান্তি হবার আর কোন পথ ছিল না। শিউরাম তাঁর সবে ধন একমাত্র মধুরহাসিনী, অমৃতভাষিণী কন্যারত্নের বিয়োগ চিন্তা কোরে, মনঃপীড়ার যাতনায় ছট্ ফট্ কোচ্ছিলেন, তাঁর সে দুঃসহ দুর্গতি স্বচক্ষে দর্শন কোরে মোরোবার অন্তঃকরণ কোমল হলো না, বরং বৃদ্ধ গরিব ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়ে যতই অশ্রুপাত হতে লাগ্‌ল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোলো বোলে, মোরোবা ততই আহ্লাদে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন, এবং তাঁর প্রতিফল দানের পিপাসা ততই লাঘব হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

মৃত্যুর বিষাদপূর্ণ বিলাপভেরী বেজে উঠ্‌ল, জয়ার দরজার উপর গোসাঞের দল শঙ্খধ্বনি কোরে শোকনাদ কোত্তে লাগ্‌ল। কিছু দিনমাত্র পূর্ব্বে যে অট্টালিকা কুসুমদামে সুসজ্জিত হোয়ে জয়া তার মধ্যে কোনে বেশে প্রবেশ কোরেছেন, পুরোহিতেরা এক্ষণে সেই সকল অট্টালিকার মধ্য-উঠান দিয়ে বালাকে লোয়ে চোল্লেন, সেই সময় বিলাপকারীদের বাদ্যাড়ম্বরের শোকনাদ জয়া স্বকর্ণে শুনতে লাগলেন। বিবাহের রাত্রে দুগ্ধবৎ শুভ্র যে মস্‌লিন বস্ত্রখানি বালা পরিধান কোরে ছিলেন, আর পরিণয় দিবসে যে সকল অলঙ্কার তাঁর সুচারু মনোহর লাবণ্যের গৌরবকান্তি বৃদ্ধি কোরে ছিল, জয়া আজ সেই বস্ত্র আর সেই সকল অলঙ্কার পরিধান

কোরে চোলেছেন। ব্রাহ্মণেরা ফুলের মালা লয়ে তাঁর গলায় ফেলে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। সুন্দরী, গম ছোলা, ধান যব প্রভৃতি শুষ্ক শস্যপূর্ণ একটি সাজী বাম কক্ষে রেখে দিলেন। ঐ সাজী থেকে ক্ষুধার্থী ভিক্ষুকদিগ্‌কে মুটো মুটো দান কোত্তে লাগ্‌লেন। দক্ষিণ হস্তে মৃতস্বামীর খড়ম, ঐ খড়ম বারম্বার বুকের উপর রেখে, চেপে চেপে ধোচ্ছিলেন। জয়ার পার্শ্বে রঘুনাথের পুরস্ত্রীগণ, তারা তাঁর পিতৃষ্বশাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে চোলেছে। এরাই কিন্তু যথার্থ কাতরস্বরে বিলাপ কোচ্ছিল, আবার এরাই কিন্তু দুঃখিনী জয়ার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ কর্‌বার নিমিত্ত ভিড় ঠেলে অগ্রসরও হোচ্ছিল, জয়া তখন নিরলঙ্কার হোয়ে গহনাগুলি দান কোত্তে কোত্তে যাচ্ছিলেন। বালা দেখেই চিন্তে পাল্লেন যে, তাঁর বিবাহের দিবসে যে সকল বাদক বাদ্যকর এসেছিল, আজও তারাই এসেছে, সেই রূপ, সেই অবয়ব, সেই পরিচ্ছদ তাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। সে সকল লোক ঠিকে ভাড়াটে, তারা বিবাহের খোস্‌ আমোদের প্রফুল্ল বাদ্যই বাজাক্‌, আর মৃত্যুর শোকাবহ স্বরভঙ্গ গভীর নিনাদই করুক, তাদের মনের বিকার কিছুতেই নাই, না তাতেই তাদের আমোদ জন্মে না এতেই তাদের দুঃখ হয়!! তাদের কাছে পরের শোকাহ্লাদ দুইই সমান, অর্থই তাদের পূজ্য আর অর্থই তাদের উদ্দেশ্য। একান্ত অনুগমনাসক্ত গভীর অগ্রে অগ্রে কতকগুলি অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী ধূলোর উপর পোড়ে, বুকে হেঁটে দেহের পরিমাণ দিয়ে, চিতা পর্য্যন্ত পথ মাপ্‌তে মাপ্‌তে চল্লো। খঞ্জেরা, "মাই! ভিচ্ছা দে" বোলে ডাকৃতে লাগ্‌ল। অন্ধেরাও হস্ত বিস্তার কোরে, ভিক্ষা দে ভিচ্ছা দে বোলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। জয়া অমনি মুটো মুটো শুক্‌নো শস্য দান কোত্তে কোত্তে চল্লেন

জয়া এক একখানি কোরে গায়ের গহনাগুলি খুলতে লাগলেন, ডাইনে বাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা লালচোন্মত্ত হোয়ে, অমনি হাতে থেকে কেড়ে কেড়ে নিতে লাগল, ভ্রম বশত এক ব্যক্তিকে দুবার দুখানা গহনা দেওয়া হোয়েছিল, তার প্রতিপক্ষ, যে বাঁয়ে ছিল, তাই দেখে, ক্রোধে শোকতাপ ভুলে গিয়ে, চেচিঁয়ে চীৎকার কোরে মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিলে, সেই গোলযোগে লোকের চলাই প্রায় রহিত হলো। যেমন না বাঘিনী রাগে, ঐ স্ত্রীলোকটি সেই-রূপ ক্রোধ-উন্মত্ত হোয়ে, তার প্রতি-অভিলাষীর উপর ঝাঁপিয়ে পোড়ে, তার নাক, মুখ, বুক আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে কালশিরে পাড়িয়ে দিলে, নিষ্ঠুর নখাঘাতে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হলো। এক দিকে একদল ক্রোধে কালাগ্নিবৎ হোয়েছে, অপর দিকে আর একদল চীৎকার কোরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, জয়া ঘৃণায় বিরক্ত হোয়ে, মত্ত কেশিনীদের সোরিয়ে তফাত কোরে দিয়ে, গোল থামাবার চেষ্টা কোচ্ছেন, কিন্তু পেরে উঠছেন না। পথের মধ্যে গণ্ডগোল হওয়ায়, সঙ্গে যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাঁরা সেই অভিনয় স্থলে এসে উপস্থিত হোলেন। মোরোবার চেষ্টা যে, ন্যায়-মত বিচার হয়, তিনি মীমাংসা কোল্লেন, সতী যারে যা হাতে কোরে দেবেন, সে সম্পত্তি তারি হবে, তাতে আর কেউ দাবি কোত্তে পারবে না। যে না পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছে, মোরোবার ঐ মীমাংসা তাকে সন্তুষ্ট কোত্তে পাল্লে না। সে বোল্লে, এমন অন্যায় কাজ হোতে দেবো কেন; সকলকেই সমান সমান ভাগ কোরে দিতে হবে। তার প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত যে অলঙ্কারখানি পেয়েছিল, আর তার নিজের ভাগ্যে যা পোড়েছিল, ঐ দুই খানি গহনা বার কোরে মিলিয়ে দেখে বোল্লে "এই দেখো ও যে গহনা

পেয়েছে, তারি বা কি মূল্য. আর আমি যা পেয়েছি, তারি বা কি মূল্য, এখন বিচার কোরে সমান সমান ভাগ কোরে দাও।” ব্রাহ্মণেদের ইচ্ছা যে, আপোসে রফা হোয়ে মিট্ মাট্ হোয়ে যায়, কিন্তু সেটি হোয়ে উঠ্‌ল না, তাদের সে কথা কেউই শুন্‌লে না। বিলাপীদের মুখে যা আস্‌ছিল, তাই বোলে তারা গালাগালি দিতে লাগল, তাদের মুখ দিয়ে যেন গালাগালির স্রোত বোয়ে চোল্লো। এক্ষণে তারা রঘুনাথ আর জয়ার সম্পত্তি ভাগ কোত্তে বসেছে, সেই গুরুতর কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায়, তারা তাঁদের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হোয়ে গেছে। লোকজনেরা পথের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল, ভেরী, তূরী, জয়ঢাক প্রভৃতি সকল বাদ্যই নীরব, কোন ধূমধামই নেই, পথের মধ্যে যেন নীরব নিস্তব্ধের তরঙ্গ তরঙ্গিত কোত্তে লাগ্‌ল। কেবল মাগিদের গলাবাজি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। গোসাঞীরা কিন্তু বুকে হেঁটে হেঁটে, ধূলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে চোলে যাচ্ছিলেন, তাঁরা ঠিকানায় পৌঁছে পথের উপর উবুড় হোয়ে পোড়ে আছেন, সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত হলে, তবে তাঁরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। জয়া কাতর হোয়ে, যোড়হাত কোরে, কত স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন যদি বিবাদিনীরা তাঁরে পথ ছেড়ে দেয়, তা হোলে তিনি চোলে যান, কিন্তু তাঁর সে অনুনয় বিনয় কেউ কাণেও তুলে দিলে না। মাগীরা হাত মুখ নেড়ে, চোপাবাজি কোরে পথ ঘাট মাথায় কোরে নিলে, কোঁদল ভূতের জয়জয়কার হলো। অন্য আকারের আর একটি ভূত এসে ঐ কোঁদল ভূতকে পরাজয় করে, তবে সকলে নিস্তব্ধ হয়। বামন ব্রাহ্মণ শঙ্কর এতক্ষণ পর্য্যন্ত অধীর হোয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন যে, কতক্ষণে সভী দলবল

সঙ্গে কোরে সমাগতা হবেন। এক্ষণে বিলম্ব দেখে, তিনি স্বয়ং চোলে এসে, রাগত হোয়ে বোলতে লাগ্‌লেন "কেন এত দেরি হোচ্চে? এত বিলম্ব হবার কারণ কি?" কালাগ্নির ন্যায় শঙ্করের সেই ক্রোধমূর্ত্তি দেখে, যারা যারা ঝক্‌ড়া কোচ্ছিল, অমনি চুপ কোল্লে, কারও মুখে আর বাক্য নেই, তাদের রসনায় যেন কেউ নুনপড়া ছোড়িয়ে দিলে। শঙ্করের উগ্র আকৃতি দর্শন কোরে জয়াও কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। সেই বিকটাকার ব্রাহ্মণ যখন শুন্‌লেন যে, এই এই কারণে বিলম্ব হয়েছে, তখন তিনি মস্তকটা একবার নাড়া দিয়ে, হাতে একগাছা মাথাচেরা লাঠি ছিল, সকলে তারে শঙ্করের কোঁত্‌কা বোল্‌তো, ঐ কোঁত্‌কা গাছটা মাথার উপর উচু কোরে ধোরে, দুই চক্ষু লাল কোরে, কট্‌মট্‌ কোরে ঘুরুতে লাগ্‌লেন, তাই দেখে সকলের পেটের পিলে চম্‌কে গেল! শঙ্কর সেই বিকটভঙ্গীতে চোক ঘুরুতে ঘুরুতে গভীর নিনাদে বোল্লেন, "মা সকল! তোমাদের বড় দুর্ভাগ্য, কি চাও তোমরা? হয় বলো, কি দরকার তোমাদের, নচেৎ ঈশ্বর"—শঙ্করকে আর অধিক কথা কইতে হলো না, ঐ কটি কথা বোল্‌তেই, স্ত্রীলোকগুলি তার পায়ের উপর এসে পোড়ে, কেঁদে বোল্‌তে লাগ্‌ল, "শঙ্কর! দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, সমান সমান ভাগ হোক্‌।"

বামন ঐ কথা শুনে, একখানি লাল সাল মাটিতে পেতে, একটি অঙ্গুলী সেই দিকে হেলিয়ে রাখ্‌লেন,—এ সঙ্কেতের অর্থ সকলেই বুঝ্‌তে পাল্লে। তাই দেখে, যে যত গহনা লয়েছিল, সকলে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ কোরে, সেই সালের উপর ফেলে দিতে লাগ্‌ল। তার পর শঙ্কর জয়াকে ইসারা কোরে তাঁর বাকী গহনাগুলি দিতে বোল্লেন। শোক সন্তাপে বিহ্বলা সেই কোমল হৃদয়া বালা গহনাগুলি তদ্দণ্ডেই

মুক্ত কোরে দিলেন। সালখানি রত্নালঙ্কারে পরিপূর্ণ হলো, সেগুলি জয়ার বিবাহের যৌতুক। অলঙ্কারের হাঙ্গামা শেষ হোলে, সেই কিম্ভূতমূর্ত্তি বামন রফাকার অম্লান বদনে, সালখানার চারটে কোণ একত্র কোরে, আচ্ছা কোরে কোসে বেঁধে, একটা গেরো দিয়ে, আপনার গোন্দা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। রত্নালঙ্কার গুলি ঐরূপে হস্তগত কোরে, গভীর প্রভুত্ব ভগ্নস্বরে, লোকসমারোহকে অগ্রসর হতে অনুমতি কোল্লেন। শঙ্করের আদেশ পেয়ে সকলে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। বিবাদিনী স্ত্রীলোকেরা কতক লজ্জায়, কতক মনোদুঃখে মুখ চোক ঢেকে, অভিমানে মন ভারি কোরে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লো, তাদের সে কোঁদল যে হঠাৎ শেষ হবে, বিবাদিনীরা তা স্বপ্নেও মনে করেনি, কি শঙ্কর যে এরূপ ছলনা কোরে তাদের নৈরাশ কোর্‌বেন, তাও তাদের মনে কখন উদয় হয়নি। বিবাদিনীরা অতি মনমরা হয়ে চোলেছে, মনে মনে অতিশয় ব্যস্ত হতে লাগ্‌ল যে, গহনাগুলি কতক্ষণে ফিরে পাবে। জয়ার অনুগমনের প্রতি তাদের যে যত্ন আর আগ্রহ ছিল, এক্ষণে সে যত্ন, সে আগ্রহ, উদাস হোয়ে পোড়্‌ল। বিবাদিনীদের মন নৈরাশে ভগ্নই হোক, আর উৎসাহে প্রফুল্লিতই হোক, তাদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোল্‌তে হোয়েছিল, বোধ হয় তারা তখন এই মনে কোরে ছিল, জয়া অন্তর্দ্ধান হোলে ঐ সকল রত্নালঙ্কার শঙ্কর তাদের মধ্যে বিভাগ কোরে দিবেন। এই প্রবোধবুদ্ধি উদয় হোয়ে, পুরস্ত্রীদের মন অনেক সুস্থির হলো। তারা এক্ষণে শোক সন্তাপের ভাণ কোরে, মুখে হাহাকার কোত্তে লাগ্‌ল, ফলে যথার্থ কথা বোল্‌তে গেলে, এই শোক সমারোহের ব্যাপারে তাদেরি কিন্তু যথার্থ দুঃখিত হতে হয়েছিল।

যেস্থানে স্ত্রীলোকেরা চিতারোহণ করে, সেস্থানের নাম 'কালাক্ষেত'। শঙ্কর দেখ্‌লেন যে, অলঙ্কারগুলিও হস্তগত হলো, আবার লোকজনও পূর্ব্বের মত চোলতে আরম্ভ কোল্লে। তাই দেখে তিনি তখনি সেই কালাক্ষেতের দিকে ছুট্‌লেন, সেখানে উপস্থিত হোয়ে, কখন চিতা সাজাতে লাগ্‌লেন, কখন কাষ্ঠের উপর ঘৃত ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন, কখন বা ধুন ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌লেন, সকলকে দেখাতে লাগ্‌লেন যে, একাজে তাঁর ভারি যত্ন। সব গুছিয়ে গাছিয়ে প্রস্তুত কোরে, শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হয়ে অন্ত্যেষ্টি সমারোহের লোকজনকে অবগত কোত্তে চোল্লেন। তখনও সেই বহু মূল্যের রত্নের ঝুলিটি তাঁর কাঁধে ঝুল্‌ছিল, মাথা চেরা সেই কোঁৎকাটিও ঊর্দ্ধে উচিয়ে রেখেছিলেন।

জয়া আস্তে আস্তে সেই মর্ম্মান্তিক সাংঘাতিক স্থলে উপনীত হোলেন। বামনের কথায় বিশ্বাস কোরে তিনি যে আত্মবিস্মৃত হোয়েছেন, তাই এক একবার আক্ষেপ কোরে অনুতাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। অার আর লোক জনের অপেক্ষা শঙ্করকে অধিক ব্যস্ত দেখে বামনের প্রতি তাঁর ঘৃণা বোধ হোতে লাগ্‌ল এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেন যে, তার কথায় মুগ্ধ হোয়ে তিনি আত্মজীবনে জলাঞ্জলি দিতে চোলেছেন। চিতা সাজাতে দেখে বালা ভয়ে যড়সড় হোতে লাগ্‌লেন, তখন সেই চিতা-তলে অনল সংযোগ করা হোয়েছে, আর তখন সেই চিতা-মুখ হইতে রাশি রাশি ধূমশিখা স্তম্ভাকারে সমুত্থিত হোচ্ছিল। জয়ার প্রবেশ মাত্র অপেক্ষা ছিল, সেইটি হোলেই অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত হয়ে চতুর্দ্দিকে অনলক্ষেত্র হোয়ে পোড়্‌ত। চিতানলের করাল মূর্ত্তি দর্শন কোরে জয়ার মনের মূর্ত্তি অপ্রফুল্লিত হলো। সমভিব্যাহারী একজন

পুরোহিত বালার চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য কোত্তে পেরে, অগ্রসর হবার জন্য জয়াকে বিষম পেড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন, সতীকে বোল্লেন, "এ পর্য্যন্ত এসে আর ফিরে যেতে নাই, তাতে বড় অধর্ম্ম হয়, নিরয়গামী হোতে হয়, মনে তোমার যাই থাক, তুমি আর জীবনের মায়া করো না।" আর ত এক্ষণে উপায় নাই, জয়া বেদোক্ত মন্ত্রপাঠ কোত্তে কোত্তে, কম্পিত কলেবর হয়ে, চিতার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চিতার একপাশে কতকগুলি ধাপ ছিল, জয়া ঐ ধাপ বেয়ে উঠ্‌বেন বোলে শঙ্কর সেগুলি পূর্ব্বেই গাঁথিয়ে রেখেছিলেন। শঙ্কর পূর্ব্বাহ্ণে ঐ চিতার উপর উঠে ভিতরের দিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। যেখানে যেটির দরকার, সেগুলি বিধিব্যবস্থা মত সাজান হোয়েছে দেখে ভৈরবনাদে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে লোকারণ্য, শঙ্করের দেখাদেখি তারাও চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে শ্মশানভূমি আকুল কোরে তুল্লে। বামন এই সময় স্কন্ধ থেকে অলঙ্কারের বোঝাটি নামিয়ে, ধূম-উত্থিত চিতার মধ্যস্থলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তাই দেখে অর্থ-লোলুপ পুরবাসী স্ত্রীলোকেরা আশা অভিসন্ধিতে নৈরাশ হলো। এপর্য্যন্ত তারা এই উদ্বেগাগ্নিতে দগ্ধ হোচ্ছিল যে, কতক্ষণে সেই সকল অবগুণ্ঠিত অলঙ্কারগুলি শঙ্কর তাদের মধ্যে বণ্টন কোরে দেবেন। অলঙ্কারগুলি চিতাগর্ভে নিক্ষেপ করবার সময় শঙ্কর দানোর মত দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিকট মুখ কোরেছিলেন, তাঁর সেই নীরস মুখের বিকট ভঙ্গী দেখে সকলে অনুভব কোল্লে শঙ্কর গহনাগুলি অগ্নিতে সমর্পণ কোরে মনে মনে মহা আহ্লাদিত হোয়েছেন। অলঙ্কারগুলি এক প্রকার পুরবাসিনীদের হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে লওয়াই হয়েছিল। তারা এক্ষণে দেখ্‌লে যে সেগুলি একাল-আখেরের

মত হাত ছাড়া হোয়ে গেল, তাই দেখে তারা মৃদুমন্দ অনুচ্চ ভগ্নস্বরে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, মনের ক্ষোভে গায়ের বস্ত্রগুলি ফাঁৎ ফাঁৎ কোরে ছিঁড়তে লাগ্‌ল, আর এই সময় সন্তাপিনী জয়াকে আশীর্ব্বাদ এবং হিংসক বামনকে শাপান্ত কোর্ত্তে লাগ্‌ল, তাদের মর্ম্মান্তিক মনোকষ্টগুলি শঙ্কর অম্লান-বদনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেন, অথচ দুঃখিত কি অস্বচ্ছন্দচিত্ত হোলেন না। শঙ্কর এক্ষণে চিতার উপর থেকে নেবে নীচে এলেন, অভাগিনী জয়া ঐ চিতার উপর আরোহণ কর্‌বার উদ্‌যোগ কোল্লেন, রঘুনাথের পুরোহিতেরা বিমল কান্তি কোমল বালার দুখানি হাত ধোরে তুলে দিতে চোল্লেন! সোণার প্রতিমায় অনল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে চোল্লেন! অনল তরুণ প্রভার নবীন-যুবতীকে চিতাশয্যায় শয়ন করাতে গেল্লেন! অন্তঃকরণে দুঃখ নাই, খেদ নাই, ক্ষোভ নাই, অকাতর হৃদয়ে বালাকে চিতার উপর তুলে দিতে চোল্লেন!! সহস্র সহস্র লোক ঝাঁক বেঁধে এসে দেব-মূর্ত্তি বালার পরিহিত বসনাঞ্চল চুম্বন কোর্ত্তে লাগ্‌ল, তাদের নিরহঙ্কার উদার শ্রদ্ধার কোমল সমাদর দেখে দেবী আবির্ভাবা জয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়াই ভার হলো, তাদের সেই ভক্তিময় সবিনয় সমারোহ হতে অব্যাহতি পেতে বালাকে অনেক কষ্ট পেতে হোয়েছিল; অচলা ভক্তির, বিমল শ্রদ্ধার এমনিই প্রাদুর্ভাব!!

জয়া পাছে ভয়ে পেছিয়ে আসেন, তাই করুণাময় ব্রাহ্মণেরা একটা একটা ঠাণ্ডা, কেউ বা একটা একটা লম্বা বাঁশ হাতে কোরে চিতার চারিদিকে ঘেরে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালা যদি ঘুণাক্ষরেও অসাহস বা চঞ্চলচিত্তের আভাস প্রকাশ কোর্ত্তেন, তবে ঐ কৃপা-নিধানেরা নিশ্চয়ই ঐ ঠাঙ্গাগুলিকে মূর্ত্তিমান বালদণ্ড কোরে

জ্বল্‌তেন। চিতা বেড় দিয়ে চারিপাশের কাষ্ঠ গুলি উপর্য্যুপরি কোরে সাজান ছিল, তাতে আগুন ধোরিয়ে দেওয়া হোয়েছে, দাউদাউ কোরে জ্বোলছে, চারিপাশের জ্বলন্ত কাষ্ঠগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চিতাগর্ভে পড়্‌বার সময় হোয়েছে। শঙ্কর একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লয়ে চারিদিকে ঘুরতে ফিরতে লাগ্‌লেন দর্শকেরা কৌতুকোন্মত্ত হোয়ে সিংহনাদ কোত্তে লাগ্‌ল। এই সময় জয়া একটি লম্ফ প্রদান কোরে চিতাকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন!! তাই দেখে খানিকক্ষণ কি ভেবে, শঙ্কর সকলের আগে জ্বলন্ত কাষ্ঠ চিতাগর্ভে ঝুপ ঝুপ শব্দে নিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, শঙ্করের দেখা দেখি সকলেই ঐ প্রকার জ্বলন্ত আগুন ফেলে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। বাঁশ কি লাঠী, যার হাতে যা ছিল, চিতার উপর দমাদম মাত্তে লাগ্‌ল, চিতার আগুনগুলি অমনি বিকটমূর্ত্তি ধোরে, দুর্দ্দান্ত প্রজ্জ্বলিত শিখা হোয়ে, জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগ্‌ল।

পুরস্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত কেবল রত্ন অলঙ্কারেরই চিন্তা কোচ্ছিল। অলঙ্কারগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া অবধি, তারা কেবল ফুলে ফুলে, গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে কাঁদ্‌তে ছিল। জয়াকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক চিতাকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ হোতে দেখে, না তাদের দুঃখই হলো, না তারা বিস্ময়ভাবই প্রকাশ কোল্লে, না তাতে তাদের আহ্লাদই জন্মিল, কেবল অন্যমনস্ক হোয়ে, ঔদাস্যভাবে, একবার চিতার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মাত্র, আবার তারাই কিন্তু সকলের আগে বাড়ীমুখ প্রস্থান কোল্লে। হায়! অর্থের কি অপূর্ব্ব লীলা! সে কতই মায়া দেখায়; অর্থে স্নেহ জন্মিয়ে দেয়, করুণা উদ্দীপ্ত করে, আত্মীয়তা বাড়ায়, এবং অনুরক্তি বৃদ্ধি করে, সত্য কথা

বোলতে কি? অর্থের হাড়ে যেন ভেল্কী খেলে। প্রদোষের কৃষ্ণ-ছায়া ক্রমে নিবিড় হোয়ে এলো, চিতাটি এখনও পর্য্যন্ত ধুঁ ধুঁ কোরে জ্বলছে, অগ্নির বিরাট তেজোমূর্ত্তি চতুর্দ্দিক চক্রাকার হোয়ে কতকদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হোয়ে পোড়েছে। এই উৎসবোপলক্ষে যাদের কেরা কোরে আনা হয়েছিল, তারা তাবতেই চিতার নিকটে এসে একত্রে জমা হলো, যার যে কাজ ছিল শেষ কোরে, মধুপানে ঢলাঢলি কোত্তে লাগ্‌ল, এত উন্মত্ত হলো যে, লজ্জা সম্ভ্রম অনু-রোধ উপরোধ প্রভৃতি ভব্যতা ভদ্রতা তখনি সেখান থেকে ছুটে পালাল, মুখে কাপড়দিয়ে লজ্জায় ছুটে পালাল, তাদের যে কাজ তা শেষ হল, আপাতত আর তাদের ভাণ্ডামি কোরে বুক চাপ্‌ড়াতেও হবে না, মিছামিছি হা হুতাশ কোরে আর বিলাপ কোত্তেও হবে না, তাই বিলাপিনীরা উল্লাসিত হোয়ে এত মত্ত, এত ভণ্ড, আর এত কলহী হোয়ে উঠ্‌ল যে, বাজনদার শানাইদার প্রভৃতি ইতর লোকেরাও পর্য্যন্ত তাদের কাছে পরাস্ত হোয়ে হারমেনে গেল, তার পর তারা ছত্রভঙ্গ হোয়ে, গোলমাল কোত্তে কোত্তে যে যার বাড়ী প্রস্থান কোল্লে।

যিটি সহমরণ বোলে বিবেচনা হোচ্ছিল, তার সমারোহ এই-রূপে পর্য্যাপ্ত হলো। মোরোবা গৃহে ফিরে গেলেন, তাঁর ছলনা চক্র নিরর্থক হলো না, তাই মনে মনে মহা উল্লাসিত। জয়ার হতভাগা পিতা নিদারুণ শোক সংঘাতে দিগান্ধ কোরে পথ হারালেন, এবং শোকাশ্রু প্রবাহিত কোত্তে কোত্তে একবার এ পথ একবার সে পথ কোরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। যিনি সন্তানের পিতা হোয়েছেন, তিনিই কেবল শিউরামের মর্ম্মান্তিক অন্তর-যাতনা বুঝ্‌তে পেরেছেন। গরিব ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে বাড়ীতে

পোঁছে, কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না কোরে, একটি ঘরে গিয়ে, দরজা বন্ধ কোরে শুয়ে রইলেন। জয়ার সন্তাপিত পিতা নির্জ্জনে বোসে রোদন করুন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বোলে মোরোবা আপনার গৃহে বোসে, ফুল্লরবিন্দ হোয়ে, আমোদ আহ্লাদ করুন, পুরবাসিনীরা স্বর্ণালঙ্কারের মায়ায় রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়ান, আমরা কিন্তু এইক্ষণে তাঁদের পরিত্যাগ কোরে দেওয়াল গ্রামে ফিরে চোল্লেম।

একটি তরুণ যুবতী, মুখখানি অতিশয় অপ্রসন্ন, হাতে একটি ছোটো বোচ্‌কা, বারাণসীর বার রাস্তা দিয়ে, একাকিনী চোলেছেন। চল্‌বার ভঙ্গীতে বোধ হলো, বেশ একটু চকিত হোয়ে চোলেছেন। ইনি কি অন্তঃপুরের কুলকামিনী? তবে কি কুলাভিমানে কালি দিয়ে গৃহের বার হোয়েছেন? না, তা নয়, তাঁর কুললজ্জা, কুলাহঙ্কার আচ্ছাদিত অসন্দিগ্ধ নির্ম্মল ম্লান মূর্ত্তিতে সেরূপ বিষময় বিসদৃশ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল না। অনাঘ্রাত পদ্মের ন্যায়, অস্পৃষ্ট কামিনী কুসুমের ন্যায় যুবতীর জ্যোতি প্রবাহিনী চারু নির্ম্মল নয়নে অভিমানের ছটা দেখা যাচ্ছিল; যেমন উপবনের বায়ুর সঙ্গে পুষ্প পরিমলের আঘ্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি সুন্দরীর মুখভঙ্গীর ছটার সঙ্গে কুলাহঙ্কারের সৌরভ প্রবাহিত হোচ্ছিল। অনাদরে অযত্নে খিন্নমনা হোলে, কুলবধূরা অভিমানিনী হোয়ে থাকেন, এ কিন্তু সে অভিমান নয়। কুল কামিনীদের প্রতি হঠাৎ চেয়ে দেখলে, তাঁরা ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকেন, পরপুরুষ দেখেছে বোলে তাঁদের মনে অভিমান জন্মে, এ সেই অভিমান। পাছে কেউ দেখে, কি পাছে কারও সঙ্গে দেখা হোয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কি তাঁর অপমান

কোত্তে উদ্যত হয়, সেই ভয়ে চারুলোচনা এক একবার চকিত ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখ্ছিলেন। তবে বুঝি ইনি কুলবধূ হবেন। কোথায় চোলেছেন? বিস্তার আয়ত সংসার-ক্ষেত্র তাঁর সম্মুখে উদার বিস্তৃত রয়েছে, যুবতী কোথায় যাবার অভিপ্রায় কোরেছেন? আর কেনই বা শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে একাকিনী চোলেছেন? সুন্দরী অতি বিষণ্ণ! অতি উৎকণ্ঠিত! অতি ম্লান! থেকে থেকে আতঙ্কে অবসন্না হোচ্ছিলেন, তারি বা কারণ কি? যুবতী কি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোলেছেন? চক্ষু দুটি ছল ছল কোচ্ছিল বটে, কিন্তু অশ্রুপাত হোচ্ছিল না। কখন যদি একাধ বিন্দু অশ্রু চক্ষুর্কোণে দেখা দিচ্ছে, তা কিন্তু তখনি আবার অদৃশ্য হচ্ছে; যেন অন্তরানলের প্রতাপে বিশুষ্ক হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় যাবেন, কোথায় গেলে আশ্রয় পাবেন, পথিক ললনা সেই অকরুণ নিষ্ঠুর সংশয়ে প্রপীড়িতা হোয়ে, অতি বিমর্ষ মনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোলেছেন, যুবতী মুখ ফিরিয়ে এক একবার উদাস নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলেন, কিন্তু যেদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, কেবল স্বজনবর্জ্জিত, করুণাশূন্য অস্নেহের উদার প্রবাহ দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন!! ন পিতা! ন মাতা! ন বান্ধব! আদর বোলে, সোহাগ কোরে, অনুরাগ হৃদয়ে স্থান দেয়, এমন আশানুরূপ স্থান কোথায় পাবেন? কে তাঁরে দয়া কোরে স্নেহের আতিথ্যে আহ্বান কোর্‌বে? তৃষ্ণার জল ক্ষুধার অন্ন দান কোরে, কে তাঁর তাপিত হৃদয় শীতল কোর্‌বে? এরূপ হৃদয়বান আতিথেয় সুন্দরী কোথায় পাবেন? যুবতী নিরুপায়িনী, যুবতী অসাহয়িনী, যুবতী অতি দুঃখিনী!! ম্লান হোয়ে, দুঃখিত হোয়ে, কাতর হোয়ে, ভীতা হোয়ে একাকিনী চোলেছেন, ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোলেছেন, যেখানেই যান, সবই অপরিচিত নির্ব্বান্ধব পুরী,

সকল স্থানেই অসম্ভ্রম আর অপমানের কালভয় মুখ বাড়িয়ে আছে। রাস্তা ঘাট কিছুই জানা নাই, তাই সুন্দরী সিধে একটানা চোলে যাচ্ছেন, যেদিকে তাঁর সভয় দুঃখিত অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি দিচ্চে, বালা সেইদিকেই চোলেছেন। চোল্‌তে চোল্‌তে একটি স্থানে পৌঁছে মনে কোল্লেন, রাজপথ ছাড়িয়ে এসে পোড়েছেন, এক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর পথক্লান্তি তাঁরে অবসন্ন কোল্লে, বোচ্‌কাটি বইতে ভার জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল, তার উপর আবার অন্তঃকরণের দুর্ভার, তাই সুন্দরী একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর ধারে এসে বোস্‌লেন, তীরস্থ বৃক্ষলতা, কুঞ্জ, বন, উপবনগুলি নদীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হোয়ে, আর সুস্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হোয়ে, স্থানটি অতি পবিত্র রমণীয় শোভায় প্রফুল্লিত কোরে রেখেছিল। যুবতী সেখানে অধিকক্ষণ বিশ্রাম কোত্তে পারেন নি, এমন সময় ঘন্টায় ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনতে পেলেন। বোধ হলো, কারা বয়েলি গাড়ী কোরে সেই দিকে আস্‌ছে। সুন্দরীর ইচ্ছা না যে, তারা তাঁরে দেখ্‌তে পায়, তাই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে চোল্লেন। যারা গাড়ীতে আস্‌ছিল, তারা কিন্তু সম্মুখে এসে পোড়্‌লো, তাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম কোরে যে বেরিয়ে পড়েন, তত দ্রুতবেগে সুন্দরী চোল্‌তে পাল্লেন না। গাড়ীখানি পরদা দিয়ে ঢাকা, তার মধ্য থেকে একটি স্ত্রীলোকের স্বর চেঁচিয়ে বোল্লে, "ও ছুঁড়ী! তুই এত ভোরে এ রাস্তায় কেন? হেঁটেই বা চোলেছিস্ কেন? গাড়োয়ান! গাড়ী থামা, গাড়ী থামা, ছুঁড়ীর সঙ্গে দুটো কথা কই।" আরও কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্বর ঐ গাড়ীর মধ্য থেকে শোনা যাচ্ছিল, তারা খিল্ খিল্ কোরে হেসে হেসে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌ছিল, এরা যে দরের লোক, তাতেই বোধ হলো। একটি

মোটা সোটা, খাট্‌খুত্তরে চেহারার আধা বয়সী বুড়ী গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেবে, যুবতীর কাছে হন্‌ হন্‌ কোরে চোলে গেল। যুবতী তারে দেখে ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। স্ত্রীলোকটি এসেই সুন্দরীর হাতে থেকে বোচ্‌কাটি জোর কোরে কেড়ে নিয়ে, জিজ্ঞাসা কোল্লে "এ থলীর মধ্যে কি আছে?"

সুন্দরী বোল্লেন, "গহনা"

"গহনা? বা তবে ত বড় মজাই হলো! তুই ছুঁড়ী কোথায় যাচ্ছিস্?"

যুবতী বোল্লেন, "বাছা! আমি বড় আটকপালী! পোড়া অদৃষ্ট যেখানে লয়ে যাচ্চে, সেই খানেই চোলেছি!"

"আটকপালী! ওসব ধ্যান রেখে দে এখন; ছুঁড়ী ন্যা-কা, গহনাগুলি কোথা থেকে চুরী কোরে এনেছিস্?"

যুবতী বোল্লেন, "চুরী করি নি, গহনাগুলি আমারি।"

ঐ কথা শুনে, হা হা কোরে একগাল হেসে, স্ত্রীলোকটা বোল্লে, "ওসব ন্যাকামি এক পাশে রেখে দে, তুই আমাদের সঙ্গে চল্, নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বি, চোরামালের জন্যে আর ভাব্‌তে হবে না।"

যুবতী বোল্লেন, "তোমরা কে?"

স্ত্রীলোকটি বোল্লে, "আমরা কে শুন্‌তে চাস্? এর পর যারা তোর উপর ঠাকুরালী কোর্‌বে, আমরা তারাই, এখন গাড়ীতে চল্, আমরা তোকে বেশ যত্ন কোরে রাখ্‌ব।"

যুবতী কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যেতে ইতস্তত ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

বুড়ী বোল্লে "কি ভাব্‌ছিস্? যাবিনে বুঝি? মন সোচ্ছেনা, না,?"

যুবতী বোল্লেন, "না, আমি যাব না।"

ঐ কথা শুনে, স্ত্রীলোকটি, চল্ বোলে, পিঠে একটা ধাক্কা মেরে, তার সেই জবরদস্তি হুকুম আরও জবরদস্ত কোরে তুল্লে। যুবতী কিন্তু তবু বোল্‌ছেন, "না আমি যাব না।"

বুড়ী বোল্লে, "হুঁ! যাবি নে? রামা! এ ছুঁড়ীকে ধোরে গাড়ীতে উঠিয়ে দে তো।"

রামা গাড়োয়ান নেবে এলো, স্ত্রীলোকটি গাড়ীর পরদা তুলে ধোল্লে, রামা গাড়োয়ান যুবতীর সুচারু মধুর কোমল দেহ দুহাত দিয়ে জাপ্‌টে ধোরে, গাড়ীর মধ্যে দুটি ছুঁড়ীর প্রায় কোলের কাছে নিয়ে ছেড়ে দিলে। তারা যুবতীকে পেয়ে, হো হো শব্দে হাসির হোর্‌রা দিতে দিতে, আর মুখে নানা প্রকার নির্লজ্জ কথা বোলতে বোল্‌তে, আমোদে গড়িয়ে গড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে যুবতীকে আর ভাব্‌তে হল না যে, কিরূপ সংসর্গে এসে পোড়েছেন। যুবতী অতি কাতর হোয়ে, অনুনয় বিনয় কোত্তে লাগ্‌লেন যে, গহনাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়, তাতেও তাদের অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক না হওয়ায়, শেষে পায় ধোরে অনেক কাঁদা কাঁটা কোত্তে লাগ্‌লেন। তাই দেখে কখন বা সেই ছুঁড়ী দুটো খল্ খল্ কোরে হেসে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌তে লাগ্‌ল, কখন বা সেই অর্দ্ধ বয়সী বৃদ্ধা ভাঙ্গা মোটা সরদারী গলার স্বরে একটা তাড়া দিয়ে, চুপ কোরে থাক্ বোলে, ঠাকুরালী ফলাতে লাগল। যুবতী যতই সাধাসাধি কোত্তে লাগ্‌লেন, ততই ছুঁড়ী দুটো হেসে হেসে আর বুড়ীটা চোক্ মুখ রাঙিয়ে তাঁর কথার উত্তর দিতে লাগ্‌লো। তারা যুবতীর কোন কথাই না শুনে, সেই পথ ধোরে একটানা চোল্লো। এক্ষণে চারি দিকে বেশ পরিষ্কার হোয়ে এসেছে। যুবতীর বোচ্‌কাতে

কি আছে, তাই এখন তদন্ত কোরে দেখ্‌বার সময় হোয়েছে। খুব কোসে, বজ্র গেরো দিয়ে, বোচ্‌কাটি বাঁধা ছিল। বৃদ্ধা অনেক রগড়ারগ্‌ড়ি কোরে গেরোটি খুল্লে, খুলে তার মধ্যে বহু মূল্যের ভাল ভাল গহনা বেরিয়ে পড়াতে, তার অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো। তাই দেখে, আমোদ বিলাসিনীদের মনে এই স্থিরবোধ হলো, যুবতী হয় সেগুলি ঘরেথেকে চুরী কোরে এনেছে, নয় সে কোনো ধনীলোকের পাল্লায় ছিল, তারি জিনিসগুলি সাত কোরে চুপে চুপে সোরে পোড়েছে! বিশেষত যুবতী কিছু নিজের বিষয়, কি গহনাগুলির সম্বন্ধে কোনো কথা, প্রকাশ কোরে বোল্‌তে সাহসী হলেন না, তাই তাদের সন্দেহ আরও পরিপক্ক হোয়ে দাঁড়াল। যুবতীকে শেষে বলা হলো, ঐ বৃদ্ধা একদল নাচনে-ওয়ালী চাকর রেখে মুজরা কোরে থাকে, দেওয়ালে পৌঁছিয়ে, তিনিও সেই দলের অন্তর্গত একজন নাচ্‌নেওয়ালী হবেন। নাচের কৌশল, আর তার অব্যক্ত ভাবভঙ্গীগুলি সেই দেওয়ালে গিয়ে তাঁকে অভ্যাস কোত্তে হবে, তদ্ভিন্ন আজ অবধি বৃদ্ধার অনুচারিণী হোলেন জ্ঞান কোত্তে হবে। যুবতী তাদের হাতথেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অনর্থক ব্যাকুল আর নিরর্থক স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন, তারা সে কথায় আমলিই দিলে না। বৃদ্ধা বোল্লে, একবার মুটের মধ্যে এসে, আবার যে তিনি হাত থেকে গোলে বেরিয়ে যাবেন, তা পাব্‌বেন না, তাই যুবতীকে নিরস্ত হয়ে থাক্‌তে পরামর্শ দিলে, আর এই আশ্বাস কোল্লে, সুন্দরী যদি নাচ্‌তে গাইতে শিখ্‌তে পারেন, আর সকল বিষয়ে যদি তার কথার অনুগত হোয়ে চলেন; অর্থাৎ যখন যে কাজ কোত্তে বোল্‌বেন, তা কোত্তে যদি স্বীকার করেন, তবে তাঁকে খেতে

পোত্তে ক্লেশ দেবেন না, বরং জানরূপ যত্ন কোরেই রাখ্‌বেন। অন্যথা যুবতী কেবল অশ্রুপাত কোরেই বৃদ্ধার কথার প্রত্যুত্তর কোত্তে সমর্থা হোলেন। যুবতী যতবার কপালে করাঘাত কোরে আপনার অদৃষ্টের নিন্দা কোচ্ছিলেন, সেই ছুঁড়ী দুটো ততবার চিট্‌কারী দিয়ে, আর সেই বৃদ্ধা ততবার রাগত হোয়ে, চুপচুপ বোলে, তার হাহাকারের প্রত্যুত্তর দিতে লাগ্‌ল।

গাড়ীখান একটি গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম কোল্লে, আরোহীরা নেবে একটি গাছের তলায় রসই কোত্তে গেল। যুবতী জাত্যা-ভিমানের নিমিত্ত তাদের সঙ্গে একত্রে আহার কোল্লেন না, তিনি পৃথক হোয়ে রসই কোল্লেন। সকলে আহারাদি কোরে ক্রমাগত দুই দিবস চোলে, গাড়ী শুদ্ধ দেওয়ানে পৌঁছিলো। ঐ গ্রামে সেই বৃদ্ধা আর তার রঙ্গিণীদের বাসস্থান। একটি বৃহৎ অট্টালিকার দরজার সুমুখে গাড়ীখানা থাম্‌লো। কতকগুলো মড়ারমতন পাকলা রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারার মুসলমান ভেড়্য়া, এবং ঐ বৃদ্ধার আরও দুটি তয়ফাওয়ালী ছুঁড়ী এগিয়ে এসে, সকলের খাতির তোয়াজ কোরে, বাড়ীর ভিতর লয়ে গেল। বৃদ্ধা, যুবতীকে সেই দুটো ছুঁড়ীর কাছে জিম্মে কোরে দিয়ে, যেখানে বাড়ীর পুরুষেরা বোসেছিল, সেই ঘরে চোলে গেল। সেখানে যেয়েই সেই গহনার পুঁটলীটি ধোরে দিলে। পুরুষেরা গহনাগুলি পেয়ে, এক একখান কোরে সমুদয় উল্টেপাল্টে দেখে, আর কার্ কত মূল্য তা স্থির কোরে, বৃদ্ধাকে সঙ্গে কোরে লয়ে, যুবতী যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে চোলে গেল। গহনাগুলির পূর্ব্বকার সৌভাগ্যবতী অধিকারিণী সেই যুবতীর কিরূপ রূপ গুণ, তারা তাই নিরীক্ষ কোত্তে গেল। সেখানে উপস্থিত হোয়ে, কোনো কথা জিজ্ঞাসা

না কোরে, যুবতীকে ধোরে, কিরকে ঘুরুতে লাগ্‌ল, মধ্যে মধ্যে খোঁচা দিয়ে, ঝুচ্‌ড়িয়ে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। একটা অশ্ব বিক্রয় কোত্তে আন্‌লে, লোকে যেমন তাদের মারটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোষ গুণ তদারক কোরে দেখে, তারাও যুবতীকে লোয়ে ঠিক সেইরূপ পরীক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। যুবতীর হস্ত পদের সৌন্দর্য্যমাধুরী অতি পরিপাটী বোলে সকলেই স্বীকার কোল্লে, তাঁর শরীরের দীর্ঘতা, বিশেষতঃ তাঁর তরুণ যৌবন, আর তাঁর দেহের উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ দেখে তারা অতিশয় প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌ল, বৃদ্ধাকে সকলে বাহবা দিতে লাগ্‌ল, সে যে এরূপ উৎকৃষ্ট শিকার হস্তগত কোরেছে, তাই সে সহস্র সহস্র প্রশংসার অধি-কারিণী হোয়েছে, বৃদ্ধাও অমনি আহ্লাদে চুরচুরে হোতে লাগ্‌ল। যুবতীকে খুব আঁটা আঁটি কোরে, নজরের উপর রেখে দিলে, আর বিলম্ব না কোরে, তখনি তখনি তাঁর হাতে খড়ি দিয়ে, নৃত্যশিক্ষা সুরু কোরিয়ে দিলে। যুবতী শেষে জান্‌তে পাল্লেন, যারা তাঁর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে, তারা ঐ দলের বাদ্যকর, সঙ্গতেরা নব ছাত্রীর মনোবেদনার দিকে দৃষ্টিপাত না কোরে, স্বর মেলাবার নিমিত্ত কেউ বেহালা ধোরে কোঁ কাঁ শব্দ কোত্তে লাগ্‌ল, কেউ বা তবলাতে চাটি মাত্তে আরম্ভ কোরে দিলে। যে ছুটো ছুঁড়ীর সঙ্গে একত্রে এসেছিলেন, তাদেরি একজন উঠে দাঁড়িয়ে, কিরূপে পা ফেল্‌তে হয়, সেই ভঙ্গী দেখিয়ে দিতে লাগ্‌ল, তাল, মান, লয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে বিশেষ যত্ন পেতে লাগ্‌ল। যুবতীকে বোল্‌তে লাগ্‌ল তাঁর সুমুখে সেই ছুঁড়ী যেরূপ কৌশলে পা ফেল্লে, তিনিও যেন সেইরূপ ভঙ্গী কোরে পা ফেলেন। যুবতী কিন্তু সেরূপ পাল্লেন না, বারম্বার ভুল্‌তে

লাগ্‌লেন। ভুলে যাওয়া একটি মহা অপরাধ, খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত যুবতীর সে অপরাধটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা হলো না, যেহেতু তিনি নূতন এবং অব্যবসায়ী, পূর্ব্বে কখন নৃত্য করা অভ্যাস ছিল না, তাই তাঁর প্রথমবারের ত্রুটি মাপ হলো। যে নাচ্‌ শেখাচ্ছিল, সে একটি সফেদ দাড়ী শোভিত প্রাচীন গুণ্ডা, আকাঁড়া মুষ্ক জোয়ানের মতন তার চেহারা, একটু পরেই কিন্তু সেই ওস্তাদ সাহেবের মেজাজ গরম হোয়ে উঠ্‌ল, আর তার সবুর সইল না। সেই পামর শেষে একগাছা ছোট চাবুক হাতে কোরে, জবরদস্ত দ্বারা যুবতীকে তালিম দিতে সুরু কোল্লে, নিষ্ঠুর পাষণ্ড সেই চাবুক লয়ে বালার লোলিত কোমল চরণে নির্ঘাত প্রহার কোত্তে লাগ্‌ল। যতবার প্রহার করে, ততবারই একটি একটি ঘৃণিত কটূক্তি কোরে গালাগাল দিতে লাগল, সে নচ্ছার উক্তি ভদ্রলোকে শুন্‌লে, শিউরে উঠে কর্ণে হস্ত প্রদান করেন। সম্যক এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে মানসিক এবং শারীরিক কষ্ট ভোগ কোরে যুবতী বিশ্রাম কোত্তে অনুমতি পেলেন; সে কিন্তু মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তে মাত্র, কেননা প্রায় তখনি তখনি সেই নরাধম মুষ্ক, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় চাবুকগাছা ঘুরুতে ঘুরুতে, ধম কিয়ে চোট্‌পাট্‌ কোরে বোল্লে "ওঠ্‌! ওঠ্‌!" যুবতী তখন পরিশ্রমান্তের অবকাশের সুখময় ফল বিন্দু মাত্রও অনুভব কোত্তে পারেন্‌নি। টুমটাম কোরে, মৃদুমন্দ স্বরে, যন্ত্রগুলি অল্প অল্প বাজ্‌তে আরম্ভ হলো, যুবতী চাবুকের ত্রাসে ভীতা হোয়ে, নৃত্যের ভঙ্গীতে, তালে তালে পা ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। পা ফেলতে যখনি একটু ভঙ্গীর ত্রুটি হয়, কি যখনি একটু বেতালা পা ফেলেন, তখনি একবার তাঁকে চাবুক খেতে হয়, শুধু তাও নয়, যুবতীর পেছনে যে বেহালা বাজাচ্ছিল, সে পাপিষ্ঠও

তখন খিচড় গাল্ দিয়ে সজোরে তাঁর পীঠে বেহালার গুতো মাত্তে লাগল। এই সকল নিষ্ঠুর অত্যাচারে হতভাগিনী যুবতী ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়্লেন, এবং ভয়ে জড়সড় হোতে লাগ্লেন। বুদ্ধিসুদ্ধির লোপাপত্তি হোয়ে, আরও তাঁর ঘন ঘন ভ্রম হোতে লাগ্ল। শরীরের বলশক্তি গেল, হাঁটু দুটি ঠক্ঠক্ কোরে কাঁপ্তে লাগল, যুবতী অমনি মূর্চ্ছিতা হোয়ে নীচে পোড়ে গেলেন। নরাধম ওস্তাদ কিন্তু তখনি আবার চাবুক উঁচিয়েছে, দু চার ঘা বোসিয়ে দেয় আর কি, এমন সময় সেই বৃদ্ধা এসে পোড়ে তার হাত ধোল্লে। "এ ভাণ নয়, যুবতী যথার্থই অসুস্থ হোয়েছেন," বুড়ী এই কথা বোলে, একটা অন্দরের ঘরে যুবতীকে লয়ে যেতে আদেশ কোল্লে, আর বোল্লে, "একটু সুস্থ হোলেই আবার আস্বে।"

নবাগতা বালা না পৌঁছতেই, তখনি তাঁরে লয়ে তালিম দিতে বোসে গেল, তিনি যে একবার আসপাশ চেয়ে দেখ্বেন, সে অবকাশ পান্নি, এর মধ্যেই তাঁরে শিক্ষা দিতে সুরু কোল্লে;—তার তাৎপর্য্য এই যে, কাশী থেকে হুকুম ছাদের হোয়ে, দেওয়ালের সাবেক ইজারদারকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাঁরি জায়গায় যে ইজারদার নূতন বাহাল হোয়ে এসেছেন, সেই ব্যক্তি সমারোহের নাচ মজলিস কোর্বেন, নাচের দিন কাল অবধারিত হোয়েছে। তাই যুবতীকে লয়ে তারা পেড়াপিড়ি কোচ্ছিল। যুবতী যে এক রাত্রেই নৃত্যবিদ্যায় পণ্ডিতা হবেন, সেটি নিতান্ত অসম্ভব, অসাধ্য বোল্লেও বলা যায়। অন্য নাচ্নেওয়ালীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বর মিলিয়ে, সুর দিয়ে, তালে তালে নাচ্তে পারেন, যুবতীর সেই পর্য্যন্ত কতক অভ্যাস হলো, তার উপর তাঁর রূপের গরিমা, এবং লাবণ্য ছটার অনুরোধ আছে, তাই বৃদ্ধা মনে কোল্লে যুবতী

যদি ভাল নাচ্‌তেই না পারেন, নাই পাল্লেন, তাতে কি যায়ে গেল, অন্য রকমে তাঁর দ্বারা বেশ দশ টাকা রোজগার হবার সম্ভাবনা আছে।

সে দিন যুবতীকে আর উত্তেজনা কোল্লে না, পরদিন প্রাতে আবার তাঁরে ধোরে বেঁধে নাচ্‌ শেখাতে আরম্ভ কোল্লে। যেরূপ রঙ্গভঙ্গ কোরে হস্ত পদ নাড়্‌তে হয়, সেই সকল চারু মনোহর রসাল ভঙ্গী অভ্যাস করাতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যাও হলো, সংগতেরাও অমনি সেজে গুজে প্রস্তুত হোয়ে বস্‌ল, এক্ষণে তারা সেই ইজারদারের বাড়ীতে চল্লো। যুবতীর অনেকগুলি গহনা লোয়ে অপর নাচওয়ালীদের পোত্তে দিয়ে, বাকীগুলি, আর যেগুলি বহুমূল্যের, সিন্দুকে পুরে, চাবি দিয়ে, বেশ হেপাজাত কোরে রেখে দেওয়া হলো। ছুঁড়ারা তাড়াতাড়ি চার্‌টে খেয়ে নিয়ে, রঙ্গীলা বেশ বিন্যাসের ছটায় রঙ্গীণি হোয়ে, হেসে ঢোলে আমোদিনী হোতে হোতে বেরিয়ে পড়্‌ল, ইজারদারের বাড়ীতে চোলেছে, যুবতী, বৃদ্ধার সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে এক সঙ্গেই চোলেছেন, সঙ্গতেরা ঘেরে নিয়ে যাচ্চে, সকলে হেঁটেই চোলেছে। ইজারদারের বাড়ীতে পোঁছিলে, একটা বৃহৎ ঘরের মধ্যে তাদের বোস্‌তে দিলে। দলের মোড়ল মাতব্বর সেই বৃদ্ধা সরদারনী এগিয়ে গিয়ে বাড়ীর কর্ত্তাকে ঘাড় হেঁট করে লম্বাচৌড়া একটি সেলাম বাজিয়ে, আপনার স্থানে গিয়ে বোস্‌ল। একটু পরেই মজ্‌লিস্‌ আরম্ভ হলো। আমোদিনীরা পায়ে নূপুর বাঁধলে, যারা নাচের গোঁড়া, তারা ঘুঘুরের রুনু ঝুনু শব্দ শুনে মোহিত হোয়ে যায়। যুবতীর চারু মোহিনী রূপের গৌরবানুরোধে, সকলে ধরাধরি কোরে নাচওয়ালী আর গাওনাওয়ালীদের শত মধ্যস্থলে নিয়ে বসালে।

যুবতী পূর্ব্বে কখন এত লোক-সমাগম প্রকাণ্ড সভার মুখাবলোকন করেন নাই, তাঁর এ অবস্থা এবং এ অবস্থা সম্বন্ধে ভয়, আতঙ্ক, ত্রাস, একেবারে তাঁরে হতবুদ্ধি হতজ্ঞান কোরে ফেল্লে। বালা এক্ষণে অপার লজ্জিতা, অপার কুণ্ঠিতা এবং অপার ভীতা হোলেন, ত্রাহি ত্রাহি কোত্তে লাগলেন। যুবতী মৃতের ন্যায় ম্রিয়মাণা হয়ে অধোবদনে বোসে রইলেন, একবার মুখ তুলে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ্‌বারও ক্ষমতা হলো না। একটি স্বর, পশ্চাৎ থেকে বেহালার একটা ধাক্কা মেরে বোল্লে, ছুঁড়ী হাস্‌না, আমুদে হ না, পোড়ার মুখ কোরে বোসে রইলি কেন? রঙ্গীলা কোরে দুট আমোদ প্রমোদের কথা বলনা, লোকে শুনে খুসী হোক, নইলে এর পর মজাটা টের পাবি, বাড়ী গিয়ে চাবুক খাবি, চাব্‌কিয়ে চাব্‌কিয়ে, লাল কোরে দেবো, এই বেলা দুট মজাদারি মজাদারি কথা বোলে আসর গরম কবে দে, তা হলে খুব রগড় উঠ্‌বে। এখন চাবুকের নাম শুনে নিরীহ বালা ভয়ে আড়ষ্ট হোলেন, প্রফুল্ল বদন হবার জন্যে অনেক যত্ন পেতে লাগ্‌লেন। তাঁর অন্তঃকরণ কিন্তু ঘোর তমাচ্ছন্ন, বিষাদ দুঃখের ভারে অবনত আর অপ্রসন্ন, তাই চেষ্টা কোরেও যুবতী ফুল্লমুখী হোয়ে প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখাতে পাল্লেন না, বালা পূর্ব্ব অপেক্ষা আরও কুণ্ঠিতা, আরও লজ্জিতা হোয়ে, মাতা হেঁট কোরে বসে রইলেন। বড় পেড়াপিড়ী করাতে যুবতী যখন একবার চোক মেলে চাইলেন, সেই সময় দেখ্‌তে পেলেন, সেই বুড়ী একটি ব্রাহ্মণের কাণেকাণে কি পরামর্শ কোচ্চে, ব্রাহ্মণ একখানি লাল সাল ওড়ঘোড় কোরে জড়িয়ে বসে আছেন। তার পরেই বুড়ী যুবতীরে ডেকে উঠিয়ে এনে, তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বোল্লে। তার অভিপ্রায় কি? তাঁরে

কোথায় লয়ে যাবে ? বুড়ী যুবতীর হাত ধোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলীর ভিতর ঢুক্‌লো, নিকটে একটা বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লে।

যুবতী ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোল্লেন, "আমাকে কোথায় যেতে হবে ?"

তখন ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে, বুড়ী যুবতীকে বাড়ীর ভিতর জোর কোরে টেনে লয়ে গিয়ে, দরজা বন্ধ কোরে বোল্লে, "দেখিস, ভাল কোরে আমোদ আহ্লাদ কত্তে চাস্' তার পর সিঁড়ি বেয়ে, উপরে উঠে, একটা দরজার নিকটে এসে, বুড়ী পুনর্ব্বার বোল্লে, "দেখিস্‌, খবরদার! নগদ এক শ টাকা আন্‌তে চাস্; এ ব্যক্তি মস্ত লোক, যদি খুসি কোত্তে পারিস্, বেশী দিলেও দিতে পারে।"

এ বাড়ীতে আস্‌বার ভয়ঙ্কর অসদভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরে, যুবতী বুড়ীর দুখানি পা জড়িয়ে ধোরে, বিস্তর কাঁদা কাটা কোরে বল্লেন, "আমায় এ সাক্ষাৎ অধর্ম্ম থেকে, এ ঘোর মূর্ত্তিমান পাপকর্ম্ম থেকে রক্ষা করুন, আপনি আমাকে এই অপবিত্র দুষ্ক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দিন, আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছি, আমি আপনার দাসী হোয়ে, সেই দাসী-উপযুক্ত সামান্য উঞ্ছবৃত্তি কোরে দিনপাত কোর্‌বো, তথাচ আমাকে এরূপ জঘন্য দুষ্কর্ম্ম কোত্তে অনুমতি কোরবেন না। দোহাই আপনার, আপনি আমায় রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন, আমার ধর্ম্ম নষ্ট কোর্‌বেন না," এই করুণার্দ্র মিনতি বাক্য বোলে যুবতী আরও শক্ত কোরে বুড়ীর দুখানি পা জড়িয়ে ধোল্লেন। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। ঐ কথা শুনে বুড়ী চোটে লাল হোয়ে, পিঠে একটা লাথী মেরে, "ওঠ্ ছুঁড়ী ওঠ্, ব্রাহ্মণ আশা কোরে

বোসে আছে,” এই কথা বোলে, যুবতীর বিনয়গর্ভ সকাতর প্রার্থনার উত্তর দান কোল্লে। কেউ ভিতর দিক থেকে দরজা খুলে দেওয়ায়, বুড়ী যুবতীকে টেনে হিঁচ্‌ড়িয়ে ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিলে। বালার অন্তঃকরণের মধ্যে তখন যে অপূর্ব্ব মনস্তাপ তরঙ্গের কোলাহল হোচ্ছিল, তাহা কেবল পতিপ্রাণা, নির্ম্মল পবিত্র আত্মা, সতী স্ত্রীলোকেরাই, অনুভব কোত্তে পারেন, তাঁরা ভিন্ন আর কারুরই সাধ্য নাই যে কোলাহলের মূর্ত্তি অন্তর্পটে চিত্রিত করে। যুবতী মনে জান্‌তে পেরেছেন যে, ঐ ঘরেই সেই লোকটি আছে, কিন্তু মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌তে তাঁর ভরসা হলোনা, অবলজ্জা, চিত্তবিভ্রম আর মনস্তাপ একেকালে আবির্ভূত হোয়ে, যুবতীকে হতচিত্ত, হতশক্তি আর হতচৈতন্য কোরে ফেল্লে। বালার মহাপ্রাণী আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। যুবতী তাঁর কোমল হস্তে হৃদয় চেপে ধরে, ফুলে ফুলে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, উচ্চরবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। সেই পুরুষটি তাঁর সঙ্গে কথা কবার মনস্থ কোরে, উঠে এগিয়ে আস্‌ছিলেন, যুবতী তাঁর চরণের শব্দ পেয়ে, কাছে যেতে নাযেতে, তাঁর পায়ের উপর গিয়ে উবুড় হোয়ে পোড়্‌লেন, উভয় হস্ত দ্বারা চন্দ্রবদন ঢেকে, চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন “আমায় রক্ষা করুন, যা ভেবেছেন আমি তা নই, নিষ্ঠুর কুটিল অদৃষ্টই আমায় এস্থানে উপস্থিত কোরেছে, তার উপর আবার মনুষ্যের জবরদস্তি দৌরাত্ম্য। আমি কারও কেনা বাঁদী নই, যে কার্য্য কোল্লে ধর্ম্ম রক্ষা পায়, এমন যে কর্ম্ম বোল্‌বেন, আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, মহারাজ! আমায় রক্ষা করুন, আমার পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান, মহারাজ! আমায় বাঁচান, আমায় রক্ষা করুন, আমার অপমান কোর্‌বেন না, আমার জাত

কুল নষ্ট কোর্‌বেন না, আমি পতিহীনা নারী, পতিগত আমার প্রাণ, লোকান্তরে গিয়ে সেই পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো প্রতিজ্ঞা কোরেছি, সে মানস যে পর্য্যন্ত সফল না হয়, পাপকর্ম্ম কোরে শরীর অপবিত্র কোর্‌বো না, আমার যে প্রতিজ্ঞা, তা শুন্‌লেন, এখন আমার নিকটে আস্‌তে চান আসুন, যে মুহূর্ত্তে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে শরীর অপবিত্র হবে, সেই মুহূর্ত্তেই জ্বলন্ত চিতানলে শয়ন কোর্‌বো, আর উঠ্‌বো না।" এই কথা বোলে যুবতী কোমর থেকে একটি শিশি টেনে বার্ কোল্লেন, তাতে যে পেয় ছিল, তার অর্দ্ধেক জলে মিশিয়ে তাঁর একটি শত্রুকে দেওয়া হয়, বাকী অর্দ্ধেক সেই শিশিতেই মজুত ছিল। অর্দ্ধেকটুকু মাত্র জলের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল বোলে, অঘোর নিদ্রার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিল, বাকী অর্দ্ধেকটুকু নির্জ্জলা পান কোল্লে, সাংঘাতিক হলাহলের ক্রিয়া কোর্‌বে তার সন্দেহ নেই। সেই শিশিটি বার-কোরে, যুবতী বোল্লেন, "ব্রাহ্মণ! আমি অবলা, দুর্ব্বল, নিঃ-সহায়, রাখ্‌লেও পারেন, মাল্লেও পারেন, আপনার কৃপার উপর ভরসা, আপনি যদি আমার মৃত দেহ দেখ্‌তে বাসনা করেন, আর তা দর্শন কোরে আপনার যদি আনন্দ জন্মে, তবে আমার নিকটে এগোবেন, নচেৎ এগোবেন না, যদি কথা না শুনে আসেন, এই বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ কোর্‌বো।" ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ, এক পদও অগ্রসর হোতে পাল্লেন না, যেখানে ছিলেন, সেই-খানেই চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির রইলেন। তাই দেখে যুবতী মনে কোল্লেন, তবে তাঁর প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নি, এক্ষণে তাঁর মনে সাহস হলো। বালা দুই হাঁটুর উপর দাঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে, উবুড় হোয়ে ছিলেন, সেই অবস্থায় থেকে পুরুষটির

চেহারার দিকে একবার চক্ষু উন্নত কোরে চেয়ে দেখলেন। বালা দেখ্‌লেন, ব্রাহ্মণ চক্ষের জল মুচ্‌ছেন, অশ্রুপাত দূর কোরে হাতখানি যখন সরিয়ে নিলেন, যুবতী তখন তাঁর মুখ দেখ্‌তে পেলেন, মুখখানি বেশ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, দেখে মস্তক নত কোরে চক্ষু দুটি অবনত কোল্লেন, আবার একবার মস্তক উচু কোরে মুখখানি নিরীক্ষণ কোল্লেন। বালা এখন উঠে দাঁড়ালেন, সম্মুখস্থিত মূর্ত্তিটির উপর তাঁর শ্যামোজ্জ্বল আঁখি দুটি স্থির কোরে রাখ্‌লেন, তার পরেই যুবতী ব্রাহ্মণের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লেন,—যাঁরে মৃত্যুর মধ্যে গণনা কোরে ছিলেন, আজ সেই প্রাণপতি প্রিয়তমের কোলে গিয়ে বালা ঝাঁপিয়ে পোড়লেন!!!

যুবতীটি অন্য কেহ নয়, ইনি শিউরামের কন্যা জয়া, রঘুনাথের প্রাণপ্রতিমা, আর ঐ পুরুষটিও অপর কেহ নন, তিনি স্বয়ং রঘুনাথ, জয়ার প্রাণবল্লভ!! ইঁহাদের প্রাণদানের মর্ম্মকথাগুলি ক্রমে ব্যক্ত হবে।

জয়া সকল লোককেই অবিশ্বাস কোত্তেন। যুবতী তাঁর নিজ চক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দানের প্রতি সন্দেহ কোরে, রঘুনাথের কোল থেকে ছাড়িযে এসে, পুনর্ব্বার অন্তর হোয়ে দাঁড়ালেন। বালার মনে ভয় হলো যে, হয় ত তাঁর ভ্রম হয়েছে, যাঁরে রঘুনাথ বোলে মনে কোরেছেন, হয় ত তিনি রঘুনাথই নন। ইনি কি যথার্থই তাঁর পতি? যিনি মরেছেন বোলে শোকাকুলা হোয়ে জয়া আর্ত্তনাদ কোরেছেন, ইনি কি যথার্থই সেই রঘুনাথ? এই পুরুষটির মুখের দিকে আর তাঁর আকৃতির দিকে জয়া অনিমেষ চক্ষে চেয়ে রইলেন, বালার চাউনীর ভঙ্গীতে জ্ঞান হতে লাগ্‌ল, তাঁর

চক্ষুদুটি ঠিক্‌রিয়ে বেরিয়ে পড়ে বা! দেখ্‌লেন, অতি আশ্চর্য্য, অতি অনির্ব্বচনীয় সৌসাদৃশ্য, রঘুনাথের অবয়বের সঙ্গে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তথাচ ইনি যে রঘুনাথ, সিটি কিন্তু নিতান্ত অসম্ভব, এই উৎকণ্ঠার সময় জয়ার মনে একটি অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হলো। বালা মনে কোল্লেন, ইনি রঘুনাথের জীবাত্মা, আমি যে সহমৃতা হইনি, আমি যে লোকান্তরে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অস্বীকার কোরেছি, তাই রঘুনাথ রাগত হোয়ে, আমায় ভৎসনা কোত্তে, আর আমার চরিত্রে কলঙ্ক কোরে দিতে এসেছেন। রঘুনাথ নাকি চিত্র পুতুলের ন্যায় নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই জয়ার মনে ঐ সন্দেহ আরও পরিপক্ক হলো। বালা কম্পিত কলেবর হোয়ে রঘুনাথের সুম্‌খে দাঁড়িয়ে রইলেন। রঘুনাথও জয়ার ন্যায় বিস্ময় স্তব্ধ হোলেন, স্বীয় পত্নীর পতিভক্তি আর প্রণয়ানুরাগ স্বচক্ষে দর্শন কোরে আহ্লাদে অভিভূত হোতে লাগ্‌লেন। ইতিপূর্ব্বে রঘুনাথকে শোনান হোয়েছিল যে, জয়ার কালধর্ম্ম প্রাপ্তি হোয়েছে, এক্ষণে সেই জয়াকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কোরে, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় অচল স্তম্ভিত হোয়ে, এক স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। রঘুনাথ এক একবার কথা কবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না, আহ্লাদে উল্লাসিত হোয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোয়ে গেছিল, রসনারও বাক্‌শক্তি ছিল না। বড় বড় অশ্রুবিন্দু রঘুনাথের পুরুষাকার গণ্ড বেয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌ছিল, আর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্‌ কোরে কাঁপ্‌ছিল, জয়া সেগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে আর থাক্‌তে না পেরে বালা এই কথা চেঁচিয়ে বোল্লেন "যাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি রোদন কোরেছি, তুমি যদি সেই রঘুনাথ হও, তো কথা কও, একবার কথা কও,

আমার নিদারুণ শোকদগ্ধ চিত্ত শীতল হোক, আমার বিচ্ছেদ সন্তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ হোক।” রঘুনাথ ঐ কথা শুনে জয়ার নাম উচ্চারণ কোরে বোল্লেন, কে তুমি, জয়া? জয়া আহ্লাদে উন্মত্তা হোয়ে, “হুঁ আমি জয়া” এই উত্তর কোল্লেন, আর বোল্লেন, “এখন আমি নিঃসংশয় হোলেম, এখন নিশ্চয় জান্‌লেম যে, আমার পতি রঘুনাথের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বরে আমার সকল সন্দেহ দূর হোয়েছে।” জয়া এই কথা বোলেই, উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোরে আনন্দ অশ্রুজল ফেল্‌তে ফেল্‌তে, রঘুনাথের উদার প্রসারিত, বিস্তার উন্মুক্ত, সুস্নিগ্ধ অনুরাগ ক্রোড়ে পুনর্ব্বার ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লেন। রঘুনাথ প্রণয়িনীকে কোলে পেয়ে, বুকের মধ্যে চেপে রেখে, প্রেমরাগে মত্ত হোয়ে, অধরানুরাগের চিহ্নে বালার বিভা-বিকসিত কপাল মণ্ডল ঘন ঘন অঙ্কিত কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর শ্যামল পদ্ম আঁখি দুটি নিরশ্রু কর্‌বার নিমিত্ত রঘুনাথ অনেক যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তিনি সেই দুটি নীলোজ্জ্বল নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে, কতবার আনন্দে বিহ্বল হোয়েছেন। “জয়া কেঁদোনা, স্থির হও, শান্ত হও! বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোয়েছেন, আর তোমায় চক্ষের জল ফেল্‌তে হবেনা।” রঘুনাথ এইপ্রকার মধুর বাক্যে জয়াকে সান্ত্বনা কোত্তে কোত্তে, অনুরাগে মত্ত হোয়ে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আপনার বুক দেখিয়ে দিয়ে, বোল্লেন, “জয়া! আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না, এই অনুরাগাসক্ত স্নেহময় হৃদয়ে তুমি আশ্রয় পেয়েছো, প্রাণ থাক্‌তে কখনই তোমায় সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হোতে দিবে না,” জয়া মস্তক তুলে, মুখ উচু কোরে, একটু হাস্‌লেন। বহু দিনের পর জয়ার মুখে আজ প্রথম হাসি বেরুলো, পতির মৃত্যুসংবাদ

শুনে অবধি, তাঁর বদনে কেউ হাসি দেখেনি। প্রাণপতির একখানি হাত ধোরে, আস্তে আস্তে চাপ্‌তে চাপ্‌তে, মধুর মৃদু মন্দ স্বরে ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, আর যেন তাঁদের বিপদ না ঘটে, আর যেন তিনি পতিশোকে ব্যাকুলা হোয়ে পথে পথে ভেসে না বেড়ান, এই অভাবনীয় অকস্মাৎ মিলন হোয়ে, তাঁরা যে আজন্মের মতন সুখী হোলেন, তাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুদেবের নিকট স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন।

রঘুনাথ দেওয়ালে চোলে গেলে যে যে কাণ্ড ঘটেছিল, জয়া অকপট চিত্তে সে সমুদয় আনুপূর্ব্বিক পতির কাছে বিবৃত কোল্লেন। রঘুনাথের মৃত্যুসংবাদ, ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য, বামনের কুচেষ্টা, নাচ্‌ওয়ালীদের সরদারনী তাঁকে ঠিকে চাক্‌রাণীর মত ব্যবহার করে, এই সকল বৃত্তান্ত একটি একটি কোরে আদ্যোপান্ত সমুদয় রঘুনাথকে শোনালেন, এক্ষণে অন্তঃকরণের ভার লাঘব হোয়ে জয়া প্রফুল্ল রসে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন।

রঘুনাথ ঐ সকল কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা শুনে রেগে লাল হোয়ে গেলেন। প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যারা যারা ঐ কুচক্রের অন্তর্গত হোয়ে মন্দচেষ্টা কোরেছে, তাদের সকলকেই ভালরূপ শিক্ষা দেবেন। জয়া পতির হস্ত ধোরে বোল্লেন "প্রাণবল্লভ! তা কেন কোরবেন? তাদের যে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়নি, তাদের অনিষ্ট চেষ্টা যে নিষ্ফল হোয়েছে, সেই কথা তারা শুন্‌তে পেলেই তাদের যথেষ্ট শাস্তি পাওয়া হবে, কিন্তু নাথ! আপনার মৃত্যু বিষয় নিঃসন্দেহ হোয়েও আমি সহমরণে পরাঙ্মুখ হোয়েছি, প্রাণভয়ে সঙ্কুচিত হোয়ে সে পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিনি, এক্ষণে সে কথা স্মরণ হোয়ে আপনার কাছে মুখ দেখাতে কুণ্ঠিত হোচ্ছি, আপনার সঙ্গে

কথা কইতেও লজ্জা বোধ হোচ্ছে, পোড়া প্রাণের যে এত মায়া, তা পূর্ব্বে জান্তেম না! আমার সম্মুখে যদি আপনার লোকান্তর প্রাপ্তি হতো, তবে কেউই আমাকে ধোরে রাখ্তে পাত্তোনা, টানা হেঁচ্‌ড়া কোরেও বেরিয়ে পোড়্তেম, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে গমন কোরে, একত্রেই চিতা আরোহণ কোত্তেম, তখন ইচ্ছা কোরে, ব্যাকুল হোয়ে সেই চিতানলে জীবন আহুতি দিতেম। তোমার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ কর্‌বার পর, আমার মন যেন আমায় ডেকে বোল্লে, "তুই আত্মঘাতিনী হোস্‌নে, রঘুনাথ বেঁচে আছেন।" প্রাণেশ্বর! যদিও অনুগমন কোরিনি সত্য, কিন্তু জীবিত থেকেও তুমি অভাবে যে সুখী হোতেম, সেটি যেন মনে কোর্‌বেন না। নির্জ্জনে বোসে লোকের অসাক্ষাতে কতই আর্ত্তনাদ কোরেছি, নীরবে কতই রোদন কোরেছি, তোমার মৃত্যু সংবাদ শুনে, আমার অন্তঃকরণ শোকাভিভূত হোয়ে যেরূপ আকুল হোয়েছিল, গুরুদেবই তা জানেন, দেবতারাই তার সাক্ষী আছেন। এখনও তো আমার গিন্নী বান্নীর মত অধিক বয়স হয়নি, এখনও আমার কাঁচা বুদ্ধি কি না, তাই বয়সের দোষে ভয়ে মহাপ্রাণী কেঁপে গেল যে, কেমন কোরে দগ্ধে দগ্ধে পুড়ে মোর্‌বো, প্রাণের প্রতি বড় মায়া হলো, মন আর কোন মতেই সেপথে যেতে স্বীকার কোল্লে না, আমার অন্তঃকরণ বাধা দিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌ল যে, কেন লোকের কথা শুনে সাধে সাধে পুড়ে মোর্‌বি,। তাই সহমরণের প্রতি আমার কালঘৃণা হোয়ে দাঁড়াল, মনে মনে অসঙ্গত অনিচ্ছা হোয়ে পোড়্‌ল, পুড়ে মর্‌বো বোলে অন্তঃকরণ যতই কাতর হোতে লাগ্‌ল, ততই তাতে আমার অনিচ্ছা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, প্রাণপরীপ্সা ততই বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌ল। মোরোবা কিন্তু ততই উগ্রমূর্ত্তি হোয়ে, বাক্যজ্বালা দিয়ে, আমায়

সাহস আর প্রবৃত্তি দেবার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল, তার সে সময়ের কালমূর্ত্তি মনে হোলে, এখনও আমার অন্তঃকরণ আতঙ্কে শিউরে উঠে। সহমরণ যাওয়া যদি পবিত্র ধর্ম্মই হয়, আমি যে প্রাণের মায়ায় সে ধর্ম্ম পালন করিনি, সে অপরাধ, নাথ! তুমি কি মার্জ্জনা কোর্‌বে না? বোধ হয় এক্ষণে আমার প্রাণপতি রঘুনাথ তার জন্যে দুঃখিত হবেন না,—এই কথা বোলে কোমলহৃদয়া সরলা জয়া রঘুনাথের মুখের দিকে চেয়ে, এমনি একটু অমিয় ভঙ্গীতে ঈষৎ হাস্য কোল্লেন, দেখে জ্ঞান হলো, তাঁর ওষ্ঠাধর যেন অমৃতলহরী হোয়ে, সেই হাসির হিল্লোলে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌ল। তৎকালীন বালা কেমন একটু মধুর ব্যগ্রোন্মত্ত চক্ষে রঘুনাথের মুখের দিকে এক-দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন, বোধ হলো যেন তাঁর নয়ন-পল্লবে অল্প অল্প হাস্যের হিল্লোল হোচ্ছে। রঘুনাথ তাঁর দুঃখের কথাগুলি শুনে কি উত্তর দেন, বালা তাই শোন্‌বার জন্যে কতই ব্যাকুলা হতে লাগ্‌লেন, চারু যুবতীর সেই অন্তর্ভাবের অবয়বটি তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্ট কোমল নয়নে বিকসিত হোতে লাগ্‌ল। জয়ার কথা অবসান হোলে, আনন্দ প্রফুল্লিত রঘুনাথ উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, "জয়া! তুমি আমার হৃদয়ের নিধি, তুমি আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয় গগনের একমাত্র উজ্জ্বল তারকা, তুমি আমার হৃদয়-প্রান্তরের একমাত্র স্নিগ্ধ সরোবর, তুমি আমার হৃদয়রূপ মরু উদ্যানের একমাত্র হাস্যমুখী পরিমলবাহী কুসুম, তুমি আমার নিদাঘ সন্তাপনাশিনী সুশীতল কোমল ছায়া। আমি তোমার স্নেহের প্রমাণ চাই না, আমার অদৃষ্টে যাই ঘটুক, আমার ভাগ্যে যাই থাক, তাই বোলে যে তুমি তোমার নবাঙ্কুরিত জীবন চিতা-শয্যায় ভস্মাবশেষ কোর্‌বে, এ

বাসনা আমার কখনই নাই। দেবতারা আমাদের রক্ষা কোরেছেন, তাঁদের চরণে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে যেন তাঁরা এইরূপ চিরকাল আমাদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন”।

রঘুনাথ বারাণসী পরিত্যাগ কোরে তাঁর অদৃষ্টে কি কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল তৃপ্তির জন্যে সে বৃত্তান্তগুলি এক্ষণে অবগত করান কর্ত্তব্য। রঘুনাথ বাড়ীথেকে রওনা হোয়ে দেওয়ালে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেন, সেখানকার ইজারদার, নাম মাত্র ইজারদার, ফলে তৎকালীন প্রকৃত রাজপ্রতিনিধি নায়েব, সেই ইজারদার বলবন্ত রাও কর্ত্তৃক অভিযোগের ছল কোরে রঘুনাথকে কয়েদ করেন। বলবন্ত রাও রঘুনাথের জমীদারীর দাবিদার। এই অত্যাচার দেখে রঘুনাথের মনে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। কিন্তু বিষয়ের জন্যে আর বাদানুবাদ না কোরে, সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর মনে যা আছে, তাই হবে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় এইরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন কোরে, জগদীশ্বরে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক কারাগৃহে বন্দী হোয়ে রইলেন। বলবন্ত রাও যেন অন্যায় দাবি করে নি, সেই কথা রঘুনাথের মুখ দিয়ে কবুল কোরিয়ে লবার জন্য, তাঁকে একখানা কাগজ দস্তখত কোত্তে অনুরোধ করা হয়, রঘুনাথ ঐ কথা শুনে রেগে আগুন হোয়ে উঠ্‌লেন, তাতে দস্তখত কোত্তে কোনো মতেই স্বীকার কোল্লেন না, সেই সূত্রে তাঁকে কয়েদ কোরে রাখা হয়। সৌভাগ্য বশতঃ বারাণসী থেকে হঠাৎ একটা হুকুম ছাদের হোয়ে সাবেক ইজারদার বরখাস্ত হোলো, তার স্থানে নূতন এক ব্যক্তি বাহাল হলেন। রঘুনাথ অবসর বুঝে, সেই নূতন ইজারদারের কাছে আপনার অবস্থা অবগত করালেন, আর জেলখানা থেকে মুক্তি

পাবার জন্যেও প্রার্থনা কোল্লেন। নূতন ইজারদার না কি সম্প্রতি বারাণসী থেকে এসেছিলেন, তিনি আস্‌বার পূর্ব্বে শুনে ছিলেন যে, জয়া তাঁর স্বামির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সহমৃতা হোয়েছেন। তাই রঘুনাথকে জীবিত দেখে সে ব্যক্তির অত্যন্ত বিস্ময় জ্ঞান হলো। শুধু তাও নয়, আবার দেওয়ালে কয়েদ হোয়ে রয়েছেন। ইজারদার তৎক্ষণাৎ রঘুনাথকে খালাসের হুকুম দিয়ে দিলেন, আর তাঁরে নাচ দেখ্‌বার নিমন্ত্রণও কোল্লেন। ঐ নাচের মজ্‌লীসে ইজারদার রঘুনাথকে বলেন যে, তাঁর প্রিয়তমা জয়ার মৃত্যু হোয়েছে। জয়া নাই শুনে রঘুনাথের মনে যে কি কষ্ট হলো, সে কথা বল্‌বার আবশ্যক নাই, পাঠক তা এমনিই অনুভব কোত্তে পার্‌বেন। রঘুনাথ সেই দণ্ডেই অবসর লয়ে সেই আমোদ কৌতুকের, সেই হাস্য পরিহাসের আসর থেকে উঠে চোলে যেতেন, কিন্তু পাছে তাঁর প্রাণদাতা বন্ধু সেই আতিথ্যকর্ত্তা ক্ষুণ্ণ হন, সেই ভয় কোরে তা কোল্লেন না। রঘুনাথ বোসে আছেন, উদাস মনে, উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন, এমন সময় তয়ফাওয়ালীরা পৌঁছিল। তাদের দেখে রঘুনাথ বিস্ময়ে জড়ীভূত হোয়ে স্তম্ভিত হোয়ে পোড়্‌লেন। কি অদ্ভুত,—কি আশ্চর্য্য কাণ্ড স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কোল্লেন!! রঘুনাথ দেখ্‌লেন, তাঁর সেই সহধর্ম্মিণী, যাঁর অবধারিত মৃত্যুর বিষয় ইতিপূর্ব্বেই তাঁকে বলা হোয়েছে, তিনি অতি ম্লান অতি বিষণ্ণ হোয়ে, নাচওয়ালীদের মধ্যে সকলের আগে দাঁড়িয়ে!! রঘুনাথ ইজারদারকে কোন কথা না কোয়ে সেই বৃদ্ধাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লেন। বুড়ী সেই ইসারানুসারে তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লো। রঘুনাথ সেই নবীনা নর্ত্তকীর নিমিত্ত বেলমোক্তা একশত টাকা

রাতচুক্তি কোল্লেন, কুটনী বুড়ীও তখনি তাতে রাজি হয়ে, জয়াকে,—ব্যাকুলাত্মা দুঃখিনী জয়াকে মজ্‌লিস থেকে উঠিয়ে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল, সেকথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। রঘুনাথ যে একপ কৌশল অবলম্বন কোল্লেন, তার তাৎপর্য্য এই, তাঁর পত্নীর প্রকৃত অবস্থা কি, সেইটিই তাঁর অবগত হবার অভিপ্রায়। রঘুনাথ দেখ্‌লেন, অপবিত্র হবার পক্ষে জয়ার অসঙ্গত আন্তরিক ঘৃণা, এত ঘৃণা যে, সে কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। তদ্ভিন্ন জয়া যারে পর পুরুষ মনে করেছিলেন, সে ব্যক্তি যদি অপরিচিত অবস্থায় তাঁর সতীত্ব নষ্ট করবার জন্য বল প্রকাশ কত্তো, তা হলে তিনি আত্মঘাতিনী হোতেন। স্বীয় পত্নীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সেই সকল নিঃসংশয় নিদর্শন পেয়ে রঘুনাথ আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়ে পোড়্‌লেন।

জয়ার কুটীরে প্রবেশ কোরে, তাঁর কাণে কাণে শঙ্কর কি বল্লেন, এই পর্য্যন্ত পাঠক মহাশয়কে পূর্ব্বে অবগত কোরে রাখা হয়েছে। বামন বোল্লেন, "জয়া! আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে, আমি তোমায় বাঁচাতে এসেছি, তোমার প্রাণ নিতে আসি নি। কিন্তু সহমরণ যেতে তোমায় অবশ্যই স্বীকার কোত্তে হবে"।

জয়া মুখ তুলে, চোক্ মেলে চেয়ে দেখ্‌লেন, যে কথা শুন্‌লেন, তাতে যেন তাঁর বিশ্বাস হোচ্চে না, এই ভাবটি বোধ হোলো। দুঃখিনী জয়া বল্লেন, "মহারাজ! তবে রক্ষা পাব কেমন কোরে"?

শঙ্কর বল্লেন, "আমার কথা অমান্য করো না, যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা মনে কোর্‌বে, 'তুমি মহাসতী, মন প্রাণ পতির উপরেই সমর্পণ কোরেছো," তুমি ঝাঁপ দিয়ে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যস্থলে পড়্‌বে, তাও সকলে দেখ্‌তে পাবে। সেই সময় সেইখানে একখানি হস্ত প্রসারিত হয়ে

থাক্‌বে, সেই হস্তখানি তোমায় মৃত্যুর গ্রাস থেকে উদ্ধার কোর্‌বে, অপরে কিন্তু তা লক্ষ্য কোত্তে পার্‌বে না।" জয়া বোল্লেন, "আ! আমার অদৃষ্ট! তাতে কি কোরে রক্ষা পাব? ও কথার প্রতি বিশ্বাস করি কি কোরে?"

দরজাটি বন্ধ আছে কি না, কি তার আড়ালে থেকে বারদিকে কেউ কাণ পেতে শুন্‌ছে কি না, তাই একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শঙ্কর ফিস্ ফিস্ স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন। "তবে মর্ম্ম কথা বলি শোন, চিতা সাজানোর ভার আমার উপরেই থাকে, লোকে যে আমাকে কৃতান্তের স্বরূপ জ্ঞান করে, তাও আমি জানি, কিন্তু বাস্তবিক আমি যে নিষ্ঠুর, কি কারও কালের স্বরূপ নই, বরং লোকে আমায় যা বিবেচনা করে, আমি যে ঠিক তারি উলটু, সেই কথা সপ্রমাণ কোত্তে আমার এখানে আসা হয়েছে। যে গণ্ডির মধ্যে চিতা সাজান হবে, তারি মধ্যে একটি লোহার দরজা আছে, লোকে কিন্তু সেটি দেখ্‌তে পায় না। আমার বাসের নিমিত্ত মাটীর নীচে যে ঘর আছে, ঐ অলক্ষ্য দরজা দিয়ে সেই ঘরে যাওয়া যায়। যখন লক্ষ দিয়ে চিতার মধ্যে পোড়্‌বে, সকলে মনে কোর্‌বে, তুমি তোমার মৃত্যুমুখে পোড়্‌লে, কিন্তু তুমি মৃত্যুমুখে না পোড়ে, বরং প্রাণদান পেয়ে পুনরায় যে সংসার আশ্রমে প্রবেশ কোর্‌বে, সেটি প্রত্যক্ষ দেখাবার ভার আমার উপরেই থাক্‌। সেই সময় তোমায় রক্ষা করবার নিমিত্ত, সেই অলক্ষিত লোহার দরজার বাহিরে যে অনুকুল হস্ত বিস্তার আয়ত্ত হোয়ে থাক্‌বে, তুমি সন্দেহ কোরে সে হস্তকে অবিশ্বাস কোরো না। সেই মৃত্তিকাগর্ভস্থিত গুপ্ত গৃহে যেমন প্রবেশ কোর্‌বে, অমনি তুমি প্রাণদান পাবে, আর তোমায় জীবনের ভয় কোত্তে হবে না। তার পর তুমি যে খানে ইচ্ছা, সেই খানে চোলে যেও। যে কথাগুলি বোল্লেম, খবরদার, কেউ যেন তার বাষ্পও না জান্তে পারে

মুখের বার কোল্লেই ভগুলি পোড়্বে, সমস্ত পরামর্শই মিথ্যা হোয়ে যাবে। তদ্ভিন্ন যদি এ সমস্ত কথা প্রকাশ করো, তোমায় আজন্মকাল ব্রহ্মকোপে জ্বলে মত্তে হবে, আমি তোমায় চিরকাল অভিসম্পাত কোর্বো। জয়া! তোমার যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে কদাচ এ সকল কথা মুখের বার করো না, যদি করো, আজন্ম আমি তোমার কালেরস্বরূপ হোয়ে থাক্ব, আমার হাত থেকে তুমি কখনই বেঁচে যেতে পার্বে না।"

জয়া নিস্তব্ধ হোয়ে বামনের কথাগুলি শুন্লেন। জীবনের দ্বার চিতার মুখেই মুক্ত থাক্বে, প্রস্থান কোত্তে পাল্লেই প্রাণটি রক্ষা হবে,—ভয়ঙ্কর নিষ্ফল মৃত্যু হতে প্রাণটি রক্ষা হবে। এরূপ অকারণ মৃত্যুকে—এরূপ নিকারণ আত্মহত্যাকে জয়া পাপ জ্ঞান কোত্তেন. বিশেষত এরূপ নিষ্ফল মৃত্যুর শরণাগত হোলে, তিনি যে রঘুনাথকে ফিরে পাবেন, তাও পাবেন না। ব্যাকুলপ্রাণা জয়া এক্ষণে কি উত্তর দেন, শঙ্কর তারি প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্লেন।

জয়া বোল্লেন, "মহারাজ! আচ্ছা,তবে ঐ কথাই স্থির।"—"আচ্ছা, তবে আমি এক্ষণে চোল্লেম, ভিড়ের মধ্যে আমায় দেখ্তে পেয়ে পাছে তুমি ডরিয়ে যাও, তা যেন যেও না, সেখানে আমায় থাকৃতেই হবে। আর আর সকলের অপেক্ষা আমাকেই তুমি অধিক ব্যস্ত দেখতে পাবে। যা কিছু করা কর্ম্মা, তা আমাকেই কোত্তে হবে। কাষ্ঠে আগুন ধোরিয়ে প্রথম আমিই তোমার মাথার উপর ফেলে দেবো, কিন্তু সে সময় তুমি নিরাপদ হোয়েছো, প্রাণভয়ের পথ ছাড়িয়ে তখন অনেক,-অনেক অন্তরে গিয়ে পড়েছো। জয়া! আমায় তুমি অবিশ্বাস করো না। চিতায় উঠে, তার মধ্যে কি আছে চেয়ে দেখো, তুমি যদি তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত একখানি অনুকূল হস্ত

প্রসারিত না দেখ্‌তে পাও, তখন নয় তুমি ফিরে এসো, বোলো যে, আমি আত্মঘাতিনী হবো না। কিন্তু এতাবৎকাল সতীদের যা যা কোত্তে হয়, তোমাকেও তা কোত্তে হবে। তুমি যে নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে তোমার ভঙ্গী কি চেহারা দেখে সে মর্ম্ম কথা যেন প্রকাশ না পায়। আচ্ছা, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম।” এই সকল আশাবাক্য প্রদান কোরে শঙ্কর ব্রাহ্মণদের শুভসংবাদ দিতে চোলে গেলেন।

শঙ্করের আশাবাক্যে বালা মুগ্ধ হোলেন বটে, কিন্তু ছাতের উপর থেকে চিতা আয়োজনের ভয়ঙ্কর আড়ম্বর দর্শন কোরে অন্তরে অন্তরে অবসন্ন হোতে লাগ্‌লেন। বালার এক্ষণকার অবস্থা যথার্থই ভয়ঙ্কর, তা স্মরণ কোল্লে হৃৎকম্প হোয়ে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। জয়ার মনে তখন এই সংশয় হোতে লাগ্‌ল “বামনের কথা কি সত্য? তার কথার উপর কি অবলম্বন করা যেতে পারে? না আমায় ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে ফাঁদে ফেল্‌বার নিমিত্ত সে এই কৌশল কোরেছে?” যে মৃত্যুরূপ নদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে কালের ভীষণ মূর্ত্তি চিন্তা করে, স্বভাবতঃ তার মনে এই সকল সংশয় এই সকল আশঙ্কা স্বতই উপস্থিত হয়, আহ্বান কোরে আন্‌তে হয় না। শঙ্করের বল্‌বার ভঙ্গী, তাঁর আকার প্রকার, যেরূপে উদ্ধার করা হবে, তার কৌশল-প্রণালী, পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোক প্রথমতঃ তাঁর ন্যায় সহমরণে অসম্মতা হয়েছিলেন, কিন্তু শেষে শঙ্কর গিয়ে বলবা মাত্রেই তাঁরা সম্মতা হন, এই সকল বিবেচনা একত্র হোয়ে বিন্দু বিন্দু নির্ঝর-প্রপাতের ন্যায় বালার সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে শঙ্করের কথার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে। তাই জয়া এক্ষণে সুস্থির চিত্ত হোয়ে সাহঙ্কার দাম্ভিক ব্রাহ্মণদের নির্লজ্জ প্রগল্‌ভ আহ্বানের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন।

শঙ্কর প্রতারণা কোর্‌বেন বোলে যে ভয় ছিল, এক্ষণে আর সে ভয় নাই, যেহেতু তাঁর কথায় বিশ্বাস জন্মেছে। তার পরিবর্ত্তে কিন্তু আর একটি নূতন ভাবনা এসে উপস্থিত হলো। প্রাণ যেন রক্ষা হলো, কিন্তু পরে কি গতি হবে? জয়া যাবেন কোথায়? তাঁর দশাটা হবে কি? আর তো বারাণসীতে মুখ দেখাতে পার্‌বেন না, সেখান থেকে একাল আখেরের মত প্রস্থান কোত্তে হবে, তার পর এদেশ সেদেশ কোরে, পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াও আর কি। কত লোক কত প্রকার কুকথা বোলে দুর্নাম কোর্‌বে, অনেক অপমানও সহ্য কোত্তে হবে, তাই ভেবে বালা এক্ষণে অকুল সাগরে ভাস্‌তে লাগলেন, বিবেচনা কোল্লেন তবে তার চেয়ে পুড়ে মরাই তো ভাল, সেইত উত্তম। যে জীবনে গঞ্জনা আর লাঞ্ছনা ভিন্ন কোন প্রকার প্রসাদ গুণের প্রত্যাশা নাই, এমন জীবনে প্রয়োজন কি? তা শেষ কোরে ফেলাই কর্ত্তব্য। স্বভাবত সকল জীবেরই প্রাণের প্রতি মায়া হোয়ে থাকে, তবে কারও কিছু অল্প, কারও কিছু অধিক হয়। প্রাণের প্রতি জয়ার অধিক মায়া হলো, আত্মরক্ষার প্রতি তাঁর যত্ন প্রবল হয়ে উঠল, তাই বালা মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, সাধে সাধে পুড়ে না মোরে আরও কিছু কাল জীবিত থাক্‌বেন। বিশেষত মোরোবা যেমন আড়ী কোরে তাঁর প্রাণের উপর আক্রোশ প্রকাশ কোচ্ছে, তাই তিনি বিবেচনা কোল্লেন যে, পরমায়ু বৃদ্ধি কোরে সেই অপকারার্থী নৃশংস হিংসুককে নৈরাশ কোর্‌বেন। তিনি প্রাণদান পেয়েছেন শুনে সেই পাপিষ্ঠ নারকী আপনার হিংসা-আগুনেই আপনি দগ্ধ হবে। আবার ভাবলেন, আমি যে জীবিত আছি, এ কথা সে জানুবে কি কোরে? আমি ত আর বারাণসীতে মুখ দেখাতে পারবো না।

তাই ভেবে বালা আবার ম্লান হোলেন। মোরোবাকে ছলনা কোরে নৈরাশ কোর্‌বেন, তাঁর প্রাণদানেই নরাধমের উপযুক্ত শাস্তি হবে, পামর কোনো গতিকে না গতিকে অবশ্যই সে কথা শুনতে পাবে, শেষে এই বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হোয়ে জয়ার অন্তঃকরণে আহ্লাদের উদয় হলো, ঐ অহ্লাদপ্রবাহে অবগাহন কোরে বালার সন্তাপিত চিত্ত অনেক সুস্থও হলো। জয়া কিন্তু সে আহ্লাদ মনে মনেই চেপে রেখেছিলেন, বাহিরে তা প্রকাশ হোতে দেন্ নি। যুবতী চিতার উপর আরূঢ় হোয়ে, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে মধ্য স্থলটি চেয়ে দেখ্‌লেন। ভয়ঙ্কর বিকট মৃত্যুর যে ভয় ছিল, সে ভয় এক্ষণে তিরোহিত হলো। একাকিনী বালা অন্তর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেন, লোহার দরজাটি উদার মুক্ত রোয়েছে, তাঁরে ধরে ভিতরে লয়ে যাবার জন্যে একজন কাফ্‌রিও হাত বাড়িয়ে আছে। শঙ্করের ইশারা পেয়ে, জয়া সকলের সমক্ষে লম্ফ প্রদান কোরে চিতার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, সেখানে যে কাফ্‌রি বালার প্রতি-ক্ষায় ছিল, সে সেই রমণীয় কোমল মাধুরীকে কোলে কোরে লয়ে, নীচে নেবে, নির্ব্বিঘ্নে পাতাল গৃহে চোলে গেল। শঙ্কর একটু অপেক্ষা কোরে থেকে, মনে কোল্লেন এতক্ষণে লোহার দরজাটি অবশ্যই রুদ্ধ হোয়েছে, তাই সকলের আগে চিতাকুণ্ডের মধ্যে জ্বলন্ত কাষ্ঠ ঝুপ ঝুপ কোরে ফেলে দিতে লাগলেন। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, শঙ্করের দেখা দেখি সকলেই সেই প্রকার জ্বলন্ত কাঠ লয়ে চিতার মধ্যে নিক্ষেপ কত্তে লাগল। সে কথা পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা হোয়েছে। শঙ্করের কাফ্‌রি-দাস পতিহীনা তাপিতহৃদয়া যুবতীকে অগ্নির নিদারুণ কালগ্রাস থেকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা কোরে, একখানি কোঁচের উপর এনে তাঁরে

বসালে, কৌচখানি বালার নিমিত্তে পূর্ব্বেই প্রস্তুৎ কোরে রাখা হয়। একটি শুষ্ক শীর্ণ লোল বৃদ্ধা তাঁর সহচরী হলো। অলঙ্কারের পুঁটলিটি কোঁচের নিকটেই অযত্নে পোড়ে ছিল, জয়ার বাসনা যে, সেগুলি তার দৃষ্টিপথে না থাকে। অলঙ্কারগুলি তাঁর প্রাণপতি রঘুনাথের প্রদত্ত উপহার,—বিবাহ রাত্রের প্রদত্ত উপহার, তাই সেগুলি তাঁর সুকোমল বিনোদ অঙ্গের রমণীয় ভূষণ ছিল,—সেই কথা এক্ষণে স্মরণ হোয়ে, বালা অশ্রুপ্রবাহে চক্ষু দুটি আপ্লাবিত কোল্লেন। জয়া স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, অদৃষ্টে সুখ যা হবার, তা জন্মের মতন হোয়ে চুকেছে; এক্ষণে বেঁচে থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, এক্ষণে অবশ্যই তাঁকে চিরবঞ্চিতা, চিরদুঃখিনী হোয়ে এপাপ সংসারে কেবল কষ্ট ভোগ কোত্তেই থাক্‌তে হবে। সেই বৃদ্ধা কিন্তু বারম্বার আশাবাক্য প্রদান কোরে, যুবতীর অপ্রসন্ন চিত্তকে প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল। বুড়ী বারবার এই কথা বোলে বোঝাতে লাগ্‌ল যে "তোমার ভাবনা কি, ঘরে বোসে ঠাকুরালী কোর্‌বে, আমোদ প্রমোদে থাক্‌বে, তোমার কিসের দুঃখ! ছি। ওমন শশিমুখখানি আঁধার কোরে বোসে আছ কেন? দুটো কথা কও, হাসো, ফুল্লমুখী হোয়ে বেড়াও, তবেত অমন চাঁদমুখের শোভা পায়, তুমি আদরিণী গৌরবিণী হোয়ে থাক্‌বে, তোমার আবার ভাবনা?" বৃদ্ধা দেবী-আবির্ভাবার ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা হোয়ে ঐরূপ আরও কত কথাই বোল্‌তে লাগল। জয়া বোসে নিঃশব্দে শুনছিলেন, ইতি মধ্যে একটি গোপনীয় পথ দিয়ে শঙ্কর এসে উপস্থিত। যে দরজা দিয়ে শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, তার চাবি তাঁর আপনার কাছেই থাক্‌ত, কোমরের গোটে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। শঙ্করকে দেখে বৃদ্ধা সেখান থেকে উঠে চোলে

গেল, জয়ার অমনি আত্মাপুরুষ কেঁপে উঠ্‌লো। তিনি দেখ্‌লেন সে ঘরে সেই বিকট মূর্ত্তি বামন ভিন্ন আর কেউই নাই। শঙ্কর সচকিতা ব্যাকুলাত্মা জয়ার সঙ্গে এই আলাপ সুরু কোরে দিলেন, "জয়া! কোমলাঙ্গী! আমি কি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোল্লেম না? তুমি কি নিরাপদ হোলে না?" দেখ দেখি আমার কতখানি ক্ষমতা, কেমন-কৌশল কোরে তোমায় বাঁচিয়ে দিলেম, কেমন, দিইছি ত?

সকম্পিতা জয়া বল্লেন, "হাঁা, তা দিয়েছেন সত্য, আপনি আমার যেরূপ উপকার কোল্লেন, আমি যে আপনাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবো, তা ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্ছিনে।"

বামন বোল্লেন, "তুমি তা ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্ছোনা? আচ্ছা, যা দিয়ে সন্তুষ্ট কোরবে আমি নয় তা খোলাসা কোরে বোলে দিচ্ছি।" বামন এই সময় যুগল হস্ত প্রসারিত কোরে বোল্লেন "এই যুগল বাহুর মধ্যে আইস, আবার বেঁচে, নূতন হোয়ে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করো, এবার কিন্তু অক্ষয় সুখের সংসার, এবার তোমার সুখের শেষ নাই, সকলে তোমার দাস হোয়ে থাক্‌বে, যখন যে অভিলাষ হবে, একবার ইঙ্গিৎ কোল্লেই হলো, মুখের বার হোতে না হোতেই তখনি তা পূর্ণ করবো। এখানে কিছুরই অপ্রতুল নাই। জয়া! তুমি আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা, তোমারে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। এ পাতালপুরে আমার একাধিপত্য, তুমি এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হোয়ে, আমার গৃহিণী, উপগৃহিণী, আমার সঙ্গিনীর মতন হোয়ে, বাস কোরবে।"

বিষণ্নহৃদয়া জয়া এই অকস্মাৎ প্রস্তাবের সমুদয় কথাগুলি শুন্‌লেন, কোন কথারি উত্তর দিলেন না। শঙ্করের অসৎ অভিপ্রায় মনে কোরে আতঙ্কে অবসন্ন হোলেন, হস্তপদ আদি অবশ হোয়ে

পোড়ল। শঙ্কর জয়াকে অত্যন্ত পেড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন। তিনি যে কথা বোল্লেন, সে কথার জবাব দাও বোলে জেদ কোরে ধোরে বোস্‌লেন।

নিরুপায়িনী জয়া ভয়ে কম্পিত হোতে হোতে শঙ্করের পদতলে পতিতা হোলেন, দুটি পা সবলে জড়িয়ে ধোরে, তাঁর ইতিপূর্ব্বের কান্তিপ্রফুল্লিত সরাগ চক্ষুদুটি বামনের নিরস কর্কশ মুর্ত্তির দিকে একবার নিক্ষেপ কোল্লেন, বামনা যে মধুর কোমল বচনে পামরের হৃদয় মন্থন কোরে করুণা উদ্দীপ্ত করেন। বালার মুখদিয়ে কিন্তু কথা সরলো না, তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না, মুখের কথা মুখেই বিলীন হলো। প্রার্থয়িতার অবয়বে ঘোর মর্ম্মান্তিক মনঃ-পীড়ার চিত্র অবলোকন কোরে যার প্রাণ কাতর হলোনা, সে পাষণ্ডের অন্তঃকরণ অবশ্যই কঠিন, তার অন্তরাত্মা অবশ্যই দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ। বামন কিন্তু সেই হতাশপূর্ণ অচঞ্চল চক্ষুদুটি অবলিলা-ক্রমে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেন। যে ওষ্ঠাধর শুদ্ধ একমাত্র রঘুনাথেরি পূজ্য পবিত্র ধন, সেই বিমল ওষ্ঠদুটি ঘন ঘন কম্পিত হোয়ে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করবার জন্য অনর্থক চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল, বামন তাঁর মুখেরদিকে তাকিয়ে, অকাতরে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শঙ্কর বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন, যুবতী লতের ন্যায় শক্ত কোরে পাদুটি জড়িয়ে ধোরে আছেন, কিন্তু তথাচ তাঁর সঙ্কল্প বিচলিত হলোনা!!! শঙ্কর উচ্চস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "ওঠো ওঠো, তুমি আমারি হবে বোলে শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আর সেই জন্যেই প্রজ্বলিত হুতাশনের মুখ থেকে তোমায় উদ্ধার করা হোয়েছে।"

এক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হোয়ে ব্যাকুলিনী জয়া এই উত্তর কোল্লেন "তবে আরও একটি চিতা প্রস্তুত করুন। কুরুক্ষেত্রে এপর্য্যন্ত যত চিতা

প্রজ্বালিত হোয়েছে, এ চিতাটির অগ্নি যেন সে সকলের অপেক্ষা ঘোর উগ্রমূর্ত্তি হয়, আমি ঐ চিতার মধ্যে নিমগ্ন হোয়ে, তার কাল অগ্নিতে দগ্ধ হব। হায়! আমার এ পোড়া অদৃষ্টে যা ঘোটবে, তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তার অপেক্ষা মৃত্যু অনেকগুণে প্রার্থনীয়। আমি বরং প্রজ্বলিত অনল-শিখাকে আলিঙ্গন কোর্‌বো, তাও বরং ভাল, তথাচ তোমাকে এ পবিত্র অঙ্কে কখনই গ্রহণ করবো না। ব্রাহ্মণ! আমার প্রতিজ্ঞা ত শুন্‌লেন, তবে এখন আমার নিষ্কৃতি দিন, আমার নিষ্কৃতি দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা সফল করুন।”

বামনের মুখকান্তি ক্রোধে রক্তিমাবর্ণ হল, দুইচক্ষু আরক্তিম কোরে, সাহঙ্কারে পীঠে একটা ধাক্কা মেরে, জয়াকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বোল্লেন, “জয়া! আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি আমি তোমার পতি হব, তোমায় লয়ে মনোভিলাষ চরিতার্থ কোর্‌বো। যেক্ষণে তুমি আমার কৌশলচক্রে ধরা পোড়েছো, সেইক্ষণেই তুমি আমারি হয়েছো, তুমি এখন আমার বস্তু, আমার সম্পত্তি, আর কি তা নয় কোত্তে পারো, এক্ষণে তুমি নিরুপায়। আজকার রাত্রের মতন তোমায় অবকাশ দিলেম, যা ভাব্‌তে হয় ভাব, যা বিবেচনা কোত্তে আছে, বিবেচনা করো। কাল কিন্তু যখন সন্ধ্যার কৃষ্ণমূর্ত্তি চতুর্দ্দিক আবরন কোর্‌বে, তখন আমার আগমন প্রতিক্ষা কোরে, বিলাস সজ্জায় সুসজ্জিত হোয়ে থেকো।”

এই সকল কথা বোলে সরলা বালাকে হতাশ আর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি কোরে রেখে, শঙ্কর প্রস্থান কোল্লেন। বামনের ইঙ্গিৎ মতন সেই বৃদ্ধা অভাগিনী বন্দিনীর জলযোগের সামিগ্রী আনে উপস্থিত কোল্লে। কারুরি প্রতি জয়ার বিশ্বাস ছিল না, তাই তিনি কোনো দ্রব্যই মুখে দিলেন না, কেবল গোটাকয়েক শুক্‌নো

ছোলামাত্র চিবিয়ে এক ঢোক জল খেতে চাইলেন। পিপাসায় তাঁর তখন আকণ্ঠ শুষ্ক হোয়ে গেছিল, ক্ষুধাতেও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে উঠেছিল, তথাচ আহারের প্রতি তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। একটা মেটে কল্‌সিতে পুষ্পবাসিত সুশীতল জল রাখা ছিল, বুড়ী তা থেকে এক গ্লাস জল লয়ে, সজল নয়না জয়ার মুখের কাছে ধোল্লে, সেই এক গ্লাস জল পান কোরে জয়ার মহাপ্রাণী কতক শীতল হলো। অশ্রুমুখি বালা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যে কাল বিড়ম্বনা আমার মুখ অপেক্ষা কোরে আছে, তা থেকে নিস্তার পাবার কি কোনো উপায় নাই? উদ্ধার হবার কি কোনো পথই নাই?" বুড়ী বোল্লে "না, তার কোনো আশাই নাই, ব্রাহ্মণের প্রতি এত বিদ্বেষটা কেনো? তোমার কি প্রাণের মায়া নাই? আবার কি তোমায় ধরাধরি কোরে চিতার মুখে নিক্ষেপ করবার নিমিত্ত, ঘরে ফিরে যেতে যাচ্চো? তোমার কি পুড়ে মরবার বড় সাধ? আপনি অত উতলা হবেন না, স্থির শান্ত হোয়ে থাকুন, আমার প্রভুর কৃত উপকারগুলি স্মরণ কোরে মন সুস্থির করুন, অনুরাগ ডুরী দিয়ে মনপ্রাণ তাঁর স্নেহের সঙ্গে একত্রে বেঁধে রাখুন। শঙ্কর একটু পরেই নেবে এসে আহার আদি কোর্‌বেন, এই দেখুন আমি তার উদ্‌যোগ কোত্তে চোল্লেম।"

ছল ছল নয়না জয়া পুনর্ব্বার একাকিনী হোলেন, কি কোরে সেই কারাগৃহ থেকে প্রস্থান কোর্‌বেন, তারি কৌশল চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। বালা মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত কোল্লেম যে, ব্রাহ্মণের শরীরে যদিও কখন দয়ার সঞ্চার হয়, এক্ষণে কিন্তু সে দয়া অন্তর্দ্ধান কোরেছে। ব্রাহ্মণ কামান্ধ হোয়ে যেরূপ উন্মত্ত হোয়েছেন, তাতেই সে পথ অবরুদ্ধ হোয়ে পোড়েছে। জয়া

স্পষ্ট বুঝতে পাল্লেন তাঁর অনুনয় বিনয়ে কোন ফল দর্শিবে না। নিরুপায়িনী, নিগ্রহ-পীড়িতা, দুঃখিনী বিধবাদের মনের সংশয় পরাস্ত কোরে, শঙ্কর যে কেন তাদের পুড়ে মোত্তে প্রবৃত্তি দিতেন, বামনের কথা বেদবাক্য জ্ঞান কোরে, দুর্হৃদয় ব্রাহ্মণদের, কি লালসোন্মত্ত স্বজনবর্গের বাসনানুরূপ কার্য্য কোত্তে, পতিহীনা অবলারা কেন যে স্বীকৃত হোতেন, সে সকল মর্ম্ম কথা জয়া এক্ষণে পরিপাটীরূপে ব্যাখ্যা কোত্তে সমর্থা হোলেন।

বামনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে, পরিণামে সেই সকল হতভাগিনী অবলাদের কিরূপ গতি হতো, জয়ার কোন উপায় ছিল না যে, সে সকল গূঢ় বৃত্তান্ত নিশ্চয়রূপে অবগত হন। হয় ত সেই সকল নিঃসহায়িনী দুঃখিনীদের অনাথা কোরে, অকরুণ নিষ্ঠুর লোকালয়ে তাড়িয়ে বার কোরে দেওয়া হত। তারপর তারা প্রাণে মারাই পড়ুক, কি তাদের সমুদয় শোক সন্তাপের সহভাগিনী এই গ্রন্থের বীরাঙ্গনার ন্যায়, নৃশংশ অবতার নির্দ্দয় দানবগণের করাল শীকার মুখে পতিতই হোক্, কারুরি তা জানবার প্রয়োজন ছিল না। ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ মহাপুরুষদিগের কথা অমান্য কোরে, অনুমৃতারূপ পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের ফল, জয়া এক্ষণে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কোত্তে লাগলেন। অভাগা জয়া মনে মনে বোলতে লাগলেন, "হায়! আমি যদি অনুগমন কোত্তেম, তবে আজ অক্ষয় আনন্দ ভুবনে রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাত্তেম। কিন্তু কি পরিতাপ! অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান কোত্তে আমার সাহস হলোনা, কেমন কোরে যে পুড়ে মরবো, তখন আমার সেই ত্রাস হলো, বিশেষত জীবিত শরীরে অনল সংলগ্ন কোত্তে প্রাণ আরও কেঁপে উঠ্‌ল, পুড়ে মোত্তে হবে বোলে আমার মহাপ্রাণি আতঙ্কে

চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তখন এই বুদ্ধি হলো যে জীবনের অঙ্কুর হোতে না হোতেই, সে জীবন কি কোরে ধ্বংস কর্‌বো। আমার মনে তখন সেই মায়া প্রবল হলো, আমি যেন মনোদর্পণে সেই জীবন-মায়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষের ন্যায় স্পষ্ট দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম, শুধু তাও নয়, কেমন কোরে পুড়ে মোর্‌বো, তাই ভেবে আত্মাপুরুষ শুষ্ক হোতে লাগ্‌ল। যে জীবন এত যত্ন কোরে রক্ষা কোল্লেম, এক্ষণে কিন্তু তার সৌরভমাধুরীর আঘ্রাণে, তার অমৃত রস আস্বাদনে বঞ্চিত হোয়ে, কেবল তার কালকূট হলাহল পান কোত্তেই থাক্‌লেম। আমায় যে পাপস্পর্শ কোরেছে, এই শাস্তিই সেই পাপের দণ্ড। শুকদেব আমার প্রতি বাম হোয়েছেন, আর কি তিনি কৃপা কোর্‌বেন? দেবতারা কি আমায় কটাক্ষ কোরে, এই কথা বোলে, উপহাস কোর্‌বেন না? 'তোর যেমন বাঁচ্‌বার সাধ, সে সাধ ত পূর্ণ হলো, এখন বেঁচে থেকে কত সুখ তাই দেখ্‌, তারি ভোগাভোগ এখন ভোগ কর্‌'।"

জয়া এই সকল চিন্তায় ম্রিয়মাণা হোয়ে, কোচের উপর অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌লেন। দুই চক্ষু দিয়ে বানের ন্যায় অশ্রুস্রোত বইতে লাগ্‌ল, জয়া সেই অশ্রুজলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন। বালা তাঁর স্ফীত চক্ষুদুটি মোচ্‌বার নিমিত্ত, অঞ্চলের একটি কোণ যেমন হাতে কোরে তুলেছেন, সেই সময় রেসমের কোমরবন্ধের নীচে শক্ত মতন কি একটা জিনিস হাতে ঠেক্‌লো। সেটি একটি শিশি, তাতে অজ্ঞান হবার দ্রাবক ছিল, ঐ শিশিটি তাঁর খুড়ী তাঁকে প্রদান করেন। সেই শিশির কথা স্মরণ হোয়ে একটি উদ্ভট ভাব জয়ার মনে তীরের ন্যায় প্রবেশ কোল্লে; যে অপকৃষ্ট স্থানের কুটীরে তিনি বন্দিনী হোয়ে আছেন, এই শিশি সহায় কোরে, সেখান থেকে কি প্রস্থান

কোত্তে পারেন না? বামনকে কি তা পান করাইবার উপায় হয় না? কি পরিতাপ! বালার মনে ভয় হলো যে, এ কৌশল সুসিদ্ধ কোরে তোলা দুঃসাধ্য। জয়া নৈরাশ হোয়ে সে আশা পরিত্যাগ কোরবেন, এমন সময় সেই বর্ষীয়সী আহারোপকরণ লয়ে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। মেজেতে একটি মাদুর পেতে, তার উপর সেইগুলি রেখে দিলে। সেই দেবাশ্রিতা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী বৃদ্ধা গৃহের মধ্যে কি কোচ্ছিলেন, জয়া আড়চক্ষে আড়চক্ষে তা নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেন। বালা দেখ্‌লেন, বুড়ী রূপার গ্লাস লয়ে, সেই জালা থেকে এক গ্লাস জল পুরে, খাবার পাশে রেখে দিলে, রেখে দিয়েই সে চোলে গেল, বোধ হয় আহার কর্‌বার নিমিত্ত শঙ্করকে ডাক্‌তে গেল। জয়া সেই অবকাশে শিশিটি বার কোরে, তার মধ্যে যা ছিল, চেকে দেখ্‌লেন। তাতে স্বাদ গন্ধ কিছুই ছিল না, বর্ণটিও সাদা, সেইটি তাঁর দুঃসাহসী কল্পনাসিদ্ধির পক্ষে আরও সুপ্রতুল হলো। যুবতী তখন উঠে দাঁড়িয়ে, প্রকম্পিত হস্তে, শিশিটির অৰ্দ্ধেক পানীয় সেই জলপূর্ণ গ্লাসে ঢেলে দিয়ে মিশিয়ে দিলেন।

তার পরেই শঙ্করের পায়ের শব্দ, আর তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বুড়ীর হাব ভাবের চলন-ধ্বনি প্রচার কোরে দিলে—তারা আগত-প্রায়, বালা তখন ফিরে গিয়ে কেবল কোচের উপর বোসেছেন। সেই শব্দ শুনে বালার মহাপ্রাণী চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছিল, আর সর্ব্বাঙ্গ থর থর কোরে কাঁপ্‌ছিল। জয়া ভাব্‌লেন, ব্রাহ্মণ যদি সন্ধান পায় যে, এই কৌশল করা হোয়েছে, তবে মৃত্যু কি তার অপেক্ষা আরও কিছু নিষ্ঠুর অমঙ্গল তাঁর অদৃষ্টে ধরাই রোয়েছে।

শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, কোনো কথাবার্ত্তা না কোয়ে তখনি খেতে বোস্‌লেন। খাবারগুলি খেয়ে সেই রুপার গ্লাসে যে পেয় ছিল, এক নিশ্বেসে শেষ কোল্লেন। জয়া নিশ্বাস চেপে আছেন, ভয়ে দম নিতে পাচ্ছিলেন না, চক্ষুদুটি তাঁর নিগ্রহদাতার উপর স্থির কোরে রেখেছিলেন, বামন স্বপ্নেও জান্‌তে পারেন্‌ নি, তিনি কি পদার্থ এক চুমুকে উদরে নিয়ে রাখ্‌লেন। শঙ্কর যা পান কোল্লেন, তার ক্রম তখনি প্রকাশ পায় নি, আমোদে, প্রফুল্লিত হয়েছেন, মনে মনে মহা আনন্দ, আজ কি সুপ্রভাত আজকার দিনটে কি সুখেই অবসান হলো। শঙ্করের বাসনা যে, তাঁর লক্ষিত পাত্রী জয়া তাঁর ধূর্ত্তামিগুণের প্রশংসা করেন, আর তিনি বোসে বোসে সেইগুলি শ্রবণ করেন—তাই বামন বোল্লেন,—

"তোমার গহনাগুলি লয়ে ভারি ঝক্‌ড়া কোচ্ছিল, কেমন জয়া! কোচ্ছিল না? কেমন চালাকি কোরে সেগুলি হস্তগত কোরেছি, আমার বাহাদুরি দেখেছো ত? কেমন চোকে ধূল দিয়ে ফাকি খেলেছি, কেমন কৌশল কোরে তাদের ঝক্‌ড়া মিটিয়ে দিলেম! আমি যা করি, তুমি কি তা ভাল বলো না? তোমার কি তা ভাল লাগেনি?"

জয়া বোল্লেন, "মহারাজ! আপনি যা করেন, তা ভালই করেন, আপনার কাছে অন্যায় অবিচার নাই।"

শঙ্কর বোল্লেন, "সে কথা সত্য—তা-ই বটে, আচ্ছা জয়া! তোমার কি বিবেচনা হয়? প্রতিবাসীর চেয়ে আমি মাথায় খাটো, কি আমি দেখ্‌তে কদাকার, তাই বোলে কি আমি আমোদ প্রমোদ কোর্‌বো না? না তাই বোলে আজন্ম থুব্‌ড়ো হোয়ে থাক্‌বো! আমার প্রাণে কি সাধ নাই, না সক্‌ নাই, আমার কি ফুল

বাবুর মতন ফুলফুলে হোয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করেনা? না খোস-পোসাকী হতে আমার সাধ যায় না? বামন হয়েছি বোলে, কি আমার রূপ নাই বোলে, আমি যেন মাথা বিক্রি কোরেছি, কি কারও যেন ধার কোরে খেইছি। লোকের অবিচারটা দেখো—সুখের আশায় কেন জলাঞ্জলি দেবো? দেবো কেন, গরজ কি? বেঁচে আছি আমিই আছি, রূপ নাই,—নাই থাক্, তাই বোলে কি আমার বিলাসদ্রব্য সম্ভোগ কোত্তে ইচ্ছা হয় না! তাও কি একটা কথা! অবশ্যই হয়, আমার তা হোয়ে থাকে। তুমি কি মনে কোরেছো আমি কাণা ছুঁচোর মতন বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে, কেবল পোকা মাকড় ধোরে বেড়াই, আমার তেমন নীচ প্রকৃতি, তেমন লঘু চেষ্টা নয়, তুমি কি মনে কোরছো আমি কেবল জপ তপ আর উপবাস কোরেই সন্তুষ্ট, না কেবল যাগ পূজা কোরেই দিনপাত করি, না এ পাতালপুরে কেউ দোসর নাই যে আমার সেবা শুশ্রূষা করে? হাবী! তা নয়, আমার সে জপ তপ সকলি মিথ্যা, সে কেবল বার চটক মাত্র। আমায় কুৎসিত দেখে, আমি কারও খোসামোদ বরামোদ করিনে বোলে, আমায় কেউ মেয়ে দিতে চায় না। কারও বিবাহ সমারোহে, পুরবাসিনীরা আমায় দেখে আপনার আপনার ছেলে মেয়ে ঢেকে নিয়ে বেড়ায়, আমায় দেখ্তে দেয় না, এ কি কম দুঃখের বিষয়! তা হোক, আমি কিন্তু মনে মনে জানি আমারও একদিন আছে, একদিন তাদের আমি হাতে পাব, আর তা পেয়েও থাকি। যাকে পেয়ে অন্য কাহারো দরকার হয় না, এপর্য্যন্ত সেইরূপ দোসর পেয়েই আমি সন্তুষ্ট হোয়ে আস্‌ছি, এবার কিন্তু আমি আশার অতিরিক্ত কৃতার্থ হয়েছি, এবার একটি যুবতীও পেয়েছি, আবার তার অলঙ্কারও

পেয়েছি, কেমন জয়া! পেয়েছি ত? কাল রাত্রে তবে আমরা বিবাহের ধুম আমোদ কোর্বো—তখন—"

এই কথার পর কি বোল্লেন, বোঝা গেল না, তখন তাঁর গলার আওয়াজ বোসে গিয়েছে, কথারও জড়তা হোয়ে এসেছে, ঘাড়টা বুকের উপর ঝুঁকে পোড়েছে। শঙ্কর উচু হোয়ে সিধেভাবে বস্বার চেষ্টা কোচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না, পোড়ে পোড়ে যাচ্ছিলেন। তখন মাদক তার নিজ বিক্রম প্রকাশ কোরেছে, শেষে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে, শঙ্কর সেই মাদুরে পোড়ে নাক ডাকাতে লাগ্লেন। জয়া উঠে দাঁড়ালেন, একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্ কোরে জ্বল্‌ছিল, তার শিখাটি শঙ্করের চক্ষের উপর এক একবার নেবো নেবো হোয়ে, আবার একটু একটু তেজ কোরে উঠ্‌ছিল। শঙ্কর প্রদীপটি একবার উস্কেও দেন নি। এক্ষণে সকলে গভীর নিস্তব্ধ, যে দরজা দিয়ে শঙ্কর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, সে দরজাটি ভেজান ছিল, জয়া আরও খুলে ফাঁক কোরে রাখ্‌লেন, কবাট খুলবার কাঁচ কোঁচ শব্দ হওয়ায় জয়ার হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হল, তাঁর মনে তখন এই আশঙ্কা হল, পাছে শব্দ শুনে বুড়ী এসে উপস্থিত হয়, তাহলে বালার প্রস্থান করা ঘোট্‌বে না। জয়া একটু কাণ খাড়া কোরে থাক্‌লেন, পাথরের যে সিঁড়ি নেবে এসেছে, তার দক্ষিণ দিক্‌কার কামরায় যেন কারও কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেন, এইরূপ তাঁর অনুভব হলো। বালা প্রদীপটি হাতে কোরে লয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, আবার যেখানকার প্রদীপ সেইখানে রেখে, আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে কতকগুলি ধাপ বেয়ে উঠ্‌লেন, তখন ঐ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে লাগ্‌লেন, আরও ধাপ কয়েক এগিয়ে গিয়ে নিম্নের কথোপকথনগুলি তাঁর কর্ণমূলে ঝঙ্কার কোত্তে লাগ্‌ল।

একটি স্বর বোল্লে, স্বর শুনে জয়া বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেন, সে সেই বুড়ীর গলার স্বর, স্বরটি বোল্লে, "এইবার আমাদের প্রভু একটি পরমাসুন্দরী হস্তগত কোরেছেন।"

তার সহচর বোল্লে, জয়া অনুভব কোল্লেন সে ব্যক্তি সেই কাফ্‌রী দাসই হবে, "কেবল সুন্দরী নয়, নবযুবতীও বটে!"

"তবেত তোমারি ভাল হলো, আমার মুনিবের যখন অরুচি হবে, তিনি ঘৃণা কোরে, আর চাইনে বোলে, যখন তারে বিদায় কোরে দেবেন, তখন সে তোমায় অনেক টাকা দিয়ে যাবে। বাবু! তোমার উপরি রোজগার দেখে আমার হিংসা হোচ্ছে।"

পুরুষটি বোল্লে, "হিংসা তোমার হয় সত্য। যদি দুটাকার মুখিই না দেখ্‌ব, তবে এত কষ্ট কোর্‌বো কেন? নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে লয়ে আসা কম কষ্ট নয়, সে সময় যেন উড়ে গিয়ে পোড়্‌তে হয়। এই গর্ত্তের মধ্যে আজন্ম বাস কোত্তে হোচ্ছে, এখানে ত চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তার উপর আবার এদেশ সেদেশ টো টো কোরে ফিত্তে হয়, সুরূপা সুশ্রী মালগুলি অনেক কায়ক্লেশ কোরে বেচ্‌তে হয়, কেননা সকলের সঙ্গে দরে বনে উঠে না, তাই তারে ঘাড়ে ঘাড়ে কোরে এদেশ সেদেশ ফিত্তে হয়, তাতেও কি কম পরিশ্রম, আর কম ক্লেশ? আমি যে মাঝে মাঝে ভাল ভাল যুবতী ধোরে এনে দি, তার জন্যে বক্‌সিস বোলে অতিরিক্ত কিছু পেয়ে থাকি? এই দেখো, শেষবার আমায় আরাঙ্গাবাদে ছুটে যেতে হয়েছিল, তাতে একশ টাকা বই পেলেম না, সে কি একটা পাওনার মধ্যে?"

"সত্যিই বাবু তুমিও টাকার জন্যে খেটে মরো, আমিও

টাকার জন্যে খেটে মরি। যার কথা বোলছিলে, শেষে সে স্ত্রী-লোকটির ভাগ্যে কি হল ?"

"পক্ষীগুলি একবার হস্তান্তর হোলে, তার পর যে, কার ভাগ্যে কি ঘটে, বাস্তবিক আমি তা বোলতে পারিনে। তবে তুমি যার কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছো, তাকে একজন নবাব মোসলমানের কাছে বিক্রয় করা হয়, সহরে থাকতে থাকতেই শুনতে পেলেম, তার মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলে দিয়েছে। নবাবের রমণী মহলে অনেকগুলি সেকেলে পাকা ঘাঘি রাঁড় আছে, তারাই নাকি একটা মিথ্যা দুর্নাম তুলে দিয়ে, ঢোল পিটে দিছিল।" বুড়ী হাহা কোরে, প্রাণভরে একবার হেসে নিয়ে, বোল্লে "তবে এ ছুঁড়ীকেও তারি কাছে লয়ে যাও, তা হোলে বড় রগড় উঠ্‌বে, সেবার ঠোকেছো এবার কিন্তু জিতে যাবে, বস্ শোধেবোধ হোয়ে গেল।"

পুরুষটি বোল্লে, "তা যা হয় হবে, তোমার এখনো ঝুঁটো নিতে ডাকছে না কেন ? আমার ঘৃণাপিত্তি নাই জানো, পাতের ঝুঁটো পেলে বিমুখ হওয়া নাই।" "তা সত্যি বাবু, কিন্তু না ডাকলে যেতে ভরসা হয় না।" তারপর বুড়ী কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে কি বোল্লে, জুয়া তা শুনতে পেলেন না।

আর এখন কারও কথা শোনা যায় না, উভয়েই নীরব। এইরূপ প্রশান্তভাবে খানিকক্ষণ থেকে, সেই কাফরি দাস একটি হাই তুলে চেঁচিয়ে বোল্ল, "আচ্ছা, যদি খেতেই না পেলেম, তবে আর বোসে কি করি, যাই শুই গিয়ে," কাফরি তখন উঠে দরজা বন্ধ কোল্লে, স্থানটি পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ প্রেতভূমির ন্যায় নীরব নিস্তব্ধ হলো।

জয়া তাঁর পূর্ব্বগামী মহবৃতা রমণীগণের অদৃষ্টের কথা স্মরণ কোরে, ভয়ে আড়ষ্ট হোতে লাগ্‌লেন। বিশেষত সেই বুড়ী আর তার সঙ্গী সেই কাফ্‌রি পুরুষটি যেরূপ অম্লান বদনে পরস্পর বলা কহা কোল্লে, তাই স্মরণ কোরে জয়ার মহাপ্রাণী শুষ্ক হোতে লাগ্‌লো। বালা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎকণ্ঠিত আরও উদ্বিগ্ন হোলেন। ব্রাহ্মণের হস্তগত হোয়ে থাক্‌লে তাঁর অদৃষ্টে বিস্তর জ্বালা যন্ত্রণার ভয় আছে, তাই তার হাত থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত যুবতী অতিশয় ব্যাকুলিনী হোলেন। সিঁড়ি থেকে নেবে এসে, প্রদীপটি উস্কিয়ে দিয়ে, বামনের কোমরে চাবি খুঁজতে লাগ্‌লেন, চাবিগুলি ঘুনসীতে বাঁধা ছিল, নিদ্রিতকে বিরক্ত না কোরে চাবিগুলি আস্তে আস্তে খুলে লয়ে, সিঁড়ির দরজা বার দিগ্‌ দিয়ে বন্ধ কোরে, সেই অন্ধকূপ থেকে ছুটে বেরিয়ে পোড়লেন। বুড়ী যে ঘরে থাকে, সেই খানে একটু কাণ পেতে রইলেন, কাফ্‌রি ঘড়র ঘড়র শব্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে, বুড়ী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কোরে নিশ্বাস ফেল্‌ছে, বালা কেবল তাদের নাসিকা গর্জ্জনই শুন্‌লেন, তা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনতে পেলেন না। অর্থ ভিন্ন প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য, জয়া সেই কথা পূর্ব্বস্মরণ কোরে, আপনার অলঙ্কারগুলি হস্তগত কোল্লেন। যদিন সেইগুলি পেয়ে কতই আস্ফালন কোরে, আপনার বাহাদুরি দেখাচ্ছিলেন যে, কি চালাকি কোরেই সকলকে বঞ্চিত কোরেছেন। বালা প্রদীপটি হাতে কোরে সিড়ির শেষ ধাপ পর্য্যন্ত এসে, সেখানে দরজা বন্ধ দেখে, তাঁর গতি রহিত হলো। সঙ্গে কিন্তু চাবি ছিল সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে একটি ঘর দেখ্‌তে পেলেন, আকারে বোধ হলো শঙ্কর দিবসে সেই ঘরে

বাস করেন, ঐ ঘর পার হোয়ে জয়া আরও একটি ঘর দেখ্‌তে পেলেন, ঘরটির ভিতরের দিকে হুড়্‌কো দিয়ে বন্ধকরা ছিল। হুড়কোটি আস্তে আস্তে তুলে, নিঃশব্দে পাশেরদিকে ফেলেরেখে দরজাটি খুল্লেন, খুলে দেখেন একটা ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে এসে পোড়েছেন। কোন্ দিক দিরে বেরিয়ে সদর রাস্তায় পোড়্‌তে হয়, সে পথ জ্ঞাত না থাকাতে, ভয়াক্রান্ত ভীতস্বভাবা জয়া আন্দাজে আন্দাজে সোজা সিধে পথ ধোরে চোল্লেন, যেতে যেতে পা বেধে পোড়ে গেলেন, সেখানে অনেকগুলি ভাঙ্গা থাম পোড়ে ছিল, জয়া তারি উপর পোড়ে গেলেন। অন্ধকার রাত্রি, অল্প অল্প হাওয়া চোলেছে, জয়া শীতলস্পর্শ কোরে অনেক সজীব হোলেন। এক্ষণে স্থির জানতে পাল্লেন সদর দরজা বড় দূর নয়, তার নিকটেই এসেছেন। যেমন একটি কোণ ঘুরে আস্‌বেন, দেখেন যে, পথের মধ্যে আলোর ছটা পোড়েছে, তাই দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন, আবার পূর্ব্বের মতন অন্ধকার হওয়াতে, আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে চোল্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক দূর এগিয়ে এসে দেখেন, কালীদেবীর ভগ্নমূর্ত্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটি লোক দেবীর সম্মুখে বোসে পূজা কোচ্ছে, সে ব্যক্তি ভূমিষ্ট হোয়ে প্রণাম কোত্তে কোত্তে বিড়্ বিড়্ কোরে কি মন্ত্র পোড়্‌ছে, পাশে একটি পাত্রে ধূপ ধূনো ধরা রয়েছে, সেইগুলি এক একবার অল্প অল্প জ্বলে উঠছে, আবার নেবো নেবো হোচ্ছে। জয়া ত তাই দেখে ভয়ে সেইখানে বোসে পোড়্‌লেন, এগোবেন কি পেছুবেন, তাই ভেবে অস্থির হোলেন। তার সুমুখে সেই পুরুষটির ভাবভক্তি বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, সে-ব্যক্তি মাথা তুলে উঠে বস্‌বার পূর্ব্বে, সেই ধূপ ধূনোর পাত্রে

কতকগুলি কি গুড়ো ছড়িয়ে দিলেন, পাত্রটি তখনি সতেজে জ্বলে উঠ্‌ল, সেই সময় সেই ব্যক্তি যেমন মাথা উচু কোরে উঠে বোস্‌লেন, ঐ আলো হিংসুক মোরোবার মুখের উপর এসে পোড়্‌ল. জয়াত তারে দেখে পূর্ব্বেই ভীত হোয়েছিলেন, এক্ষণে কিন্তু মোরোবারও হৃৎকম্প আর আতঙ্কের অবধি ছিল না। সে ব্যক্তি তাঁর ধূপদীপের আলোতে, আর জয়ার হাতে যে প্রদীপটি মিট্‌ মিট্‌ কোরে জল্‌ছিল, তার ক্ষীণ প্রভায়, বালার আকৃতিটি স্পষ্ট চিন্‌তে পাল্লেন। মোরোবা স্থির জেনেছিলেন জয়া দগ্ধ হোয়ে ভস্মাবশেষ হয়েছেন, তাই তাঁর নিতান্ত প্রতীতি হলো আকৃতিটি তাঁর হিংসা ভাজন জয়ার অপচ্ছায়া। মানস পূর্ণ হোয়েছে বোলে সেই আহ্লাদে মোরোবা তখন সেই সংহারমূর্ত্তি কালীদেবীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁর স্তবস্তুতি কোচ্ছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর সময় জয়ার আকৃতি তাঁর নয়ন পথে পতিত হলো। মোরোবা জয়ার প্রতি দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখবার অপেক্ষা না কোরে, পুনর্ব্বার মস্তকটি মৃত্তিকার উপর রেখে, "দেবি! কৃপাকরো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা করো, আমার প্রাণদান দাও" এই সকল উক্তি কোরে ভয়ঙ্কর বিকট চিৎকার কোরে উঠ্‌লেন।

জয়াকে অকস্মাৎ দর্শন কোরে কুসংস্কারাপন্ন মোরোবার অন্তঃকরণের মধ্যে যা হোতে লাগ্‌ল, বালা সেটি বুঝ্‌তে পাল্লেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে চোলে এসে, খিলান নির্ম্মিত সিংদরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পোড়্‌লেন। যে চিতা জয়াকে ভস্মসাৎ কোরেছে বোলে লোকের মনে বিশ্বাস হয়েছিল, সেই চিতার মুখদিয়ে তখনওপর্য্যন্ত ধূম নির্গত হোচ্ছিল। দগ্ধাবশিষ্ট

কাষ্ঠগুলি ইতস্তত ছোড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে, বাতের হাওয়া পেয়ে ছোট ছোট কাষ্ঠের গুঁড়িগুলি মধ্যে মধ্যে জ্বলে উঠে অল্প অল্প আলোর ছটা প্রকাশ হোচ্ছিল, সেই আলোতে দূর থেকে পথিকেরা দেখতে পাচ্ছিল, ডোমেরা চিতার পাশে ঘুরে ঘুরে পোড়া কাঠগুলি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঐ কাঠ লয়ে তারা রসই করে। জয়া হাতের প্রদীপটি একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, উলটমুখো হোয়ে, ময়দানের উপর দিয়ে ব্যস্ত হোয়ে চোল্লেন, বালা মনে কোল্লেন তবে আর ভয় নেই, তাঁরে কেউই দেখতে পাবে না। একণে বিস্তীর্ণ সংসার ক্ষেত্র পথিক বিধবার অগ্রে উদার বিস্তার রয়েছে। একণে কোনদিকে আর কোনমুখো পাদাবনত কোরবেন, যুবতী তারি চিন্তা কোত্তে লাগলেন। জয়া বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যেখানেই যান, সকল স্থানই তাঁর অপরিচিত, আর সর্ব্বত্রেই অসম্ভ্রম অপমানের ভয় আছে। শেষে যেরূপে রঘুনাথের সঙ্গে সতীর সাক্ষাৎ ঘটনা হলো, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে পাঠক বৃন্দকে অবগত করান হোয়েছে।

রঘুনাথ আর জয়ার একান্ত প্রতীতি হলো যে, মোরাবাই যত নষ্টামির গোড়া, যে সকল কাণ্ড হোয়েগেছে, মোরাবাই তার মূলীভূত, সেই হোতেই সমুদয় কুচক্রের সৃষ্টি হোয়েছে। যিনি সম্প্রতি দেওয়ানের ইজারদার হোয়ে এসেছেন, হয়ত সেব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি বারাণসী থেকে চোলে আসতে হয়েছিল, তাই মোরবার সুবিধা হয়ে উঠেনি যে, তারে ঘুস কবুল কোরে, ক্রোধের ভাজন রঘুনাথকে আরও কিছুকাল কয়েদ অবস্থায় রেখে দেয়, তাই হোক, কি সে নিশ্চয় জেনেছিল জয়া নাই, তাই হয়ত বিবেচনা কোল্লে, এখন আর রঘুনাথকে আটক কোরে রাখায় ফল কি?

মোরোবার কথা এই পর্য্যন্ত শেষ কোরেই রঘুনাথ বোল্লেন, আর এখানে বিলম্ব করা নয়, চলো যত শীঘ্র পারি, তাড়াতাড়ি বারাণসী চোলে যাই, সেখানে পৌঁছে সুবাদারের কাছে এই বিচারের প্রার্থনা কোর্‌বো যে, মোরোবা আমাদের উপর এই সকল অত্যাচার কোরেছেন, এক্ষণে আপনার কাছে নালীসবন্দী হোলেম, আপনি তার বিচার করুন। রঘুনাথ বোল্লেন, "জয়া! যে গতিকে তুমি নিষ্কৃতি পেয়েছো, সেকথা আমি প্রকাশ কোত্তে চাই না। শঙ্করকে আর ভয় কোরে চোল্‌তে হবে না. সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে যা জানে, প্রাণান্তেও সেকথা প্রকাশ কোত্তে পার্‌বে না। আমি যদি তার অসদ্ব্যবহার গুলি প্রচার কোরে তার দুর্নাম কোরে বেড়াই, তা হোলে সেই হোক্, কি তার বাপ মোরোবাই হোক, তারা যে তোমার নামে কত প্রকার কলঙ্ক রটিয়ে দেবে, তা এক্ষণে নিশ্চয় কোরে উঠা ভার, হয়ত তোমার চরিত্রে একটা দাগ চড়িয়ে দেবে, শেষে জাতি কুল নিয়ে টানাটানি পোড়্‌বে। তুমি যে আমায় বোল্লে, মোরোবা তোমায় ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে দেখ্‌তে পেয়ে ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, এখন যদি তার বিশ্বাস হয় সে মূর্ত্তি তোমারি. তোমার জীবাত্মার নয়, তা হোলে সে নিঃসন্দেহ এই মনে কোর্‌বে, দেবতারা তোমায় রক্ষা কোরেছেন, আমি জীবিত আছি বোলে তাঁরা তোমায় আত্মবিসর্জ্জন কোত্তে প্রবৃত্তি দেন নাই, কি তাঁরা তোমার আত্মবিসর্জ্জন কর্‌বার পথ অবরুদ্ধ কোরেছিলেন। তাই তোমার পরামর্শ দিচ্ছি যে, যা সত্য সত্যই ঘোটেছে, সেই কথাই প্রচার কোরে দিও, বোলো যে একটি দেবহস্ত প্রসারিত হোয়ে, অগ্নিমুখ থেকে তোমায় রক্ষা কোরেছে।

জয়া আজন্মকাল স্বামীর অনুগত, তাঁর অবাধ্য কখনই নন। শঙ্করের নাম কেন গোপন রাখা কর্ত্তব্য, তার মর্ম্ম তিনি বুঝ্তে পারেন, তাই বোল্লেন সে কথা অপ্রকাশ রাখ্বেন, কদাচ তা মুখের বার কোর্বেন না। তারপর সেই বৃদ্ধা স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, সে পয়সার লোভে তখনি এসে হাজির হলো। রঘুনাথ বৃদ্ধার ছুক্রীকে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী বোলে দাবি কোল্লেন, ঐ কথা শুনে বুড়ীর হতজ্ঞান উপস্থিত। শেষে কিন্তু সে চিৎকার কোরে মহা গণ্ডগোল বাধাবার উদ্যোগ কেল্লে। বৃদ্ধা এই কথা বোলে গোল কোত্তে লাগ্ল যে, এরা চক্র কোরে আমায় প্রতারণা কোত্তে বসেছে, আমায় ফাঁকি দিয়ে ছুকরীকে যে হস্তগত কোর্বে, তারি চেষ্টা কোচ্ছে। রঘুনাথ বুড়ীকে অনেক ভয় দেখিয়ে বোল্লেন, সে যদি ওরূপ কোরে গোলমাল করে, তবে তারে নূতন ইজারদারের কাছে লয়ে যাবেন, সে যে জয়াকে আর জয়ার স্বর্ণালঙ্কারগুলি জোর কোরে আটক কোরে রেখেছে, তার জন্যে শাস্তি দিয়ে দিবেন,—আর একথাও বোল্লেন, সে যদি গোলমাল না কোরে সহমানে জয়াকে ছেড়ে দিয়ে চোলে যায়, তা হোলে তিনি গহনা-গুলি ছেড়ে দেবেন, তার দাবি তিনি কোর্বেন না, অলঙ্কারগুলি ঐ বুড়ীরিই হবে। রঘুনাথ এই ভয় আর আশা দেখিয়ে বুড়ীকে নীরব নিরুত্তর কোল্লেন। বুড়ী অনেক ভেবে চিন্তে, শেষে সেই প্রস্তাবে সম্মত হোয়ে আপনার স্থানে চোলে গেল। বলবন্ত-রাওর সঙ্গে রঘুনাথের যে বিবাদ ছিল, নবাগত ইজারাদারের সালিসেতে রফা হো'য়ে রঘুনাথের পক্ষে মঙ্গল হলো। রাত্র প্রভাত হোয়ে কিঞ্চিৎ বেলা হোয়েছে, সেই সময় রঘুনাথ আর জয়া বারাণসীতে যাত্রা কোল্লেন। পথের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা

উপস্থিত হয়নি, সন্ধ্যাও হলো, আর তাঁরাও বারাণসী সহরের ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন। রঘুনাথ জয়াকে অতি সংগোপন কোরে তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত কোল্লেন। জয়া যে আবার ফিরে আসবে, সিটি অতি অদ্ভুত দৈবাশ্চর্য্য, সিটি একান্ত অভাবনীয়, নিতান্ত অচিন্তনীয়। শিউরাম কন্যাকে পেয়ে আনন্দে উন্মত্ত হোলেন। অগাধ শোক গম্ভীরের সঙ্গে, অপরিমেয় আহ্লাদের বিনিময় হলো। এই আনন্দময় প্রফুল্ল উল্লাস এত অকস্মাৎ স্ফূর্ত্তি হলো যে, শিউরামের পক্ষে সিটি সাংঘাতিক প্রায় হোয়ে উঠ্‌ল। শিউরামের সঙ্গে পরামর্শ কোরে পর দিবস রঘুনাথ সুবাদারের দরবারে চোলে গেলেন। তাঁরে দেখে সকলে বিস্মিত হোয়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই অবাক হোয়ে মুখেরদিকে তাকিয়ে থাকে। রঘুনাথকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াতে লাগ্‌ল, কেউবা সেখান থেকে সোরে পোড়্‌তেও লাগ্‌ল, তাদের মনে বিষম সন্দেহ হলো যে, রঘুনাথ মোরে আবার কি কোরে বেঁচে উঠ্‌ল। অনেকে ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, ভাব্‌লে হয় ত রঘুনাথ দানোই হোয়ে এসেছেন!!! রঘুনাথ কিন্তু মোরোবার দুর্নাম কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর নিমিত্ত কৌশলচক্র কোরেছিল, ঐ কথা বোলে সকলের ভ্রম নিবারণ কোল্লেন। সুবাদার তাঁর পারিষদদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তারা এই ফতোয়া দিলে যে, মরোবা ব্রাহ্মণজাতি, তাই সে হিন্দুর মাম্‌লায় অবশ্য অবধ্য, এবং তাই তাঁকে স্বয়ং ব্রহ্মণদেবের ন্যায়, পুণ্য পবিত্র আত্মা বোলে হিন্দুদের জ্ঞান কোত্তে হবে। হতভাগ্য কাশীদের উপরেই সুবাদারের ক্রোধানল পতিত হলো, সেই ব্যক্তিই মোরোবার প্রতিনিধি হোয়ে বারাণসীতে প্রচার কোরে দেয় যে, রঘুনাথের পরোলোক

হোয়েছে। কাসীদ যেখানে থাকে, খুঁজে বারকোরে, হাতে পায়ে বেঁধে, হাতীর পায়ের নীচে ফেলে, দলে মেরে ফেল্‌বার হুকুম হলো।

জয়া জীবিতা হোয়ে পুনর্ব্বার ফিরে এসেছেন দেখে, মোরোবার মহাপ্রাণী ত্রাসে কেঁপে উঠ্‌ল, সে ভয়েথেকে নিষ্কৃতি পেতে না পেতে, তাঁর উপর পরোয়ানা ছাদের হলো যে, তাঁকে ৫০০০ টাকা জরিমানা দাখিল কোত্তে হবে, তদ্ভিন্ন আরও এই হুকুম হলো যে, তাঁর সেই প্রতিনিধি কাসীদের দণ্ড প্রাপ্তির সময়, তাঁকে সেই বধ্য ভুমিতে উপস্থিত থাকৃতে হবে। অনেক পেড়াপিড়িতে মোরোবা জরিমানার টাকাটি দাখিল কোরে সেই বধ্যস্থলে চোলে গেলেন। মুখটি নীরস, অতি ম্লান আর বিষণ্ণ হোয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুবাদারের বাড়ীর সুমুখে অসঙ্গত ভিঁড়, দণ্ডপ্রাপ্তি দেখ্‌বার নিমিত্ত বিস্তর লোক সেইখানে একত্রে জমা হোয়েছে। পাপিষ্ঠ পামর কাসীদকে চেপে মেরে ফেল্‌বার নিমিত্ত যে বিরাটমূর্ত্তি পশুটি নিযুক্ত করা হোয়েছে, তাকে ঐ অগাধ জনতার সুমুখে উপস্থিত করা হলো। সহরের তামাম লোক একস্থানে জমা হোয়েছে, দেখে রঘুনাথ অবসর বুজে আপনার পত্নীকে সেই স্থানে আনালেন, জয়া সেখানে উপস্থিত হোলে সকলে তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগল, তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র লোক বালার সুমুখে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণিপাত কোত্তে লাগল, তারা মনে কোল্লে জয়া পূর্ব্বের অপেক্ষাও অতিরিক্ত দেবীত্বপদ পেয়েছেন!!

শঙ্করের যেমন পূর্ব্বাপর রীতি চরিত্র দেখে আসা যাচ্ছে, সেই প্রসিদ্ধ স্বভাব অনুসারে তিনি ঐ বধ্যস্থলে দর্শন দিলেন। জয়াকে দেখে দানোর ন্যায় দুই চক্ষু পাকিয়ে, তাঁরদিকে কট্‌মট্‌ কোরে

চাইতে লাগ্‌লেন, জয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হোয়ে, একটু অন্তরে গিয়ে, বামনের কুপিত নয়নের অন্তরালে লুকিয়ে রইলেন। শঙ্কর সেই বিরাট হস্তীটির সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর পিতা মোরোবা তাঁর পাশে অবস্থান কোচ্ছিলেন। কম্পিত কলেবর পাপিষ্ঠ দুরাশয় কাসীদকে ধরাধরি কোরে মাতঙ্গের পায়ে বেঁধে দেবার উদ্‌যোগ হোচ্ছে। শঙ্করের চিরকালই দানোর মতন প্রকৃতি, পাপস্বভাব হতভাগ্য কাসীদের বাঁচবার পথ না থাকে, তাই পাষণ্ড শঙ্কর ছুঁচের মতন আগা সরু একটা কাটী লয়ে হস্তীটির শুঁড়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, তার তাৎপর্য্য এই, সেই মহানুভব পশুকে রাগিয়ে দিয়ে আরও তারে উগ্র অবতার কোরে তোলেন। হস্তীর ক্রোধ কিন্তু অন্যাভিমুখে প্রধাবিত হলো, সে ক্রোধ শঙ্করের উপরেই পর্য্যাপ্ত হলো। বিরাটমূর্ত্তি হস্তীটি শঙ্করের খোঁচা খুঁচিতে বিরক্ত হোয়ে, বিশেষত এক ব্যক্তি অপরিচিত লোকের অপমানে মহা অভিমানী হোয়ে, তার সেই বজ্র তুল্য কঠিন শুঁড়টি ঊর্দ্ধে উত্থিত কোরে, আর এক পদ মাত্র অগ্রসর হোয়ে, শঙ্করের অষ্টবক্র শরীরটি জড়িয়ে ধোল্লে, ধোরেই পাথরের উপর একটি নির্ঘাৎ আছাড়, সেই এক আছাড়েই শঙ্করের মাথার ঘি বেরিয়ে পোড়্‌ল। শঙ্করের গোঁয়ারতামির নিমিত্ত কেবল এই একটি মাত্র অনিষ্টপাত হোয়ে ক্ষান্ত হলো না, কেন না মোরোবা শঙ্করের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, সকুপিত পশুটি তাঁর পীঠেও একটি দণ্ডাঘাৎ কোল্লে, মোরোবা ত তখনি অজ্ঞান হোয়ে পোড়্‌লেন, সকলে ধরাধরি কোরে ব্রাহ্মণকে সোরিয়ে তফাতে নিয়ে রাখ্‌লে। রঘুনাথ দেখ্‌লেন, যে দুই ব্যক্তি যথার্থ পাপী, যদিও তারা মনুষ্যের হাত থেকে বেঁচে গেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সুচতুর বুদ্ধিমান পশুটির কোপ থেকে রক্ষা

পেলেন না—এটি জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ কৌশল !! মহানুভব পশুটি একটি মর্ম্মান্তিক নির্ঘাত প্রহারে দুরাশয়দের সমুদয় বুদ্ধিবল রসাতল কোল্লে, আর তাদের কুবুদ্ধিজাত দুষ্ট কৌশলের ফাঁদ পাত্তে হবে না, সে পথ জন্মের মতন ঘুচিয়ে দিলে। রঘুনাথ ঈশ্বরীয় কোপের প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ কোরে, সুবাদারকে বিস্তর অনুনয় কোরে বোল্লেন, তিনি যেন কাসীদের জীবন দান করেন, সুবাদার তাঁর সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য কোল্লেন না। মোরোবার কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃত মূলাধার সেই দীন দুঃখী হতভাগ্য কাসীদ তাই দেখে, তাঁর ত্রাণকর্ত্তা রঘুনাথের পায়ের উপর এসে পোড়ে, দীনের ন্যায় অতি কাতর হোয়ে, অজস্রধারে কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন।

রঘুনাথ আর জয়া বেশ প্রীতপ্রণয়ে সুখে সচ্ছন্দে বাস কোত্তে লাগ্‌লেন। অনেকগুলি সন্তানও হলো, তাদের লয়ে মহা সংসারী হোয়ে পোড়্‌লেন। জয়া অনুমৃতা সংক্রান্ত কোন কথা মুখের বার কোত্তেন না, পেটের কথা পেটে পেটেই চেপে রেখেছিলেন। মোরোবা গজদন্তের আঘাত থেকে আর উদ্ধার হোতে পাল্লেন না। অনেক নাটিয়ে ঘাটিয়ে কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন সত্য, কিন্তু মনের কষ্টে দিন দিন ম্লান আর অবসন্ন হোচ্ছিলেন। তারপর বিস্তর যাতনা পেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে কেউই দুঃখিত হোয়ে আক্ষেপ করেনি। তাঁর বিশ্বাস অপহরণের বিষয়, আর তাঁর ঈর্ষাপূর্ণ প্রকৃতির কথা যাঁরা যাঁরা আশ্রুত হোয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁর জন্যে ক্ষুব্ধচিত্ত হলেন না।

আমার ভাগ্যে সম্প্রতি যা যা ঘটেছে, আর এই গল্পের পরিশেষে যা যা শুনুলেম, দুইই এক প্রকার এক আকার জ্ঞান হলো।

ঐ দুই ঘটনার মধ্যে পরস্পর বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। আমি কিন্তু তাই চিন্তা কোরে মনে মনে মহা দুঃখিত হোলেম। সেই ব্রাহ্মণের ন্যায় আমারও প্রিয়তমা নাচ্‌ওয়ালীদের হস্তে গেরেপ্তার হন। কিন্তু কি পরিতাপ! আমার সংসারযাত্রার পরিণাম কতই বিভিন্ন! না তাঁরে আমি উদ্ধার কোত্তে পাল্লেম,—না পত্নী বোলে বুকের উপর রেখে প্রণয়ানুরাগ দেখাতে পাল্লেম! তার পরিবর্ত্তে কোল্লেম কি? না, যুবতীর মৃতদেহ নিষ্ঠুর নিগ্রহদাতা, নির্দ্দয় প্রাণহন্তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে লয়ে, তার কবর দিলেম— আমার প্রণয়ের এই মাত্র চরম ফল!! হা করুণানিধান আল্লা! তোমার মনে কি এই ছিল? যতকাল বেঁচে থাক্‌ব, এ কথাটি আমার স্মরণ থাকবে, এ ঘটনাটি আমার চক্ষের উপর মূর্ত্তিমান হোয়ে বিরাজ কোরবে, সে সময়টুক্ অমর হোয়ে চিরকাল আমার স্মৃতিপথে বিচরণ কোরবে। সঙ্গীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লে, "সম্প্রতি জয়পুরে, কি তার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটি ঘটনা হোয়ে গেছে, জয়পুরবাসীরা অদ্যাপি সেই কথা পরস্পর বলা কহা কোরে থাকে। ঘটনাটা এই যে নাচ্‌ওয়ালীদের একটি ছুক্‌রী খুন হোয়েছে।"

আমি বোল্লেম, সে মিথ্যা কথা, যে খুন হোয়েছে, সে ব্যক্তি দুরাত্মা খুনে নাচ্‌ওয়ালীদের লোক নয়। সে লোকটি বোল্লে, "তা আমি জানি না, এই কথা শুনেছি যে, নাচ্‌ওয়ালীদের সঙ্গে এক গাড়ীতে চোলে যাচ্ছিল।" আমি বোল্লেম, তারে ধোরে কয়েদ কোরে লয়ে যাচ্ছিল। সে লোকটি বোল্লে "তা হোলেও হোতে পারে, শুনলেম একটি যুবা না কি তারে ছাড়িয়ে আন্‌বার চেষ্টা কোরেছিল, সে ব্যক্তি মহা আস্ফালন কোরে তলোয়ার লয়ে

ঘুরোচ্ছিল, ঘুরুতে ঘুরুতে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে যেমন তারে চোট্ মারবে, সেই চোট্ তার গায় না লেগে সেই যুবতীর গায় লাগ্‌ল, তাতেই সে মারা পোড়্‌ল!”

আমি বোল্লেম—একথাও মিথ্যা।

সে বোল্লে, “বটে! তবে বোধ হয় আপনি সে বিষয় ভাল-রূপ অবগতই আছেন, বিষয়টা কি অনুগ্রহ কোরে বলুন।”

আমি বোল্লেম, আমায় ক্ষমা করুন, আপনারা যার কথা উল্লেখ কোচ্ছেন, আমিই সেই হতভাগ্য ব্যক্তি, আর সেই যুবতীটি আমারি বাগ্দত্তা পত্নী। নাচ্‌ওয়ালীরা, তাঁরে আমার হস্তে সমর্পণ না কোরে বুকে ছোরামেরে মেরে ফেলে। এই প্রাণঘাতক হত্যার কথা সংক্ষেপে বল্লেন সত্য, কিন্তু সে কথা উত্থাপন হওয়ায় অতিশয় কাতর-অতিশয় ব্যাকুল হোয়ে পোড়্‌লেম। সঙ্গীরা আমার সেই বিষণ্ণ অবস্থা নিরীক্ষণ কোরে, ভদ্রতাপূর্ব্বক অন্য গল্প এনে ফেল্লে।

একজন হিন্দু বোল্লেন—“আর সময় নাই, নচেৎ আমি একটি এরূপ গল্প কোত্তেম যে, তার কাছে নিষ্ঠুরতায় আর কঠিনতায় কি কুতুব কি বারাণসীর ব্রাহ্মণগণ সকলেই পরাস্ত হোতেন। তথাচ আমায় কিন্তু একটি কথা বোল্‌তে হোয়েছে, আমাদের মুসলমান বন্ধু বারাণসীস্থ ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহার দেখে, তাঁদের পাপমূর্ত্তির যে অবয়ব চিত্রিত কোরেছেন, তাতে তিনি অতি-রিক্ত তুলী টেনে অধিক উজ্জ্বল কোরেছেন। সত্যবটে, শাস্ত্রে এরূপ আজ্ঞা নাই যে, অনুমৃতা হোতেই হবে, কিন্তু তা হলে কি হয়, এ ব্যবহারটি বহুকাল অবধি প্রচলিত হোয়ে আসিতেছে। ইটি যে শাস্ত্রসম্মত আর অতি পবিত্র ধর্ম্ম, সে বিষয় সকলকেই

স্বীকার করা উচিত, বাস্তবিক সে কথাটি মিথ্যাও নয়। ইটি যে অতি পবিত্র ধর্ম্ম, সে কথায় কেউই "না" বোল্‌তে পার্‌বেন না। তাই কারও উচিত নয় যে, এক্ষণে সে প্রথাটি অবহেলা করেন।" কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে আমরা সকলেই সেই প্রথাটির নিন্দা-মন্দ কোরে হিন্দুদের উপর দোষারোপ কোত্তে লাগ্‌লেম। দলের মধ্যে যাঁরা হিন্দু ছিলেন, তাঁরা তার পোষকতা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমরা যদি অদ্যাবধি সে কথা লয়ে তর্ক কোত্তেম, তথাচ তাঁরা তার স্বাপক্ষতা কোত্তে ক্ষান্ত হোতেন না। তাই আর বিবাদ না কোরে, উঠে গিয়ে যার যে স্থানে শয়ন কোল্লেম, যার যে মত, তিনি তাই লয়েই অবস্থান কোল্লেন। প্রাতে উঠেই সেই হিন্দুটির তল্লাস কোল্লেম, তিনি ডেকানে যাবেন, সে কথা পূর্ব্বে আমায় বোলে রেখেছিলেন। আমিও না কি ডেকানে যাব, তাই দুজনে একত্রে যাওয়াই স্থির হলো। রাস্তায় চোল্‌তে চোল্‌তে আমি তাঁরে বিস্তর সাধ্যসাধনা কোত্তে লাগ্‌লেম যে, সময় থাক্‌লে যে গল্পটি আমাদের শোনাতেন বোলেছিলেন, সেই কাহিনীটি এক্ষণে আমায় অনুগ্রহ কোরে শ্রবণ করান। তিনি বোল্লেন, "তা শোনাতে বাধা কিছু আছে তা নয়, এবং আমার ইচ্ছাও আছে সে কথাট আপনাদের জ্ঞাত করাই, কিন্তু কথা এই যে, আমাদের বন্ধুবর সেই প্রাজ্ঞ মুসলমানটি যেরূপ ঝাড় বুটো কেটে, বেশ বিন্যাস কোরে, দশ রকম অলঙ্কার দিয়ে, তাঁর গল্প টি সাজিয়েছেন, আমি কিন্তু সেরূপ পার্‌বো না। আমার কথায় ঝাড বুটও নাই, বেশ বিন্যাসও নাই, অলঙ্কারও নাই, অসজ্জিত, অশোভিত স্পষ্ট সরল কথায় গল্পটি চিত্র কোর্‌বো, তাতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন ত বলুন। আমি বোল্লেম, আমি তাতেই সন্তুষ্ট হবো। তখন তিনি

এই বোলে সুরু কোরে দিলেন। 'আদি গল্পটি বল্‌বার পূর্ব্বে, ঐ গল্প উপলক্ষে যে সকল লোকের প্রসঙ্গ কোত্তে হবে, তাদের জাতিসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কোরে রাখা আপনার পক্ষে সুবিধা হবে। পারসী নামে এক জাতি আছে, আপনি তা শুনে থাক্‌বেন, তারা পশ্চিম ভারতবর্ষে বাস করে।" আমি বোল্লেম, "হাঁ আমি তা জ্ঞাত আছি," সম্প্রতি আমি সেই দেশে গেছিলেম। ঐ পারসীদিগের আদ্য বিবরণ, আর তাদের অন্যান্য ইতিহাস জ্ঞাত হবার নিমিত্ত অনেক কষ্টও কোরেছি, সে বিষয় আমি যা অবগত হোয়েছি, তা বোল্‌ছি, শ্রবণ করুন।"

---

১৫ পরিচ্ছেদ।

"হাসিলে না হাসে যেই কাঁদিলে না কাঁদে
কার সাধ্ সেধে পড়ে তার প্রেম ফাঁদে ?"

গ্রন্থে বর্ণিত আছে হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈয়াজ্‌দেজ্জেরদ্ নামে এক ব্যক্তি পারস্থানের অধিপতি ছিলেন। ইয়াজ্‌দ্ সহর তাঁর রাজপাট ছিল। সহরটি প্রকাণ্ড, বিস্তর লোকের বাস, এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় পরিপূর্ণ; তাই তৎকালীন অদ্বিতীয় সহর বোলে সর্ব্বত্রে পরিচিত হয়। ঈয়াজ্‌দেজ্জেরদের বিশ বৎসর রাজত্বের সময়, একদল আরব ঐ দেশ আক্রমণ করে। পারস্থান-পতি যুদ্ধে পরাস্ত হোয়ে পালিয়ে খোরাসানে প্রস্থান করেন, শেষে সেই দেশেই তাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। ঈয়াজ্‌দেজ্জেরদ গুইমার বংশের শেষ সন্তান, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পারস্থান-সাম্রাজ্যের চির অবসান হয়। ঈয়াজ্‌দেজ্জেরদের মৃত্যুর পর, মুসলমানেরা

সমুদয় দেশ একাধীন জয় কোরে, পারস্থানবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক আপনাদের রাজ ব্যবস্থা, আপনাদের রাজনিয়মের অনুগত করে। তাতেও তারা ক্ষান্ত হয় নাই, পরমার্থ বিষয়েও তাদের শরণাগত হোয়ে চোল্‌তে হোয়েছিল। পরাভূতেরা আপনাদের প্রাচীন মত, প্রাচীন শাস্ত্রের অমর্য্যাদা কোরে মহম্মদপ্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ মত, এবং মহম্মদপ্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার গ্রহণ কোত্তে বাধ্য হয়। ধর্ম্মাভিমানে অভিমানী হোয়ে, বিস্তর পারসী হিন্দুস্থানে আসিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁরা বিবেচনা কোল্লেন, হয় ত হিন্দু রাজগণের আশ্রয়ে, স্বধর্ম্মে থেকে নিরুৎপাত হোয়ে, সুখে বাস কোত্তে পারবেন। শেষে তাঁরা তাই কোল্লেন, সকলের অজ্ঞাতে নৌসরাইয়ের নিকট গুজরাটের উপকূলে উপস্থিত হলেন। তথাকার রাজনবর অধিকারে স্থান প্রদান কোত্তে সম্মত হোলেন, এবং স্বদেশের রীতি পদ্ধতি মত স্বধর্ম্মে থেকে ব্যবহার বাণিজ্য কোত্তেও অনুমতি কোল্লেন, কিন্তু অন্য অন্য প্রজার ন্যায় করদান কোরে রাজশাসনের শরণাগত হোয়ে থাকতে হবে। আরও কতকগুলি পারসী কাম্বেতে উপস্থিত হোয়ে পূর্ব্বরূপ নিয়মের উপর বাস কোত্তে লাগলেন। এই সমস্ত দেশে এতকাল বাস কোল্লেন যে, ক্রমে তাঁরা আদি-জন্ম-বৃত্তান্ত প্রায় বিস্মৃত হোয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা দেশান্তরে না বাস কোরে মাতৃভূমি পারস্থানেই অবস্থিতি কোরে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে শেষে বিদেশবাসীদের আলাপ পরিচয় হল, তাঁরা বিদেশী দলের পরিচয় পেয়ে চিনতে পাল্লেন। সেই আদি পারস্থানবাসীদের নিকট হিন্দুস্থানাগত পারসীরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হোলেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে

যে আচার ব্যবহার চোলে আসচে, সে সকল বিদেশস্থ পারসী পরিবারকে অবগত কোরিয়ে, পরামর্শ দিলেন যে, তাঁরা যেন পূর্ব্বপুরুষের চির আচরিত ধর্ম্মগুলি বিস্মৃত না হন।

পারসীরা অদ্বৈতবাদী, তাঁরা বলেন, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, যিনি স্বর্গমর্ত্যের সৃষ্টি কোরেছেন। জলপ্লাবন হোয়ে পৃথিবী রসাতলস্থ হয়, সে কথাও তাঁরা স্বীকার করেন। গোস্তাফ বাদসাহের আমলে বর্ত্তমান ধর্ম্মমত এবং বর্ত্তমান উপাসনাকাণ্ড পারসীদের মধ্যে প্রচলিত হয়। প্রাচীন পারস্থানের রাজাবলীর পর্য্যায় ক্রমে গোস্তাফ ষোল পুরুষের রাজা। রাজনবর গোস্তাফ অনেক আরাধনা কোরে, বিস্তর প্রয়াস পেয়ে প্রাচীন পারসীদের মধ্যে অগ্নি উপাসনা মতের সমর্থনা করেন; পরকালের সদ্গতির নিমিত্ত অগ্নি-উপাসনা যে মহা আবশ্যক, সে কথার প্রতি কারেও সন্দেহ বা আপত্তি কোত্তে দিতেন না। অগ্নি-উপাসনার প্রতি গোস্তাফ রাজার কেন যে এত অগাধ ভক্তি জন্মিল, সে বৃত্তান্ত এস্থলে অনাবৃত কোরে দেওয়া উচিত। প্রবাদ আছে, চীন দেশে দীন দুঃখী এক ঘর গৃহস্থ,—একটি পুরুষ আর তাঁর স্ত্রী বাস কোত্তেন, তাঁরা অতিশয় ধর্ম্মাত্মা পুণ্যশীল ছিলেন। বৃদ্ধ হোয়েছিলেন, তথাচ সন্তান জন্মেনি, স্ত্রীজন পুত্র-কামনায় বিস্তর দৈব ক্রিয়াও কোরেছিলেন। ঐ সকল দৈবানুষ্ঠানের পর এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সন্তানের লক্ষণ হয়, পুরুষটি শুনে মহা আনন্দিত হোলেন। গর্ভসঞ্চারের সময় পত্নী একটি দুঃস্বপ্ন দেখে ত্রাসে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর যেন জ্ঞান হলো, কি তিনি যেন দেখ্‌লেন, স্বর্গে আগুণ লেগেছে, চার জন ভয়ঙ্কর বিরাট অবয়ব রাক্ষস নিকটে এসে, তাঁর পেটের ভিতর থেকে সন্তান বার্-

কোরে, ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোত্তে উদ্যত হলো, এই সময় হঠাৎ একটি চারু মূর্ত্তি দীর্ঘকায় যোদ্ধা পুরুষ এসে দর্শন দিলেন, রাক্ষসেরা তাঁরে দেখে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লে। স্ত্রী এই অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্বামীকে অবগত করালেন, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্থির কোল্লেন, এই স্বপ্ন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের হয় কল্যাণ নয় অকল্যাণ হবে, মঙ্গলামঙ্গল দুয়েরি সম্ভাবনা আছে। একজন দৈবজ্ঞকে ডেকে স্বপ্নের কথা বলা হলো, সে শুনে এই ব্যাখ্যা কোল্লে।

দৈবজ্ঞ বোল্লে,—সেই দীপ্তিময় অগ্নিশিখা একটি অদ্ভুত দৈববাণী, ঐ দেববাণী গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি প্রকাশ হোয়ে, শেষে সমুদয় পৃথিবীতে সেই কথা প্রচার হবে। যে চার জন রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তারা ঐ সন্তানের পরম শত্রু, তারা তাকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কোচ্ছিল, আর সেই চারু আকৃতি, দীর্ঘকায় যোদ্ধা পুরুষটি স্বয়ং পরমেশ্বর, তিনি মধ্যবর্ত্তী হোয়ে রাক্ষসদের দুষ্ট অভিপ্রায় নিবারণ কোল্লেন। দৈবজ্ঞের মুখে ঐরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যা শ্রবণ কোরে, মহা সন্তুষ্ট হোয়ে তাঁরা অন্তঃপুরে চলেগেলেন। স্ত্রী অল্পকালের মধ্যেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব কোল্লেন। প্রবাদ আছে, ঐ শিশুটি উচ্চ হাস্যরব কোত্তে কোত্তে ভূমিষ্ট হোয়েছিলেন। পুত্রটির নাম জারদস্ত অথবা জেজ্‌তুস্ত রাখা হল,—নামের অর্থ—হুতাশন সখা, এ নাম রাখ্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, সন্তানের জননী স্বপ্নে যে অনল দর্শন করেন, দৈবজ্ঞের ভাবী বাক্য অনুসারে ঐ অনল হোতেই তাঁর তত মঙ্গলের সম্ভাবনা হোয়েছে।

চীন সম্রাট এই সকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে, আপাদমস্তক কেঁপে গেলেন, পাছে তাঁর সিংহাসনের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা না হয়, তাঁর মনে সেই ত্রাস হলো। জারদস্ত কি তাঁর উত্তরাধিকারীরা

তাঁরে অপদস্থ কোরে সিংহাসন অপহরণ কোল্লেও কোত্তে পারেন, সম্রাট সেই ভয় কোরে গুপ্তচর দ্বারা সন্তানটির প্রাণনস্ট করবার চেস্টা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু সেই সকল প্রতিনিধিগণের পক্ষাঘাত হোয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়, তারপর সন্তানটির ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম যে পর্য্যন্ত না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত কেউ তাঁর প্রাণের উপর হন্তারক হোতে চেস্টা করে নাই। ঐ ১৩ বৎসরের সময় তিনি একবার পীড়িত হন। সম্রাট সন্তানটির অসুস্থতার কথা শ্রবণ কোরে চিকিৎসক্‌কে পারিতোষিকের প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রবৃত্তি দিলেন যে, ঔষধের সঙ্গে কালকুট বিষ অজ্ঞাতে প্রদান করেন। জারদস্ত কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণ কোল্লেন না, তাঁকে তাঁর সম্মুখে যেতেও দিলেন না, সুতরাং সম্রাটকে পুনর্ব্বার নৈরাশ হোতে হোয়েছিল! বালকটি আরোগ্য হোয়ে পিতা-মাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় কোরে বোল্লেন যে, তাঁরা তাঁকে পারস্থানে লয়ে যান। বালক বোল্লেন সম্রাটের কুচক্রের নিমিত্ত চীনদেশে তাঁর জীবনের নিরাপদ নাই। বালকও যেমন ভীত হয়েছিলেন, পিতামাতাদেরও তদ্রূপ ত্রাস হয়েছিল। তাই সকলের পরামর্শ মতে, পিতা মাতা পুত্র সঙ্গে কোরে পারস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। সে দেশে যথা সময়ে পোঁছে, গোস্তফার শরণাগত হোয়ে, তাঁর আশ্রয়-ছায়ায় অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেন। গোস্তফা তখন তদ্দেশের পুত্র দণ্ডধর রাজা। জারদস্তের পিতামাতা বাহুর বলে পরিশ্রম কোরে দিনপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। পুত্রটি জগদীশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাক্‌তেন, আর অত্যন্ত নিষ্ঠমনে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন, শৈশবাবস্থা হতেই তাঁর প্রবৃত্তি সেইদিকেই প্রধাবিত হয়। পারস্থানের লোকেরা

নিশ্চয় কোরে বলে, ঐ বালকটি বয়োবৃদ্ধি হোয়ে যৎকালীন প্রৌঢ় অবস্থায় পৌঁছিলেন, তখন তিনি একবার সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, সেখানে নয় দিবস বাস কোরে, জেন্দাবেস্তা নামে ধর্ম্ম-পুস্তক সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট গ্রহণ করেন। পারসীদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত এক্ষণকার প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা নিয়ম ঐ ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে লিখিত আছে। স্বর্গীয় অনল, যাহা কস্মিন কালেও নির্ব্বাণ হবার নয়, সেই সময় সেই অনল তাঁকে প্রদত্ত হয়। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর অনুগ্রহরূপ অন্য অন্য নানা প্রকার উপহারও তৎকালীন তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, সে সকল দৈব প্রসাদ পূর্ব্বে কখন কোন মনুষ্যই প্রাপ্ত হন নাই। পারসীরা এই অভিমান করেন না যে, জেন্দবেস্তা আজও পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে প্রচলিত আছে, তাঁরা এই মাত্র বলেন, জেমাই নামক পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে যিনি অভিনব বিমল জ্ঞানের উপদেশ করেন, সেই জ্ঞানগুরু জেরাস্টর ঐ জেন্দাবেস্তা হতে আধুনিক প্রচলিত আচার ব্যবহার ও ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন কোরে, নূতন আকারে পুস্তক প্রস্তুত করেন।

পারসী ধর্ম্ম সংস্থাপক সেই অপ্রসিদ্ধ আদি পুরুষের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত মাত্র পাওয়া গিয়েছে। আমি নানা গ্রন্থ এবং নানা লিপি হোতে সেগুলি সংগ্রহ কোরেছি। অনেক পারসী আজও পর্য্যন্ত সে সকল বিষয় কিছুমাত্র অবগত নয়। পারসীদিগের কুলাচার কুলধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা প্রকার পর্ব্বাহ নিয়মের নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তগুলি একটি প্রাজ্ঞ পারসী কুলাচার্য্যের নিকট গ্রহণ কোরেছি। এক সময়ে ঐ পণ্ডিতবরের সঙ্গে আমার অতিশয় আত্মীয়তা জন্মে। তদ্ভিন্ন সামান্য পারসীদের মুখেও সে সকল

বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরেছি, তাবা সাধ্যমত সেই সকল অনুসন্ধানের পথে আমায় অবস্থিতি করায়।

পারসীদের ছয়টি মাত্র বাৎসরিক উৎসব, জগৎ-সৃষ্টির স্মরণ করাই সে সকল সমারোহের একমাত্র উদ্দেশ্য। নৌরোজ,—বৎসরের প্রথম দিন, এই পর্ব্বাহ ভিন্ন অন্য কোন উৎসবে যে আপামর সাধারণে একত্র হোয়ে সমারোহ করে, সেকথা আমি কারও মুখে শুনি নাই। প্রতি মাসের প্রথমদিনও একটি পর্ব্বাহ, সেটি কিন্তু সকলে মান্যও করে না, আর সর্ব্বত্রে তার প্রচলনও নাই। প্রত্যেক পর্ব্বাহের পর পারসীরা পাঁচ দিবস উপবাসে অনুবন্ধন থাকে, অথবা শাস্ত্রমতে তাদের থাকা উচিত। পারসীদের সংস্কার আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক একবার একটি নূতন সৃষ্টি কোরে, পাঁচদিবস কোরে, বিশ্রাম কোরেছিলেন, সেই কথা স্মরণ রাখ্‌বার নিমিত্ত ঐরূপ উপবাসের প্রথা চোলে এসেছে। উপবাসের সময় দিবারাত্রির মধ্যে কেবল একটিবার মাত্র ভোজনের বিধি আছে।

বৈশ্বানরই পারসীদের প্রধান বাহ্যিক উপাস্য দেবতা। তার তাৎপর্য্য এই, পারস্থান বাসীরা বলেন তাঁদের শাস্ত্র-বিধানকর্ত্তা জারদস্ত স্বর্গ হোতে ঐ অনল আনয়ন করেন। তাদের আতশ কাহবতে,—অর্থাৎ অনল প্রতিষ্ঠিত গৃহে দুটি আগুণ প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত থাকে। তার মধ্যে একটি আগুণের নিকট যে সে সকলেই গমনাগমন কোত্তে পারে। আতশ বাহারাম নামে যে আগুণ অনল-মন্দিরের অতি নির্জ্জন পবিত্র কোণে সংগোপনে রক্ষিত আছে, সেস্থলে ডিস্‌টুরী অর্থাৎ প্রধান কুলাচার্য্য ভিন্ন আপামর সাধারণের গমন কর্‌বার আদেশ নাই। ঐ অগ্নিকে সূর্য্যের মুখাবলোকন কোত্তে নাই, তাই অতি সাবধান সতর্ক

হোয়ে মন্দিরের ছিদ্রাদি অবরুদ্ধ কোরে রাখা হয়, যেন রবিকিরণ সে ঘরে কোনমতেই প্রবেশ কোত্তে না পায়। পারসীরা কথায় কথায় এই শ্লাঘা করে যে, গুজরাট দেশের অন্তর্গত নৌসরাই নামক একটি স্থানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে দুইশত বৎসর ব্যাপিয়া একটি অগ্নি একভাবে প্রজ্জ্বলিত হোয়ে রয়েছে, এতকালের মধ্যে একটি দিনের নিমিত্তেও সে আগুণ নির্ব্বাণ হয় নাই। কিন্তু বোম্বেতে সর্ব্বশেষে যে অনল-মন্দির-নির্ম্মিত হয়, ঈয়াজদ্ নামক স্থানের পবিত্র বেদীর কিঞ্চিৎ অনল সুবর্ণ-ময় ধূপদানের মধ্যে রেখে, বোম্বেতে নিয়ে ঐ মন্দিরে প্রজ্জ্বা-লিত করা হোয়েছে। সমুদ্র পথের বিপদ আশঙ্কায় না পোড়তে হয়, সেইজন্যে স্থলপথ দিয়ে ঐ অনল নীত হয়েছিল। অনল অর্চ্চ-নার প্রণালী এইরূপ, যদি দৈবগতিকে পবিত্র অনল-শিখা কখন নির্ব্বাণ হয়, তবে হয় হারবুদ—পুরোহিত,—নয় ডিস্টুর্বা,—প্রধান কুলগুরু, এঁহাদের মধ্যে যে কেহ তৎকালীন উপস্থিত থাকেন, তিনি অপর অপর লোকের সঙ্গে একত্রে, ১০ হস্ত অন্তরে বৈশ্বানরকে ঘেরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে অপরাধ মার্জ্জনার প্রার্থনা করেন। অনলের প্রতি পারসীদের অগাধ গৌরব, অগাধ ভক্তি এবং অগাধ শ্রদ্ধা, এমন কি আপনাদের গৃহদাহ কালে অগ্নি নির্ব্বাণের কোন প্রয়াসই পায় না, অথচ তাদের হোয়ে অপর কেউ যদি সেই উপকারটি করে, তার কাছে তারা চিরবাধিত হোয়ে থাকে। গই-বিরেরাও সূর্য্যের আর সমুদ্রের আরাধনা করে। বোম্বেতে তারা সায়ংকালে গড়েরমাঠে একত্রে জমা হোয়ে, এ তার কাছে, সে এর কাছে, এইরূপ পরস্পর মাথা হেঁট কোরে, আহ্নিক করবার ন্যায় ঈশ্বর-উপাসনা কোত্তে দেখা যায়। সেই সময় তারা হড়-

বড় কোরে এত তাড়াতাড়ি উপাসনা মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে, দেখে বোধ হয় যেন তাদের মুখ দিয়ে খই ফুট্‌ছে। এই উপাসনার নাম জেম্‌জেমে।—চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে মন্ত্রগুলির আবৃত্তি কোত্তে হয়, সূর্য্য বা সমুদ্রের সম্মুখেও আবৃত্তি কর্‌বার নিষেধ নাই। পারসীদের বিবাহ প্রথা পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রথার নাম শান্‌সান্‌।—এই প্রথানুসারে শৈশবাবস্থায় সন্তানদের বিবাহের সম্বন্ধপত্র হোয়ে আদান প্রদানের কথা স্থির হোয়ে থাকে, আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় ককের-সোরা।—স্ত্রী বা স্বামী বিয়োগ হলে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা। তৃতীয় খোতেসারাসান অর্থাৎ স্ত্রী আপনার অভিমত অনুযাই স্বামী মনোনীত করে। আমাদের মধ্যে এ প্রথাকে ইচ্ছা স্বয়ম্বরা বলে। চতুর্থ একসান্‌ অথাৎ বালক বালিকার মধ্যে পরস্পর বিবাহের কথা স্থির হোয়ে, বিবাহ হবার পূর্ব্বে এক পক্ষের মৃত্যু হয়, সেই সময় এই প্রথা আছে যে, অপরের কন্যা বা পুত্র হোক, সেটি ঘটনাক্রমে যখন যেমন আবশ্যক হয়, তার সঙ্গে সেই মৃতব্যক্তির পরিবর্ত্তে বিবাহ দিতে হয়। পঞ্চম সিটারসন,—পিতার পুত্রসন্তান অভাবে দৌহিত্রকে দত্তকপুত্র কোরে, আপনার ঔরসজাত পুত্র জ্ঞানে বিবাহ দেওয়া। হিন্দুদিগের ন্যায় তাহাদের বিবাহপ্রণালী তত দীর্ঘ বা তত বিরক্তি-জনক নয়। কন্যাকর্ত্তা আর বরকর্ত্তা, এই উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারই হোক, এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক আসনে বর আর পাত্রী একত্র হোয়ে বসেন, উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন এবং উভয় পক্ষের পুরোহিতদ্বয় সেখানে উপস্থিত থাকেন। যুবক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা বিবাহ কোত্তে সম্মত আছেন কি না। বরকন্যাকে

বল্‌তে হয় "হাঁ, আছি" এই উত্তর দিয়ে তারা বিবাহ স্বীকার কোল্লে, পুরোহিত উভয়ের হস্ত একত্রে সংলগ্ন করেন। তারপর পুরুষটি কন্যাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দান কোরে পরিণয় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন। যদি অর্থের সৌষ্টব থাকে, কন্যার পিতা মাতাও যথাসাধ্য যৌতুক প্রদান কোরে থাকেন। স্বজনবর্গেরা কিছুই দেন না। আটদিন পর্য্যন্ত বিবাহের সমারোহ থাকে। একটি সন্তান ভূমিষ্ট হোলে ডাক নামে পুরোহিত কালাকাল আর গ্রহ-আদির গণনা কোরে তার জন্ম-পত্রিকা লিখেদেন। তারপর প্রসূত সন্তানের নামকরণ করেন, তৎপরে সেই সন্তানটিকে পবিত্র অনল-মন্দিরে লয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার মুখের মধ্যে এক-বিন্দু জল প্রদান কোরে পুরোহিত এই বর দেন যে, ঐ জলবিন্দু যেন সন্তানের সমস্ত পাপ বা অনাচার পরিষ্কার কোরে দেয়। তারপর একটি ডালিমের পাতা তার ঠোঁটের উপর রেখে দিয়ে আবার পূর্ব্বের মতন বরপ্রদান করেন। তৎপরে শিশুটিকে স্নান কোরিয়ে সদেক নামে একটি ঢিলে আঙ্গরাখা পোরিয়ে দেন, ঐ আঙ্গরাখাটি কোমর পর্য্যন্ত নেবে পড়ে। আঙ্গরাখার উপর কুসী নামে একটি কোমরপটী বেঁধে দেওয়া হয়, বন্ধনীটি উট্‌লোমজাত, পুরোহিতকে স্বহস্তে বুন্‌তে হয়, আর আজন্ম কোমরে রেখে দিতে হয়। এই সন্তানটি পারসী ধর্ম্মের একান্ত ভক্ত, আর একান্ত অনুরক্ত হবেন, জারদস্ত আনীত ধর্ম্ম আর মত ভিন্ন তিনি অন্য কোন ধর্ম্মের বা অন্য কোন মতের প্রতি গৌরব বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোর্‌বেন না, চিরকাল অগ্নি উপাসক হবেন, নরমাংস ভক্ষণ কোর্‌বেন না, অন্যের গ্রাসে বা পাত্রে পান কোর্‌বেন না, এবং পারসী কুলাচার, পারসী কুলধর্ম্মের রীতি পদ্ধতি অনুসারে

তাবৎ বিষয় কার্য্য নিষ্পাদন কোর্‌বেন। সন্তানটি যে প্রকৃত পারসী হয়ে পারসী মত অবলম্বী হবেন, এই সদেরু তার নিদর্শন, আর এই কুসী তার প্রতিভূ হোয়ে রইল,—এইরূপ দীর্ঘ বক্তৃতা কোরে সন্তানটির জাত সংস্কার সমারোহে নিষ্পন্ন হয়। এই দিনাবধি ঐ সন্তানটি একজন প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ গইবির হলেন।

অন্য অন্য ভারতবাসীদের মধ্যে যেরূপ কবর দেওয়ার প্রথা আছে, পারসীদিগের কবরের প্রথা তার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। স্বসম্পর্কীয় কি জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে কেহই মৃতদেহ স্পর্শ করে না। নারসেসেলার্‌স নামে একজাতি ইতর লোক লোহার চৌপায়ার উপর শবটি বহন কোরে যথা নির্দ্দিস্ট স্থানে লয়ে যায়। দারুখাটের পরিবর্ত্তে লোহার খাট ব্যবহার কর্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, যে অগ্নি তাঁদের কাছে তত পবিত্র, কাষ্ঠের দ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হোয়ে সজীব থাকে। যেস্থলে মৃতদেহের সৎকার হয়, সে স্থানটি অতি অদ্ভুত। বহুদূর ব্যাপী গুম্বেজের ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গোলাকার বেস্টন আছে, তার মাথা খোলা, অর্থাৎ ছাত নাই, ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পায়, ঐ গোলাকার বেস্টনটি অতি অনুচ্চ নিরেট স্থূল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ প্রাচীরই কবর দেবার স্থান। বেষ্টনের ভিতরে একটি সুপ্রশস্ত বিস্তার-মুখ গভীর খাত, ঐ খাতের ঊর্দ্ধপথে লোহার ঝাঁঝরি বসান, ঐ ঝাঁঝরি চারিদিকের দেওয়ালের গা দিয়ে ঢালু হোয়ে ঝুঁকে পোড়েছে, মৃতদেহ সকল তারি উপর রক্ষা করা হয়। লোহার জালগুলি দেওয়ালের মাঝামাঝি থেকে সুরু হোয়ে, খাতের মুখ পর্য্যন্ত চোলে গিয়েছে, এমন কি,যে সে ইচ্ছা কোল্লে, দেওয়ালের মাথার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে শব স্পর্শ প্রায় কোত্তে পারে। মৃতদেহগুলি, জলবায়ু আর রৌদ্রের

মুখে দিবা রাত্রি অনাবৃত থাকায়, শরীরে রস রক্ত মাংস হয় শীঘ্র শুকিয়ে ভুবড়িয়ে যায়, নয় গিধিনীর দল পোড়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোরে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। শকুনীরা সর্ব্বদাই সেই স্থানে গতিবিধি করে। সেখানে এদিকে সেদিকে ছড়ান বিস্তর শুক্‌নো রোগা কাঁক্‌ড়া গাছ আছে, সেই সকল গাছের উপর শকুনীরা পালে পালে বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত মাংস অবশেষিত হোয়ে অবশিষ্ট যে অস্থিখণ্ড থাকে, সেগুলো লোহার ঝাঁঝরিতে ঠেকে ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ কোত্তে কোত্তে নীচের সেই খাতে গিয়ে পড়ে, তখন সেই মাংসপিশাচ পেটুক পক্ষীপালের উদর তুষ্টির নিমিত্ত, পুনর্ব্বার নূতন শব গ্রহণের স্থান প্রস্তুত হোয়ে থাকে। কখন কখন ধর্ম্মান্ধ কুসংস্কারাপন্ন এক আধটি পারসীকে ঐ গোরস্থানে শব চৌকী দিতে দেখা যায়। সে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখে পক্ষীরা সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহের কোন্ চক্ষু প্রথম খুঁড়ে খায়। যদি সব প্রথমেই বামচক্ষুর উপর আক্রমণ করে, তবে পরলোকে মৃতব্যক্তির সদ্গতি না হোয়ে তার জীবাত্মা অনন্ত দুঃখে পতিত হবে। বামচক্ষু না হোয়ে যদি দক্ষিণ নেত্রের উপর প্রথম আক্রোশ করে, তবে তার সদ্গতি হোয়ে তার জীবাত্মার সমাদরের নিমিত্ত স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত থাকে। এক্ষণে কিন্তু চৌকী দিয়ে দেখবার প্রথা প্রায়ই উঠে গেছে। তবে কদাচিৎ কেউ কখন সে কষ্ট সহ্য কোত্তে স্বীকার কোরে থাকে। বিশেষত মৃতব্যক্তি যদি দেশপ্রসিদ্ধ মহাপাতকী হয়, কি, সে যদি তার কুলধর্ম্ম কুলাচারের প্রতি ঔদাস্য কোরে থাকে, তবে ত তারে কখনই কেউ চৌকি দিয়ে দেখবে না। সৎকারক্রিয়া শেষ হোয়ে গেলে, আত্মীয় স্বজনেরা তিন দিবস পর্য্যন্ত একস্থানে সমবেত হোয়ে অবস্থান করে। ঐ তিন দিবসের পর

তারা এই সিদ্ধান্ত করে যে তাদের লোকান্তরগত ভ্রাতার উপর পরলোকে চূড়ান্ত বিচার হোয়ে গেছে। পারসীরা যখন স্বদেশ পরিত্যাগ কোরে গুজরাটে এসে বাস করে, আর আর নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গে এই একটি নিয়মও অবধারিত হয় যে, তারা গোবধ এবং গোভক্ষণ কোত্তে পারবে না। তারাও কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞাটি আজন্মকাল সভয়ে এবং সগৌরবে রক্ষা কোরে এসেছে। পারসীরা এক্ষণে গোজাতিকে পবিত্র কুল জ্ঞান করে, হিন্দুদিগের ন্যায় তারাও গরুর প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি এবং সেইরূপ সমাদর প্রদর্শন কোরে থাকে। তদ্ভিন্ন গুজরাটীভাষা তাদের জাতীয় ভাষার ন্যায় ব্যবহার কর্‌বারও কথা থাকে এবং অস্ত্রশস্ত্র লয়ে গতিবিধি করবারও অনুমতি ছিল না। পারসীরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞার প্রতি সমাদর দেখাবার নিমিত্ত ঐ সকল নিয়মের প্রতি আজও পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোরে থাকে।

হিন্দুরা যেমন গরুর গৌরব করেন, পারসীরা তেমনি কুকুরের গৌরব কোরে থাকেন, এই নিমিত্ত, তাদের বাসগৃহ কখন কুকুর শূন্য হয় না, আর সেই নিমিত্তেই তারা স-সমাদরে কুকুরকে আহার দিয়ে থাকে। কুকুর ভোজন করান পারসীদের কুলধর্ম্ম বোল্লেই হয়। কোন পারসী মুমূর্ষু হোলে, একটি কুকুর তার শয্যার পার্শ্বে নীত হয়, ঐ কুকুরের উপর মৃতকল্প ব্যক্তি তার মুদিতপ্রায় চক্ষু দুটি স্থির কোরে রাখে, কি রাখ্‌বার চেষ্টা করে। তাদের সকলেরি এই সংস্কার আছে যে, জীবাত্মা যখন অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় কুকুর রক্ষক হোয়ে তাঁরে অপদেবতার হস্তথেকে পরিত্রাণ করে। এই ব্যবহার দেখে অনেকে মনে কোত্তে পারেন পারসীরা যে কুকুরের গৌরব করে, তার কারণই

সেই। আবার অনেকে কিন্তু একথাও বলেন যে, তারা যখন স্বদেশ পরিত্যাগ কোরে দেশান্তর অন্বেষণ করে, সেই সময় পথে কুকুরের রব শুনে গুজরাটের উপকূলে সমাগত হয়। সুতরাং ঐ কুকুরই তবে পথ প্রদর্শক হোয়ে তাদের গুজরাট রাজ্যে আনয়ন করে বোধহয়। এই ঘটনাই পারসীদের কুকুরের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করবার প্রকৃত কারণ হোতে পারে।

পারসীদের মধ্যে এই একটি অপূর্ব্ব রীতি প্রচলিত আছে। এক-মতাবলম্বী একাশ্রমী স্বজাতীয়দের মধ্যে কেউ যদি আনুকূল্যের প্রার্থনা করে, তবে প্রত্যেক পারসী সংস্থানানুসারে তার উপকার কোরবেন, সেটি তাদের প্রতিজ্ঞা, কোত্তেই হবে, তাই পারসীদের মধ্যে ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পারসীরা অতিশয় অমুখাপেক্ষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা কইবার অনুমতি নাই। কোন প্রকার অবিহিত, অসঙ্গত, কিম্বা অনুপযুক্ত গতিবিধি কি কথোপ-কথন কোল্লে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এই নিদারুণ কঠিন প্রতিজ্ঞা সত্তেও পারসী স্ত্রীলোকেরা মুসলমানীদের ন্যায় অন্তঃপুরের মধ্যে অবরুদ্ধ হোয়ে থাকেনা, তারা ইচ্ছামত যখন তখন আর যেখানে সেখানে যাতায়াত করে, পথে ঘাটে সর্ব্বদাই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। পাতকোতলায় জল আনতে যায়, একলাই যায়, একলাই আসে, কেউ রক্ষক হোয়ে তাদের সঙ্গে যায় না। একটি সংসারে যত জলের দরকার হয়, স্ত্রীলোকেরাই তার সর-বরাহ করে। অন্য অন্য গৃহকার্য্যের মধ্যে সেটিও একটি প্রধান কার্য্য। সকল ঘরেরি স্ত্রীলোককে জল আনতে হয়। বোম্বেতে পাতকো-তলায় স্ত্রীলোকের ভিড় লেগে যায়, এ তার সঙ্গে বক্‌বক কোচ্চে,

সে তার সঙ্গে কিচির মিচির কোচ্চে, কেউ কারও সঙ্গে ঝক্ড়া কোঁদলও বাধিয়ে দিচ্চে, দেখে বোধ হয় যেন স্ত্রীলোকের বাজার বোসে গেছে। একটী স্ত্রীলোক পাঁচ ছয়টী জলপূর্ণ পিতলের কলস, উপরোপরি কোরে মন্দিরের মতন সাজিয়ে, মাথায় কোরে বোয়ে নিয়ে যায়। একটার উপর একটা তার উপর একটা, এইরূপ কোরে সাজিয়ে, এমনি চমৎকার পরস্পর ভার রেখে দেয় যে, কদাচ তারা পা টোলে পোড়ে যায়না।

আমার সহপথিক বোল্লেন, "অতঃপর আমি গইবির কন্যার আখ্যায়িকা বর্ণন করিব।"

গইবির কন্যা।

অগ্নি উপাসককে গইবির বলে, পারস্থানে সকলেই তাদের হতশ্রদ্ধা করে, সেখানে তারা গবরস্ নামে খ্যাত, ঐটিই কিন্তু যথার্থ উচ্চারণ।

রস্তম, জাতিতে গইবির, বোম্বেতে তাঁর বাস, তিনি একটি মস্ত ধনী পারসী। কুলাচার কুলধর্ম্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোত্তেন, এবং আপনাদের মত অনুসারে পূজা আহ্নিকের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্যে অগ্নি উপাসকের মধ্যে সকলেই তাঁর সম্মান সমাদর কোত্তো। তাঁর পত্নীও তাঁর ন্যায় একান্ত অগ্নিভক্ত আর স্বধর্ম্ম-অনুরতা ছিলেন, স্বজাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ কোত্তেন, ক্ষুদ্র কোণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের তাবৎ বিধি ব্যবস্থাগুলি একটি একটি কোরে, খুটে খুটে প্রতিপালন কোত্তেন। জাবা, তাঁদের একমাত্র সন্তান, বাপ্য পিতা

মাতার অশ্রান্ত অক্লান্ত বাৎসল্য অনুরাগের একমাত্র ভাগিনী হোয়েছিলেন। তাঁর স্নেহ আদরের পরিমাণ ছিল না।

অর্থেতে যতদূর সুখ সম্পদ হোয়ে থাকে, তার কিছুরই অসমস্থান ছিলনা, জীবা সেগুলি সমুদয়ই ভোগ কোত্তেন। এত সুখে বাস কোরেও গৃহকার্য্যের কি কুলকর্ম্মের একটি কণিকা মাত্রও অবহেলা কর্‌বার অনুমতি ছিলনা। জীবাকে আবশ্যকমত সংসারের সকল কাজই দেখ্‌তে হত, এবং কুলক্রিয়ার সকল নিয়মই রক্ষা কোত্তে হত, তাই কোত্তেই বালার অনেক সময় কেটে যেতো। সুন্দরীর মুখকান্তি অতিশয় সুশ্রী ছিল, দেখ্‌লে বোধ হতো যেন চারু প্রভা-বিকসিত বিমল চন্দ্রকলা। দেহের আকারটি যেন লাবণ্য মাধুরীর মূর্ত্তিমান কোমল প্রতিমা। পারস্থানের কবিবরেরা যেরূপ নেত্রছবির প্রশংসা কোরে থাকেন, জীবার চক্ষু দুটি ঠিক সেই রূপ দীর্ঘায়ত,—সেইরূপ শ্যামল উজ্জ্বল, এবং ঠিক সেইরূপ কোমল জ্যোতিতে প্রফুল্লিত। ভ্রূ বেশ টানা,—নাকটি বাঁশীর মতন মনোহর সরল। মুখের হাঁ বরং একটু বড়, সেরূপ দীর্ঘ ছাঁদের ওষ্ঠ এদেশের সুন্দরীদের মধ্যে প্রায় দেখা যায়না।

"তরুণ যৌবন চারু আগুনের আঁচে
তরল কনক ঢালি মনোহর ছাঁচে
বিধাতা গঠিল মুখ ভুবন মোহিতে
নবজ্যোতি স্ফুরে তার সকল ভঙ্গীতে।"

জীবা যখন অতি শিশু, তখন তিনি বাগ্‌দত্তা হন। গইবির যুবতীবৃন্দের মধ্যে সেই রমণীয় কোমল কুসুমটি যে

যুবকের প্রণয়িনী হবার কথা স্থির হয়, তার নাম ফ্রেমজী। তিনি গুজরাট দেশীয় একজন পারসী মহাজনের পুত্র। ফ্রেমজীর পিতা অতি নীরস কঠোর চেহারার লোক, ক্ষুদ্রাশয়, নীচপ্রবৃত্তি, এবং লাভের প্রতি অনঙ্গত দৃষ্টি। রস্তমের বিস্তর অর্থ ছিল, তাই ঐ গইবিরকন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হওয়া গুজরাট পারসীর পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় হয় নাই। যুবা ফ্রেমজী অতি দাম্ভিক,—অতি অহঙ্কারী ছিলেন। পিতার কুপ্রকৃতিগুলি সমুদয়ই তাঁতে বর্ত্তেছিল। তাঁর এমন কোন সদ্‌গুণ ছিল না যে সেইটি নিক্তির অপর পাল্লায় রেখে তৌল করা যায়। জীবার বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় যুবা ফ্রেমজী একবার তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন, তখন শুক্লপক্ষের শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বালার বিমল কান্তি মাধুরী পূর্ণগৌরবে বিকসিত হোয়েছে। যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো সত্য, সিটি কিন্তু নীরস পানসে সাক্ষাৎ, বালার স্বর্গোপম চারু মনোহর মুখকান্তির গৌরব না কোরে, তাঁর অমীয় মধুর স্বভাব, তাঁর সরল চিত্ত, তাঁর চারু প্রফুল্লিত সদয় প্রকৃতি,—এ সকলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না কোরে, তাঁরে বিবাহ কোরে যে বিস্তর স্ত্রীধন পাবেন, যুবা কেবল সেই কথা লোয়েই মহা আমোদ কোরেছিলেন, আর কতদিনে বিবাহ হোয়ে যৌতুক-ধনে ঘর পরিপূর্ণ কোর্‌বেন, ফ্রেমজী কেবল সেই চিন্তাতেই উৎ-কণ্ঠিত ছিলেন, আর কেবল সেই প্রসঙ্গই বারবার উত্থাপন কোত্তেন। নৌরোজ নামক পর্ব্বাহ আগত প্রায়, ঐ দিনে তাঁদের বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবে কথা স্থির হোয়ে আছে, কিন্তু যুবার উৎকট পীড়া হওয়ায় তিনি তাঁর বাস-গ্রাম সুরাট থেকে স্থানান্তরে যেতে অক্ষম হলেন, তাই কাজে কাজেই সে লগ্ন-

পত্র ফিরে গেল। এক্ষণে এই কথা স্থির হল যে, মেহুসিরম্ পর্ব্বাহ দিবসে বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হবে, তারও বড় বিলম্ব ছিল না।

জীবা তাঁর অপিক্ষ্য স্বামির অনাদর ভাব লক্ষ্য কোরেছিলেন। তিনি নাকি জন্মিয়ে অবধি আদর গৌরব পেয়ে আসছেন, তাই যুবার ঔদাস্য ভাব দেখে মনে মনে মহা দুঃখিত হোয়েছিলেন, তাও যাই হোক, ফ্রেমজী যে গুজরাটে যাবার অভিপ্রায় কোরে, সে কথা প্রিয়িনীকে না বোলে অমনি হঠাৎ চোলে গেছেন, সেই-টিই তাঁর অতিশয় দুঃখের কারণ হলো, তাই যুবতী পিতামাতার কাছে বাগদত্ত স্বামীর নির্দ্দয় আচরণের কথা মুক্তকণ্ঠে বোলতে লাগলেন, আর আপনার অদৃষ্ট ভেবে মনোদুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ইদানীং তাঁর মনের ভাব গুরুতর হোয়ে উঠল, দিবারাত্র ম্রিয়মাণ হোয়ে কেবল কি ভাবতেন, আর পূর্ব্বের মতন পুলকিত হোয়ে হেসে খেলে আমোদ কোরে বেড়া-তেন না, পিতামাতা তাঁকে আর সেরূপ সরস প্রফুল্লচিত্ত দেখতে পেতেন না। জীবার মনস্তাপের আরও একটি হেতু ছিল, সে কথা মনে কোরে আপনা আপনিও একবার নিশ্বাস ফেলতে তাঁর সাহস হতো না, বাপ মায়ের কাছে প্রকাশ কোরে বলা ত আরও অনেক দূরের কথা। জীবা তাঁর চিত্তচোর যুবা নুরজরঙ্গের মধুর মূর্ত্তি নয়নগোচর কোরেছিলেন। নুরজরঙ্গ মোগলপুত্র, কাম্বে সহরে তাঁর বাস. তাঁর মোগল পিতা মহাধনী ওমরাহ, সেই দেশের নিউ-য়াল দরবারে মহা উচ্চপদে অভিষিক্ত ছিলেন। নুরজরঙ্গ যখন সোয়ার হোয়ে বোম্বের গড়ের ময়দানে, তাঁর সতেজ আরব-ঘোড়াকে মনোহর ভঙ্গী কোরে নিয়ে বেড়াতেন, সেই সময় যুবা মোগলের মূর্ত্তির উপর জীবার চক্ষুদুটি স্থির আশ্রয় পেতো।

যুবতী দেখ্‌তেন, অশ্বটি কখনো বিদ্যুৎ গতিতে ছুটেছে, দেখে ভয়ে তাঁর প্রাণ কাঁপ্তো, আবার দেখতেন তার সুঠামযুক্ত মনোহর প্রভু সুশিক্ষিত হস্ত চাতুরীদ্বারা তার বেগ খাটো কোরে নিয়ে এসেছে, অশ্বটি তখন মাটিতে পদাঘাত কোত্তে কোত্তে, আর মুখ্‌দিয়ে ফেণা উগরুতে উগরুতে তীরের ন্যায় দৌড়েছে। অশ্বটি এক্ষণে ছুটে বেরিয়ে পোড়েছে আর দৃষ্টি চলেনা, আরোহীকেও আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। জীবার এখন ঘর সংসার মনে পোড়ে, দুটি রকরকে উজ্জ্বল কলসী লয়ে পাতকো-তলায় জল আনুতে চোলে গেলেন। জলশুদ্ধ কলসী দুটি মাথায় কোরে নারিকেল বনের ভিতর দিয়ে সদর রাস্তা বেয়ে বাড়ী মুখো চোলে-ছেন। পথে যেতে যেতে তাঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত সেই মুসলমান যুবার চারু মূর্ত্তিটি নিরীক্ষণ কোচ্ছিলেন, বালা মোগলের আকৃতির সঙ্গে তাঁর বাগদত্ত স্বামীর রূপ মিলিয়ে দেখ্‌ছিলেন, তুলনায় স্বামী কিন্তু বিস্তর অপদার্থ হোয়ে পোড়লেন। বালা দেখ্‌লেন বাগদত্ত স্বামীর প্রতি কথঞ্চিৎও অনুরাগিণী হওয়া তাঁর সাধ্যের মধ্যে নয়, অনেক চেষ্টা কোরেও তারে তাঁর অনুরাগ আসনে বসাতে পাল্লেন না।

জীবা পায় পায়, ধীরে ধীরে চোলেছেন, পথাপথ বিচার নাই, যেখানে সেখানে পা ফেল্‌ছেন, পথ দেখে চোলছেন না, পথে বিপদ শ্বাপদ আছে কি না, তারও খবর নাই, এই সময় একখান ছকট গাড়ীতে দুটি বলদ যুড়ে তিন জন পর্ত্তুগিস হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। বালার গায় গাড়ীখানার অল্প ধেঁস লেগে, মাথা থেকে জলের কলসী দুটি পোড়ে গেল। গাড়োয়ান তাতে ভ্রুক্ষেপও না কোরে তাড়া-তাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌লো। তৎকালীন নিকটে

কেহই ছিলনা যে, কলসী দুটি তাঁর মাথায় পুনর্ব্বার তুলে বসিয়ে দেয়, কেউ না ধোল্লে, তিনি যে আপনাআপনি তুলে বসাবেন, তা তাঁর সাধ্য ছিল না, অনেক টানাটানিও কোরে দেখ্‌লেন, কিন্তু পেরে উঠ্‌লেন না, তাই বালা চারি দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, যদি কারও দেখা পান, তারে বোলে কলসী দুটি তুলিয়ে নেবেন। এমন সময় অশ্বের পদশব্দ শুন্‌তে পেলেন, তার পরক্ষণেই সেই সুপুরুষ মোগলবর এই গান গাইতে গাইতে, তাঁর আরব ঘোটকের উপর সোয়ার হোয়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হোলেন।

গান।—“ কোমল প্রবাল অধর যুগল
যখন হাসিতে বিতত হয়
যে দেখে তাহারে আপন মানসে
আর কি আপনে আপনি রয়॥
হাসির আভাস মিশিয়ে নয়নে
আমরি কি শোভা ধরে রে ধরে
হৃদয় কাহার খল যদি হয়
তবু তার মন হরে রে হরে
ধরণীর নাথ যদিও সে হয়
অথবা ভুবন বিজয়ী বীর
আহত, বিজিত, বিগত গৌরব
বালা পদে করে প্রণত শির।”

বালার কষ্ট দেখে মোগল তখনি ঘোড়া থেকে নেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেন এরূপ ঘটনা হল, জিজ্ঞাসা কোরেই কলসী দুটি

তাঁর মাথায় তুলে দিলেম। বালা কাঁপ্‌তে লাগলেন, কেন কাঁপ্‌তে লাগলেন? এইমাত্র যে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাই স্মরণ কোরেই কি কাঁপ্‌ছিলেন? না—তা নয়।—বোধ হয় যে যুবা পুরুষটির তত অনুরাগ দেখ্‌লেন, তাঁকে তত নিকটবর্ত্তী হোতে দেখেই বালা কাঁপ্‌ছিলেন। মুখ উঁচু কোরে চেয়ে দেখ্‌তে জীবার সাহস হলোনা, তথাচ যুবা যে কৃপা কোরে তাঁর উপকার কোরেছেন, তাই জন্যে বালা তাঁর স্তবস্তুতি কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর শরীরে কোন চোট লাগেনি, সে কথাও জীবা তাঁরে বিশেষ কোরে বোল্লেন, ঐকথা বোলে জল আনবার অছিলায় পাতকোতলায় ফিরে চোল্লেন, জীবার অনুরোধ ক্রমে নূরজহঙ্গ আরবের উপর সোয়ার হোয়ে বালার পাশাপাশি হোয়ে চোল্লেন, আর কেবল পর্ত্তুগিস গাড়োয়ানকে যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন। যুবা বোল্লেন, সে কেন একটী স্ত্রীলোককে—বিশেষত একরূপ পরমাসুন্দরীকে পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার কোল্লে। ঐ কথা আশ্রুত হোয়ে মনোবেগ ঢাক্‌বার নিমিত্তও যুবতী গাত্রবস্ত্র টেনে বদন আচ্ছাদন কোল্লেন, অথচ আবার "সে ইচ্ছা কোরে আমার অনিষ্ট করে নি, তবে দৈবাৎ হোয়ে পোড়েছে, তাতে তার অপরাধ কি?" এই প্রকার বাদানুবাদ কোরে পর্ত্তুগিস গাড়োয়ানকে নিরপরাধী কর্‌বার চেষ্টা পেতে লাগ্‌লেন। তার পর তাঁরা নানা বিষয়ের আলাপ কোত্তে কোত্তে, বৃক্ষরাজীর মনোহর ছায়া-পথ ছাড়িয়ে এসে পোড়্‌লেন। সেই সময় অনেক-গুলি লোক দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হল, লোক দেখে যুবতীর অপ্রতিভ-ভাব বুঝ্‌তে পেরে নূরজহঙ্গ, "আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে" এই আশ্বাস কোরে, তুরঙ্গমের বাগ ফিরিয়ে চক্ষের নিমিষে অন্তর্দ্ধান হোলেন। পর্ত্তুগিসেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, ভারত-

বর্ষে তাদের বাস, তাদের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক খ্রীষ্টিয়ান, তারা সকালে যীশুর ক্রুশপতাকা বহন কোর্‌বে, আবার সেই দিনেই সায়ংকালে শিবমন্দিরে উপস্থিত হোয়ে, ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণামও কোর্‌বে। এরা অতি নীচ, অত্যন্ত দুঃখী, এবং বিলাস ব্যসনে অতিশয় অনুরত। গ্রেহাম সাহেব তাদের এই রূপ বর্ণন করেন "তারা এক জাতি কৃষ্ণবর্ণের লোক হোয়ে, শূকরের মাংসও খায়, পেন্‌টুলুনও পরে।"

আজ অবধি নূর্‌জরঙ্গ জীবার মনোময় চিত্তচোর হোলেন। আজ জীবা নিদ্রা অবস্থায় তাঁরে স্বপ্নে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কারচোপের পোষাক পরা, মাথায় সবুজ রঙ্গের পাগ্‌ড়ী, কোমরে পেশকবজ ঝুলানো, তার মুট্ হীরে দিয়ে বাঁধানো, পায়ে বিশ কিস্মতি লপেটা জুতো, এইরূপ ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরের বেশ কোরে, আরব ঘোড়ায় সোয়ার হোয়ে, যুবা পবনবেগে চোলেছেন, ঘোড়া থেকে পোড়ে গিয়ে পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে, সেই ভয়ে সুন্দরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল,—জীবা উদাস নয়নে, শূন্য হৃদয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগ্‌লেন। স্বপ্নচ্ছলে পুনর্ব্বার নূর্‌জরঙ্গকে দেখ্‌বার নিমিত্ত আবার নিদ্রা যাবার যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু আর তাঁর নিদ্রার আবেশ হলো না। তাই তখন আত্ম ভর্ৎসনা কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "রে স্বপ্ন! তুই দূর হ, তুই আর আমার অন্তরে আসিস্‌নে, তুই আর আমার সঙ্গে ছলনা কোরিস্‌নে, তুই বৃথা বস্তু, আমি আর তাঁরে ভাব্‌বো না। তিনি মুসলমান, তিনি কখনই আমার হোতে পার্‌বেন না, গইবির-কন্যার অনুকূল মিত্র হোলে হোতে পারেন—সেই পর্য্যন্ত—সেই পর্য্যন্ত,—নচেৎ আর কোনো আশা নেই, আমি কিন্তু আর তাঁরে মনে করবো না, আর তাঁর চিন্তাও কর্‌বো না।"

মোগলের রমণীয় ছাঁদ বিস্মৃত হওয়া সুখের কথা নয়, মনে কোল্লেই তাঁরে ভুল্‌তে পাত্তেন না, যেহেতু জীবার মনোপটে যুবার চারু আকৃতি গভীরাঙ্কিত হোয়েছে, তাঁর সরস অমিয় বাক্য-গুলি যুবতীর হৃদয় মোহিত কোরেছে তার মোহন প্রভাব কস্মিনকালেও বিরস হবার নয়। জীবা পরদিন প্রাতেই কল্‌সীগুলি মেজে ঘোষে পরিষ্কার কোরে পাতকোতলায় জল আন্‌তে চোল্লেন। কল্‌সীগুলি হাতে কোরে তুলে এই কথা বোল্লেন, "আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে!" এই সময় কিন্তু তাঁর মনে পোড়্‌ল, তিনি গইবির-কন্যা, বিশেষত বাগ্দত্তা হোয়েছেন, ঐ কথা স্মরণ হোয়ে যুবতীর সহাস্য প্রফুল্ল বদন মলিন আচ্ছাদনে আবৃত কোল্লে,—তাঁর মুখশ্রী বিবর্ণ হোয়ে কৃষ্ণমেঘে ঢেকে ফেল্লে, এর পূর্ব্বেই কিন্তু মোগলের নাম উচ্চারণ কোরে তাঁর বদনকান্তি আহ্লাদে ঝকমক্ ঝকমক্ কোচ্ছিল। এখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "হায়! তবে আর তাঁরে এ পাপ চক্ষে দর্শন কোর্‌বো না, তা আর কি কোরে হয়, তবে নয় অন্য পথ ধোরে পাতকোতলায় যাবো, তা হোলে যুবার সঙ্গে সাক্ষাতের হাত এড়াতে পার্‌বো।" যুবতী সত্য সত্যই তাই কোল্লেন, আর এক রাস্তা দিয়ে জল আন্‌তে চোল্লেন, মনে মনে এই কথা বোলে আপনার শ্লাঘা আপনি কোত্তে লাগ্‌লেন, "আমি খুব সয়ে থাক্‌তে পারি, আমি যেমন বরদাস্ত কোত্তে পারি, বোধ হয় তেমন আর কেহই পারে না, বিশেষত এ তরা বয়েসে।—আমি অনেক কষ্ট অনেক নিগ্রহ সয়ে আছি, মনের অনুরূপ বাসনা পূর্ণ না হোলে, তাতে দুঃখিত হইনে, সে বিষয়ে আমার বল সাহস সহিষ্ণুতা বেশ আছে।" এবার কল্‌সী দুটি পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। হেমাঙ্গিনী বালা শরীরের ভর দিয়ে যেমন কল্‌সী দুটি উঁচু কোরে

তুলবেন, পার্শ্বে বেদনা অনুভব কোল্লেন, সিটি কিন্তু গত দিবসের আঘাত পাবার ফল; তবে তিনি এই প্রথম অনুভব কোত্তে পাল্লেন। জীবা ভাবলেন, এখনও কিছু বেলা অধিক হয় নি, ফিরে যাবার সময় মেরী সাউসির বাড়ী হোয়ে যাবেন। মেরী সাউসি বিধবা স্ত্রী, তাঁর পর্ত্তুগিস স্বামীর বেনেবকাল, আর গাছগাছড়ার দোকান ছিল, মধ্যে মধ্যে চিকিৎসাপত্রও করা হতো। বৃদ্ধা একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থানে একাকিনী বাস কোত্তেন, তাঁর চাল চলন কেমন একরকম খাপছাড়া খাপছাড়া অদ্ভুত প্রকার ছিল, তাই অর্ব্বাচীন আর দুষ্ট প্রকৃতি কুসংস্কারী লোকেরা মনে কোত্তো, বৃদ্ধা ডাইন কি ডাকিনী, অপদেবতাদের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা চোলে থাকে, সে সকল স্থানে তার যাতায়াতও আছে। প্রাজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা কিন্তু বৃদ্ধার অনেক প্রশংসা কোত্তেন, তাঁরা তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা আর প্রাজ্ঞতার বিস্তর অনুরাগও কোত্তেন। বিজ্ঞতা আর বিবেচনার প্রভাবেই বৃদ্ধা অনেক অদ্ভুত আরোগ্য সাধন কোরেছেন। আজন্মকাল চিকিৎসার চর্চ্চাতেই তাঁর দিন অতিপাত হয়েছে। উদ্ভিদ্ বিদ্যার আলোচনা এত পরিমাণে কোরেছিলেন যে, তাতে তাঁর অল্প ব্যুৎপত্তি জন্মে নি, এবং তাতে তিনি অল্প প্রতিপত্তিও লাভ করেন নি। অনেকগুলি উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য কোরে সকলের কাছে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হোয়েছিলেন, ইদানী হিন্দুরাও পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ব্যবস্থা গ্রহণ কোত্তে দ্বিধা মনে কত্তেন না। এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটি জ্যোতিষ বিদ্যায়ও বেশ পারদর্শিনী ছিলেন, ব্রাহ্মণদের ন্যায় অভ্রান্ত হোয়ে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা কোত্তে পাত্তেন। হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রে তাঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, আর সংস্কৃত এত জানতেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে একটা অদ্ভুত দৈবাশ্চর্য্য জ্ঞান কোত্তেন, গইবিরদেরও ধর্ম্ম-

মত তাঁর বেশ জানা ছিল। রোমান কাথলিক অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাচীন মত তাঁর স্বীয় কুলধর্ম্ম ছিল, বৃদ্ধা আপনার মতে একান্ত অন্ধ ছিলেন। যতপ্রকার অন্যায় অনুচিত কুৎসিত ধর্ম্মের মধ্যে তিনি বাস কোত্তেন, তার মধ্যে প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম তত কুৎসিত—তত অসঙ্গত নয়, বোধ হয় এইরূপই তাঁর বোধ ছিল। মেরী দরিদ্র ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর চরিত্র আর আচরণ অতি ভাল ছিল, কাজ কথায় কুটিল কপটতা ব্যবহার কোত্তেন না, আর বেশ যথার্থবাদীও ছিলেন, কেউ ধমক ধামক দিয়ে ভয়ই দেখাক, কি অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রবৃত্তিই দিক, মেরী সাউসী কারও কথায় ভুলতেন না, যে সকল ঔষধের মন্দ করবার শক্তিই অধিক, অথবা যে সকল ঔষধ পত্রের দ্বারা প্রাণের উপর সাংঘাতিক হানি হোতে পারে, তা তিনি কদাচ হাত ছাড়া কোত্তেন না, কোন প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত থাকতেন না, কেউ তাঁরে প্রবৃত্তি দিয়ে কোন রকম অবৈধ বা নিষিদ্ধ কার্য্যের সংস্রবে রাখতে পাত্তেন না। যদি কখন কোন রোগী প্রাণে মারা পোড়ত, জ্ঞানবান চিকিৎসকের হাতেও সময়ে সময়ে সেরূপ ঘটনা দেখা যায়, কিন্তু তার জন্যে মেরী সাউসী যেমন দুঃখিত হোতেন, তেমন আর কাহাকেও হতে দেখা যায় না। শুধু দুঃখিত হওয়াও নয়, আবার উত্তরজীবিদের নিমিত্ত ভারি উৎকণ্ঠিতও হোতেন, তারা কষ্ট পাবে, তাদের সংসার নির্ব্বাহ হবে না, তার জন্যে তিনি কি না আক্ষেপ কোত্তেন।

এই অপূর্ব্বচরিত্রা স্ত্রীলোকটির জ্যোতিষ বিদ্যায় অধিকার ছিল বোলে, যুবক যুবতীরা অদৃষ্টের ফলাফল জানবার নিমিত্ত, যখন তখন তাঁকে গিয়ে বিরক্ত কোত্তো। মেরী নাকি মানব প্রকৃতির অর্ব্বাচীনতা ভালরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাই এ ক্ষেত্রে অশুভ

গণনা করাই তাঁর নিয়মিত প্রথা ছিল, প্রতিবারই একটা না একটা কুপিত গ্রহের দোষ দেখিয়ে অকল্যাণের ভয় দেখাতেন—প্রাণান্তেও তিনি এ নিয়মের বহির্ভূত কাজ কোত্তেন না, কিন্তু যেরূপে যে অমঙ্গলপাত নিবারণ হয়, ফল ব্যাখ্যা প্রার্থীদের তার উপদেশ বোলে দিতেন। এই কৌশল দ্বারা কুকর্ম্মে রত অবাধ্য দুরাচারেদের প্রায়ই শুধরে যেতে দেখেছেন, তদ্ভিন্ন পরের অনিষ্ট কোত্তে প্রবৃত্ত অসৎ চরিত্রের লোকেদেরও সৎপথ আশ্রয় কোত্তে শুনেছেন। চিকিৎসা সম্বন্ধেই হোক, আর গণনা সম্বন্ধেই হোক, তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কারেও অর্থ ব্যয় কোত্তে হতো না, কারেও পীড়িত দেখলে, তারে এই কথা বলা হতো "তুমি আমার বাড়ীতে যেও, তোমায় কেবল ঔষধের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ দিতে হবে, আমার ব্যবস্থা কি আমার পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত তোমায় কিছু ব্যয় কোত্তে হবেনা, আমি যে উপদেশ দিব, তা শুনে তোমার যদি জ্ঞান জন্মে, তবে যথেষ্ট লাভ বোধ কোর্‌বো। মেরী সাউনী নারিকেল বৃক্ষের উপবনে একখানি কুটীর বেঁধে বাস কোত্তেন, তাঁর ক্ষুদ্র দোকানখানি দিবারাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে সাজান থাক্‌তো। যে শিশিতে যে ঔষধ রাখ্‌তেন, তার নাম সেই শিশির গায়ে লিখে রেখে দিতেন, এইরূপ প্রত্যেক শিশির গায়ে নাম লিখে লিখে রেখে দিছিলেন। লাটীন, পর্ত্তুগিস আর সংস্কৃত—এই তিন ভাষায় অতি পরিষ্কার পরিস্ফুট অক্ষরে নামগুলি লেখা থাক্‌ত। কদাচ কখন ঘরের বার হোতেন, অথচ কোন্ পরিবারের মধ্যে কি কাণ্ড হোচ্ছে, তা নখদর্পণের ন্যায় জানতে পাত্তেন, কিন্তু কারও কথা কি কারও পরিবারের কথা প্রাণান্তেও মুখের বার কোত্তেন না। স্বভাবত তিনি কথাও অতি কম কইতেন, তাইতে আরও

কারও কথা প্রকাশ কোত্তে তাঁর অভিরুচিই হতো না। তদ্ভিন্ন সকল বিষয়েতেই অতি সাবধান—অতি সতর্ক হোয়ে চোল্‌তেন। কনক-পদ্মিনী জীবা মেরী সাউসীর বাড়ীতে সদাসর্ব্বদাই যাতায়াত কোত্তেন, সুতরাং মেরীর কাছে যুবতী অপরিচিত ছিলেন না, যুবতীও তাঁর অনুকূলে পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাই বালা যেখানে তাঁর বাসস্থান, সেই বৃক্ষবনে নির্ভয় চিত্তে প্রবেশ কোল্লেন। জীবা তাঁর কুটীর অভিমুখে চোলেছেন, এমন সময় নূরজরঙ্গকে দেখ্‌তে পেয়ে অতিশয় অপ্রতিভ, অতিশয় বিস্মিত হোলেন। যুবা তখন মেরীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে সবে মাত্র বাইরে এসেছেন। একণে আর রাস্তা ভাড়ানোও যায় না, পরস্পর দেখাদেখি হওয়াও নিবারণ হয় না, অন্য পথ না থাকাতে সিটি হবারি যো ছিল না, বিশেষত অন্য পথ থাক্‌লেও বালা একবার যুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তেনি, পালাতেন না, কারণ পূর্ব্ব দিন কৃপা কোরে যুবা যে উপকার কোরেছেন, বালা মনে কোল্লেন আজ যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন, তবে অকৃতজ্ঞা হয়ে উপকার বিস্মৃতা হবেন। নূরজরঙ্গ নিকটে গিয়ে বোল্লেন, "জীবা! কাল যে আঘাত পেয়েছো, তার জন্যে ত সুমতি মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাচ্ছো না? বোধ করি, এ দেখা সে জন্যে নয়।" জীবা তাঁরে বিশেষ কোরে বোল্লেন, "তেমন শক্ত চোট কিছুই লাগেনি, তবে পাঁজরে কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হোয়েছে, এর পর পাছে বৃদ্ধি হয়, তাই এই বেলা ঔষধ দেবার মনন কোরেছি।" যোগলবর বালার মাথা থেকে জলের কল্‌সী দুটি ধরাধরি কোরে নামিয়ে দিলেন, সেই অবসরে অনেকগুলি সস্নেহ মোহিনীবাক্য সুন্দরীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে বোল্লেন। বালা তৎকালীন হৃদ্‌গত লজ্জায়

হতবুদ্ধি, হতচিত্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তথাচ নূর্‌জরঙ্গের চিত্তহারী বাক্যগুলি তাঁকে গ্রহণ কোত্তে হয়েছিল। যুবা পূর্ব্বেই তাঁর হৃদয়ের সন্ধান বেশ জেনেছিলেন, তাই মনে মনে সাহস ছিল যে, তাঁর বাক্যগুলি বালার কর্ণে অপ্রিয় বোধ হবে না। যুবা যেন তৎকালীন বাক্‌পতি হোলেন, অনেক পাকচক্র কোরে, নানা কৌশলের কথা বলে, আপনার মূর্ত্তিটি এমনি অভ্রান্তরূপে চিত্রিত কোল্লেন, আর নিশ কাল নয়ন নিঃসৃত হৃদয়ানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে এমনি একটু সুমধুর কোমল ভঙ্গী প্রকাশ কোল্লেন, তা শুনে গাইবির-কন্যার ক্ষমতা হলো না যে, সেই সরস সুশ্রাব্য মনোমুগ্ধকারী কণ্ঠ-স্বরে আপনাকে বঞ্চিত করেন, কি তার শ্রবণ-পথথেকে অন্তর হোয়ে দাঁড়ান। এত অপ্যায়িত হোয়েও যুবার কথার উত্তর দিতে তাঁর সাহস হলো না, কিন্তু মোগল যখন বোল্লেন, বালা তাঁকে হতশ্রদ্ধা করেন, তাই ঘৃণায় তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছেন না, ঐ কথা শুনে হরিণনেত্রা জীবার বিনোদ চক্ষু দিয়ে শতধারায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হোতে লাগল, তাঁর হৃদয় ফেটে ফুলে ফুলে কান্না আসতে লাগল, বালা সেই অর্দ্ধস্ফীত রোদন চেপে রাখবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা কোত্তে লাগলেন, লাভের মধ্যে অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠরোধ হোয়ে তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হলো। নূর্‌জরঙ্গ মস্তক অবনত কোরে তাঁর পায়ের নীচে পোড়তে যাচ্ছিলেন, বালা কিন্তু হস্ত হেলিয়ে তাঁকে নিষেধ কোরে ইশারা কোল্লেন, তুমি এখন এখান থেকে চোলে যাও, নূর্‌জরঙ্গ নৈরাশপূর্ণ বিষন্ন-স্বরে বোল্লেন "আর কি আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবো না? আ! প্রফুল্লনেত্রা জীবা! তুমি আমায় জন্মের মত বিদায় দিও না। চিরকালের নিমিত্ত তুমি আমায় বনবাসে

পাঠিও না। বল দেখি জীবা! আর কি সত্য সত্যই দেখা সাক্ষাৎ হবে না? আর কি চন্দ্রমা বিকসিত হোয়ে গৃহের বাহিরে দর্শন দেবেন না?"

জীবা বোল্লেন, "চুপ করো, তাও কি কখন হোতে——"

নূর্‌জরন্দ "দোহাই আল্লার, অবশ্যই হবে, কেন হবে না, জীবা! একবার মুখে বলো যে 'হবে'।"

জীবা,—"তুমি যে কি কথা বোল্‌ছো, তা তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছো না; গরীবিরের কন্যা হোয়ে আমি তা পারিনে, আমার তা উচিতও নয়, আমার সাহস হয় না, তবে এখন এসো গিয়ে, আমিও বিদায় হোলেম, তোমার মঙ্গল হোক।"

নূর,—"তুমি ত আমায় মনে মনে হতশ্রদ্ধা করোনা?"

জীবা—"না, না, সে কি কথা! হতশ্রদ্ধা কেন কোর্‌বো? কেন আর আমার যন্ত্রণা বাড়াও, দেখ্‌তেই ত পাচ্ছো, তোমার প্রতি আমার কতখানি শ্রদ্ধা।"

নূর।—"জীবা! তবে আমি বিদায় হোলেম, তবে চোল্লেম।"

অনুরাগোন্মত্ত যুবা এই কথা বোলে, সরাগে জীবার হস্ত চুম্বন কোরে, হস্তখানি আপনার আকুলিত বুকের উপর এক বার চেপে ধোরে, তাড়াতাড়ি প্রস্থান কোল্লেন।

যুবা চোলে গেলে পর, জীবা যেমন মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌বেন, দেখেন যে, মেরী সাউসী স্থির অচঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। মেরী তখন বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যুবক যুবতীদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা আর যে কাণ্ড-কারখানা হোয়েছিল, বোধ হয় তিনি সব শুনেওছেন আর দেখেওছেন। মেরীর সঙ্গে চার চক্ষে দেখা হোয়ে জীবা অতিশয় অপ্রতিভ হোলেন, থত-

মতো খেয়ে সেইখানে একটু থম্‌কে দাঁড়ালেন; আবার তখনি কিন্তু সেখানথেকে চোলে যেতেন, কেবল কলসীদুটির মায়াতেই আটক হয়ে থাক্‌লেন, সেদুটি ফেলে তিনি যেতে পাল্লেন না, তা আবার মাথায় তুলে না দিলেও, লয়ে যেতে পারেন না। মেরী সাউসীর কৃষ্ণোজ্জ্বল অন্তর্ভেদী, তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি এখনোপর্য্যন্ত ঐ অবাকমূর্ত্তি অপ্রকৃতিস্থ যুবতীর উপর স্থির রয়েছে, বালা তাই দেখে লজ্জানত বদনে মৃদুমন্দ গতিতে, বারাণ্ডার দিকে চোলে গেলেন। মেরী শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "জীবা! কেন এসেছো বাছা? কি চাও? ঔষধ চাও? না ব্যবস্থা চাও?"

জীবা বোল্লেন, "দুয়েরি দরকার।"

মেরী।—"তবে ঘরের ভিতর চলো, যখন যার দরকার হবে, এখানে তাই পাবে।"

বালা এক্ষণে আর তত অপ্রতিভের মতন নন্‌, তাঁর চিত্তোদ্বেগ অনেক সুস্থ হোয়েছে। যেরূপে আঘাত পেয়ে পঞ্জরে বেদনা হোয়েছে, সেই বৃত্তান্তটী বোলে ঔষধের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেন। ঔষধটি অতি সামান্য, তখনি প্রয়োগ করাও হলো সত্য, কিন্তু বিনা পরিহাসে হলো না। মেরী বোল্লেন, "আমার রুগী এত ভ্রান্ত আর এত অন্যমনস্ক যে, পথছেড়ে অপথে এসে পোড়েছিলেন!" ঐ পরিহাস কোরে, জীবার মনের ভাবান্তর দেখে তাঁর যে অতিশয় বিস্ময় জন্মেছে, সেই কথা তাঁকে বারম্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন।

মেরী বোল্লেন "হয়ত সে সময় তুমি কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তা কোচ্ছিলে, তাই তোমার মনের ঠিক ছিল না, এইমাত্র যে যুবাকে দেখ্‌তে পেলেম, হয়ত তিনি তোমার মন

তৎকালীন গ্রাস কোরেছিলেন, তাই পথাপথ বিচার কোরে চোল্‌তে পারোনি, জীবা! কথা কওনা যে? কেমন? তাইত?” যুবতী নিস্তব্ধ আছেন, এক বিন্দু অশ্রু তাঁর নেত্রকোণে এসে দাঁড়াল, যুবতী থর থর কোরে কাঁপ্‌তে লাগলেন। মেরীর মুখের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌তে তাঁর লজ্জা হলো, দুই হস্তে মুখ-চন্দ্র আচ্ছাদন কোরে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। দুঃখিনী জীবা যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলেন, তাঁর স্নেহময়ী প্রতিবাসিনী বন্ধু বোল্লেন, “জীবা! যা হয়ে গেছে, তা হোয়ে গেছে, তুমি আর কখনই সেই মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবে না। দুর্বুদ্ধির দোষে, আর বিবেচনার ত্রুটিতে, তোমাকে জীবন গুণগারী দিতে হবে, তুমি যেন শেষ গাইবির-কুলের কলঙ্কিনী হয়ো না, সুখের সংসারযাত্রা তোমার ভাগ্যে যেন গরলময় হোয়ে উঠে না। তোমার স্বজাতিরা নারীর সম্বন্ধে অতিশয় নিদারুণ, তাঁদের দুরূহ নিয়ম-গুলি তুমি ভালরূপই অবগত আছ। বিশেষতঃ তোমার পিতা একজন গোঁড়া গাইবির, কুলধর্ম্মের প্রতি তাঁর অচলা শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি, সে কথা আমায় বোল্‌তে হবে কেন? তুমিই কোন্ তা না জানো। অন্যের অসাক্ষাতে ভিন্নজাতীয় লোকের সঙ্গে কথোপকথন কোরেছো, এ বিষয়ে শুদ্ধ সন্দেহ মাত্র হোলেও তোমার প্রাণদণ্ড কোর্‌বে। তদ্ভিন্ন তখন তুমি ফ্রেমজীর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী, সেটিও এক একবার স্মরণ করো।”

ফ্রেমজীর নাম শুনে বালাকে যেন কাল সর্পে দংশন কোল্লে! সেইরূপ সভয়ে চম্‌কে উঠে, উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, “ভদ্রে! তাঁর নাম কোর্‌বেন না, আমি কখনই তাঁর হবো না, নূরজঙ্গের অনু-রাগিনী হোয়ে যদি মৃত্যু হয়, তাও প্রার্থনীয়, তথাচ আমি তাঁর হব না।”

"আঃ ছাবী! আঃ পাগলী! একেবারে ক্ষেপিছিস! চুপ্ কর্ ক্ষেপী, ওকথা কি এখন মুখে আস্তে আছে, কথা স্থির হোয়ে গেছে, লগ্নপত্র পর্য্যন্তও হয়ে গেছে, আর কি তা খণ্ডান যায়? পাশা পোড়ে চুকেছে, আর কি তা ফেরে? তোমায় ফ্রেমজীর সহধর্ম্মিণী হোতেই হবে, অথবা—"

"অথবা কি?"

"অথবা প্রাণটি হারাবে।"

"তা হারাই হারাবো, তাতেও বরং সুখ আছে, ফ্রেমজীর অর্দ্ধাঙ্গ হোলে কোনো সুখই নেই। তাঁর পত্নী হোলে কোন্ বিষয়ে সুখী হবো? কোন্ সুখ আমার জন্যে ভাণ্ডারে মজুত হোয়ে আছে? তিনি কখনই আমার হবেন না। মোগলকেও আশ্বাস দিয়ে উন্মত্ত কোরবো না. তবে আর একটি বার মাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, জন্মের মতন বিদায় হবো।"

মেরী সগভীর স্বরে বোল্লেন "জীবা! সাবধান! সেই যে একটিবার মাত্র শেষ সাক্ষাৎ, সেই সাক্ষাৎ সাবধান! তোমার মনে যে কোন কু অভিপ্রায় নাই, সে কথা সত্য, আর সে কথা আমিও মানি, তোমার হৃদয় নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল; কিন্তু তোমার স্বজাতীয় বিচার-পতিরা সেকথা শুন্‌বে কেন, তারা তোমায় দুষ্‌বে, তুমি অপরাধী হবে, তোমার সদভিপ্রায় তখন কোনো কাজেই লাগ্‌বে না, তখন শিলমোহর পোড়ে তোমার অদৃষ্ট চির অবরুদ্ধ হবে।"

"ভদ্রে! আপনি ত আমার দুর্নাম কোর্‌বেন না?" জীবা এই-কথা বোলে, সকাতর দৃষ্টিতে মেরীর মুখপানে চেয়ে রইলেন।

"জীবা! কেন বাছা অমন কথাটা জিজ্ঞাসা কোল্লে? আমার প্রাণের জীবা তুমি, আমি কি তোমার দুর্নাম কোত্তে পারি? তা কখনই সম্ভব নয়।"

"তবে আর ভয় কারে? দেখাসাক্ষাৎ হলো, না হলো, কে তা চৌকি দিয়ে দেখ্‌তে যাবে?"

"বৎসে! তোমার মনে কি এতই ধারণা হোয়েছে যে, কেউই তা দেখ্‌তে পাবে না? বাছা! নিটি তোমার মস্ত ভ্রম। তুমি কি সাহসে ভরসা বাঁধ্‌ছো যে, কেউই তা দেখ্‌তে পাবে না? বৎসে! আমি পুনর্ব্বার বোল্‌ছি তুমি সাবধান হও, সাবধান হও, যা হোয়ে গেছে, তার চারা কি, আর তার সঙ্গে কদাচ সাক্ষাৎ করো না। তার চিত্তহারী সানুরাগ বাক্যের মধ্যে, ভুজঙ্গম-গরল অলক্ষিত হোয়ে আছে, তুমি সেই বিষের আঘ্রাণ পেয়ে বিমুগ্ধ হোয়েছো, তার চারু কান্তি তোমার হতজ্ঞান হতবুদ্ধি কোরেছে, তাই তুমি তার রূপে উন্মাদিনী হোয়েছো, আর সেই জন্যেই ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই মনে কচ্ছো। আঃ জীবা! আঃ বৎসে! তুমি মৃত্যু-রূপ নদীর ধারে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছো, সিটি তুমি মনে মনে জান্‌তে পেরেও স্বীকার কচ্ছো না। সত্যই আমার মন বুঝ্‌ছে না, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি কোরে বল যে, আর সে মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো না।"

"আপনার মাথায় হাত দিয়ে সে কথা আমি বোল্‌তে পার্‌বো না, বোল্‌বোও না, আর একটিবার মাত্র সেই মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অনুমতি করুন, আমায় কেবল সেই ভিক্ষাটি দিন," জীবা ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এই কথাগুলি বোল্লেন।

"না, জীবা! সে কথা আমি কখনই বোল্‌তে পার্‌বো না, তুমি আর কখন সে মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবে না, আমার গা ছুঁয়ে বল যে, আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো না, আমার কাছে তুমি করার দিব্বি করো, নচেৎ তোমার কাণ্ডকারখানা তোমার

পিতামাতা অবশ্যই শুন্‌তে পাবেন।" অপ্রফুল্লিত জীবা অগত্যা এই কথা স্বীকার কোল্লেন, "আপনার কাছে দিব্বি কোচ্ছি আর সে মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো না।" এই কটি কথা মুখ-দিয়ে বার হবার সময়, বালার হৃদয় কেউ যেন টেনে ছিঁড়ে ফেল্লে, কেউ যেন মোড়া দিয়ে মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে দিলে, তখন এইরূপ তাঁর বোধ হোতে লাগ্‌ল, বালার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, জীবা নির্ব্বলা হোয়ে পোড়্‌লেন, শেষে আর দাঁড়াতে না পেরে, কাঁদ্‌তে কাঁদতে তাঁর দুঃখে দুঃখিতা মেরীর কোলে মূর্চ্ছা গেলেন! মেরী অনেক কষ্টে জীবার মূর্চ্ছাভঙ্গ কোরে তাঁর উৎকলিকাকুল চিত্তকে প্রশান্ত কোল্লেন, দুঃখিনী জীবা একটু সুস্থ হোয়েছেন, একটু বলও পেয়েছেন, এক্ষণে অনায়াসেই ঘরে ফিরে যেতে পারেন, তাঁর পরামর্শদাত্রী মিত্রের নিকট বিদায় হোয়ে, বাড়ীর বাইরে যেমন সেই সদর রাস্তায় এসেছেন, এসে দেখেন যে, কতকগুলি পর্তুগিস থানাদার একটি যুবতী মুসলমানীকে সঙ্গে কোরে পূজ্যা-পাদ মেরীর বাড়ীর দিকে হন হন কোরে চোলে আস্‌ছে। মুসল-মানীর চুলগুলো আলু থালু হোয়ে চারি দিকে ঝুলে পোড়েছে, চোক মুখ রক্তিমাকার হোয়ে ঘনঘন শ্বাস বোচ্ছে। দেখে বোধ-হল, হয় সে ক্ষিপ্ত হোয়ে থাক্‌বে, নয় ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হোয়েছে।

ক্রোধমত্তা সেই স্ত্রীলোকটি মেরীর দিকে চেয়ে বোল্লে "ঐ খুননী দজ্জাল বুড়ীকে গেরেপ্তার করো, ঐ আমায় ঔষধ বোলে যে বিষ-দিছিল, তাই খেয়ে আমার স্বামীর প্রাণ বিয়োগ হোয়েছে।" একটা শিশি, তার আধা আধি পর্য্যন্ত কালরঙ্গের দ্রাবে পরিপূর্ণ, ঐ মুসল-মানী সেই শিশিটি উচু করে ধোরে উচ্চৈঃস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌ল,

"দেখো, ভাই সকল, এই দেখো! এই তার ঔষধ, একে সে ঔষধ বলে, তোমরা তার কথায় ভুলোনা, এ ঔষধ নয়, বিষ! হলাহল কালকূট বিষ, খেয়ে আমার প্রাণের সমান প্রিয় স্বামী প্রাণত্যাগ কোরেছেন। হায় হায়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট! আমি কি হতভাগিনী! হাতে তুলে বিষ খাওয়ালেম,এই কালকূট আমি আপনি হাতে কোরে তার মুখে তুলে দিইছি। হায়! আমার ভাগ্যে এই দুষ্কর্ম্ম লেখা ছিল, আমি বুঝ্‌তে না পেরে এতগুণের স্বামী-টিকে হারালেম, ও মাগীরিই বা কি ছাতি! মেয়ে মানুষের এতখানি বুকের পাটা হয়, কেউ কখন দেখেওনি শুনেওনি। ওকে ধরো, সুবা-দারের কাছে লয়ে চলো"—"তবে ধোরে লয়ে চলো, তবে ধরে লয়ে চলো" এই কথা বোলে থানাদারেরা চেচিয়ে উঠ্‌ল। মেরী নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌লেন, শেষে বোল্লেন "একটু বিলম্ব করো, পবিত্র ক্রুশের দোহাই দিয়ে, নির্ভয়ে শপথ কোরে বোলছি, আমি কিছুই জানিনে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি নির্দ্দোষা, আমার অনপকারী ঔষধ খেয়ে সে গরিবের যদি মৃত্যু হোয়ে থাকে, তবে সিটি বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তার নিয়তিই ঐ পর্য্যন্ত।"

একজন থানাদার বোল্লে, "ভাল তবে বাকীটুকু তুমি আপনি খাও, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস যাবো।"

মেরী বোল্লেন, "না,—আমি তা খেতে পারিনে, এ ঔষধটি সকলের পক্ষেই অনপকারী সত্য, তবে কি না আমি না কি একটি রোগ ভোগ কোচ্চি, তাই আমার পক্ষে অপকারী, কি সাংঘাতিক হোলেও হোতে পারে, সেই বিবেচনায় বাকীটুকু আমি খাবোনা।" ঐ কথা শুনে থানাদারেরা হো হো শব্দে হেসে উঠে, বোল্লে, সাংঘাতিক হবে যে, তা আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, সেটা আর বোলে

দুঃখ পেতে হবে না। তবে আর বিলম্ব কেন? চলো, ওকে ধোরে লয়ে যাই।"

জীবা বোল্লেন, "একটু দেরি করো, মেরী না খান আমি খাবো; মেরী যে নির্দ্দোষী, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, আর তাঁর কথার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা আছে যে, তাঁর হোয়ে আমি তা অনায়াসেই পান কোত্তে পারি। খেলে যদি কোনো মন্দ না হয়, তবে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে, যেখান থেকে এসেছো সেইখানে ফিরে যাবে ত?"

থানাদারেরা বোল্লে, "আচ্ছা, তা হোলে আমরা ফিরে যাব।"

জীবার মনে কোন সংশয় নাই, তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোল্লেন, "তবে শিশিটি আমায় দাও" এখন মুসলমানীর ক্রোধ অনেক শান্ত-হোয়েছে, সে একটু এগিয়ে গিয়ে, জীবার সুমুখে শিশিটি ধোল্লে, জীবা শিশিটি লয়ে মুখে ঢেলে দিতে যান, এমন সময় পশ্চাৎদিক থেকে কেউ তাঁর হাতখানি চেপে ধোল্লে,—বজ্রের মতন শক্ত কোরে চেপে ধোল্লে, বালা পেছনদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেন "সেই মোগল পুরুষ নুরজরঙ্গ!!"

মোগল চেঁচিয়ে বোল্লেন, "আ! দুর্ব্বোধ! তুমি,—ও কি কোচ্চো? মেরী যে ঔষধ দিয়েছেন, এ সে ঔষধ কি না, সেটা আগে তদারক কোরে জানো, যদি মেরী বলেন, 'হাঁ! সেই ঔষধই বটে' তবে তুমি খেতে চাও খাও।"

মুসলমানীর মুখ শুখিয়ে একটুখানি হোয়ে গেল, ঠক্ঠক্ কোরে কাঁপ্তে লাগল, বোল্লে, "শিশিটি তবে ফিরিয়ে দাও, মেরীর প্রতি যখন তোমার এত শ্রদ্ধা আর এত বিশ্বাস, তাতে কোরে আমিও নিঃসন্দেহ হোলেম যে, তাঁর কোনো অপরাধ নাই।"

নুরজরঙ্গ বোল্লেন, "তুমিত নিঃসন্দেহ হোয়েছো সত্য, এখন কিন্তু আমাদের নিঃসন্দেহ হবার পালা।" ক্রোধে যুবার চোক দিয়ে তখন অগ্নির হল্কা নির্গত হোচ্ছিল। মোগল বোল্লেন, "মেরী! একটু চেকে দেখদেখি, এই ঔষধই কি তার স্বামীকে পাঠিয়েছিলে? মেরী বোল্লেন, "না! এ ঔষধ পাঠাব কেন? এ তো যথার্থই কালকূট বিষ যাহোক, জীবার আর আমার জীবন তোমা হোতেই রক্ষা হলো, তুমি আমাদের উভয়েরি জীবনদাতা। তুমি আমার আশীর্ব্বাদের পাত্র হোয়েছো, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, আমি তোমায় মনখুলে আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি। জীবার প্রাণ দিয়েছো বোলে সেও তোমায় সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাধুবাদ কোর্বে, এ উপকার সে কখনই বিস্মৃত হবে না।" মেরী শিশিটি তদন্ত কোরে দেখে মুক্তকণ্ঠে বোল্লেন, আজ প্রাতে যে শিশি কোরে ঔষধ দিছিলেন, এ সেই শিশি বটে, কিন্তু সে ঔষধ নয়। তিনি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কোরে বোলতে পারেন, তাঁর ঔষধ ফেলে দিয়ে, কেউ তাতে বিষ ভোরে রেখে দিয়েছে।

মোগল বোল্লেন, "যারা তা কোরেছে, তাদের আমি জানি। থানাদার! ঐ কালনাগিনী নির্লজ্জ মুসলমানীকে আগে গেরেপ্তার করো, সে আপনার স্বামীকে নিজহস্তে খুন কোরে,—অতি ঘৃণিত, অতি নৃশংসরূপে খুন কোরে, এখন কেমন অম্লান বদনে মেরীর উপর সেই খুনের তহমত দিচ্ছে! এখন শোক দুঃখের কেমন জাল মূর্ত্তি দেখাচ্ছে দেখো, সুযোগ পেলে আরও কতো নিরপরাধীর পবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত কোর্ত্তে পারে, তাতে সে সঙ্কুচিত হয় না।"

ঐ কথা শুনে থানাদারেরা সেই মুসলমানীকে গেরেপ্তার কোল্লে। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য, সেই জনতার মধ্যে একেবারে চারিদিক থেকে একটি আতঙ্কের শব্দ উঠল।

নূরজঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন "বাঞ্ছারাম নামে একব্যক্তি ব্রাহ্মণ বৈদ্য আছে, তাকেও গেরেপ্তার কোরে সুবাদারের কাছে লয়ে যাও, সেই ব্যক্তিই ঐকালবিষ প্রদান করে-তার যোগেই এই মহা কাণ্ডটি ঘটেছে। কতক অর্থের লোভে, কতক ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোকটির প্রতি অনু-রাগাসক্ত হোয়ে, তার ঐ দুষ্ট প্রবৃত্তি জন্মে। তবে তোমরা এখন চোলে যাও, আর একতিলও বিলম্ব করো না, আমি যে যে কথা বোল্লেম, তার প্রমাণ আছে, আমি তা প্রতিপন্ন কোরে দিতে পারবো, প্রয়োজন হোলে দর্শাতেও পার্‌বো।

থানাদারেরাও চলে গেলো, ভিড়ও কোমে পড়্‌ল, মেরী আর জীবা পুনর্ব্বার একাকিনী হোলেন। সকৃতজ্ঞ মেরী উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, "বাছা জীবা! তোমার অতি সদয় প্রকৃতি, তোমার মনে কোন ঘোর পেঁচ নাই, তুমি অতি মহাত্মা মেয়ে, তোমার এ কৃপাঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ কোর্‌বো তাই ভাবছি। এখনো আমার প্রাণ কাঁপ্‌ছে, না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘট্‌তো, ভাগ্যে তিনি ছিলেন তাই রক্ষা। মোগল যথার্থই মহাশয় ব্যক্তি, তিনি এসে পোড়েছিলেন বোলে তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেম, তাঁর প্রসাদে আমরা উভয়েই প্রাণদান পেয়েছি। সংসারে যে এত প্রতারণা আছে, পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও মনে করিনি, এরূপ দজ্জাল স্ত্রীলোক বাপের জন্মেও কখন দেখিনি, কাণেও কখন শুনিনি, কি দুষ্টবুদ্ধি! তার ফেতরাজি দেখে অবাক হোয়ে গেছি!! দেখদেখি কি ঘোরচক্রই খেলেছে, কি ফেরেবি সাজি-য়েছে! মোগল কি কোরে সন্ধান জানলেন তা শুন্‌তে হবে। আপাতত তুমি বাড়ী গিয়ে যে জন্যে বিলম্ব হোয়েছে, বুঝিয়ে বলোগে, আর যে কথা স্বীকার কোরেছো, তা যেন স্মরণ থাকে।"

জীবা বোল্লেন, "কি বালাই, যে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিলে, তারে

ছুটে। অনুনয় বিনয় কোরে কৃতজ্ঞতাও জানাতে পার্‌বো না ? তিনি যে আমায় প্রাণদান দিয়েছেন।”

মেরী বোল্লেন “কৃতজ্ঞতা না জানালে ধর্ম্ম থাকে না সত্য, কিন্তু লোকের অসাক্ষাতে লুকিয়ে ছাপিয়ে দেখা কর্‌বার প্রয়োজন করে না, তাইবলে সেই প্রতিশ্রুত কথাটি ভুলে যেওনা যেন, সেটি আর একবার স্মরণ কোরো, তবে এখন বাড়ী যাও।”

এদিকে জীবার মমতান্ধ পিতামাতা একমাত্র সন্তানকে অনেক ক্ষণ না দেখ্‌তে পেয়ে বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এত বিলম্ব কখনই হয় না, তাঁদের মনে কত প্রকারই ভয় এসে উপস্থিত হোচ্ছিল, তাঁরা কত আশঙ্কাই কল্পনা কোচ্ছিলেন। এক্ষণে দুহিতাকে জলকক্ষে গৃহে আগত দেখে আহ্লাদে পুলকিত হোলেন। জীবা পূর্ব্ব দিবসের দৈববিড়ম্বনা অবগত কোরিয়ে, তিনি মেরীর বাড়ীতে গেছিলেন বোল্লেন, সেখানে যে জন্যে আবদ্ধ হোয়ে থাক্‌তে হোয়েছিল, সে বৃত্তান্তও সমুদয় অবগত করালেন। শঠ কুহকিনী বজ্জাত মুসলমানীকে যৎপরনাস্তি নিন্দাবাদ কোরে মুক্তকণ্ঠে মেরীর গুণ গাইতে লাগ্‌লেন। জীবা সেই শিশির পেয় পান কোত্তে চেয়েছিলেন বোলে রুস্তম তাঁকে বিস্তর তিরস্কার কোল্লেন, কিন্তু তাঁর সরল অন্তঃকরণ যে উত্তরসাধক হোয়ে তাঁকে তা পান কোত্তে উপদেশ দিচ্ছিল, বালার সেই সত্যতাগুণের বিস্তর অনুরাগও কোত্তে লাগ্‌লেন। সেই ব্যাপারের চরম ফল কি হয়, তাই জানবার আবশ্যক বিবেচনা কোরে,—রুস্তম তখনি কেল্লাভিমুখে চোলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হোয়ে দেখেন, সুবাদারের বাড়ীর সুমুখে সেই যুবা মোগল, সেই মুসলমানী, সেই ব্রাহ্মণ বৈদ্য, আর সেই মর্ম্মান্তিক দুর্গন্ধ আর ঐ ব্যাপারে

আষ্ঠেপিষ্ঠে আবদ্ধ মেরী সাউদী এক স্থানে একত্রে জমা হোয়েছেন। বিচারের মুখে প্রকাশ হোয়ে পোড়্‌ল যে, নুরুদ্দীন (সত্য ধর্ম্মের আলোক) নামে এক ব্যক্তি সওদাগর হঠাৎ পীড়িত হয়, তারি স্ত্রী, অনেক দিনাবধি ষড়চক্রের ফাঁদ পেতে পেতে বেড়াচ্ছিল, সে এই সুযোগ পেয়ে স্বামীকে বিষপান করাইবার কৌশল করে। তার ঐ দুরভিসন্ধি সফল করবার নিমিত্ত বাম্মু জাম্মু নামে ব্রাহ্মণ বৈদ্যের কাছে মনের অভিপ্রেত ব্যক্ত করে। বাম্মু জাম্মু স্ত্রীলোকটির বাসনায় সম্মত হোয়ে বোল্লেন, "মেরী সাউসী ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ দিয়েছে" এই কথা প্রচার কোরে দিয়ে, তার নামে যদি অপবাদ করা হয়; তবে তিনি একার্য্যে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। ডাকিনী মুসলমানী বৈদ্যের কৌশলানুরূপ চোলতে তদ্দণ্ডেই সম্মতা হয়ে, নেত্রপুটে অশ্রুভার লয়ে, মেরীর বাড়ীতে উপস্থিত হলো। অতি কাতর হোয়ে, হাতযোড় কোরে জানালে, তার প্রিয়স্বামী উৎকট পীড়িত, তিনি যদি একবার অনুগ্রহ কোরে দেখে তার প্রাণদান দেন। মেরী রোগীকে দেখে একটি পেয় ব্যবস্থা করেন, তদ্ভিন্ন পথ্যাপথ্যের আর সেবা শুশ্রূষারও অনেক উপদেশ দেন। দুশ্চারিণী মুসলমানী ঔষধের শিশিটি হস্তগত কোরে, ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে ডেকে পাঠালে, সে এসে শিশির ঔষধটা একবার নিরীক্ষণ কোরেই চোলেগেল। বাম্মু জাম্মু যখন পুনর্ব্বার রোগীকে দেখ্‌তে আসে, সেই সময় একটি প্রাণ-সাংঘাতিক বিষ সঙ্গে কোরে লোয়ে আসে। তার সেই বিষ আর মেরীর প্রেরিত ঔষধ ঠিক এক আকার, এক প্রকার, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ছিল না। ঔষধের রঙ্‌ আর আকারের সঙ্গে ঐক্য কোরেই বিষটি আনা হয়।

ঐ বিষ রোগীকে নির্ভয়ে সেবন করান হলো, সে তা পান কোরেই তখনি প্রাণত্যাগ কোল্লে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েই প্রাণটি বার হয়। হলাহলটির ক্রম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার পর, এই উপস্থিত উপলক্ষের নিমিত্ত তা থেকে কিছু বিষ আলাহিদা কোরে রেখে দেওয়া হলো। সেইটুক শেষে মেরী সাউসীর প্রদত্ত শিশির মধ্যে ঢেলে রেখে, তাতে যে ঔষধ ছিল, যা সেবন কোল্লে রোগী হয়ত আরোগ্যই হতে পাত্তো, সে সমুদয় বাসুজাসু অন্য শিশিতে ঢেলে আপনার কাছে রেখে দিলে। এদিকে কাজ নিকেশ হোয়ে গেলে, মৃতের বিধবা স্ত্রী আপনার নাট্যক্রিয়ার অভিনয় দেখাতে মেরীর বাড়ীতে চোলে গেল। তখন মনে কোরেছিল তাদের সে কৌশলের সন্ধান কেউই জানতে পারবে না। নূরুদ্দীন সওদাগর একটি কাফরী বালক প্রতিপালন কোত্তো, তারি কথা প্রমাণ সেই অধর্ম্মের দুষ্ক্রিয়াগুলি শেষে প্রকাশ হোয়ে পড়ে। এই বালকটি প্রভুর উৎকট পীড়া দেখে, যথার্থই আন্তরিক দুঃখিত হোয়েছিল, সে কর্ত্রীর কথা না শুনেও, চুপেচুপে মুনিবের বিছানার একপাশে বোসে, একখানি পাখা লয়ে তারে বাতাস কোত্তো। রোগীর মুখের উপর মাছি বোসছিল, তাই সে বাতাস কোরে তাড়াচ্ছিল, এমন সময়ে কর্ত্রীর পায়ের সাড়া পেয়ে, আর তার সঙ্গে অপর এক ব্যক্তিকে আসতে দেখে, সে সেখান থেকে উঠে যেতে বাধ্য হলো, তারে দেখে কর্ত্রী কুপিত হবেন ভেবে, সে বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে, একটা সিন্দুকের পাশে গিয়ে লুকোলো, সিন্দুকটি নিকটেই ছিল। ঘরের দরজাটি খুলে গেল, বালকটি তার শব্দ শুনতে পেলে, তার তখন দেখবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটি পা টিপে টিপে, রোগীর বিছানার পাশে এসে, তার

সঙ্গে যে এসেছিল, তার কাণে কাণে কি মন্ত্রণা কোত্তে লাগ্‌ল, এত ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কইতে লাগ্‌ল যে, অনেক চেষ্টা কোরেও বালকদাস তাদের একটি শব্দও বুঝ্‌তে পাল্লে না। একটু পরেই পুরুষটি চোলে গেল, কিন্তু গৃহিণী সেই ঘরেতেই রইলেন, তাই বালকটি বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে পাল্লে না, তার তখন বেরিয়ে আস্‌বার কোনো উপায়ই ছিল না। এক ঘণ্টার পর সেই পুরুষটি আবার ফিরে এলো, তারে দেখে স্ত্রীলোকটি এই কথা বোলে সম্ভাষণ কোল্লে "কি হলো বাসু জাসু? সঙ্গে কোরে এনেছো কি?"

বাসু। "চুপ্ চুপ্! গোল করো না, যা দরকার, তা সঙ্গেই আছে।"

সেই চিরদাস এখন দুটো শিশির ঠনাঠনি শব্দ শুন্‌তে পেলে, শিশি দুটা গায় গায় ঠেকাঠেকি হোয়ে যেমন ঠন্‌ঠন্ শব্দ হোতে লাগ্‌ল, সেই সময় তারাও ফিস্‌ফিস্ কোরে কি গূঢ় পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌ল। তার পর রোগীর নিকটে গিয়ে তার মুখ চিরে কি গিলিয়ে দিলে। বালকটি মনে কোল্লে হয়ত রোগীকে ঔষধই খাইয়ে দিলে। একটু পরে তারা দুজনেই চোলে গেল। তার পরেই নূরুদ্দীনের অন্তর্দাহ আর শয্যাকণ্টক উপস্থিত। রোগী অস্থির হোয়ে এপাশ ওপাশ কোত্তে লাগ্‌ল। কোনো পাশেই তৃপ্তি বোধ হোচ্ছিল না, মহাশ্বাসের ন্যায় ঘনঘন নিশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌ল, গোঁ গোঁ শব্দে গোঙ্‌রাতে লাগ্‌ল, যমযাতনার ন্যায় ছট্‌ফট্ কোত্তে কোত্তে এক একবার ঝুঁকে ঝুঁকে উঠ্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌ল। বিছানাশুদ্ধ তোলপাড় হোয়ে পালঙ্কখানি নড়ে নড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বালকটি এই সকল কাণ্ড চক্ষে দেখে আর সে চুপ্ কোরে থাক্‌তে পাল্লে না; সে তখন সিন্দুকের নির্জ্জন কোণ থেকে

বেরিয়ে এসে, তার তত শ্রদ্ধাস্পদ মুনিবের বিকৃত মুখশ্রী ঠাউরে ঠাউরে দেখতে লাগ্ল। নূরদ্দীনের মুখকান্তি বিবর্ণ দেখে, আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ অনুভব কোরে, তার মনে হঠাৎ এই কথা প্রদীপ্ত হোয়ে উঠ্‌ল,—কর্ত্রী তার স্বামীকে কাল্‌কূট প্রদান কোরেছে!! বালক দেখ্‌লে তার সেই একমাত্র আশ্রয় তার সুমুখে অনাথ হোয়ে পোড়ে আছে, অন্তর্দাহনায় সর্ব্বশরীর নেচে নেচে উঁচু হোয়ে হোয়ে উঠ্‌ছে, ঘনঘন আক্ষেপ হোয়ে, হস্তপদগুলি যেন মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ছে। মুনিবের দুর্গতি দেখে বালকের অন্তঃকরণে যেন একটি কালশিরে পোড়্‌ল, তার হৃদয় যেন কেউ মোড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেল্লে। কি কোর্‌বে, আর কি কোরেই বা কি কোত্তে হয়, সে তা কিছুই জানে না, বালক বইত নয় জান্‌বেই বা কি কোরে। তার আসন্নমৃত্যু মুনিবের গোঙ্গানি কান্নানি শুনে, আর স্বচক্ষে তার দুর্গতি দেখে, সে যেন অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বালক অজস্র অশ্রুপাত কোচ্ছে, এমন সময় পুনর্ব্বার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে, কারা যেন আস্‌ছে, বালকও পুনর্ব্বার সেই সিন্দুকের কোণে যেয়ে অবগুণ্ঠিত হলো। দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে গেল, বালক তার শব্দ শুনতে পেলে, তার পরেই অনুচ্চ ফিস্‌ফিস্ শব্দের ঝঙ্কার তার কর্ণস্পর্শ কোল্লে। তারা চোলে গেল, দরজাটি পুনরায় অবরুদ্ধ হলো, এক্ষণে কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই, সব নিঝুম নিস্তব্ধ, কেবল অন্তর্দাহে পীড়িত সেই নুরুদ্দীনের গোঙ্গানি শব্দ, আর তার অনলদগ্ধবৎ ওষ্ঠাধর এবং নিমিলিত ম্লান চক্ষুদ্বয় বেড়ে যে সকল মক্ষিকা বন্-বন্ রবে বিষাদ ঝঙ্কার কোচ্ছিল,—সেই শব্দ,—তদ্‌ভিন্ন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটু পরেই একটি গভীর প্রাণঘাতী নিশ্বাস নিঃসারিত হয়ে তার পরক্ষণেই ঘোর ভয়ঙ্কর

নিস্তব্ধ ঐ প্রাণঘাতী নিশ্বাসের অনুগামী হলো। তাই দেখে সেই চিরদাস মনে কোল্লে নিশ্চয়ই তার প্রভুর অশেষ দুর্গতির চির অবসান হলো!!

বালকটি বিবেচনা কোল্লে তার দুহৃদয় নিষ্ঠুর কর্ত্রী আবার এখনই ফিরে আস্‌বে, সেই ভয়ে সে পুনরায় সেই সিন্ধুকের পাশে গিয়ে লুকিয়ে রইল, কি জানি পাছে প্রকাশ হোয়ে পড়ে, তাই তখন সজোরে নিশ্বাস ফেল্‌তেও তার সাহস হোচ্ছিল না। ফলে সে যা সন্দেহ কোরেছিল, তাই শেষে সপ্রমাণ হলো। স্ত্রীলোকটি তখনি ফিরে এসে, নিঃশব্দে স্বামীর বিছানার পাশে-গিয়ে দাড়াল, দেখ্‌লে, পতির প্রাণ বিয়োগ হোয়েছে, তাই দেখে বিপর্যয় শোকের ছলনা কোরে, উন্মাদিনী সেজে তীরের ন্যায় ঘরেথেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। বালক দাস তখন সিন্ধুকের নীচে-থেকে বেরিয়ে, দোড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, কি কোত্তে হবে, তা তখনও সে স্থির কোত্তে পাচ্ছিল না। রোগীর ঘরে গোপন থেকে যে ব্যাপারগুলি স্বচক্ষে দেখেছে, স্বকর্ণে শুনেছে, সেগুলি কারে যে অবগত করাবে, তাও তখন ঠিক কোত্তে পাচ্ছিল না। তার একটি আত্মীয় যুবা মোগল নুর্‌জরঙ্গের অনুসেবায় নিযুক্ত ছিল, বালকটি দৌড়ে তারি কাছে গেল। মোগল যুবা সে সময় সোয়ার হবার উদ্‌যোগ কোচ্ছিলেন। সওদাগরের চির-দাসের উৎকণ্ঠিত মূর্ত্তি দর্শন কোরে, ভয়ে চম্‌কে উঠে, কিজন্য সে সেখানে এসেছে, সেই কথা তাকে বোল্‌তে বোল্লেন। বালক বোল্লে এখানে রাস্তায় না বোলে বাড়ীর ভিতর চলুন, সেইখানে সব বৃত্তান্ত শুন্‌তে পাবেন। যুবা তাই কোল্লেন, ঘরের মধ্যে গিয়ে সকল সরেওয়ারগুলি শুন্‌লেন। শুনে তারে এই পরামর্শ দিলেন,

সে ঘরে গিয়ে গোলমাল না কোরে, চুপচাপ হোয়ে থাকে, তার-পর তিনি তারে ডেকে পাঠাবেন। মোগল-যুবার মনে এই সন্দেহ হলো, মেরী সাউসীকে নষ্ট করবার নিমিত্ত ভিতরে ভিতরে কোনো দুরভিসন্ধির চক্র চোলেছে। মেরী সাউসী যে সেই সওদাগরের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেকথা যুবা পূর্ব্বে জান্‌তেন, তাই তিনি তখনিই মেরীর বাড়ীমুখো দৌড়িলেন। তাঁর প্রিয়তমা জীবার প্রাণ যে সময় রক্ষা হবে, ঠিক সেই সময় সাউসীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। তাঁর পৌঁছিতে মুহূর্ত্তকাল মাত্র বিলম্ব হোলে, সরলা জীবা সওদাগরের বিধবা স্ত্রীর নিষ্ঠুর চক্রে পোড়ে মারা গেছিলেন আর কি!" সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে।

চিদাম বালক একটি একটি কোরে সব কথা স্পষ্ট প্রমাণ কোরে দেওয়াতে, আর মেরী সাউসীর দেয় ঔষধ ব্রাহ্মণ বৈদ্যের কাছে শিশি-শুদ্ধ ধরা পড়াতে, অপরাধী দুজনকে শাস্তির হুকুম দেওয়া ভিন্ন বিচারের বাকী আর কিছুই ছিল না। স্ত্রীলোকটির উপর মৃত্যু দণ্ডের হুকুম হোলো, ব্রাহ্মণ বৈদ্যের প্রতি আজীবন কারাবাসের আদেশ হলো। সেই গহিবিরকন্যা জীবা আর তাঁর প্রতি তদগদ চিত্ত সেই মোগল যুবা নূরজরঙ্গ যদি নাট্যক্রিয়ার মূর্ত্তি ধারণ কোরে ঐ নিষ্ঠুর মৃত্যু-অভিনয়ে দর্শন না দিতেন, তবে সে সকল বৃত্তান্ত তত বাহুল্যরূপে অবগত হওয়া দুর্ঘট হতো। ঐ বিষাদপূর্ণ নিরানন্দ অভিনয় থেকে সুরু কোরে, আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা প্রফুল্লকর অভিনয় দেখিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করবো। একদা নৌরোজ সমারোহ উপলক্ষে, —পারসীদের নূতন বৎসরের পর্ব্বাহে, বোম্বে সহর সজীব আনন্দে প্রফুল্লিত হয়। গহিবিরেরা মহা সাড়ম্বর কোরে দলে

দলে চোলেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত তাদের সেই পবিত্র অনল দর্শন কোত্তে চোলেছে। গাড়ী ঘোড়া পাল্‌কী প্রভৃতি যাতায়াতের নানা প্রকার বাহন রাস্তা জুড়ে নিয়েছে, পথঘাট লোকারণ্য। তূরী ভেরী জয়ঢাক প্রভৃতি নানা মনোহর বাদ্যের তুমুল আনন্দ কোলাহল হোচ্ছে, সকলের মন প্রগল্‌ভ উল্লাসে মত্ত হোয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে একেবারে সহস্র সহস্র স্বর ভৈরবনাদ কোরে ধরণী কম্পিত কোরে তুল্‌ছে, তারা প্রফুল্ল উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে, নববৎসর আগমনের আনন্দ ঘোষণা কোচ্চে। পবিত্র ভক্তি সপ্রমাণ কর্‌বার নিমিত্ত, স্থানে স্থানে মহা আড়ম্বের, ভীম কলরবের স্রোত চোলেছে, কলরবে কলরবে কর্ণ বধির কোরে তুল্‌ছে, সহর তোলপাড় কোরে ফেল্‌ছে, সহরের তাবৎ পারসী আনন্দে মেতে উঠেছে, কেউ কারও মুখ অপেক্ষা কোচ্ছে না, ছোট্ট বড় তাবতেই আনন্দের তুফানে পোড়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চোলেছে। অশীতিপর ভীমরথী বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও লাঠীভর কোরে, কুব্‌জ হোতে হোতে চোলেছে, অথর্ব্ব পঙ্গুরা কোঁকড় হোয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে বিছানা ছেড়ে রাস্তায় এসে পোড়েছে। যুবক যুবতীরা কেউ হেঁটে, কেউ বাহনে চোলেছে, বালক বালিকারা আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে দৌড়েছে, শিশুসন্তানেরা বয়সানুসারে কেউ কাঁধে কেউ কোলে উঠে হাস্‌তে হাস্‌তে, মধুর আধ আধ বোল্‌ বোল্‌তে বোল্‌তে অগ্রসর হোচ্ছে, কারেও বা হাতে ধোরে হাঁটি হাঁটি পা পা কোরে লোয়ে যাচ্ছে। কেউ ছড়া কাট্‌ছে, কেউ গান গাচ্চে, কেউ নৃত্য কোচ্চে, সহরে যত পারসী ছিল, উল্লাসের তরঙ্গে ভেসে চোলেছে।

রবিদেবের প্রদীপ্ত লোহিতরাগে পূর্ব্বাম্বর চিত্রিত হবার কিছু

পূর্ব্বে, কতক্ষণে পারসী সমারোহ রাস্তা দিয়ে চোলে যাবে, তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত লোক শশব্যস্ত হলো। গৃহস্থের মেয়ে ছেলেরা, কেউ চিক্‌ফেলা বারাণ্ডায়, কেউ ঝিলিমিলি ওয়ালা খড়খড়ির পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌ল। পুরুষেরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সঙ্গে কোরে, সার্‌বেঁধে সবে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে-গেছে। বুড়োবুড়ীরাও লাঠীহাতে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারও বারাণ্ডার উপর, কারও ছাতের উপর, কারও রকের উপর লোক গিস্‌গিস কোচ্চে। সকলেরই তামাসা দেখ্‌বার লালসা।

এদিকে গইবিরেরা আর গইরির পুরোহিতেরা রাত্রি শেষে ব্রাহ্মমূর্ত্তি দর্শনের প্রত্যাশা কোরে, পূর্ব্বদিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে আছে, রবিদেবের প্রথম কিরণছটা পৃথিবীতে পতিত হোতে দেখে, তারা তাঁকে নমস্কার কোরে কতক্ষণে জেম্‌-জেমে, অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপন কোর্‌বে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাব্‌ছে। গইবিরদের দাস্তুর নামক পুরোহিত আর ডিস্‌তুবী নামক কুলাচার্য্যে বরফের ন্যায় শুভ্রবস্ত্রে আবৃত হোয়ে, আর দক্ষিণ হস্ত অতি সাবধানে সুদীর্ঘ আস্তিনে সমাচ্ছাদিত কোরে, একদৃষ্টে প্রতিক্ষা কোত্তে থাকে। প্রভাকরের প্রভাত দীপ্তির প্রথম ঈষৎ ছটা অল্পমাত্র দর্শন কোরেই, সাগর কল্লোলের ন্যায় ভীমনাদে চীৎকার কোরে উঠে, আর সেই সময় পবিত্র ভাস্কর মণ্ডলের অগ্রে প্রণত হোয়ে, অননুভাবনীয় দ্রুতবেগে তাদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজা আহ্নিকের মন্ত্র আবৃত্তি কোত্তে থাকে। তৎকালীন তাদের জপতপের প্রতি তদ্‌-গদ চিত্তের ব্যাঘাত জন্মায়, এমন কোনো বিঘ্ন বা বাধা সম্মুখে উপ-স্থিত হোতে দেয় না। যুবারা তাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যদিগের

অনুকরণ কোরে, আপনাদের জেম্‌জেমের (প্রাতঃসন্ধ্যার) মন্ত্রগুলি আওড়াতে থাকে, তারপর চিরপ্রচলিত পবিত্র অনল অর্চ্চনার নিমিত্ত, সেই প্রধান দেবমন্দিরে যাবার জন্যে যখন তাদের আহ্বান করে, তখন তারা আপনাদের প্রাতঃ উপাসনায় ক্ষান্ত হোয়ে সমারোহের মধ্যে সমবেত হয়।

পারসীরা এই দিনকে সিদ্ধিযোগ জ্ঞান করে। অনেক শিশু-সন্তানেরা এই শুভদিনে শুভলগ্নে বাগ্‌দত্তা হোয়ে, তাদের বিবাহের লগ্নপত্র স্থির হোয়ে থাকে। যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোয়েছে, তারা এই মাহেন্দ্র যোগে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। যারা সংসারাশ্রমে প্রবেশ কোরবে, তারাও প্রতিপত্তি লাভ কোরবে বোলে, এইদিনে কর্ম্মকাজ স্থুরু কোরে দেয়, অনেকে আবার চিরসুখের প্রত্যাশা কোরে এই শুভযোগে জপতপ কোত্তে বসে যায়। নারিকেল-বৃক্ষের উপবন থেকে সেই প্রকাণ্ড সমারোহ নির্গত হবার প্রথা আছে। একদল পুরুষ বিচিত্র রেসমী বস্ত্র আর উজ্জ্বল বুটীদার কিংখাপের পোসাক কোরে, অতি মনোহর সুসজ্জিত অশ্বের উপর সোয়ার হোয়ে, আগে আগে যায়, তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণালঙ্কারের ভারে অবনত হোতে হোতে, পালকীর মধ্যে বোসে গমন করে, তাদের সঙ্গে দাসদাসীও যায়, তারা রুপার পাত্রে ফল সাজিয়ে লয়, তদ্ভিন্ন তারা বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মনোপ্রফুল্লকর সরস গান গাইতে গাইতে আমোদিনী হোতে হোতে চলে। সমারোহ গড়ের মাঠ হোয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে, সেখান-থেকে ইগেরী নামক স্থানে সেই পবিত্র অনল মন্দিরে উপস্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান পর্ত্তুগিস প্রভৃতি সকলেই ঐ সমারোহে যোগ দেয়, সকলেই একরূপ আমোদে উল্লাসিত হয়, আর

সকলেই স্বাগতবাদ কোরে নববৎসরের প্রাতঃউদয়ের অভ্যর্থনা করে।

এই ফুল্লবান জনতার মধ্যে যার দিকে চেয়ে দেখ্‌বে, তার মুখেই হাসি, তার মুখেই আনন্দ দেখ্‌তে পাবে, সকলেই আমোদে প্রফুল্লিত, কেবল একমাত্র অভাগিনী জীবা ম্লান আর বিষণ্ণ !! সুন্দরী পাল্‌কীর মধ্যে বোসে নিরানন্দমনে ভিড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বার হৃদয় কোমল হস্তদ্বারা চেপে ধরে, একটি একটি কালঘাতিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছিলেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ এমন দুঃখের দুঃখী কেউই ছিলনা যে, বালা তার কাছে মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করেন. তাঁর মনের কথা যার তার কাছে প্রকাশ কোত্তে সাহস কোত্তেন না। সুন্দরী ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে আধ্‌-খানা হোয়ে গেছেন। যে জীবন উদ্যানে বালা প্রবেশ কোত্তে পেরেছেন কি না সন্দেহ, এর মধ্যেই সে উদ্যানের ধ্বংস হবার উপক্রম হোয়েছে, তাঁর অদৃষ্টে যে, সে উদ্যানের ফল আস্বাদন করা ঘটে, তা বোধ হয় না, সে সম্ভাবনা প্রায়ই নাই। বালা যথার্থই ধর্ম্মভেবে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরেছেন, যে দিন সেই মোগল তাঁর ত্রাণদাতা হস্ত প্রসারিত কোরে বালাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার কোরে-ছেন, সেই দিন থেকে জীবা আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন্‌নি।

নববৎসরের সমারোহ শেষ হলো, জীবা তাঁর প্রিয়তম নূর্‌জরঙ্গের অনুরাগমূর্ত্তী অনুধ্যান কোত্তে শয়ন গৃহে চোলে গেলেন। নূর্‌জরঙ্গের সঙ্গে আর কখন চারিচক্ষু এক কোত্তে পার্‌বেন না, এক্ষণে সেই কথা সেই ভাবনা তাঁর জপমালা হোয়েছে। আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, অপরাহ্নিক বায়ু হিল্লোলের মধুরিমা আস্বাদন কর্‌বার নিমিত্ত, বিষাদিনী জীবা ঘরের জানলা গুলি মুক্ত কোরে দিলেন। চন্দ্রমা উজ্জ্বল

শ্বেত প্রভা বিস্তার বিকশিত কোরেছেন। উদার প্রসারিত অশ্বত্থ বৃক্ষের নীলোজ্জ্বল পত্রগুলি বায়ুযোগে মৃদুমৃদু আন্দোলিত হোচ্ছিল, পত্র বৃন্দের জলদবর্ণ ছায়াগুলি কৃষ্ণ লহরী হোয়ে অবনীতলে ক্রীড়া কোচ্ছিল, দূরস্থিত সাগর তরঙ্গের গভীর অস্ট নিনাদ ভিন্ন কোনো-দিকে কোনো শব্দ ছিল না, যে রজনীর প্রশান্ত নীরব ব্রতের ব্যাঘাৎ জন্মায়। জীবা দুঃখিত হোয়ে মনে মনে চিন্তা কোচ্ছেন, "আজ পূর্ণিমা, ফিরে পূর্ণিমায় আমার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হবে। হায়! মেহুসিরম পর্ব্বাহের আর বড় বিলম্ব নাই, এসে পড়্ল বোলে, যার-সঙ্গে আমার বিবাহের কথা স্থির হোয়েছে, আমার সেই বাগদত্ত স্বামীও সেই সঙ্গে উপস্থিত হবেন। আমার মন কিন্তু তাঁর প্রতি বিদ্বিস্ট, সন্তুস্ট নয়, হায়! জীবা কি হতভাগিনী!" এই আক্ষেপ কোরে, বালা একটি দীর্ঘপ্রবাহিত সুভীর বিষাদ নিশ্বাস ফেল্লেন, জানালার বার থেকে আর একটি ঐরূপ নিশ্বাসপাত কোরে তাঁর নিশ্বাস পাতের প্রত্যুত্তর দিলে। একটু একমন একচিত্তে কাণ-পেতে থেকে জীবা স্পষ্ট শুন্লেন, অতি অনুচ্চ সাবধান স্বরে কেউ যেন তাঁর নাম ধোরে ডাকছে। বালা একটু সুমুখেরদিকে ঝুঁকে উঁকিমেরে দেখ্লেন যে, সেই যুবা মোগল একটি গাছের গায় ঠেসদিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই গাছের কতকগুলি ডাল লম্বা হোয়ে সুন্দরীর জানালার উপর এসে পোড়েছে। জীবা তখন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কোরে জানলাটি বন্ধ কোত্তে উঠ্লেন, কিন্তু সেই সময় যুবার নৈরাশ বিষণ্ণ ম্লানমূর্ত্তি, আর তাঁর সকাতর ব্যাগ্রোন্মত্তভাব প্রতিরোধ হোয়ে বালার হস্ত নিবারণ কোল্লে।

"দোহাই ঈশ্বরের চোলে যাও, এখানে আর থেকো না, তুমি আমায় মেরে ফেল্বার জন্যেই কি বাঁচিয়েছো?" যুবতী এই কথা চেঁচিয়ে বোল্লেন।

যুবা। "ভয় কি? এতরাত্রে পাড়ায় কেউ জেগে নাই, এখন সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ঘুমচ্ছে, সুধু পাড়া বোলে কেন, আমি আর আমার প্রাণ প্রতিমা জীবা ভিন্ন পৃথিবী শুদ্ধ নিঝুম, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, তোমার আমার চক্ষুভিন্ন এতরাত্রে আর কাকরি নেত্র চন্দ্রমার রজত কান্তির শ্বেতমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্চে না, অথবা কেবল তুমি আর আমি ভিন্ন আর কেউই এনিশীথ রজনীর গভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অনুধ্যান কোচ্ছেনা। জীবা! তুমি আমার প্রাণের তুল্য, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয়-পদার্থ, তবে তোমায় বলি শোনো, আমার পিতা, যিনি কাম্বের এক-জন মহাকুল-প্রসূত ধনবান আমীর, সম্প্রতি তিনি কালধর্ম্মের ঋণ পরি-শোধ কোরেছেন, তাঁর আরক্তিম কুটীল ভ্রূকুটি আর তাঁর কাল ক্রোধ তাঁর সঙ্গে একত্রেই সমাধি প্রাপ্ত হোয়েছে, এক্ষণে আমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি যে তোমায় স্নেহ করি, আমি যে তোমার একান্ত অনুরাগী, তা তুমি মনে মনে জান্‌তেই পেরোছো। তাই বলি তুমি পালিয়ে আমার সঙ্গে কাম্বে চলো, যে শাস্ত্রের যে ধর্ম্মের শাসনে থেকে, তুমি কখন সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবে না, এমন ধর্ম্মের এমন শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? তুমি তা পরিত্যাগ করো" এই কথা বোলে যুবা সেই গাছ বেয়ে একেবারে জীবার সুমুখে এসে উপস্থিত। কৌমুদিপতি আপনার রজত প্রভা যুবার ঢলঢল, বিমল মুখকান্তির উপর পূর্ণবর্ষণ কোচ্ছিলেন, সেই শ্বেতছটা যুবার ব্যাগ্রোন্মত্ত মূর্ত্তি বিস্তার ব্যক্ত কোত্তে লাগল, জীবা তাঁর প্রস্তাবের কি উত্তর দেন, বালার মুখে সেই কথা শোনবার নিমিত্ত যগলের চিত্ত যে অধীর হোয়েছে, সে ভাবও ঐ আলোকে অনাবৃত হোয়ে পড়্‌ল।

জীবা বোল্লেন, "আপনার কথা শুনে আমার হাসিও পাচ্ছে, লজ্জাও হোচ্ছে, আবার রাগও হোচ্ছে, মনে করুন, আপনার পিতার

যেন রাগ দ্বেষ কবরে গ্রাস করেছে সত্য, আমারত পিতামাতা বেঁচে আছেন, তাঁরা আবার জাতিতে গইবির, আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, আবার বাদগত্তা হোয়েছি" মোগল তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বোল্লেন, "তার সঙ্গে কখনই তোমার প্রণয় হোতে পারিবে না। হায় জীবা! ঐ দুটী নীল প্রভা বিকশিত আঁখি আমার হৃদয়ের মধ্যে যে প্রণয় অগ্নি প্রজ্জ্বালিত কোরে দিয়েছে, তা যদি তুমি কেবল মাত্র মনে জান্‌তে পাত্তে, আর তোমার হৃদয় সৌন্দর্য্যের বিমল মধুরিম আমার মন প্রাণ যেরূপ মুগ্ধ কোরেছে, তাও যদি তুমি ঘুণাক্ষরে বুঝ্‌তে পাত্তে, তা হোলে তুমি আমায় শোকসন্তাপের মুখে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাত্তেনা, তুমি অন্যের প্রণয়িনী হবে, একথা মনে হোয়ে আমায় কাল-শোকে দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মাচ্ছে" জীবা বোল্লেন "নূর্‌জরঙ্গ! ছি! ও সকল কথা মুখে এনো না, শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পাই, তুমি কি আমায় উন্মাদিনী কোরবে? তুমি ত জান নিষ্ঠুর অদৃষ্টের দোষেই আমি অন্যের ভাগ্যে জড়িয়ে পোড়েছি। যদি জেতের আর ধর্ম্মের অনুরোধ না থাক্‌ত, তবে তোমায় এত কথা বোল্‌তে হতো না, আমি বরং তখন সেধে, সাধ কোরে তোমার প্রণয়িনী হতেম, কিন্তু এ অবস্থায় আমার তা হবার যো নাই, আর তা হবেও না, কখনই হবোনা, এক্ষণে ভালয় ভালয় বিদায় হও, আমিও হই। কেউ যদি দৈবাৎ দেখ্‌তে পায়, তা হোলে প্রমাদ ঘোটবে, তুমিও কোন্ তা না জানো। তোমার সঙ্গে আমার যে কখন সাক্ষাৎ হোয়েছে, সিটি আমি বিস্মৃত হবো, আর"—নূর্‌জরঙ্গ অমনি চম্‌কে-উঠে, এই শব্দ কোরে উঠ্‌লেন, "কি বোল্লে? বিস্মৃতি!! কখই না, তা হবারি নয়, সিটি অসাধ্য। প্রিয়ে জীবা! তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো, তোমার ধর্ম্মান্ধ পিতামাতার অত্যাচার হতে পালাও, পালিয়ে

আপনাকে বাঁচাও, দাসী বৃত্তির কঠোর বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করো, তোমার স্বজাতিয়ের স্বভাব-বিরুদ্ধ অসঙ্গত ধর্ম্মের এমনি শাসন যে, তোমায় দাসী কোরে রেখেছে, তুমি অনুচিত ধর্ম্মে আবদ্ধ হোয়ে আপনাকে সুখী জ্ঞান করো না। তোমার যেমন উচ্চমন, তোমার যেমন অমায়িক প্রকৃতি, আর তোমার যেমন স্নেহপ্লাবিত হৃদয়, একটা অনুদার দুরাত্মা ক্ষুদ্রমনা ধর্ম্মের প্রতি গৌরবান্ধ হবার জন্য কিছু, সে মনের, সে হৃদয়ের সৃষ্টি হয়নি, না সে মন, সে হৃদয়, সে প্রকৃতি সেই অপকৃষ্ট অপ্রশস্ত ধর্ম্মের দুর্ভারে অবনত হবার জন্য হয়েছে? তাও হয়নি। তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি পুটেতেলির ন্যায় কঞ্জুস, আর অর্থ পিশাচ। যে ব্যক্তি নীচ প্রকৃতির দোষে তোমার মহান মনের, মহান হৃদয়ের যথার্থ গৌরব অবধারণ কোত্তে সক্ষম নয়, সেই ক্ষুদ্রাশয় অর্থচণ্ডালের উপর সমার্পণ কর্‌বার নিমিত্ত, তোমার সে মনের সে হৃদয়ের জন্ম হয়নি, তাকে সমর্পণ কোরে অনর্থক নষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত, তেমন মনের, তেমন হৃদয়ের জনম কখন হয়ে থাকে না, তা কখনই নয়, আজ অবধি তোমার দাসীবৃত্তি ঘুচে যাবে, তারি পূর্ব্ব-আয়োজন কোচ্ছি, এক্ষণে ঠাকুরাণী আর প্রণয়ানুরাগ তোমার মুখ অপেক্ষা কোচ্ছে, তুমি হতশ্রদ্ধা কোরে আত্মকুশলের অনাদর করোনা। যোগেযাগে একবার কাশ্মে পৌঁছতে পাল্লে হয়, তখন আর আমাদের কে পায়, পৃথিবীর সমুদয় গইবির একত্র হোলেও আমরা তাদের ভ্রূক্ষেপও কোর্‌বো না। মুখে একবার বলো যে আমি যাবো, তা হলে স্থান সময় নৌকা প্রভৃতির কিছুরই আটক হবে না, সব ঠিক্‌ঠাক হোয়ে থাক্‌বে।”

মোগলের প্রাণতোষিণী মধুর-স্বর প্রবৃত্তি মন্ত্রণা দিয়ে, বালারে ব্যাকুল কোরে তুল্লে, তার উপর আবার জীবার দুরন্ত মনোরাগ উত্তর-

সাধক হোয়ে তাঁরে বারম্বার ফুস্‌লাতে লাগ্‌ল, তাতেকোরে জীবার প্রতিজ্ঞা যে শিথিল হবে, সেটা বড় বিচিত্র কথা নয়। প্রস্থানের উপায়ও অতি সহজ জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল, আবার তার বিঘ্নও অতি অল্প দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। একটি সুপুরুষ যুবা তাঁরে দুঃখ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কোরে, একটি সুখময় কুঞ্জে লয়ে যাবার জন্যে বদ্ধকর হোয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বালা হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, যুবার প্রণয়-চুম্বন গ্রহণ করবার নিমিত্ত যুবতী হস্ত-প্রসারিত কোরে দিলেন, যুবা বালার চির বিমল পঙ্কজ হস্তের উপর অধর রাগে চিহ্নিত কোল্লেন, সুন্দরী অমনি মুগ্ধ হোয়ে আপনার হৃদয় এই প্রতিজ্ঞা চিহ্নে অঙ্কিত কোল্লেন যে বালা তাঁর অনুরোধেই প্রাণ রাখ্‌বেন, আর তাঁর অনুরোধেই প্রাণ দেবেন!! বাস্তবিক জীবা পবিত্র হোয়ে আপনার মন প্রাণ যুবাকেই উৎসর্গ কোরে দিলেন।

তার দরশন রূপ বরষা পাইয়া
হৃদয়ে প্রণয় স্রোত উঠিল নাচিয়া।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ শত আশা ঊর্ম্মি তায়
যৌবন পবন সঙ্গে গড়াইয়া যায়
মর্ম্মপথে অনুরাগ বহে যেন বাণ
ভাঙ্গে বুঝি দেহ বাঁধ নাই সহে টান
সেই বেগে মনতৃণ ভাসিয়া চলিল
ধৈরয ধরিতে গিয়ে ডুবিয়া মরিল।

যে সময় কৌমুদীপতি তাঁদের দেখিয়ে দিয়ে ধরিয়ে দিতে পার্‌বেন না, যে সময় সকলের অজ্ঞাতে সাগরতীরে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পার্‌বেন, আর যে সময়ে অনুকূল বায়ুর প্রফুল্ল হিল্লোলে

পাল তুলে দিয়ে গুজরাটের তটে উপস্থিত হোতে পারবেন, সেইরূপ নিশীথ রাত্রে তাঁদের প্রস্থানের সময় অবধারিত হলো। ঐ কথা স্থির হোয়ে মোগল পুরুষ চোলেগেলেন, জীবা পুনর্ব্বার একাকিনী হোয়ে অরণ্য-উদাস-তরঙ্গিত গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। এ সময়ে কার্ সাধ্য বালার ব্যাকুল, বালার উদ্বিগ্ন, বালার চিন্তাকুল কাতর হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে? সুন্দরী উৎকণ্ঠিতা হোয়ে এই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, মোগলকে কথা-দেওয়া ভাল হয়নি, তাঁর পিতা মাতার মুখে সকলে চুনকালি দেবে, বংশেও একটা খোঁটা থেকে যাবে, আজন্মকাল লোকে এই কথা বোল্‌বে যে, অমুকের মেয়ে বেরিয়ে গেছিল। শুধু বংশ বোলে নয়, গইবিরকুলেরও লজ্জা বটে, বিশেষত আমার পিতার মান সম্ভ্রম আছে, নামডাকও আছে; সর্ব্বত্রে তাঁকে চেনে জানে, কারও কাছে নূতন হোয়ে পরিচয় দিতে হয় না, আমার জন্যে তিনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পার্‌বেন না, আমি সন্তান হোয়ে তাঁর অপমান কোর্‌বো, ধর্ম্মে সইবে না, সেই পাপে হয়ত আমায় শেষে মনস্তাপ পেতে হবে, পিতা মাতার আমি বই আর সন্তান নাই, আমি তাঁদের চক্ষু বোল্লেই হয়, অন্ধের নড়ি, কৃপণের ধন, শিবরাত্রের সল্‌তে,—যা বলো তাই সাজে, সকলি আমি, আমায় না দেখে এক তিল থাক্‌তে পারেন না, আমি কি কোরে তাঁদের মায়া বিস্মৃত হবো, কি কোরে কাঁদিয়ে চোলে যাবো আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, মন হু হু কোচ্ছে, আমি কোন্‌প্রাণে তাঁদের স্নেহ মায়া ফেলে চোলে যাব, আবার যে আমায় নেযাবে, সে এক প্রকার বিদেশী, অপরিচিত লোক বোল্লেই হয়, তার কুলশীল প্রায় অজ্ঞাত, তার কথায়ই বা বিশ্বাস

কি, এখন যেমন তাঁর অনুরাগ দেখ্‌ছি, এর পর যদি সে ভাব না-ই থাকে, শেষে কি অকুলে পোড়ে কেবল কান্নাসার হবে! সহস্র অপরাধ কোল্লেও পিতামাতা চেয়ে দেখেন না, তাঁদের কখন অস্নেহ জন্মে না—একবার চোক্ষের জল ফেল্লেই সব দোষ ঢেকে যায়। পতির স্নেহ সেরূপ নয়, লোকের দশাত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, প্রথম বয়েসে স্বামীর যেরূপ স্নেহ মায়া থাকে, অনেকের শেষে আর তেমন থাকে না, আমার অদৃষ্টেও যদি সেই দশাই ঘটে, বিশেষত দুষ্কর্ম্ম কোত্তে বসেছি, পিতামাতা যে অভিশম্পাৎ কোর্‌বেন, তা বিচিত্র কি, তবে সন্তানের মায়ায় পোড়ে যদি না করেন, সেই এক ভরসা আছে, আবার মায়ের প্রাণে যতখানি বাজে, বাপের কিছু তত বাজে না, পিতা যে আমায় দয়া কোরে আশীর্ব্বাদ কোরবেন, তা কদাচ কোর্‌বেন না—পুরুষের প্রকৃতি সেরূপ নয়, পিতা মহাগুরু, তাঁর শাপ আমার ফল্‌বেই ফলবে, এখন করি কি, কেন কথা দিলেম, প্রতিজ্ঞা কর্‌বার আগে বিবেচনা করাই উচিত ছিল,—বালা এইরূপ দুশ্চিন্তার পাথারে পোড়ে কতই আতান্তর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, মোগলের সঙ্গে যে কথা হয়েছে, তা রক্ষা কোরবেন কি না ইতস্তত ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, সেই সময় কিন্তু একদিকে প্রেমজীর অস্বাভিক আচরণ, একবার সুরজরঙ্গের অনুরাগ মাধুরী, স্মরণ হোয়ে তাঁর মন ভুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল, আর ক্রমে ক্রমে তাঁরে মোগলের পক্ষপাতিনী কোরে তুল্লে। তাই যুবতী মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি যে অবস্থায় পোড়েছেন, আর যেরূপ ভাবগতিক হোয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিবেচনায় তাঁর কথা দেওয়া উচিত কাজই হোয়েছে, এ ক্ষেত্রে তিনি তা না কোরেই বা করেন কি, তিনি ত আর সাধকোরে,

কি পারতপক্ষে ইচ্ছাকোরে কথা দেন নি, তবে কাজের গতিকে হোয়ে পোড়েছে, তাতে তাঁর দোষ কি? বলত এক প্রকার ধোরে বেঁধে জোরকোরেই তাঁর মুখ দিয়ে সেকথা স্বীকার কোরিয়ে লওয়া হোয়েছে, তাতে তাঁর অপরাধ কি? এক্ষণে যে পথে দাঁড়াবেন বোলে পরামর্শ এঁটেছেন, তাইবা না দাঁড়ালে চলে কই, আর তাতে তাঁর হাতই বা কি আছে, নাচার হয়েই না সে পথ ধোত্তে যাচ্চেন, তবে তাঁর অপরাধ কি? এই প্রকার নানা হেতুবাদ দেখিয়ে আপনার মন্‌টা ভুলোবার নিমিত্ত যুবতী লালায়িত হোতে লাগলেন। তাঁর পিতার কাল ক্রোধ, আর তাঁর মাতার চির মনস্তাপ বালার মনোদর্পণে তড়িতের প্রভায় প্রতিবিম্বিত হোতে লাগ্‌ল, তদ্ভিন্ন লজ্জা আর ধরাপড়্‌বার ভয়ও তাঁর অন্তরাঘাত কোত্তে লাগ্‌ল। ধরা পোড়্‌লে তাঁর ভাগ্যে যে করাল শাস্তি লেখা রয়েছে, বালা তাই স্মরণ কোরে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। জীবা পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান কোরে সজ্বর সজ্বর নতন হোলেন, আর অতিশয় ম্লান অতিশয় বিষণ্ণ হোয়ে পোড়্‌লেন। মমতাময়ী মাতা দুহিতার আকার প্রকার দেখে শশব্যস্ত হোয়ে সুমতী মেরী সাউদীকে ডাকিয়ে আন্‌তে বোল্লেন, জীবার কিন্তু মেরীর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখ্‌তে ভয় হলো, তাই বালা কাতর হোয়ে বোল্লেন "আমায় আর বার্‌বার বিরক্ত কোরো না, আমি যেমন আছি এমনিই থাকি, আমার এ অসুখ আপনিই সেরে যাবে। কোমল বালা দুই-দিবস যাবত নির্জ্জলা উপবাসী রইলেন, কোন প্রকার আহারেই তাঁর রুচি ছিলনা, ক্ষুধাতৃষ্ণাও বোধছিল না, তাই শেষে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন হলো। জীবা নিষেধ করাতে মেরী সাউদীকে না ডেকে

এক ব্যক্তি গরিবির চিকিৎসককে আহবান করা হলো। সেব্যক্তি নিতান্ত মুর্খ নয়, চিকিৎসায় তার হাতযশ বেশ ছিল। তার ঔষধের গুণেই হোক, কি জীবার অন্তঃকরণ ক্রমে সুস্থির হোয়েই হোক, সে কথা কেউ বোল্‌তে পারে না, তা যাতেই যা হোক, ফলে জীবা অল্পদিনের মধ্যেই এত সুস্থ হোলেন যে, পিতা মাতার মনে যে ভয় হয়েছিল, সে ভয় দূর হলো, তারা এক্ষণে নিরুদ্বেগ হোয়ে সাবেক রীতি পদ্ধতি মতন সংসার ধর্ম্ম দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

নূর্‌জরঙ্গ যখন তাঁর প্রিয়তমার নিকটে বিদায় হোয়ে চোলে যান, তাঁর অনুভব হলো তিনি যেন নারিকেল বৃক্ষের উপবনের মধ্যে একটী মনুষ্যের প্রলম্বমান ছায়া দেখ্‌তে পেলেন। পথে কিন্তু অপর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মনে কোল্লেন তাঁর ভ্রম হোয়েছে, তাই আর সে বিষয় মনে স্থান দিলেন না, বরং তখন আনন্দে এই কবিতা পোড়তে পোড়তে চোল্লেন।

১

"কৌমুদি! তোমায় আর নাহি প্রয়োজন,
তবরূপে আর কেন ভুলিবে নয়ন?
প্রণয়িনীর মুখচাঁদ শীতল কিরণ,
স্নিগ্ধকরে, দিবানিশি আঁখি আর মন।"

২

"গোলাব! তোমার আর বৃথা অহঙ্কার,
তব গর্ব্ব করে খর্ব্ব বদন প্রিয়ার,
যে মাছি তোমার দলে পদাঘাত করে,
ঐ দেখ তিলছলে কত শোভা ধরে"

মোগল যুবা মনোরাগে মত্ত হোয়ে, আপনার রত্নটি হস্তগত কোরে, পালিয়ে প্রস্থান কোর্‌বেন বোলে, আবশ্যক মতন সকল উদ্‌যোগই কোল্লেন। একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি ভাড়া কোরে রেখে দেওয়া হলো, ঐ ডিঙ্গি কোরে নায়ক নায়িকা একখানি ছোট অথচ প্রশস্ত জাহাজের উপর চোড়্‌বেন, জাহাজখানি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নোঙ্গর কোরে বেঁধে রাখা হোয়েছে, তীরে থেকে বড় নজর হয় না, একটু একটু ছায়ামাত্র দেখা যায়। অতিপ্রফুল্লচিত্ত মোগল যেরূপ কৌশল কোরে এই সকল চৌকোষ আয়োজন কোরেছেন, তাতে যে তাঁর অভিসন্ধি সফল হবে, তার কোন সন্দেহ ছিল না। যুবা তাই মনে কোরে বহ্বাশা কোত্তে লাগ্‌লেন যে, তাঁর অভীষ্ট সম্যকরূপে সিদ্ধ হবে। তাঁর নির্দ্দিষ্ট সেই ঘোররূপা তমোময়ী রাত্রি আগত হলো। জীবা ভয়ে আর ত্রাসে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন, এত আতঙ্ক হলো যে, ভ্রম বশতঃ নিশ্বাস ফেল্‌তেও বিস্মৃত হোতে লাগ্‌লেন। জীবার জ্ঞান হতে লাগ্‌ল, তাঁর স্নেহময়ী জননী যেন তাঁর তাবদনুষ্ঠান চৌকীদিয়ে দেখ্‌ছেন। যে দিন সেই ঘটনা উপস্থিত হবে, সেই দিন প্রাতে কোন কার্য্য উপলক্ষে বালার পিতা সালসেটিতে গমন করেন, তাই সে দিন সে ব্যক্তি গৃহে অনুপস্থিত থাকায়, উৎকণ্ঠিতপ্রাণা জীবার মনে অনেক সাহস হলো, তাঁর চিত্তোদ্বিগ্নের অনেক শমতাও হলো। প্রণয়রাগ গুরুভক্তি আর ধরাপড়িবার ভয়, এই মনোভাব গুলি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হোয়ে বালার অন্তঃকরণ তোল্‌পাড়্‌ কোত্তে লাগ্‌ল। জীবা কতক কতক প্রশান্ত মনের ভেক ধোরে চৌকী দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর মাতা কতক্ষণে শয়ন কোত্তে চোলে যান; বড় বড় অশ্রু বিন্দু নেত্র প্রভা মলিন কোরে নিঃশব্দে তাঁর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌ল। বালা পুনর্ব্বার

অনুতাপ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কেন তাঁর মন তাঁর মাথা খেয়ে সেপথে যেতে তাঁকে প্রবৃত্তি দিলে? এদিকে আবার সেই মন তাঁকে ব্যস্ত কোত্তে লাগ্‌ল যে, উদ্বিগ্ন-চিত্ত মোগল অধীর হোয়ে সেই নিরূপিত স্থানে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কোচ্চেন। যাঁর প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মেছে, সেই ব্যক্তির সহবাসে উত্তর কালে চিরসুখী হবেন, এই সজীব আশ্বাসে প্রফুল্লিত হোয়ে জীবার হৃদয় জীবাকে আরও সাহস দিতে লাগ্‌ল, আর যথাকালে সেই নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হবার জন্য পেড়াপীড়িও কোত্তে লাগ্‌ল। বালা সাগরতরঙ্গের অনুচ্চ গভীর নিনাদ শুন্‌তে পেলেন, হয়ত একটু পরেই সেই সাগরের বুকের উপর বসে তিনি আপনিই ভেসে চোল্‌বেন। বালা গবাক্ষ দ্বার দিয়ে উকিমেরে দেখ্‌লেন পৃথিবী তিমিরাবরণে আবৃত হোয়েছে, আর তমোময়ী ঘোরাচ্ছন্ন গগণে দুই চারটি নক্ষত্র ম্লান ধক্‌ধক্‌ কোরে জ্বলছে এক একবার বায়ুর হিল্লোল সপত্র বৃক্ষরাজীর মধ্য দিযে চোলে এসে, একটা একটা দোম্‌কা বাতাস হোয়ে অনেক্ষণ ধোরে হুঁ হুঁ শব্দ কোচ্ছে, কাল বৈশাখী পেঁচাগুলি দূরস্থ নিমবৃক্ষের ডালে বোসে অকল্যাণ ডাক ডেকে অন্তঃকরণ চম্‌কিয়ে দিচ্ছে। এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত, জীবা একখানি সালে আপনাকে ওড়ঘোড় কোরে জড়িয়ে অতি সতর্ক হোয়ে সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌লেন, নাব্‌বার সময় তাঁর জননীর শয়ন ঘরের দরজায় কাণপেতে রইলেন, সব নিঃশব্দ, কেবল উদাস নিস্তব্ধের তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে। সদর দরজায় এসে ক্রমে আস্তে আস্তে কবাট দুবাইল খুল্লেন, তার পরেই তামসীর কালিমা মূর্ত্তি বালার অবয়ব ঢেকে ফেল্লে। পর্ত্তুগিসের ধর্ম্মমন্দির তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থান, সেই স্থানে তিনদিক দিয়ে তিনটি রাস্তা গিয়ে মিলেছে, এই স্থানে নূর্‌জরঙ্গ যথাকালে

উপস্থিত হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুবা সকম্পিতা বালাকে বুকের মধ্যে চেপে ধোরে একটা সরু গলিপথ দিয়ে সমুদ্রতীরে নিঃশব্দে লয়ে চোল্লেন, সে সময় ভয়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সোচ্ছিলনা।

জীবা কাঁপ্তে কাঁপ্তে ফিস্ ফিস্ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কই ডিঙ্গি কই? কোথায় সে নৌক?"

যুবা বোল্লেন "ঐ যে সে জাহাজ, দেখ্তে পাচ্চোনা?" ঐ যে, চড়ার কাছে ভাস্ছে; তার পাশেই ঐ দেখো জালীবোট্‌খানি লাগান আছে, জাহাজে একবার উঠ্তে পাল্লে হয়, তখন আমাদের কে ধোরে রাখে দেখা যাবে। জীবা! কাঁপ্ছো কেন? এখন আর ভয় কারে? এখন একটু বুকে বল বাঁধো, আপাততঃ কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই।"

জীবা বোল্লেন "একটু চুপ করো, আমার যেন জ্ঞান হোচ্ছে, কেন হোচ্ছে তা বোল্তে পারিনে, ফলে আমার যেন জ্ঞান হোচ্ছে কেউ আমাদের দেখ্ছে। বল দেখি, আজ সারারাতের কোন প্রহরীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না? প্রাণে বড় ভয় লেগেছে, সে ভয় কোনো মতেই দূর কোত্তে পাচ্ছিনে, আমার মনের মধ্যে ভয়ের উপর ভয় হোয়ে ভয়ের যেন জনতা হোয়ে পোড়েছে।"

"না, না আমার জীবা, আজ জনপ্রাণীকেও রাস্তা দিয়ে চোল্তে দেখিনি, একটু স্থির হও, শেষে দেখ্তে পাবে চিন্তার কোন কারণই নাই। আমাদের পক্ষে সমস্তই অনুকূল, বায়ু অনুকূল, স্রোত অনুকূল, নিশি অনুকূল, প্রাতঃকাল হোতেই নব দেশের দিকে কত পথই চোলে যাব, কত দেশই ছাড়িয়ে পড়বো. এখন আর কোন বিপদ মনে হবে না।"

পলাতকেরা শ্মশানধার দিয়ে চোলেছেন, অর্দ্ধ নির্ব্বাণ পোড়া কাষ্ঠগুলি বাতাসের জোরে এক একবার বিকট আকার

হোয়ে জ্বলে দ্বলে উঠ্‌ছে, আবার পূর্ব্বের মতন নেবো নেবো হোচ্ছে. সে আলো দেখ্‌তে কারও অভিরুচি হয় না সত্য, জীবার অন্তঃকরণে কিন্তু সাহস প্রদান কোত্তে লাগ্‌ল, কেননা ঐ আলোর ছটায় যুবতী বড় জাহাজ খানি দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন. যে ডিঙ্গিতে বোসে জাহাজে চোড়বেন, সে ডিঙ্গি খানিও বগলে বাঁধা আছে দেখ্‌তে পেলেন। এখন ভাঁটা, জল সোরে গিয়ে অনেক নীচে পোড়েছে। দুর্জ্জয় সাগরের অবিশ্রান্ত অস্ফুট হুঁ হুঁ গোঁ গোঁ শব্দ, আর তার মৃদুমন্দ কলকল কল্লোলধ্বনি পলাতকেদের কর্ণে ঝঙ্কার কোত্তে লাগ্‌ল, সেই কোলাহল শ্রবণ কোরে, জীবার মনে যে ভয় ছিল, তা দ্বিগুণ প্রবল হলো. সে ভয় ঝেড়ে ফেলবার নিমিত্ত বালা পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা কোরেছিলেন. কিন্তু পারেন নি। যুবতী কাতর হোয়েছেন দেখে, যাতে সাহস হয়, তজ্জন্য তার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু বালার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছিল না।

"কই, সে নৌকা কোথায়? আর তো দেখতে পাচ্চিনে।" বালা এই কথা পুনঃপুন বোল্‌তে লাগ্‌লেন। এই সময় চিতার আগুন ধক্‌ধক্‌ কোরে একবার জ্বলে উঠ্‌ল. পূর্ব্বে যা দেখেছিলেন, তার অপেক্ষা এ আলোর প্রভাও অধিক, আর অধিকক্ষণ স্থায়ীও ছিল, তাই ঐ আলোর ছটায় যুবতী অনেক দূরে একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি দেখ্‌তে পেলেন, তার মধ্যে লোক বসে আছে, তারা তাদের নিয়োগকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিল।

বালা সেই ডিঙ্গি দেখে 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে" বোলে চেঁচিয়ে উঠে বোল্লেন, "তবে এখনও পালালে পালাতে পার্‌বো।'

"আল্লা আমাদের রক্ষা কোর্‌বেন. তিনিই আশ্রয় দেবেন" নূরজঙ্গের মুখ দিয়ে এই" কটি কথা বেরিয়ে পোড়্‌ল। "জীবা!!

আর বিলম্ব নাই, আর একটুখানি সয়ে থাকো একটু সাহস বাঁধ, প্রায় বড় জাহাজের কাছাকাছি এসেছি, জালিবোট খানা আমাদের দিকেই বাঁধা আছে, আমরা যে পালাচ্ছি, সে কথা কেউ জানেনা, কেবল জন কয়েক মাঝী মাল্লা ভিন্ন, অর্থাৎ যাদের নৌকা ক্রেয়া কোরে আনা হোয়েছে, তারা ভিন্ন আর কেউই আমাদের দেখ্‌তে পায় নি, তাই মনে হোচ্ছে অভীষ্ট সিদ্ধ হবেই যে, তার সন্দেহ নেই।” যুবতীর সবিষন্ন ম্লান চিত্তকে এই রূপে উৎসাহিত কোরে, নূর্‌জাহাঙ্গ তাঁকে একপ্রকার টেনেহিঁচ্‌ড়িয়েই সমুদ্রের ধারে সেই জাহাজের নিকট লয়ে গেলেন। জলের ধারে দাঁড়িয়ে মিহি জিল সুরে একটি শিশ দিলেন, ঐ সঙ্কেত শুনে ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানি, তখনি নক্ষত্র বেগে কিনারায় এসে লাগ্‌ল। জলের কাছে সমুদ্রের ধারটি জলকাদায় চটচটে পেছল হোয়েছিল, তাই যুবা তাঁর হৃদয়-বাসিনী জীবাকে কোলে কোরে জাহাজের উপর তুল্লেন, সেই সময় মোগলবর বালার আরক্তিম কপোল প্রফুল্ল চুম্বনে অঙ্কিত কোরে বোল্লেন, “এক্ষণে নির্ভাবনা হোলেম, আর আমাদের চিন্তা নাই”, ঐ কথা বোলে জীবাকে যেমন উৎসাহে পুলকিত কোচ্ছিলেন, এমন সময় একদল পাহারা ক একগুলো লাঠি সোঁটা আর ভাঙ্গা বোটে লয়ে, মার মার শব্দে যুবার উপর এসে পোড়্‌ল, পড়েই তাকে বেদম ঠেঙ্গিয়ে আধমারা কোরে, কাদার উপর শুইয়ে দিলে। জীবা করুণাপূর্ণ কাতর স্বরে চীৎকার কোত্তে কোত্তে মোগলকে জড়িয়ে ধোরে রইলেন, মোগলের সঙ্গে জীবাও কাদায় পোড়ে লিট্‌পিট্‌ কোত্তে লাগ্‌লেন। পাহারারা যুবাকে হাতে পায়ে বেঁধে, সেই খানে ফেলে রেখে, জীবাকে টানা হেঁচ্‌ড়া কোরে ছাড়িয়ে লয়ে প্রস্থান কোল্লে। যুবতী গলার স্বর শুন্তে পেয়ে বল্‌তে পাল্লেন উনি পিতার কথা কোচ্ছেন নানা অমনি

মূর্চ্ছিতা হোয়ে সেই কাদাবালীর উপর ঢলে পোড়্লেন। তারপর চৈতন্য পেয়ে চেয়ে দেখেন একটি ক্ষুদ্র গারদখানায় শুধু মেজের উপর শুয়ে আছেন। কঠিনান্তঃকরণ নির্দ্দয় ক্রূর একদল পাহারা তাঁরে ঘেরে আছে তাঁর অকরুণ ক্ষমাশূন্য নিষ্ঠুর পিতামাতা কি আদেশ করেন, তাই শোন্‌বার জন্য তারা দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিল।

বালা যেমন কাতর নেত্রে তাঁর পিতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন, রব্‌উম অমনি রোষে চীৎকার কোরে উঠলেন, "পাপীয়সি! আমার মুখের দিকে তুই চেয়ে দেখিস! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! রে দুশ্চারিণি! রে নির্লজ্জে ধর্ম্মঘাতিনী! এই জন্যেই কি এত লালন পালন কোরে তোরে মানুষ কোরেছিলেম রে পাপমতি! এই জন্যেই কি তোর জননী তোরে উদরে স্থান দিয়েছিল? আর এই জন্যই কি আপনার শরীর পাত কোরে সে তোরে [illegible] উপবাস, সহ্য কোরেছে? [illegible] পাতকিনী ছাঁর [illegible] কি তুই সংসারে জন্মগ্রহণ কোরেছিস্? দেখো, ও আমার চক্ষের শূল, আমার সম্মুখ থেকে ওকে তফাৎ করো। শোন্ পাপীয়সি! তোর এ পাপের মার্জ্জনা নাই, তাই তোরে যখন নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে আসবো, সেই সময় আর একবার তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এ কথা তোর যেন স্মরণ থাকে। একে এখান থেকে উঠিয়ে লয়ে যাও"।

জীবা মৃতপ্রায় হোয়েছেন, তাঁরে উঠিয়ে লয়ে একটা বৃহৎ চকের মধ্যে লয়ে গেল। সেখানে লয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা বিছানার উপর শুইয়ে রাখ্‌লে, সে রাত্রি তাঁর উপর আর কোনো উপদ্রব হলোনা। কিঞ্চিৎ আহারায় এনে তাঁর সম্মুখে ধোরে দেওয়া হলো, বালা কিছুই মুখে দিলেন না, ভাল মন্দ কোনো কথাই বোল্লেন না।

পূর্ব্বে বলা হোয়েছে, নূরজরঙ্গ যখন জীবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে চোলে যান, সেই সময় তাঁর যেন অনুমান হলো বৃক্ষরাজীর মধ্যে একটি লোকের আবছায়া দেখ্‌তে পেলেন, তখন তিনি ভ্রম জ্ঞান কোরেই হেসে উড়িয়ে দিছিলেন, ফলে সিটি তাঁরি ভ্রম, যথার্থই কারও ছায়া দেখেছিলেন। মানীকজী নামে একটি পারসী মধুপানের আখ্‌ড়া থেকে তত রাত্রে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। রস্‌তমের বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে শীঘ্র যাওয়া যায়, তাই ঐ পথ ধোরে যাচ্ছিলেন। মানীকজী চাক্ষুষ দেখ্‌তে পেলেন এক ব্যক্তি গাছ বেয়ে নেবে জীবার জানলার কাছে দাঁড়ালে। সে কখন চোলে যায় তাই চৌকী দিয়ে দেখ্‌বার নিমিত্ত পারসী ঐ বৃক্ষশারির মধ্যে লুকিয়ে রইলো। জীবা যখন জানলাটি বন্দ করেন, ঐ ব্যক্তি কবাটের কাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ শুনতে পেয়েছিল। সে ব্যক্তি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং শেষে চোলে গেলে, সে ব্যক্তি হিন্দু, মুসলমান, কি পারসী মানীকজী তা চিনে উঠ্‌তে পাল্লেন না। কিন্তু ঐ প্রার্থনীয় সন্ধানটি জান্‌বার নিমিত্ত তার পর দিনও রাত্রে চৌকী দিয়ে দেখ্‌বার মনস্থ কোল্লেন। মানীকজী অনেক দিন অবধি জীবার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেন, কুলগরিমার নিমিত্ত পাত্রটি মনোনীত না হওয়ায় রস্‌তম সে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেন. মানিকজীও সেই দিন অবধি রস্‌তমের বংশ পরিবারের জাতশত্রু হোলেন। রস্‌তম যে তাঁর প্রস্তাবের অনাদর কোরেছেন, তারি প্রতিফল দেবার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত সুযোগ সুবিধা খুজে বেড়াচ্ছিলেন। সম্প্রতি অসন্দিগ্ধমনা মোগল যুবার গতি প্রবৃত্তি আর তাঁর পাদচিহ্ন অনুসরণ করাতে বিধাতা সেই কুলাভিমানী গর্ব্বিত রস্‌তমকে মানীকজীর করতলে এনে ফেলে দিলেন। মানীকজী মনে মনে ভাব্‌লেন, জীবা বাগ্‌দত্তা

হোয়েও এক ব্যক্তি দুর্মদান্ধ নির্লজ্জ পুরুষের যোগে ছলনা চক্র কোচ্ছে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, ব্যক্তিটে কে, সে সন্ধান যতদিনে না জান্‌তে পারবেন, তত দিন তিনি কখন নিশ্চিন্ত থাকবেন না। এই অভিপ্রায় কোরে জীবার জানলাটি দেখা যায়, এমনি স্থানে লুকিয়ে থেকে চৌকী দিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। কিন্তু সেই প্রথম একবার যা দেখেছিলেন, আর একটিবারও কারেও সেখানে উপস্থিত হোতে দেখ্‌তে পেলেন না, জানলাটিও সেই একবার যা খুলে যেতে দেখেছিলেন, নচেৎ আর কখন সেটি মুক্ত হোতে দেখেননি। তা যাই-হোক, মানীকজীর কিন্তু খুঁতখুঁতিনি গেল না, তাঁর মন পরিষ্কার হলোনা, তিনি যে সন্দেহ কোরেছেন, সে সন্দেহের অবশ্যই কোন কারণ থাকবে, এইটিই তাঁর মনে ধারণা হলো ত তাই বিবেচনা কোল্লেন যে, আরও ডুবে, আরও তলিয়ে দেখি কতদূরে পাতাল পাওয়া যায়, আর যে পর্য্যন্ত এর একটা প্রমাণ পাওয়া না যাবে, সে পর্য্যন্ত সাবধান হোয়ে চোল্‌বেন, এসম্বন্ধে কোন কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না,—দুই ঠোঁট কদাচ একত্র হোতে দেবেন না।

প্রাণী প্রণয়িনীর দুর্ভাগ্য বশতঃ মানীকজীর পুত্র পেস টনজী সকল প্রকার নৌকার আর জাহাজের ঠিকা ইজারা লয়েছিলেন। রাজসরকারে বৎসর বৎসর বিস্তর টাকা তাঁকে মাসুল দিতে হতো, আর তিনিও আইন অনুসারে নৌকা আর জাহাজের কররদ্ধি কোরে লয়েছিলেন, তাই তাঁর অজ্ঞাতে কেউ ডিঙ্গি কি জাহাজ ক্রেয়া লইতে কি ক্রেয়া দিতে পাত্তোনা, বিশেষতঃ প্রায় সকল জেলেডিঙ্গিগুলিই তাঁর নিজের সম্পত্তি ছিল, তার উপস্বত্ব তিনি আপনিই ভোগ কোত্তেন। গোপাল যখন বোলে পাঠালেন, তাঁর একখানি ছোট ডিঙ্গির বড় দরকার পোয়েছে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় ডিঙ্গিখানি যেন কাব নামক

কোলে লয়ে অবশ্য অবশ্য রাখা হয়। একে তো ততরাত্রে ডিঙ্গির প্রয়োজন, তার উপর আবার অনেকের মুখে শুনতে পেলেন যে মোগল একখানি জাহাজও ক্রেয়া কোরেছেন, তাতেই পেস্‌টনজীর মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল যে, ব্যাপারখানা কি অনুসন্ধান কোরে জানতে হবে। পেস্‌টনজী এই সকল কথা তাঁর পিতাকে অবগত করালেন। বৃদ্ধ পারসী অতিশয় চতুর আর শঠ ছিলেন, মোগল যুবা যে প্রকার মাল বোঝাই কোরে জাহাজখানি জলে ভাসাবার মনস্থ কোরেছেন, সেটি তিনি অনুমান-বলে বুঝ্‌তে পেরে, পূর্ব্বকথা পুত্রের কাছে ব্যক্ত কোল্লেন। বৃদ্ধ এপর্য্যন্ত সে কথগুলি কারও কাছে প্রকাশ করেননি, মনে মনেই চেপে রেখেছিলেন। মানীকজী পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, মোগল যা যা কোত্তে বলে করো, কোন বিষয়ে যেন ক্রুটি হয় না। মোগল কত রাত্রে আর কোন্‌ ঘাটে জাহাজে চোড়্‌বেন, সে সকল ঠিক ঠিকানা এই সূত্রে অবগত হোয়ে, মানিকজী রস্‌তমের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সেখানে উপস্থিত হোয়ে শুন্‌লেন রস্‌তম বাড়ীতে নাই, কোনো প্রয়োজন বশতঃ সাল্‌সেটেতে চোলে গেছেন। মানীকজী ঐ কথা শুনে তখনি সোয়ার হোয়ে রস্‌তমকে পথের মধ্যেই ধোল্লেন, রস্‌তম তখন অধিক দূর যেতে পারেননি। পরস্পর সাক্ষাৎ হোয়ে দুজনে কথাবার্ত্তায় চোলেছেন, অনেক ব্যঙ্গভাবের শ্লেষ পরিহাস হোতে লাগ্‌ল, পেচাঁও পেচাঁও ছেঁদোগোচের ঠাট্টা গদ্দিও চোল্‌তে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ ধোরে হাসি তামাসার পর মানীকজী জীবার আতঙ্কাভিভূত পিতাকে সবিস্তরে অবগত কোরিয়ে বোল্লেন যে, তাঁর কন্যা এক ব্যক্তি মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে প্রস্থান কর্‌বার অভিপ্রায় কোরেছে। রস্‌তম

শুনে তখনি বোম্বে ফিরে এলেন, কিন্তু সরাসর বাড়ীতে না গিয়ে, কতকগুলি আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লয়ে, রাত্রিদুই প্রহর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে, সেই বড় জাহাজের পাশে অপ্রকাশভাবে আড্ডা কোরে রইলেন। সেখান থেকে ক্রোধোন্মত্ত সিংহের ন্যায় একটি লম্ফ দিয়ে হতভাগ্য পলাতকাদের স্কন্ধের উপর এসে পোড়্লেন, সেকথা পূর্ব্বে অবগত করান হোয়েছে। মমতাময়ী জননী যখন শুন্লেন তাঁর কন্যা কুলগৌরবঘাতিনী হোয়েছেন, বৃদ্ধা অশ্রুজলে ভাস্তে লাগ্লেন, একমাত্র দুহিতা কুলটা হোয়েছেন, সেই ঘৃণায় তাঁর হৃদয়ে যেন শেল ভেদ কোত্তে লাগ্ল, বৃদ্ধা বুকে করাঘাত কোরে হাহাকার কোত্তে লাগ্লেন। অশ্রুবারি পাত কোরে শোকাগ্নিজাত মনোদাহের কালমূর্ত্তি কতক শান্ত হোলে, একমাত্র কন্যাধনের নিমিত্ত স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ে অপত্যমায়া বলবতী হোয়ে উঠ্ল, তাই বৃদ্ধা মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, রস্তমের হাতে পায়ে ধোরে, তাঁকে বোলে কোয়ে বুঝিয়ে, পাপস্বভাবা জীবার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অনুরোধ কোর্বেন। রাগ, অহঙ্কার, ধর্ম্মাভিমান আর কুসংস্কার, এই কটি অপ্রসাদকর চিত্তোত্তাপ রস্তমের পিতৃ-উচিত হৃদয়ের সুস্নিগ্ধ কোমল স্নেহ আচ্ছন্ন রেখেছিল, অন্তঃকরণের তাবৎ ছিদ্র অবরুদ্ধ হইবায় তার মধ্যে করুণা প্রবেশের পথ ছিল না। মায়াময়ী মাতা স্বামীর দুখানি পা জোড়িয়ে ধোরে একমাত্র কন্যার প্রাণ দানের নিমিত্ত কাঁদাকাটা কোত্তে লাগ্লেন। যে হৃদয় কাল ক্রোধে অনলমূর্ত্তি হোয়ে প্রতিফল প্রদানের নিদারুণ তৃষ্ণায় ব্যাকুলিত হোচ্ছিল, তাতে এক আধ বিন্দু স্নেহকণা থাক্লেও থাক্তে পারে, এই মনে কোরে বৃদ্ধা অনেক যত্ন--অনেক চেষ্টা কোত্তে

লাগ্‌লেন, যদি কোনো মতে স্বামীর সেই কণিকা মাত্র স্নেহ-অগ্নি বাতাস দিয়ে প্রকাণ্ড কোরে তুলতে পারেন। বৃদ্ধার সকল যত্ন কিন্তু বানের জলে ভেসে যাবার ন্যায় নিরর্থক হলো। ডিস্‌-তুরী,—প্রধান কুলাচার্য্য, তাঁর সঙ্গে আরও চার ব্যক্তি স্বজাতীয়, এই পাঁচ ব্যক্তির পঞ্চায়েত বস্‌লো। জীবাকে টেনে লয়ে তাঁদের দরবারে হাজির কোরে দেওয়া হলো, অভাগিনী জীবার তখন সাহস হলো না যে, চক্ষু মেলে চেয়ে দেখেন তিনি কোথায় এসেছেন, কার্ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। যাদের কাছে দায়ার আশা কোরে মার্জ্জনার প্রার্থনা জানাবেন, জীবা তাদের ভালরূপই চিন্‌তেন, তারা যেরূপ প্রকৃতির লোক, বালা তা সুন্দররূপই অবগত ছিলেন। জীবা যখন তাঁর পিতাকে সেখানে উপস্থিত হোতে দেখ্‌লেন, বালা তাঁর দিকে চেয়ে একটিবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন,—কাতরতা পূর্ণ ব্যাকুল চক্ষে একটিবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন, দৃষ্টিপাত কোরেই, যে তাঁরে ধোরে ছিল, তার কোলে মূর্চ্ছিতার ন্যায় অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌লেন। রস্‌তম যখন কন্যার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর সেই সময়ের করাল রক্তিমা চক্ষু দুটি বোলে দিলে যে, বালার প্রাণের আশা জন্মের মতন দূরে প্রস্থান কোরেছে। জীবা দেখতে পেলেন পিতার সেই সাক্ষাৎ কালমূর্ত্তিতে তাঁর অদৃষ্টের অনিবার্য্য ফলাফল স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত রয়েছে। বালার এক্ষণে কতক চেতনা হোয়েছে, পাপময়ী অপরাধিনী কম্পিত হোতে হোতে তাঁর নিষ্করুণ নিষ্ঠুর বিচারপতিদের সম্মুখে নীত হোলেন, তখন প্রধান কুলাচার্য্য ডিস্‌তুরী উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে চীৎকার কোরে বোল্লেন "এই স্ত্রীলোকটির ফরিয়াদী কে? কোন্ ব্যক্তি তার মুদ্দই?" রস্‌তম বোল্লেন "আমিই তার

মুদ্দই, আমিই তার অপবাদক” ঐ কথা বোলে তিনি তাঁর কান্যার অপবাদের বৃত্তান্তগুলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কোল্লেন। সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি অনুচ্চ কাতর ধ্বনি নিঃসারিত হলো। কি করা কর্ত্তব্য তারা অনেকক্ষণ ধোরে তারি পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌ল। মানীকজী আর তার পুত্র পেস্‌টনজী ও অন্য অন্য অনেকে সাক্ষীর স্থল হোলেন, তাদের জোবানবন্দী আনুপূর্ব্বিক লিখে শোনান হলো, তারপর জীবাকে ডেকে বলা-হলো, অপরাধ অপ্রমাণ কর্‌বার পক্ষে তোমার কি কথা আছে বলো, হতভাগিনী বল্‌তে গেলেন কিন্তু পাল্লেন না, বাক্য উঁাকে সে সময় পরিত্যাগ কোরেছিল, জিহ্বা বিদার হোয়ে তালু পর্য্যন্ত স্পর্শ কোরেছিল, ওষ্ঠদুটি এত শুষ্ক হলো যে, অগ্নিতে যেন দগ্ধ হোয়েছে, নিঃসহায়িনী বালা বোবার ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নিষ্করুণ নিষ্ঠুর পিতা রস্‌তম এক্ষণে অবসর পেয়ে বিচার নিষ্পা-ত্তির প্রার্থনা কোল্লেন। বিচারপতিরা অনেক্ষণ ধোরে পরামর্শ কোল্লেন, তারপর আপনার আপনার স্থানে গিয়ে বোস্‌লেন। খানিক-ক্ষণ পর্য্যন্ত কারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব হয়ে আছেন, ইতি-মধ্যে প্রধান কুলাচার্য্য একটি সঙ্কেত কোল্লেন, সেই সঙ্কেতের অনুসারে তিনি আপনার আসনে বোসে রইলেন, বাকী চারজন বিচারপতি উঠে দাঁড়িয়ে, আপনার আপনার হস্ত দীর্ঘ আস্তিনে আবরণ কোরে, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন। প্রধান কুলাচার্য্য ডিস্‌তুরী তখন সগম্ভীর স্বরে কমলময়ী জীবার প্রাণ-দণ্ডের অজ্ঞা প্রদান কোল্লেন!!! ঐ দণ্ড-আজ্ঞা শ্রবণ কোরে, বালার পিতা সেই নির্দ্দয় পাষণ্ড রস্তমের মুখমণ্ডলে আহ্লা-দের ঈষৎ হাস্যছটা বিকাশ হোতে দেখা গেল!! ঐ অরূপ নিষ্ঠুর

পিতা তার একান্ত পিতৃভক্ত কন্যাকে পঞ্চায়েত-দরবার থেকে টেনে হিছ্‌ড়িয়ে আপনার বাড়ীতে লয়েগেলেন। পাষণ্ড রস্‌তম তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ যে, বিচার আসনের আজ্ঞা অনুসারে দণ্ডপ্রদান কোর্‌বেন। জীবার স্নেহময়ী দুঃখিনী মাতা এক্ষণে নিশ্চয় জান্‌লেন আর তাঁর সাধ্যসাধনা আর তাঁর অনুনয় বিনয় করা বৃথা, বিচার নিষ্পত্তি হোয়ে চুকেছে, এখন হাকিম ফেরে ত হুকুম ফিরবে না। রস্‌তম এক্ষণে অপত্য স্নেহে কাতরই হোন, অথবা পূর্ব্বের মতন তাঁর প্রকৃতি তত নিষ্ঠুরই না হোক, আর তাঁর ক্ষমতানাই যে, কন্যাকে রক্ষা করেন।

নূর্‌জরঙ্গকে আমরা দুরবস্থায় রেখে এসেছিলেম, জেলে মাল্লারা হাতের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে, তাঁর মুক্তিদান দেয়। তিনি মুক্ত হোয়েই তাঁর হৃদয়ারাধ্য জীবার নাম ধোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন, সে চিৎকারটি বৃথা হলো, জীবা তখন কোথায় যে উত্তর দেবেন। যে সকল গইবির তাঁর ক্রোড় শূন্য কোরে জীবাকে ছেঁড়াছিঁড়ি কোরে ছাড়িয়ে লয়ে যায়, সেই পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণের নিমিত্ত তাদের কটুকাটব্য বোলে গালাগালি দিতে দিতে, উন্মাদের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে আপনার গৃহে চোলে গেলেন। উন্মত্তান্ধ রস্‌তম তাঁরে যে প্রহার করেন, তারি যাতনায়, ঘরে গিয়ে নির্জ্জীব-প্রায় হোয়ে পোড়্‌লেন। শেষে সে যাতনা থেকে স্বচ্ছন্দ হোয়ে, আর একটি মর্ম্মাঘাতে অভিভূত হলেন,—তিনি শুন্‌লেন, তাঁর হৃদয়াস্পদ জীবার ভাগ্যে মৃত্যু দণ্ড অবধারিত হোয়েছে। ঐ নিষ্ঠুর সংবাদ শুনেই তখনি সুবাদারের কাছে চোলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হোয়ে অনেক অনুনয় বিনয় কোরে এই প্রার্থনা কোল্লেন যে, তিনি জীবাহন্তাদের কাল হস্ত

নিবারণ কোরে, কোমলময়ী জীবার প্রাণদান দেন। কি পরি-তাপ! সুবাদার বোল্লেন, তিনি গইবির পঞ্চায়েতের বিচার নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ কোরে থাকেন না, তাদের মধ্যে এপর্য্যন্ত যে নিয়ম,—যে প্রথা চোলে আস্‌ছে, তা এখনও চোল্‌বে! সুবাদার ইঙ্গিৎ কোরে আরও এই কথা বোল্লেন, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন প্রকার লজ্জাকর ঘটনা উপস্থিত হোলে, গইবিরেরা উগ্রমূর্ত্তি হয়ে যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করে, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই বোধ হয় মোগলেরও উচিত যে, তিনিও চুপে চুপে সোরে পড়েন, নচেৎ তাঁরও কল্যাণ নাই। নুর্‌জরঙ্গ কিন্তু সে কথায় ভীত হোলেন না, তাঁর আত্মকল্যাণের প্রতি তাদৃশ অভিরুচি ছিল না, জীবার জন্যই তাঁর ভাবনা হলো। তিনি এক্ষণে উন্মাদের ন্যায় সহরময় ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লেন। যখন রুস্‌তমের বাড়ীর নিকট দিয়ে চোলে যান, সেই সময় স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনধ্বনি শুন্‌তে পেলেন, দেখ্‌লেন, কারও মুখে কথা নাই, কারও মুখে হাসি নাই, সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই নিরানন্দ, বাড়ীময় যেন আঁধার হোয়ে আছে। তাই দেখে নুর্‌জরঙ্গ এই কথা চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লেন, "হা আল্লা! হা করুণানিধান! তবে তারে নিকেশ কোরে ফেলেছে!! সে কাজ রফা হয়ে গেছে!!" মোগল মরিয়ে হোয়ে রুস্তমের বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে যাচ্ছিলেন, দৌড়েছেন, ঢুকে পড়েন আর কি, এই সময় সেই চিরদাসটি ইশারা কোরে বোল্লে "দোহাই আল্লার! অমন কাজ কোর্‌বেন না, বাড়ীর ভিতর যাবেন না," তারে দেখে যুবা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞসা কোল্লেন। "জীবা কি নাই! সেই সুধাময়ী সরলাকে কি তারা খুন কোরে ফেলেছে?"

বালক বোল্লে "না, তিনি এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু আর বড় বিলম্ব নাই, অতি অল্প অবকাশই তাঁকে দেওয়া হোয়েছে, তার পরেই"—নূরজরঙ্গ অমনি বোলে উঠ্লেন, "তার পরেই আমার প্রাণের জীবার আপাদ মস্তক ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে! কোমলময়ী অচেতন হোয়ে নির্জীব হোয়ে পড়্বেন!"

বালকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে, মোগলকে সঙ্গে কোরে তাঁর বাড়ীতে নয়ে গেল। মোগল এক্ষণে তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করুন, এদিকে গইবিরের বাড়ীতে কি হোচ্ছে, আমরা এখন তাই দেখ্তে চোল্লেম।

জীবা তাঁর পালঙ্কের উপর শুয়ে রোদন কোচ্ছেন, তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে দরদর অশ্রুধারা বয়ে চোলেছে, এমন সময় ঘরের দরজাটি খুলে গিয়ে তাঁর পিতা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন, এখনও তাঁর মূর্ত্তিটি সেই পূর্ব্বের মতন নির্দয় নিষ্ঠুর আর অরূপ, কেবল একটা পিরাণ মাত্র গায়, তার উপর চাপকানও ছিল না, মাথায় পাকড়ীও দেননি, উট্লোমজাত বন্ধনীর দ্বারা সদেক বাঁধা রয়েছে, সেখানি আলুথালু হোয়ে চারিদিকে ঝুলে পোড়েছে, হস্ত দুখানি আমূল পর্য্যন্ত নগ্ন। এক হাতে ছোরা আর এক হাতে বিষের বাটী ধরা রয়েছে, অনাথা কন্যাটির নিকট এসে সেই বিষের পাত্র আর সেই মৃত্যু অস্ত্রখানি তাঁর সুমুখে রেখে দিলেন। তার পর হাত দুখানি বুকের উপর রেখে, দুই চক্ষু লাল কোরে, দাঁত মুখ খিচিয়ে বোল্লেন, "তোর যা ইচ্ছা হয় তাই গ্রহণ কর।"

জীবা তাঁর পায়ের তলে পোড়ে, "আমায় কৃপা করুন, আমায় কৃপা করুন" বোলে চীৎকার শব্দে রোদন কোত্তে লাগলেন, নরাধম পাষণ্ড পিতা কেবল একটি মর্ম্মঘাতী শ্লেষের হাসি হেসে চোলে

গেলেন, ঐ উপহাসই জীবার করুণার্দ্র প্রার্থনার প্রত্যুত্তর হলো। জীবা দেখ্‌লেন তাঁর পিতা তাঁর সে প্রার্থনা উপহাস কোরে উড়িয়ে দিলেন, তাই বালা নিদারুণ অদৃষ্ট ভেবে চুপ কোরে রইলেন, গুরু-দেবের মনে যা আছে তাই হবে,—এই ভেবে তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেন। রস্‌তম বোল্লেন "আর একটি ঘণ্টা মাত্র অপেক্ষা, তার পরেই তোকে মত্তে হবে, আবার যখন আমি আস্‌ব, এই বেলা বিবেচনা কর্‌ কিসে মোর্‌বি,—বিষ খেয়ে, না, গলায় ছুরী দিয়ে?" ঐ কথা বোলে গইবির ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জীবা একাকিনী হোয়ে আপনা আপনি বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হা গুরুদেব! হা, বিধাতা! আমার ভাগ্যে ইনিই কি আমার পিতা? এই পিতাই কি আমায় তত স্নেহ কোত্তেন? যিনি আমায় জীবনের ভূষণ, গৃহের কুসুম, কুলের অহঙ্কার বোলে আদর আহ্লাদ কোত্তেন, তাঁর আজ এই মন, এই প্রবৃত্তি!!! আমারি ভ্রম হোয়েছে সন্দেহ নাই, আমি কেঁদে কেঁদে চক্ষের দীপ্তি হার্‌য়েছি, তাই বুঝি চিন্‌তে পাচ্ছি নে, এব্যক্তি আমার পিতা নয়, কোনো নিষ্ঠুর দুরাত্মা হবে, তাই এক হাতে ছোরা আর এক হাতে প্রাণঘাতী হলাহল উপস্থিত কোরেছে, আমার পিতা যে আমার প্রাণহন্তা হবেন, তা কখনই সম্ভব নয়, পিতা হোয়ে সন্তানের, বিশেষত এক মাত্র সন্তানের, প্রাণ নাশ কখনই কোত্তে পারে না, আবার এই ব্যক্তিই মুদ্দই হোয়ে আমার নামে অভিযোগ করে, পিতা হোলে কি কখন পাত্তেন। দুঃসময় দেখে মাও কি পরিত্যাগ কোল্লেন? না, তিনি নাই, মারা পোড়েছেন? কি দুঃসময়! তাই হবে, তিনি মারাই পোড়েছেন।" এই সকল আক্ষেপ কোত্তে কোত্তে জীবার মোহ প্রাপ্ত হলো, পালঙ্কের উপর শুয়েপোড়ে "মা মা" বোলে ফুলে ফুলে, চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেন, সেরূপ করুণাপূর্ণ সকাতর রোদন শ্রবণ কোরে, প্রতিজ্ঞান্ধ পাষাণান্তঃকরণ রুসতম পিতা ভিন্ন, কার্ অন্তঃকরণ দয়া রসে প্লাবিত না হয়? বালা মাথা তুলে চেয়ে দেখেন যে, তাঁর স্নেহময়ী মাতা দরজা খুলে নিঃসাড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোচ্ছেন। মাতাকে দেখে ইশারা কোরে বোল্লেন, তিনি যেন বড় কোরে কথা না কন। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অথচ প্রফুল্লচিত্ত জীবা জননীর গলাটি জড়িয়ে ধোরে, শোক সন্তাপ স্নেহ উদ্ভূত অশ্রুধারার উপর ঘন ঘন চুম্বন কোরে, তাঁর গণ্ডদেশ বিশুষ্ক কোল্লেন।

জননী বোল্লেন, "জীবা! আর কি কোনো আশাই নেই?" জীবা বোল্লেন "না মা, আর কোনো আশাই নাই, সে কথা পিতা নিশ্চয় কোরেই বোলেছেন, আর এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচ্‌বার অবকাশ দিয়ে গেছেন। ঐ দেখো সাংঘাতিক বিষের পাত্র, আর ঐ দেখো ঝক্‌ঝকে ছোরা এক খানি ধরা রয়েছে, হয় আমি ঐ বিষ পান কোর্‌বো, নয় ঐ ছোরা আমার রক্ত পান কোর্‌বে। দেখ্ মা! আমায় মেরে ফেল্‌বার জন্যে কি নিষ্ঠুর কি পাষণ্ড উপায়ই করা হয়েছে! পিতা হোয়ে এরূপ ব্যবস্থা করা আরও নিষ্ঠুরের কাজ। আমি নিজের জন্যে কিছুমাত্র ভাব্‌ছিনে, কিন্তু শেষে যে বড় ভয়ঙ্কর হোয়ে দাঁড়াবে, আমি তাই ভাব্‌ছি। পিতা এখন কিছু মনে কোচ্ছেন না সত্য, এরপর কিন্তু তাঁকে মর্ম্মান্তিক শোকে দগ্ধ হতে হবে, আজন্মকাল হাহাকার কোরে বেড়াতে হবে, শেষে তাঁকে অনেক অনুতাপও কোত্তে হবে যে এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কোল্লেন। এই বেলা যদি বিবেচনা না করেন, শেষে তাঁকে বড় পস্তাতে হবে. আমার শোক অন্তর্ভেদ হোয়ে তাঁর মর্ম্মে মর্ম্মে কাল্‌শিরে পোড়্‌বে। তাই বল্‌ছি যদি সাধ্য হয় তবে এই বেলা আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করুন।" ভগ্নহৃদয়া জননী বোল্লেন, "আমরা

আর বাক্য ব্যয় কোরে অমূল্য সময় টুক্ অনর্থক নষ্ট কোর্বোনা। এক্ষণে তুমি যাতে প্রাণদান পাও, আর স্বামী যাতে উত্তর কালে ভয়ঙ্কর হৃদয়-আঘাত থেকে রক্ষা পান, তারি চেষ্টা দেখা যাক্। সুক-ল্যাণী মেরী সাউসীর সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ পরিচয় আছে ত?"

জীবা বোল্লেন, "তাঁর সঙ্গে ভালরূপই জানা শুনা আছে, তিনি আমায় বাঁচাতে পারবেন, তাঁর ক্ষমতা আমার ভাল জানা আছে। মা! তবে আর দেরি করো না, তাঁর কাছে এই দণ্ডেই ছুটে যাও, এই বিষের পাত্র সঙ্গে লয়ে তাঁরে গিয়ে বল, তিনি একটু চেকে দেখে, ঠিক এইরূপ একটি কৃত্রিম বিষ তয়ের কোরে দেন, আসলের সঙ্গে নকলের যেন দৃশ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, আমি এই বিষের পরিবর্ত্তে সেই নকল বিষ খাবো, তা হোলে সকল দিক রক্ষা হবে।"

জননী বোল্লেন, "বৎসে! তোমার মতলব আমি বুঝ্তে পাচ্ছিনে, কবরের হাত থেকে কি কোরে বেঁচে যাবে? কবর তোমায় দেবেই দেবে।"

জীবা বল্লেন, "মা! তার জন্যে ভাবনা কি? আমি কবর থেকে পালিয়ে প্রস্থান করবো। সেই লোহার জালের উপরে ত আমায় শুইয়ে রাখ্বে? তা হলেই হলো। কবরের দেওয়াল কিছু অধিক উচু নয়, অনায়াসে ডিঙ্গিয়ে পালাতে পারবো, উদাম পেলেই হলো, তখন এদেশের পায় নমস্কার কোরে বিদায় হবো।"

এক্ষণে উৎসাহ প্রাপ্তা জীবার মাতা বিষের পাত্র থেকে একটা শিশিতে খানিক বিষ ঢেলে নিয়ে মেরী সাউসীর বাড়ীতে চোলে গেলেন। মহামনা সাউসী ঐ ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ কোরে আতঙ্কে কাঁপ্তে লাগ্লেন। এদিকে জীবার মাতা, "ওগো আমার জীবাকে বাঁচাও, তারে রক্ষা কর, আমায় মা বোলে ডাক্তে আর কেউ নাই,

ওগো তোমার পায় পড়ি তারে বাঁচাও, তারে রক্ষা কর" এই বল্‌তে বল্‌তে ধড়াস কোরে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। ব্যাকুলিনী পুনর্ব্বার চেতনা পেয়ে, চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "জীবা আমার সবেধন, তারে তুমি বাঁচাও, দোহাই তোমার। তারে তুমি বাঁচাও। আমি তোমার হাতে ধোচ্ছি, পায়ে ধোচ্ছি, যোড়হাত কোচ্ছি, তুমি তারে প্রাণদান দাও, এঘোর বিপদে তুমি না কাণ্ডারি হলে আমার আর উপায় নাই। আমায় মা বোলে ডাক্‌তে আর কেউ নাই। জীবা আমার শিবরাত্রের শল্‌তে, সে আমার আঁধার ঘরের মানিক, তারে তুমি বাঁচাও।" এইরূপ করুণ আক্ষেপ কোরে, শোকোন্মাদিনী মাতা বিস্তর অনুনয় বিনয় কোত্তে লাগ্‌লেন।

মহামতি সাউসী বোল্লেন, "যদি ক্ষমতা হোয়ে উঠে, তবে তোমার জীবাকে অবশ্যই বাঁচাবো, সে যে আমার বাঁচাবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ হারাতে বসেছিল, আমার কি তা স্মরণ নাই? জীবা! তুমি আমার প্রাণের জীবা, তুমি মহামনা, তুমি অমায়িক উদার স্বভাবা, তোমায় অবশ্যই বাঁচাবো" মেরী এই কথা বোলে, সেই বিষের শিশিটি হাতে কোরে লয়ে, যে ঘরে ঔষধ প্রস্তুত হয়, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। আফিম ঘটিত একটি নূতন পেয় প্রস্তুত কোরে, সেটি একটি বড় বোতলে ঢেলে, সেই বোতলটি এক্ষণে হর্ষপ্রফুল্লিত জননীর হস্তে প্রদান কোল্লেন। এ আরকের ক্রম এই যে, পান কোল্লে গভীর অচেতনে নিমগ্ন করে, সিটি তার অব্যর্থ শক্তি। তার আকার আর বর্ণ আসলের সঙ্গে ঠিক সমান। জননী সাউসীকে বিস্তর সাধুবাদ দিয়ে ব্যাকুলপ্রাণা সন্তানটির কাছে ছুটে চোলে গেলেন। এদিকে সময়ও প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। বালার মাতা কন্যার পেয়, বিষ আর একটি বড় পাত্রে কেবল

ঢেলেছেন, সে পাত্রটি ঘরের এক কোণে পোড়ে ছিল, আর তার পরিবর্ত্তে মেরীর দেয় আফিম ঘটিত পেয় সেই বিষের পাত্রে রেখে কেবল বোসেছেন, সন্তানটির কাছে জন্মের শোধ বিদায় হবেন বোলে, স্নেহ দেখিয়ে মায়া বাড়াচ্ছেন, এমন সময় রস্তম আস্ছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শুন্তে পেলেন। পাছে কোনো সন্দেহ জন্মে, তাই জীবার মাতা তাড়তাড়ি সেখান থেকে সোরে পোড়লেন। নির্দ্দয় স্বামীকে আহ্বান করবার নিমিত্ত সন্তানবৎসল জননী বিষণ্ণচিত্ত কন্যাটিকে একাকিনী রেখে চোলে গেলেন। গইবির ঘরের মধ্যে ঢুকেই চীৎকারশব্দে বোল্লেন "সময় ত অনেকক্ষণ হোয়ে গেছে, জীবা! তুই কি স্থির করেছিস্? ছোরা, না, বিষ?"

জীবা শুনে কাঁপ্তে লাগ্লেন, এবারও বোল্লেন "বাবা! তুমি আমারে প্রাণে মেরোনা, দোহাই তোমার, এ যাত্রা আমায় মাপ করো!" গইবিরের হৃদয় কিন্তু লোহার পাত দিয়ে মোড়া ছিল তাই তার মধ্যে করুণার কোমল মাধুর্য্য রস প্রবেশ কোত্তে পাত্তো না। রস্তম সেই বিষের পাত্র আর সেই উজ্জ্বল কান্তির ছোরাখানি হাতে কোরে লয়ে বোল্লেন "তোর ইচ্ছা কি, বল্।" জীবা বিষের পাত্র দেখিয়ে দিয়ে মৌন হোয়ে রইলেন।

রস্তম ছোরাখানি এক পাশে রেখে দিয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তা ই ভাল, তবে এখন খেয়ে ফেল্" জীবা বোল্লেন, "আচ্ছা, দাও খাই।" রস্তম জীবার মুখের কাছে বিষের বাটিটি ধোরে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "এক নিশ্বাসে বেবাক টুক্ খেতে হবে" "আচ্ছা, হোয়েছে, এতক্ষণের পর অন্তঃকরণ জুড়োলো, এখন শুয়ে মোরে থাক। রে কুলঘাতিনী পাপীয়সী! এখন তুই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর।" এই বোলে রস্তম আর সেখানে দাড়ালেন না, তাড়াতাড়ি

ঘরে থেকে বেরিয়ে, বার্দিক দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলেন।

আফিম তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ফল দেখালে। রুস্তম এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর কন্যা শব শোয়ে রয়েছে, এখন তিনি নিশ্চিন্ত হোলেন, সৎক্রিয়ার আয়োজন কোত্তে তখনি অনুমতি দিলেন।

এদিকে নুরজরঙ্গ অন্ত-র্দাহে ছটফট কোচ্ছেন, তাঁর যেন যমযন্ত্রণা হোয়েছে, সর্ব্বশরীর দিয়ে কালঘাম বোয়ে চোলেছে। তাঁর দেহ মন যেন কাল অগ্নিতে দগ্ধ কোচ্ছিল। মর্ম্মভেদক মনোদাহে অধীর হোয়ে, যুবা মোগল পর্তুগিল চিকিৎসিকার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্বার অভিপ্রায় কোল্লেন, যদি কোন কৌশলে জীবার প্রাণ রক্ষা হয়, তারি একটা পরামর্শ করা এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, নচেৎ তাঁর নিজের তত গরজ ছিল না যে, মেরীর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। একখান সালে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ঘরেথেকে কেবল বেরিয়েছেন, এমন সময় মেরী স্বয়ং তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত, তাঁর মুখ অবয়বে বিমর্ষমূর্ত্তি চিত্রিত রোয়েছে। স্ত্রী কবিরাজ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় যাবার মনন কোরেছেন? এখন স্থির হোয়ে একটু বসুন, আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন!" ঐ কথা শুনে যুবা ফিল্লেন, মেরীও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এলেন। বাড়ীতে এসে স্থির হোয়ে বোস্‌লে পর, সাউসী জীবার সম্বন্ধে তাবত কথা তাঁরে খুলে বোল্লেন। মেরী যেরূপে জীবার প্রাণরক্ষা কোরেছেন, যুবা সেই কথা তাঁর মুখে শুনে আহ্লাদে আট্‌খান হোতে লাগ্‌লেন, তাঁরে নিবারণ না কোল্লে নীচে গড়িয়ে পোড়ে জীবার প্রাণদায়িনীর পাদ-চুম্বন কোত্তেন, মেরী কিন্তু তাঁরে এই কথা বোলে নিষেধ কল্লেন, "যুবা! সিটি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হোয়েছে, আমি কেবল যৎসামান্য

অকিঞ্চিৎকর উপলক্ষ মাত্র, আমার যা করা উচিত, তাই আমি কোরেছি, তার অতিরিক্ত কিছুই কোরিনি, সাধুবাদ আমায় না দিয়ে, যাঁর জীবনরক্ষক বাহু দুঃখিনী জীবার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এখনও পর্য্যন্ত বিস্তার প্রসারিত হোয়ে আছে, তাঁকেই দাও। এক্ষণে তোমার যা কর্ত্তব্য, তাই কোত্তে কেবল বাকী আছে, নচেৎ সেই কবরস্থানে তাঁর প্রাণত্যাগ হবে। এখনও পর্য্যন্ত সৎকারের আয়োজন হোচ্ছে, গইবিরেরা যে প্রণালীতে মৃত দেহের সৎকার করে, তোমার তা বেশ জানাই আছে। একটি প্রকাণ্ড খাতের মুখে লোহার জাল বিছিয়ে তার উপর মৃত দেহ রক্ষা করে। সূর্য্যের উত্তাপে রসরক্ত মাংস প্রভৃতি শুষ্ক হোয়ে শরীর অস্থিসার হোলে, কি শকুনির পাল পোড়ে খুড়ে খুড়ে খেয়ে দেহটি অস্থিমাত্র অবশিষ্ট কোল্লে, তখন সেই অস্থিখণ্ডগুলি সোরে সোরে গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যে পর্ব্বতের উপর তাদের সমাধিস্থান অবস্থিত, তাও তুমি জ্ঞাত আছো, তবে আর বিলম্ব করো না, এখনিই সেইখানে ছুটে যাও। যে সকল গইবির শবের সঙ্গে যাবে, দেখো সাবধান, তারা যেন তোমায় দেখ্তে না পায়, তাদের নিকটেও তুমি যেওনা। জীবার নিমিত্ত আহার আর পুরুষের পোষাক সঙ্গে লইও। একটি উচ্চ বৃক্ষের উপর থেকে, অলক্ষিত হোয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্বে কবরের কোন্ দিকে জীবার কবর দেয়। রজনী যখন তার কৃষ্ণাবরণ চতুর্দ্দিকে বিস্তার কোর্বে, সেই সময় প্রাচিরের উপর উঠে বোসে থাক্বে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আফিমের ঘোর ছুটে না যায়, সেপর্য্যন্ত সেই খানেই থেকে চৌকীদিয়ে দেখো। জীবা যখন নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য লাভ কোরেবেন, সেই সময় এই পেয় তাঁকে পান কোত্তে দিও, এরি গুণে

তার শরীর সবল আর সজীব হবে। বাকী যা যা কোত্তে হবে, সে ভার আপনার উপর, তবে আমি এই কথা মাত্র বোলতে চাই, তোমাদের যখন উভয়েরি প্রাণের প্রতি মায়া আছে, তখন আর তোমাদের এদেশে থাকা নয়, পালিয়ে একেবারে সাল-সেটে চোলে যেও, সেখানথেকে একখানা নৌকা ক্রেয়া কোরে স্বদেশে যাত্রা কোরো। তবে আর দেরি করোনা, চট্‌পট্‌ কোরে বেরিয়ে পড়ো, সাবধান হোয়ে চোলো, সবদিকে দৃষ্টি রেখো, ধীর প্রাজ্ঞের ন্যায় কাজ করো, জীবা তোমারি হোয়েছে, আমি এক্ষণে চোল্লেম।" যুবা দয়ালু মেরীকে পুনর্ব্বার সাধুবাদ দেবার উপক্রম কোচ্ছিলেন, মেরী কিন্তু তাঁরে ইশারা কোরে নিষেধ কো-ল্লেন। সাউসী চোলে গেলে, নূর্‌জরঙ্গ প্রিয়তমার উদ্ধারের উপায় ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। শোক গভীরের অতলস্পর্শে একবার নিমগ্ন হোয়ে, আবার তখনি তখনি উল্লাস তরঙ্গের উপর সাঁতারদিয়ে ভেসে বেড়ান এত অসঙ্গত আর এত অস্বাভাবিক যে, মেরীর কথা-গুলি শ্রবণ কোরে, সে কথার প্রতি যুবার বিশ্বাস হোচ্ছিল না, তাই অনেকক্ষণ ধোরে দিকভ্রান্তের ন্যায় হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্তঃকরণের আকুলতা নিবারণ হোয়ে আবার যখন তিনি প্রশান্তচিত্ত হোলেন, তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমতা হোয়ে মন যখন পুনরায় সুস্থির হলো, তখন মেরীর উপদেশমত সেই ছদ্মবেশের আর আহারের আয়োজন কোত্তে চোল্লেন। যুবা সিধে রাস্তা ধোরে, তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে সেই পাহাড়ের ধারে চোলে গেলেন। ঐ পাহাড়ের উপর কতকদূর পর্য্যন্ত ব্যপে অনেকগুলি ইমারত, ইমারতগুলি কবরমন্দির। নূর্‌জরঙ্গ যত মনে কোরে ছিলেন, চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীরগুলি তত

উষ্ণ বোধ হলো না। এক্ষণে সন্ধ্যার কৃষ্ণ ছায়া অবগুণ্ঠন হোয়ে দশদিক আচ্ছাদন কোত্তে লাগ্‌ল। সমাধি মন্দিরের নিকটেই একটি বৃহৎ তালবৃক্ষ ছিল, যুবা একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোরে দেখ্‌লেন কেউ কোথাও নাই, এই অবসরে আস্তে আস্তে সেই বৃক্ষের উপর উঠে বোস্‌লেন, মনে কোল্লেন তারি নিকটেই তাঁর প্রিয়তমার মৃতদেহ রক্ষা করবে। এস্থানে সব দিক অব্যাকুল অনুদ্বিগ্ন আর সুস্থির, কেবল উদর তৃপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিধিনী দলের ক্যাঁ ক্যাঁ রব, আর তাদের পক্ষাস্ফালনের চটাৎ চটাৎ শব্দ মধ্যে মধ্যে যুবাকে বিরক্ত কোত্তে লাগ্‌ল, গিধিনীরা তখন কণ্ঠায় কণ্ঠায় নরমাংস খেয়ে, উদর মোটা কোরে আপন আপন কুলায়ে ফিরে আস্‌ছিল! শবদেহের সৎকার সমারোহ কতক্ষণে আগমন কোর্‌বে, মোগল বোসে বোসে তাই ভাবতে লাগ্‌লেন, কিরূপ প্রণালীতে প্রস্থান কোর্‌বেন, সে কৌশল পূর্ব্বেই স্থির কোরে রেখেছিলেন। যুবাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে থাক্‌তে হলোনা। একটু পরেই কতকগুলি লোক একটা লোহার চৌপায়ার উপর একটি দেহ মাথায় কোরে লোয়ে, পাহাড়ের তল বেয়ে সরাসর একটানা চোলে আস্‌তে দেখ্‌লেন, অনেকগুলি গইবিরও চৌপায়ার সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে গাছের মাথার উপর তিনি বোসে ছিলেন, তারি নীচে এসে দাঁড়াল, তাই দেখে তাঁর এত ভয় হলো যে, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে সাহস হোচ্ছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, যারা শবের সঙ্গে গেছিল, তারা কেউ একবার আহা উহু কোরেও আক্ষেপ প্রকাশ কোল্লে না, কি একবার শোক দুঃখের ভাণ কোরেও মনস্তাপ জানালেনা। একটিমাত্র মসাল

তাদের আগে আগে লয়ে আসছিল, তারি আলোতে যুবা তাঁর প্রাণপ্রতিমার দেহটি দেখ্তে পেলেন। পূর্ব্বরাত্রে তাঁর কোল উদাস কোরে যখন তাঁরে জোর কোরে ধোরে লয়ে যায়, সেই সময় যুবতীর যে বস্ত্র আর যে অলঙ্কার পরা ছিল, এখনও সেই পরিচ্ছদই পরা আছে দেখ্লেন। সঙ্গে অধিক লোক আসেনি, পাষণ্ড রস্তম তার মধ্যে ছিলেন কি না, যুবা তা ঠাউরে উঠ্তে পাল্লেন না। গুণ্তিতে সর্ব্বসুদ্ধ ১৯ জনের অধিক নয়। দুদুজন কোরে একখানি শ্বেত বস্ত্রের কোণ ধোরে আছে, সকলেই মৌন হোয়ে শ্মশানের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ কোল্লে। একটু পরেই সমুদয় লোক বেরিয়ে এসে দরজাটি রুদ্ধ কোরে, পাহাড় থেকে নেবে চোলে গেল, যুবা সিটি সহর্ষচক্ষে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্তে লাগ্লেন। তিনি পূর্ব্বে জান্তেন, কখন কখন কুসংস্কার-আসক্ত দেশাচারের অনুসারে এক ব্যক্তি পশ্চাতে থেকে চৌকী দিয়ে দেখে গিধিনীরা মৃতদেহের কোন্ চক্ষু প্রথম খুঁড়ে খায়, পরলোকে মৃত ব্যক্তির ভাগ্যে সদ্গতি কি অধোগতি লেখা আছে, ঐ লক্ষণ দেখেই তারা তা স্থির কোত্তো। জীবার উপলক্ষে কিন্তু কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না, তাই দেখে নুর্জরঙ্গ আনন্দে পুলকিত হোলেন। জীবা ঘোরপাপী, তাঁর ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা তারা পূর্ব্বেই স্থির কোরে রেখেছিল, বোধ হয় সেই বিবেচনা কোরেই কেউ আর কষ্ট কোরে চৌকী দিয়ে দেখ্লেনা যে, শকুনীরা তাঁর কোন্ চোক প্রথম খুঁড়ে বার কোরে নিলে। সকলেই আপনার আপনার বাড়ী চোলে গেছে, এক্ষণে শ্মশানভূমি উদাস, তাই দেখে নুর্জরঙ্গ গাছে থেকে নেবে প্রেত ভূমি বেষ্টিত প্রাচীরের উপর উঠ্বার উদ্যোগ কোত্তে লাগলেন।

তাঁর প্রাণময়ী জীবার দেহ যে স্থানে রক্ষা করা হোয়েছে, অনুমান বলে সেই স্থানটি লক্ষ্য কোল্লেন। প্রাচীরটি অতিশয় দৃঢ় আর তার গাঁথনীও অতি পরিপাটী, তাই যুবা তার গায় পা স্থির রাখ্‌তে পাল্লেন না। ঐ স্থানে বড় বড় পাথরের থান আর ছোট ছোট পাথর চারিদিকে বিস্তর ছড়াছড়ি হোয়ে পড়েছিল, সেইগুলি উপরোপরি সাজিয়ে, তার উপর পা দিয়ে দেওয়ালের মাথায় গিয়ে উঠ্‌লেন। নর-অস্থিগুলি সোরে সোরে ঝন্‌ঝন শব্দে খাতের নীচে গিয়ে পোড়্‌ছে, মোগল প্রাচীরের শিরের উপর বোসে তারি শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌লেন। সেখানে এমনি একটা পচা ভাপ্‌সা দুর্গন্ধ নির্গত হোচ্ছিল, তার আঘ্রাণে যুবার সর্ব্বশরীর গিন্‌গিন কোরে বমী হয় হয় হোতে লাগ্‌ল, ঘনঘন উকি হোয়ে মুখদিয়ে থুথু উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মোগলের কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞাই ছিল যে, স্থান যতই কুৎসিত আর যতই ভয়াবহ হোক, তিনি কিছুতেই অপদস্থ হবেন না, ভয়ঙ্কর ত্রাসে অভিভূত হোলেও তিনি পরাঙ্মুখ হবেন না। যুবা আলো আঁধারের অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা আলোতে দেখ্‌লেন তাঁর প্রাণময়ীর দেহটি লোহার ঝাঁঝ্‌রির উপর পোড়ে আছে, সেই বিকটাকার কাল-খাতের করাল আস্যের উপর ঢালুভাবে ঝুঁকে রয়েছে। কাল তামসী এক্ষণে কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার কোরে চতুর্দ্দিক ঢেকে ফেলেছে, তিমিরাবৃত রজনী যত গভীর হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, জীবার নিকৎকণ্ঠ কল্যাণকর উদ্ধারের নিমিত্ত যুবার মনে ততই ভয় আর সন্দেহ উপস্থিত হোতে লাগ্‌ল, তিনি আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন যে, আস্‌বার সময় একটা মসাল কি আলো জ্বাল্‌বার কোন প্রকার উপকরণ সঙ্গে কোরে কেন আন্‌লেন

না। গৃধিনীরা তাঁর মাথার উপর ঘুরেঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে, পক্ষীগুলির মাথায় যেন টনক্ ছিল, কি তারা যেন হাতগুণে জান্‌তে পেরেছিল যে, আজ একটা নূতন টাট্‌কা আহার তাদের ভাগ্যে যুটে যাবে। মোগল পক্ষীগুলির প্রতি কোন প্রকার উৎপাত কোল্লেন না, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া, কি হাঁকাহাঁকি কোরে বার কোরে দেওয়া, তাঁর বিবেচনায় ভাল বোধ হলোনা। তিনি মনে কোল্লেন; তারা যদি জীবার দেহের উপর এসে বসে, তাহোলে আফিমের ঘোর কেটে গিয়ে বালার চৈতন্য জন্মিলেও জন্মিতে পারে। পক্ষীগুলি যৎকালীন সেই লোহার জাল বেড়ে মন্দাদরে পিট্‌পিট্ কোরে শূন্যের উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল, যুবা সেই সময় খুব সতর্ক চক্ষে তাদের গতি প্রবৃত্তি নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌ছিলেন। তাঁর ভয় হলো কি জানি তাঁর প্রিয়তমা ত এপর্যন্ত কালনিদ্রার ন্যায় গভীর অচেতনে অভিভূত আছেন, সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাশূন্য, কি জানি পক্ষীগুলি যদি প্রকৃত শবই মনে কোরে চক্ষুদুটি খুঁড়ে খায়। কতক্ষণে দেহটি একবার একটু নোড়ে উঠ্‌বে, তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত যুবা অতিশয় অধীর, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হোলেন। পক্ষান্তরে জীবা যদি চেতনা পেয়ে চৌপায়ার উপর হঠাৎ উঠে বসেন, তাতেও যে ফল দাঁড়াবে যুবা সে ভয়ও কোত্তে লাগ্‌লেন। মোগল উভয় শঙ্কটে পোড়্‌লেন, তিনি এক্ষণে দুই দিকেই অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। একে রজনী ঘোর অন্ধকার, আবার আফিমের প্রভাবে মনের ভ্রান্তি সহসা যাবার নয়, চক্ষেরও ঘোর হঠাৎ দূর হবার নয়, বিশেষত জীবা যে ভাবে শুয়ে আছেন, সে অতি শঙ্কট অবস্থা, তাও আবার যুবতী জাত নহেন, যুবার মনে এই ভয় হলো, যখন প্রাণের প্রতি এতগুলি সংশয়, এতগুলি বিঘ্ন রয়েছে, তখন

আর তাঁর নিস্তার নাই, হয়ত বালা সেই করাল খাতের অগাধ গর্ভে পতিত হবেন, তার ঘোররূপা গভীর অতলস্পর্শ থেকে তাঁকে আর পুনরায় ফিরে আসতে হবে না।

অনেকক্ষণের পর একটি শকুনী জীবার দেহে এসে বোস্‌লো, বোসেই কিন্তু আতঙ্কের ন্যায় বিকট রবে চীৎকার কোরে পাখা ঝাট্‌পট্‌ কোত্তে কোত্তে, তীরের মতন সেখান থেকে তখনিই উড়ে বেরিয়ে গেল, তাই দেখে নূরজরঙ্গ অনুমান কোল্লেন, জীবা তবে নড়ে উঠেছেন। যুবা আস্তে আস্তে অতি কোমল স্বরে 'জীবা" বোলে ডাক্‌লেন, কোনো উত্তর না পেয়ে একাগ্র মনে কাণপেতে রইলেন. তাঁর যেন অনুভব হলো দীর্ঘনিশ্বাসের মৃদুমন্দ কোমল ঝঙ্কার শুন্‌তে পেলেন। মোগল পুনর্ব্বার জীবার নাম ধোরে ডাক্‌লেন, এইবার কিন্তু অতি ক্ষীণ মৃদুমন্দস্বরে উত্তর পেলেন।

যুবতী বোল্লেন, "কে কথা কয়? জীবা বোলে কে ডাক্‌ছো? আমি কোথায় এসেছি?"

যুবা এই কথা বোলে সতর্ক কোরে দিলেন, "স্থির হোয়ে চুপ কোরে থাকো, নোড়ো চোড়ো না, তোমায় কাতর হোয়ে যোড় হাত কোরে বোল্‌ছি, নোড়ো চোড়ো না, যেখানে যে ভাবে আছো, সেই খানে সেই ভাবে স্থির হোয়ে থাকো। তুমি গঠবিরদের প্রেত ভূমিতে এসেছো, আর এক পা মাত্র সোরেছো কি, অমনি অতল গভীর কূপে নিমগ্ন হয়েছ, একটু অপেক্ষা করো, তোমার নূরজরঙ্গ তোমার কাছেই হাজির আছে,"

জীবা বোল্লেন "কি বোল্‌ছো তুমি! কার নাম কোচ্ছো? নূরজরঙ্গ কে? কখন কবরে এলেম, সত্যি সত্যিই কি কবরে এসেছি?"

যুবা বোল্লেন "হাঁ! তুমি কবরেই এসেছো বটে, এক তিলও

নোড়ো চোড়ো না,। প্রিয়তমে! অন্ধকার রাত দেখে আমার মনে বড় ভয় হোচ্ছে, ভয় হবার কারণও অনেক আছে. এই সময় কেউ যদি একটা আলো ধোরে তোমায় পথ দেখিয়ে আনে, তবে আমি তারে ব্রহ্মাণ্ড পুরস্কার করি। আমি ঠিক তোমার মাথার উপরেই আছি।"

সৌভাগ্যক্রমে যুবা একগাছা রসী সঙ্গে কোরে এনেছিলেন, সেই রসী গাছটি নীচে নামিয়ে দিলেন, জীবারও এক্ষণে বিলক্ষণ চৈতন্য হোয়েছে, যুবতী রসীগাছটি হাত দিয়ে শক্ত কোরে ধোল্লেন, তাই দেখে মোগলের প্রাণে বড় আনন্দ হলো। যুবতী যে অবস্থায় আছেন, সে অতি ভয়ানক, তাঁর অবস্থিতির আকার এবার পূর্ব্বেই অবগত করান হোয়েছে! মোগলও সে স্থানের ভাব গতিক অবগত ছিলেন না, যিনি যে অবস্থায় আছেন, প্রভাত পর্য্যন্ত তিনি সেই অবস্থায়ই স্থির হোয়ে থাকবেন, এই পরামর্শ অবধারিত হলো। সূর্য্য উদয় হোলে পথাপথ দেখে বিপথের হাত এড়াতে পারবেন। জীবা প্রভাত ছটা বিকশিত হবার অনেক পূর্ব্বে ঘোর অভিভূত অবস্থা থেকে চেতনালাভ কোরে, যা যা ঘটেছিল, সেই গুলি স্মরণ কোত্তে লাগলেন! সুন্দরী যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবে থেকে মোগলের সঙ্গে কথায় কথায় রাত্রি প্রভাত কোল্লেন। প্রণয়ী প্রণয়িনীর কাছে সে রাত্র কত বড়ই বোধ হতে লাগল, শেষ যেন হোয়েও হোচ্ছেনা। প্রভাত হোতে যতই দেরি হতে লাগল, ততই তাঁরা অসুখী হোতে লাগলেন, অনেক বিরক্তির পর তাঁদের অভিলষিত সূর্য্য-উদয়ের বিমল মূর্ত্তি দর্শন কোল্লেন। অরুণোদয়ের শ্বেতছটার অস্পষ্ট ক্ষীণ রেখা তাঁদের নয়ন প্রফুল্লিত কোল্লে পর, তরুণ প্রভা যত সরাগে বিকসিত হোতে লাগল, ততই তাঁরা কতই অদ্ভুত অদ্ভুত বিভীষিকা দৃশ্য দর্শন কোত্তে

লাগ্লেন। গোরস্থানের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত লৌহজালের উপর মৃত দেহ গুলি পোড়ে আছে, অর্দ্ধেক দেহ রৌদ্রতাপে শুকিয়ে ভুবড়িয়ে গেছে, বাকী অর্দ্ধেক শকুনীরা খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেল্ছে। তাজা তাজা মড়ার উপর বোসে গিধিনীগুলি তখনও পর্য্যন্ত আপনাদের উদর মোটা কোচ্ছিল, নীচে সেই ভয়ঙ্কর কালহ্রদ, তার আধা আধি কঙ্কালে আর নরকপালে পরিপূর্ণ। এক প্রকার অসহ্য চাম্সে গন্ধ গোরস্থানটি ব্যাপে পোড়েছে। মোগল বোল্লেন, প্রিয়তমে! ওঠো, আর বিলম্ব কর্বার সময় নাই, লৌহ জালের পাড়্গুলির প্রতি একবার চেয়ে দেখো, তারি উপর পা স্থির কোরে রাখ্তে হবে, রসা গাছ্টা বেশ শক্ত কোরে ধরো, আল্লার আশীর্ব্বাদে এখন তুমি নিরাপদ হোয়েছো। প্রিয়তমের বাহুপাশ থেকে যুবতী এখনও অনেক অন্তরে আছেন, অন্যূন তাঁকে চারি হাত প্রাচী-রের গা বেয়ে উঠ্তে হবে, তবে ত বালা কবর রূপ কাল কারাবাস থেকে মুক্তি পাবেন, তার এখনও অনেক বিলম্ব আছে বিবেচনা হোতে লাগ্ল। বালা কিন্তু সেই রসী আর যুবার বলিষ্ঠ বাহু,—এই দুই সহায় অবলম্বন কোরে অবলীলাক্রমে সে সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হোলেন। জীবা দেওয়ালের উপর যুবার পাশে এসেই উপস্থিত হোলেন। এক্ষণে অপরিমিত আনন্দ-অশ্রু প্রণয়ী প্রণয়িনীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পোড়্তে লাগ্ল! মুষল ধারায় বর্ষণের পর, কাদা কেটে গিয়ে রাস্তা ঘাট যেরূপ পরিষ্কার হয়, সেইরূপ নায়ক নায়িকার অজস্র অশ্রুপাতের পর শোক সন্তাপ ধুয়ে গিয়ে তাঁদের হৃদয় বিমল আনন্দে ঝক্ ঝক্ কোর্ত্তে লাগ্ল। সেই কাল সমাধিক্ষেত্র থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে জীবা যখন মাতা বসুমতীর অচল ক্রোড়ে স্থান পেলেন, তাঁদের সে সময়ের

আনন্দময় সুখ, মঙ্গলময় আহ্লাদ, আর কল্যাণময় পরিতোষ বর্ণন কোরে শেষ করে কার্ সাধ্য?

মোগল উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন, "জীবা! সত্যি সত্যিই যে তোমায় আমি ফিরে পেলেম! সত্যি সত্যিই যে মৃত্যুর মুখ থেকে তোমায় ফিরিয়ে আন্‌লেম! এবার একটি সুখের সংসার-আশ্রমে নূতন হোয়ে প্রবেশ কোর্‌বে বোল্লেই কি ঐ দুটি নীলোজ্জ্বল আঁখি পুনর্ব্বার প্রফুল্লিত হলো? তোমার নিষ্ঠুর স্বজাতীয়ের মধ্যে আর কদাচ দেখা দিওনা. তারা সত্য সত্যই পাষণ্ড, সত্য সত্যই চণ্ডাল! তাদের করাল কাল মূর্ত্তি মনে হোলে বাস্তবিক আমার মন প্রাণ ত্রাসে কেঁপে উঠে। এখন আর তোমায় অনলের পূজা অর্চ্চনা কোত্তে হবে না, এখন অবধি পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিমুখ হোয়ে কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা করো।"

জীবা বোল্লেন 'তাই কর্‌বো, অবশ্যই কোর্‌বো, আর আমি গই-বির হবো না, গইবির হওয়া যত সুখ তা ত আর জান্‌তে বাকী নাই, আজ অবধি আমি তোমারি হোলেম। নূর্‌জরঙ্গ! আজ অবধি আমার মন. আমার প্রাণ, আমার নয়, সে সকল তোমারি হলো, সুদ্ধ তোমারি জন্যে আমি এ প্রাণ রেখেছি, আমায় এখন দূর দেশে লয়ে চলো।"

আনন্দবিহ্বল যুবা সাধের আরাধ্য ধন জীবাকে পেয়ে বুকের মধ্যে চেপে রাখ্‌লেন। মেরী দত্ত পোস্টাই যুবা বিস্মৃত হন্‌নি, জীবা তা পান কোরে অনেক প্রকৃতিস্থ হোলেন। তথাচ আফিমের নেশা এখনও ভালরূপ ছুটিনি, জীবা ঘোর ঘোর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর যেন দিক্‌ভুল হোয়ে দুটোএকটা বিহ্বলের কথাও বল্‌তে লাগ্‌লেন। মোগল একটু তফাতে গিয়ে ভাতেভাত চোড়িয়ে দিলেন, জীবা এই অবসরে পুরুষের পরিচ্ছদ পোরে একটি নবীন মোগল সেজে নূর্‌জ-

রঙ্গের পাশে উপস্থিত হোলেন। বালার এই কৃত্রিম বেশ যেন প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে সে সকলকেই পরাস্ত কোর্‌বে, কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে না। ফলেও সে কথা মিথ্যা নয়, কারও সাধ্য ছিল না যে, গইবির কন্যা বোলে তাঁর পরিচয় পরিজ্ঞাত হয়। জীবার নিজের পরিচ্ছদগুলি গোরস্থানের শত মধ্যস্থলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হলো, তার পর উভয়েই পিত্তি রক্ষার মতন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার কোরে সুস্থ হোলেন, যা আহার কোল্লেন, তৃপ্তির সহিতই কোল্লেন। ক্রমে বেলা হোয়ে পোড়্‌ল, রৌদ্রের তেজ ক্রমে বেড়ে গেল, তাঁরা তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেবে সিধেপথ ধোরে সাল্‌সেট্‌ অভিমুখে চোল্লেন। একটি খেয়াঘাট পার হোয়ে চট্‌পট কোরে বোম্বে ছাড়িয়ে পড়্‌লেন, আর সেই সঙ্গে রুধির-দর্শন প্রিয় গইবিরদেরও জন্মের মতন পরিত্যাগ কোরে চোল্লেন, এইটিই বিবেচনা হলো। নূর্‌জরঙ্গের সঙ্গে পাথেয় ছিল, তাই একখানা নৌকা ক্রেয়া কোরে থানেসহর থেকে বাসীন সহর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে কোন কষ্ট বোধ হলো না। সেখান থেকে কোন মহাজনের জাহাজে উঠে একেবারে গুজ্‌রাটে চোলে গেলেন, গুজরাট থেকে আবার যথাসময়ে কাম্বের অভিলষিত তটে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হোল্লেন। সেখানে পৌঁছে জীবা পৈতৃক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন কোরে, ইস্‌লামের ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক বীর পুরুষ নূর্‌জরঙ্গের প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী হোলেন।

---

১৭ পরিচ্ছেদ।

"যাক প্রাণ থাকুক্ মান।"

এত দিনের পর অনথা জীবার পবিত্র রক্তে নিদারুণ দ্বেষ হিংসা আর অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি সাধন করা হলো। রস্তম বড় লোক, তাঁর মতন বড় লোক আর একটি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধা। গইবির কুলের কুলতিলক, গইবিরবংশের মান সম্ভ্রম প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন, তাঁর তুল্য সদাশয় আর নিষ্ঠ প্রকৃতির লোক প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্বজাতীয়েরা ইত্যাকার গৌরব কোরে কতই তাঁর স্তবস্তুতি কোরেছেন। বিশেষতঃ একমাত্র সন্তানকে বলির মুখে প্রদান কোরে রস্তম যে স্বজাতীয়ের মুখ উজ্জ্বল কোরেছেন, কিছুদিন সেই গুণানুবাদ যার তার মুখে দিবা-রাত্রি লেগেই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন সে কাল নাই, আজকাল আর সে প্রশংসা সে গৌরব, সে মহিমা, কারো মুখেই শোনা যায় না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যারা একবাক্য হোয়ে রস্তমকে, গইবির বংশের চূড়ামণি বল্‌তেন, তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের, মহৎ সাহসের যশোগান কোত্তেন, আজকাল আর তাঁদের মুখে সে সকল মহিমার কোনো কথাই শোনা যায় না। কেউ একবার বিস্মৃত হোয়েও রস্তমের নাম মুখে আনেন্ না। কালের প্রভাবে সে সকল গুণানুবাদের কথা লোকের মনে থেকে অকাল কুসুমের ন্যায় ঝোরে পোড়েগেছে। আজকাল রস্তমের বাহাদুরি দেখাবার দিন ফুরিয়ে গেছে, তাই আর ইদানীং পুণ্যের শ্লোক, ধর্ম্মের সেতু

বোলে কেউ আর তাঁর গৌরব করে না, কেউ একবার তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না। রস্তমেরও ভাবভক্তি আর পূর্ব্বের মতন নাই, তাঁর মেজাজ আজ কাল আর এক প্রকার হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও যাতায়াত করেন না, লোকালয়ে মুখ দেখান না, লোকের সঙ্গে বাক্য আলাপ প্রায়ই উঠিয়ে দিয়েছেন, কাজের কথা বোল্লে তাতে মনোযোগ করেন না, দেখা শোনা, কি করা কর্ম্মা কিছুই নাই, সংসারে কি চাই না চাই, কি হলো না হলো, সে-দিকে একবার ফিরেও চান না, সে পাঠ একেবারেই উঠিয়ে দিছি-লেন, কেবল দিবারাত্র অন্যমনস্ক হোয়ে উদাস মনে বসে বসে কি ভাবেন আর কাঁদেন। চেহারা অতি মলিন, অতি বিষণ্ণ, বর্ণ কালী হোয়ে গেছে, শরীর ক্রমে ক্রমে পাকপেয়ে যাচ্চে, আহারে প্রবৃত্তি নাই, নিদ্রায় প্রায় বঞ্চিত, স্তম্ভিতের প্রায় জড় হোয়ে একস্থানেই বোসে থাকেন। তাঁর হৃদয়-গভীরে শোক বিষাদ মূল বিস্তার কোরে চিরবাসের ন্যায় এঁটে বসেছে। স্বামীর এই দুর্দ্দশা অবলোকন কোরে তাঁর স্ত্রী অতিশয় ব্যাকুলিনী হলেন। পত্নী দেখ্‌লেন রস্তম সংসার সুখের ভগ্ন বিষণ্ণ মূর্ত্তি হোয়ে, নৈরাশ নির্ভরসার অনুগত ভাজনবর হোয়ে, শরীর ক্ষয়, আয়ুক্ষয় কোত্তে বসেছেন, তাই সতী মনে মনে স্থির কোল্লেন প্রকৃত কথা ব্যক্ত কোরে স্বামীর সংশয় দূর কোরে দেবেন, পতির সঙ্গে যেরূপ চাতুরী কোরে জীবার প্রাণরক্ষা করা হোয়েছে, সেই মর্ম্মকথা আনুপূর্ব্বিক অবগত কোরিয়ে তাঁর চক্ষু প্রসন্ন কোরবেন। জীবার কোন্ চক্ষের উপর পক্ষীরা সব প্রথম আনন্দ আমোদ কোরেছে, তাই জান্‌বার ছলনা কোরে রস্তমের স্ত্রী গোরস্থানের চাবি চেয়ে নিলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখ্‌লেন, তাতে জীবার

মাতা নিঃসন্দেহ হোয়ে, সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরে এলেন, জননীর মনে বেশ প্রতীতি হলো যে, উনি নিশ্চয়ই প্রাণ লয়ে প্রস্থান কোরেছেন, বালা যে সেই মোগলের সঙ্গে কোথাও চোলে গেছেন, সে বিষয়েও তাঁর মনে কোনো সংশয় হলোনা। রুস্তমের গৃহিণী এক্ষণে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন যে, কি কৌশল কোরে তাঁর বিষণ্ণ চিত্ত স্বামীর নিকট সে মর্ম্মকথা প্রকাশ কোর্‌বেন।

রুস্তম নির্জ্জনাবেশে অভেদ্য উদাস-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হোয়ে আছেন। পত্নীকে নিকটে যেতে দিতেন না, তাই কাজেকাজেই সে কথা অবগত করান এতোদিন স্থগিত রাখ্‌তে হোয়ে ছিল। গৃহিণির ইদানীং আবার সর্ব্বদাই শারীরিক অসুস্থ হোতে লাগ্‌লেন, একদিনের নিমিত্তেও সচ্ছন্দ থাক্‌তেন না, তাতেও আরও সে মর্ম্মকথাটির ভেদ বোলে দেবার সুবিধা হোয়ে উঠ্‌ছিল না। আজ বলি কাল বলি কোরে ক্রমে দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল, বারবার অবসর অভাবে কাল বিলম্ব হওয়াতে সে কথাটি আর আদৌ প্রকাশ হোতে পেলে না, পেটের কথা পেটেই থেকে গেল, যে হেতু কিছুদিন পরে গৃহিণির পত্নীর সাংঘাতিক জ্বর বিকার হোয়ে ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই তাঁর প্রাণত্যাগ হলো। ব্রহ্মাণ্ডের লোক মনে কোল্লে গৃহিণী রুস্তমকে আঁটকুড়ো কোরে রেখে গেলেন। পত্নীর মৃত্যু রুস্তমকে যেন নিদ্রাভঙ্গ কোরে চৈতন্য করালে, তাঁর ঘোরাবস্থ স্তম্ভিত ভাব কেটে গিয়ে তিনি এখন পূর্ব্বের মতন সতেজ সজীব হোলেন। তাঁর কারবারগুলি অযত্নে আর ঔদাস্যে বিশৃঙ্খল হোয়ে পোড়েছিল, এক্ষণে সেগুলির প্রতি যত্ন আর পরিশ্রম কোত্তে লাগ্‌লেন।

আজকাল মানিকজীর আর তাঁর পুত্রের ভারি জাঁকপাট চোলেছে, তারা ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, যাবদীয়

পারসী তাঁদের কাছে যোড়হাত কোরে তটস্থ হোয়ে থাক্‌তেন, সকলেই তাঁদের উপাসনা কোত্তেন, বিশেষতঃ যাঁদের কিছু কম সঙ্গতি ছিল, তাঁরা ত তাদের কেনাবেচার মধ্যেই হোয়ে পোড়েছিলেন। অথচ রস্তম তত ধার্ম্মিক, তত পবিত্র আর তত কুলধর্ম্ম প্রতিপালক হোয়েও কেউ তাঁরে জিজ্ঞাসা কোত্তো না, ইদানীং সকলে তাঁরে এক পাশে ঠেলে ফেলে রেখেছিল!

বোম্বের বাস রসতমের পক্ষে বনবাস হলো; আর কার্ মায়ায় তিনি সেখানে বসতি কোর্‌বেন? আর কি শোভা আছে যে, তাঁরে মুগ্ধ কোরে রাখ্‌বে? রস্‌তম আপনার ঘরবাড়ী বিক্রয় কোরে সুরাট সহরে যাত্রা কোল্লেন, মনে কোল্লেন, সে সহরে বিস্তর ধর্ম্ম পরায়ণ গইবির বাস করে, তারা তাঁর সহায় হবে, আব- শ্যক মত উপকার আনুকুল্যও কোর্‌বে। জীবার বাগ্‌দত্ত স্বামী ফ্রেমজীর কাছে কি কোরে মুখ দেখাবেন, সেইটি তাঁর ভারি লজ্জার বিষয় হলো। সেই যুবা আর তাঁর কড়িপিশাচ বখিল পিতা বোম্বে আস্‌বার নিমিত্ত পূর্ব্বেই যাত্রা কোরে প্রস্তুত হোয়ে ছিলেন, তাঁরা মনে করেছিলেন চারুমোহিনী জীবা তাঁদের জন্যে অর্থ ঐশ্বর্য্য লয়ে পথ তাকিয়ে আছেন, এমন সময় কন্যার মৃত্যু সংবাদ আর যে জন্যে মৃত্যু হয় সে খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছিল, শুনে তাঁদের মাথায় যেন বজ্রভেঙ্গে পোড়্‌ল। সংপ্রতি ফ্রেম্‌জীর পিতার কারবারে অনেক লোক্‌- সান হোয়ে গেছে, পুত্রটি আবার অত্যন্ত অসাবধান আর অতি- শয় অপব্যয়ী, তাই পিতা পুত্র উভয়েই আশা কোরে ছিলেন জীবা যে রত্ন আদি বহু মূল্যের যৌতক পাবেন, ঐ যৌতক দ্বারাই তাঁরা ঋণ দায় থেকে উদ্ধার হোতে পার্‌বেন, এক্ষণে

সেই কাল সংবাদ যমদণ্ড হোয়ে তাঁদের সে আশা ভরসা রসাতলশায়ী কোল্লে। পিতা পুত্র উভয়েই সেই মোগলকে, জীবাকে, আর সেই গোঁড়া গইবির রস্তমকে মনের খেদ মিটিয়ে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, তাঁরা বোল্লেন, রস্তম যদি জীবাকে প্রাণে না মেরে ফেলে তাদের হস্তে সমর্পণ কোত্তেন, তাতে তাঁরা অসন্তুষ্ট হোতেন না, বরং তাঁরা অর্থাগমের সুবর্ণময় স্বপ্ন সফল কোত্তে পাত্তেন।

রস্তম, হিন্দু মুসলমান পর্ত্তুগিস প্রভৃতি নানা জাতির লোকের সঙ্গে একত্রে একখানি জাহাজ ক্রেয়া কোরে সমুদ্র পথে যাত্রা কেল্লেন! যখন কাম্বের মহাখালের মুখে এসেছেন, দেখ্‌লেন একখানি জাহাজ জলমগ্ন হবার উপক্রম হোয়েছে, তার আরোহীরা অতি কাতর হোয়ে ডেকে বোল্‌তে লাগ্‌ল যে, তাঁরা এসে এই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করেন। রস্তমের জাহাজের মালিম মাজি আর খালাসীরা অপর অপর চড়ন্দারেদের সঙ্গে একত্রে অনেকক্ষণ ধোরে পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌ল, পরামর্শ কোরে তারা যা স্থির কোল্লে সে কথা রস্তমকে তখনি অবগত করালে। রস্তম শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন। তারা তাঁকে এই কথা বোল্লে যে, "উদ্ধার কোত্তে এসেছি এই ছল কোরে আমরা তাদের জাহাজের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বো, বাস্তবিক উদ্ধার করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, চড়নদারদের প্রাণে নিকেশ কোরে যথাসর্ব্বস্ব লুঠে আনাই আমাদের অভিপ্রায়" রস্তমের হৃৎকম্প হোয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগ্‌ল। একবার ত তিনি একটি প্রাণী নিকেশ কোরেছেন, এবার তাঁর প্রতিজ্ঞা আর অতিরিক্ত অধর্ম্ম কোরে পাপের বোঝা ঘাড়ে চাপাবেন না, আর অতিরিক্ত দুষ্কর্ম্ম কোরে চিত্ত

অপ্রসন্নতার সমাদর কোর্বেন না, রস্তম স্পষ্ট বোল্লেন এ নিষ্ঠুর অভিসন্ধিতে তিনি তাদের সহায় হবেন না। তারা কিন্তু বলপূর্ব্বক রস্তমকে সঙ্গে লয়ে একখানি ছোট ডিঙ্গিতে উঠে, সেই ভগ্ন বানচাল জাহাজের পাশে উপস্থিত হলো, জাহাজের উপরে উঠেই ভয়ঙ্কর কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে, রস্তম নীরব নিস্পন্দ দর্শক হোয়ে সাক্ষী গোপালের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সাল মুক্ত প্রবাল আর বিস্তর সোনা রুপোর থান লুট্ কোরে আনলে, ঐ সকল বহুমূল্য জাহাজ খানি বোঝাই কোরে একদল বণিক গোয়াদ্বীপে যাত্রা কোরেছিল। কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বে তারা কাম্বে থেকে রওনা হোয়েছিল। প্রতিকূল বায়ুর মুখে মাস্তুলের রসী অতিরিক্ত কসাকসি কোরে টেনে ধরাতে, জাহাজের তলা ফেটে গিয়ে খোলের মধ্যে জল প্রবেশ কোত্তে লাগল। সেই সময় রস্তম যে জাহাজে ছিলেন, সেই খানা দেখতে পেয়ে উপযুক্তকালে তাদের সাহায্য সহায় পেলেম মনে কোরে, বিপদাপন্নেরা আনন্দ কোলাহল কোরে জয়ধ্বনি কোত্তে লাগল, আর জগদীশ্বরকে মঙ্গলময় জ্ঞান কোরে তাঁর স্তবস্তুতিও কোত্তে লাগল। বদমায়েসেরা লুটের মালগুলি আপনাদের জাহাজে আগে রওনা কোরে, অর্দ্ধমগ্ন জাহাজখানির তলা কেড়ে দিয়ে চোলে এলো। জহাজখানা তখনি তলিয়ে গিয়ে সাগর গভীরে নিমগ্ন হলো। লুঠের মাল বিভাগ কর্বার সময় অনেক তকরার উপস্থিত হয়। এক্ষণে কোন্ বন্দরে জাহাজ চালাবে সে কথা লোয়েও অনেক রচনা কোত্তে লাগল। এ সময় কারের অভিমুখে জাহাজ চালান নিতান্ত উন্মাদের কর্ম্ম, কিন্তু এক্ষণে আপনাদের মতামতের উপর নির্ভর কোরে চল্বার সময় নয়, যেহেতু বায়ু হঠাৎ বিরুদ্ধ হোয়ে

ঝড় বইতে সুরু কোল্লে, তাই কাজে কাজেই কাম্বে যাওয়া ভিন্ন তার তাদের উপয়ান্তর ছিল না, জাহাজখানি কাম্বে অভিমুখে না চালালে অম্বুরাশির করাল কালগ্রাস থেকে প্রাণ বাঁচাবার পথ ছিল না, শেষে অপার্য্যমান হোয়ে সেই কাম্বের দিকেই গতি অবনত কোত্তে হলো। পথে পরামর্শ কোরে স্থির হলো, লুঠের কোনো জিনিস তীরে অবতরণ করা কি সহরে বিক্রয় করা হবে না। ঝড়ের উৎপাত নিবারণ হোলে, আর একখানি জাহাজ ভাড়া কোরে সুরাট সহরে যাত্রা কোর্‌বে। আরোহীরা সকলে ঐক্য হোয়ে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ী ক্রেয়া লয়ে সেইখানে বাসা কোরে থাক্‌ল। রস্‌তমও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে সকলে ধোরে বেঁধে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখে ছিল। তাঁকে তারা নজরের উপর রেখে দিলে, তিনি কি করেন, কোথায় যান, সে গুলি চৌকী দিয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, রস্‌তম নাকি তাদের কাটাকাটির মধ্যেও ছিলেন না, লুঠের ভাগও গ্রহণ করেন নি, তাই বদমাসেদের প্রাণে ভয় হলো পাছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কথা প্রকাশ করে দেন, এ ভয় স্বভাবসিদ্ধ, হবারি কথা। একজন মাল্লা, সে জাতিতে মুসলমান, লুঠের ভাগ তার হিস্যে যা পোড়েছিল, সে তা পেয়ে সন্তুষ্ট হয় নি। এক রাত্রে সকলে যখন আহারাদি কোরে দরজায় দরজায় চাবি দিয়ে, চারিদিক এঁটে সেটে বন্দ কোরে শুয়েছে, সেই মাল্লা অনেক কৌশল কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে থানায় গিয়ে মালিম আর তার সঙ্গীদের নামে দুর্নাম কোরে হত্যা কাণ্ডের কথা প্রচার কোরে দিলে। থানাদারেরা সেই অছিলায় বদমাসেদের দলশুদ্ধ গেরেপ্তার কোরে উপযুক্ত বিচার কর্ত্তার কাছে হাজির কোরে

দেয়। মাল্লা আগে আপনার বাঁচ্বার পথ পরিস্কার কোরে লয়ে শেষে সে গুপ্ত কথা প্রকাশ কোরে দেয়, সে ব্যক্তি হত্যার কথা প্রকাশ কর্‌বার পূর্ব্বে থানাদারের মুখ দিয়ে কবুল কোরিয়ে লয় যে, তাকে তিনি ক্ষমা কোর্‌বেন, কি তাকে তিনি অপরাধীর মধ্যে গণ্য কোত্তে পার্‌বেন না।

নূর্‌জরঙ্গের পিতা নবাব সরকারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন, নবাবও তাঁর বেশ খাতির যত্ন কোত্তেন। ঘটনাক্রমে নূর্‌জরঙ্গ ফৌজদার হয়েছেন, সহর সংক্রান্ত ফৌজদারী আর আদালত তাঁরি জিম্মায় ছিল। ঐ নৃশংস নিষ্ঠুর অপহত্যা আর সামুদ্রিক ডাকাতি এই দুই বিষয়ের তদারক সুতরাং তাঁকেই কোত্তে হোয়েছিল। অন্য অন্য চালানি আসামীদের মধ্যে রস্‌তমকেও উপস্থিত দেখে নূর্‌জরঙ্গের অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো, তিনি দেখ্‌লেন রস্‌তম তাঁকে চিন্‌তে পেরে লজ্জায় মাথা হেঁট কোরে আপনাকে গোপন কর্‌বার চেষ্টা কোচ্ছেন। সাজা দিবার পূর্ব্বে কয়েদীদের একবার গারদে পাঠাবার হুকুম হলো। আসামীদের দেখ্‌বার নিমিত্ত তাবৎ লোকই তাদের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানা পর্য্যন্ত চোলে গেল, কাছারি একবারে খালি হোয়ে পোড়্‌ল, জনপ্রাণীও সেখানে উপস্থিত ছিল না। আসামীদের মধ্যে যার যতটুক অপরাধ ছিল, নূরজরঙ্গ এই অবসরে গয়েন্দার মুখে সে সন্ধান অবগত হোয়ে নিলেন। তিনি শুন্‌লেন, গইবির এই দুরূহ নিষ্ঠুর পাপে আদৌ লিপ্ত ছিলেন না, রস্‌তম সম্যক রূপে নিরপরাধী; তদ্ভিন্ন লুঠের হিস্যাও তিনি গ্রহণ করেন নি, ঐ কথা শুনে মোগল মনে মনে সন্তুষ্ট হোলেন। যে দিবস খানাতল্লাসি হোয়ে তদন্ত করা হয়, সেই দিন রস্‌তম একখানি তলবচিঠি পেয়ে চম্‌কে

গেলেন। চিঠির মর্ম্ম এই যে, অদ্য সন্ধ্যার পর নূর্জরঙ্গের নিজ-বাটীতে গিয়ে তোমায় হাজির হোতে হবে। রস্তম মনে কোল্লেন, মোগল হতে তাঁর কোন প্রকার কল্যাণের প্রত্যাশা নাই, সে না কোনো অনুরোধই শুনবে, না অনুগ্রহ কোরে ক্ষমাই কোর্‌বে। পারসীর মনে আরও এই ভয় হলো যে, হয় ত বেছে বেছে তাঁকেই সকলের আগে সাজা দেবার মনন কোরেছে। রস্তম মোগলের রাজ অট্টালিকায় সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হোলেন, তাঁর হাতের হাতকড়ি মুক্ত কোরে একটী ক্ষুদ্র সিঁড়ি দিয়ে একটী প্রশস্ত ঘরে তাঁকে লয়ে গেল। ঐ ঘরের বাঁ দিকে একটী গোলাবি রঙ্গের পরদা ঝুলানো রয়েছে, তার দুই পাশে দুটি চির গোলাম সাদা পোশাক পোরে দাঁড়িয়ে আছে। রস্তম দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখেন যে, রেসম নির্ম্মিত কারপেটের গদীর উপর নূর্জরঙ্গ আর তাঁর বাঁয়ে তাঁর দেওয়ান বোসে আছেন। দেওয়ান বোল্লেন, "রস্তম! তুমি আর তোমার সহচরেরা ভুম্পার জলধির বুকের উপর অসঙ্কুচিত চিত্তে যে অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর হত্যা আর ডাকাতি কোরেছ, তৎসম্বন্ধে যথার্থ কথাগুলি আনুপূর্ব্বিক তোমাকে বোল্‌তে হবে।" রস্তম যা যা জান্‌তেন আর যা যা দেখেছেন, সে সমুদয়ই বোল্লেন, তিনি নিজে যে, সে নির্দ্দয় রক্তপাতে লিপ্ত ছিলেন না, আর তিনি তা নিবারণ কোত্তেও যে চেষ্টা কোরেছিলেন, সেই কথা উল্লেখ কোরে বারবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি এ অপরাধে দোষী নন। রস্তমের জবানবন্দী লিখে লয়ে দেওয়ান সেখান থেকে উঠে চোলে গেলেন, তখন নূর্জরঙ্গ পারসিকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন।

"রুস্তম! তোমার নিজের দোষ না থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে, তথাচ আমি তোমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেবো। লোকের অন্তঃকরণ এমনি বিরুদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যতগুলি প্রাণী তোমার জাহাজে ছিল, তাদের সকলেরি প্রাণ দণ্ড করা উচিত বোধ হোচ্ছে, তবে তুমি প্রস্তুত হও. আমি বেছে বেছে তোমাকেই স্থির কোরেছি, তোমায় সকলের অগ্রে দণ্ডভোগ কোত্তে হবে, কেননা আমি জানি, অনেকে মৃত্যু আর মৃত্যুর আনুষঙ্গী ত্রাস আতঙ্ক হৃৎকম্প আদির প্রতি প্রফুল্ল নেত্রে দৃষ্টিপাত কোরে থাকে, আর অনেকে তখন ফুল্লবদন হোয়ে অল্পে অল্পে হাস্যও কোরে থাকে. তুমি একজন সেই প্রকৃতির লোক, তা আমি পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি, তোমার চিত্তে ভয় নাই, তোমার অন্তঃকরণ দয়াশূন্য, তুমি অবলীলাক্রমে অসির তেজাগ্রের প্রতি উপহাস কোত্তে পারো, অথবা নিরুদ্বেগে এক পাত্র হলাহলও উদরে ঢেলে দিতে পারো।" গটবির শুনে চক্ষু অবনত কোরে অধর দংশন কোল্লেন, তাঁর জানু দুটি শরীরের ভারে ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। নূরজাহান পুনর্ব্বার বোলতে লাগলেন "যে সকল আরোহীর সঙ্গে তুমি সমুদ্র যাত্রা কোরেছো, তারা অতি ইতর জাতি. আমি তাদের মহাপাষণ্ড পাতকীর ন্যায় ব্যবহার কোর্‌বো, তুমি কিন্তু তা নও, তুমি উচ্চ পদের ভদ্রসন্তান, তাই তোমার অভিমত লয়ে তোমার দণ্ড দেবো, তুমি কি প্রণালীতে মোত্তে ইচ্ছা করো? ঐ দেখো জল্লাদ উপস্থিত, দক্ষিণ হস্তে অসি, বাম হস্তে বিষ, যা হয় একটা মত করো।" ঐ সকল কথা শেষ হলে গোলাম দুজন সেই রক্তবর্ণের পরদা সোরিয়ে এক পাশে রাখ্‌লে। জীবা পারসী-স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান কোরে, এক হাতে একখানি চক্‌চকে ছোরা আর এক হাতে একটী পাত্র, তার কানায় কানায় পূর্ণ

কৃষ্ণবর্ণের পেয়, মন্থর গতিতে ঘরের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। গই-বির বালাকে দেখে গোঁগোঁ শব্দে গোঙ্গ্রাতে গোঙ্গ্রাতে মেজের উপর শুয়ে পড়ে, চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "আমার অপঘাত-মৃত-সন্তানের অপচ্ছায়া ঐ! সয়তান! এখান থেকে চোলে যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও! আর কেন এ পার্থীব সংসারে তোমার অপার্থীব মূর্ত্তি দেখিয়ে আমার যন্ত্রণা বাড়াও? তোমায় যেন আর দেখ্‌তে না হয়, আমায় তুমি অব্যাহতি দাও। হে জগদীশ্বর! আমায় কৃপা করো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এ মূর্ত্তির হাত থেকে আমায় রক্ষা করো, আমায় বাঁচাও, আমার জীবার জীবাত্মার হস্তে আমার প্রাণবধ কোরোনা।"

নূর্‌জরঙ্গ বোল্লেন, "তোমায় কেন সে অব্যাহতি দেবে? তুমি তারে অব্যাহতি দিছিলে? কে হাতে কোরে তার মুখের কাছে প্রাণঘাতী বিষের বাটী ধোরে ছিল! 'এক নিশ্বেষে খেয়ে ফেল্ পেট্ পুরে খেয়ে ফেল্, এখন শুয়ে মোরে থাক্' এসকল কথা তারে কে বোলেছিল? কে তার নামে অভিযোগ করে? কে তারে হত্যা করে? তুমিই না? এখন্ তুমি দয়ার প্রত্যাশা কোত্তে চাও? ধিক্ তোমায়!! তুমিই না ততবড় সন্তানের অসহ্য যন্ত্রণা চক্ষে দেখেও তোমার অন্তঃকরণে স্নেহের উদ্রেক হয়নি? এখন আর কোন্ মুখে কৃপার প্রত্যাশা কোত্তে চাও? রে নিষ্ঠুর-হৃদয় নির্দ্দয় পিতা!! এই চারুমোহিনীকে, এই স্বর্ণলতাকে তুমি কোন্ প্রাণে কবরের কালগ্রাসে সমার্পণ কোল্লে? যে তোমায় সন্তানোচিত মায়া মমতা দেখিয়েছে, যে তোমায় কত শ্রদ্ধা কত ভক্তি কত স্নেহ কোরেছে, তুমি কোন্ অন্তঃকরণে তার রক্তে হস্ত কলঙ্কিত কোল্লে? সেই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিফল এখন তোমায় পেতে হবে, আজ তার

সময় হোয়েছে। জীবা এই মাত্র গোর থেকে উঠে আস্ছেন। তোমার পাপময় ভ্রান্ত বুদ্ধি মনে করুক তোমায় সাজা দিতেই জীবা কবর থেকে উঠে এসেছেন, কিন্তু আমার কথা অবহেলা কোরে অগ্রাহ্য কোরোনা,—জীবা জীবিত আছেন। গইবির হঠাৎ চম্‌কে উঠে চেঁচিয়ে বোল্লেন, "আঁ! বেঁচে আছে? না না তা কেমন কোরে হোতে পারে?" নূর্‌জরঙ্গ পুনর্ব্বার বোল্লেন, "হাঁ হাঁ তাই বটে, জীবা বেঁচে আছেন, মরেননি।"

রস্‌তমের এখন অনেক ভরসা হোলো, জীবার মুখের দিকে চক্ষুতুলে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখে বোল্লেন, "আ! চক্ষুদুটি সেইরূপ সজীব প্রফুল্ল দেখ্‌ছি, নয়ন দুটির উজ্জ্বল প্রভা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে আবার দেখতে পেলেম। জীবা! ঐ বিষের পাত্রটি আমার হাতে দাও, তোমার হাতে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত, তুমি যে বেঁচে আছো, এখনও আমার বিশ্বাস হোচ্ছে না, আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি তুমি মোরেছো, তোমায় যেন কবর দিতে লয়ে যাচ্ছি। না তা হোতে পারে না, জীবা কখনই বেঁচে নেই।"

মোগল বোল্লেন, "গইবির! জীবা সত্যই বেঁচে আছেন, তিনি যথার্থই মরেন নি। যদিও তার পিতা তাঁর প্রতি বক্র হয়েছিলেন সত্যি, বালার কিন্তু একজন আত্মীয় ছিল, সেই তাঁরে বিষের পরিবর্ত্তে আফিম দেয়, (আপনার হস্ত প্রসারিত কোরে) আর এই হস্ত সেই নরক তুল্য কবর থেকে তারে উদ্ধার করে। তোমার জীবা এক্ষণে আমার সহধর্ম্মিণী হোয়েছেন, সে গইবিরের ধর্ম্ম শপথ পূর্ব্বক পরিত্যাগ কোরেছে। জীবা! কথা কওনা যে? তোমার অনুতাপিত পিতার সঙ্গে দুটো কথা কও।"

জীবা বোল্লেন "বাবা! আমি তোমার অকৃপা বিস্মৃত হোলেম!!

রস্তমের বাষ্পধারাই তাঁর কথার প্রত্যুত্তর হলো। গইবির ধরাশায়ী ছিলেন, উঠে বোসে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "না জীবা! তুমি আমায় কখনই ক্ষমা কোত্তে পারো না, আমার মৃত্যু হোক, এই-দণ্ডেই আমি আয়ুশেষ করবো, যে অবধি আমাদের শেষ দেখা-সাক্ষাৎ, এক এক দিন এক এক বৎসরের ন্যায় জ্ঞান হোয়েছে, আমি যে মনস্তাপ আর যে মনোকষ্ট ভোগ কোরেছি, তুমি তার কিছুই জান না। এ'পাপসংসারে আমি একটী পাষণ্ড চণ্ডাল হোয়ে আছি। যে কাজ নিশ্চয় জান্‌ছি আমা হোতে হোয়েছে, তা কখন মনে থেকে দূর হবার নয়। যে আমার পরামর্শ দিয়ে দুষ্কর্ম্ম কোত্তে প্রবৃত্তি দিয়েছে, তার যেন সর্ব্বনাশ হয়, তার যেন তিন-কুলে কেউ বাতী দিতে না থাকে। জীবা! তুমি আর আমায় ওরূপ স্নেহ চক্ষে চেয়ে দেখোনা, তোমার স্নেহ কটাক্ষ শেল হেয়ে আমার হৃদয় গভীর ভেদ কোচ্ছে, মর্ম্মে মর্ম্মে আমার অন্তঃকরণ ছেদ হোয়ে যাচ্চে, তুমি আমায় তিরস্কার ভৎর্সনা করো, অভিসম্পাত করো, সে সকল আমার সহ্য হবে, তোমার পিতৃবৎসল অনুরাগ দৃষ্টি আমি আর সহ্য কোত্তে পারি না, আমার মন তাতে প্রফুল্ল হয় না।" জীবা মায়ায় মুগ্ধ হলেন, মনের ভাব আর সম্বরণ কোত্তে পাল্লেন না, ছোরাখানি আর বিষের বাটীটি গোলামের হস্তে দিয়ে, অনুতাপী পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লেন। রস্তম ধারা শ্রাবণের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ কোচ্ছিলেন, জীবা ঘন ঘন গণ্ড চুম্বন কোরে সে অশ্রু শুষ্ক কোত্তে লাগ্‌লেন। বালা পিতৃস্নেহে মোহিত হয়ে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "বাবা! তুমি মরোনা, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি মরোনা, তুমি আত্মঘাতী হয়েও না, তুমি মোলে আমি তবে কারে বাবা বোলে ডাক্‌বো! বাবা!

তুমি আমার মায়া ত্যাগ কোরে যেওনা, দোহাই ঈশ্বরের, দোহাই ধর্ম্মের, তোমার উপর আমার রাগ নাই। বাবা! তোমার অপরাধ কি? আমিই দুষ্কর্ম্ম কোরে তোমার অকৃপার ভাজন হোয়েছিলেম, আমিই তোমার কুলাঙ্গার সন্তান। তুমি যদি আমার কাছে অপরাধ কোরে থাকো, সে অপরাধ আমি বিস্মৃত হোয়েছি।” নূর্‌জরঙ্গ এই অকৃত্রিম স্নেহ বাৎসল্যের অভিনয় দর্শন কোরে অতিশয় মুগ্ধ হোলেন। তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে পিতার সস্নেহ ক্রোড় থেকে অন্তর কোল্লেন, তার পর নবাবের নামোল্লেখ কোরে রস্‌তমকে এককালীন পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন। তিনি বোল্লেন, “নবাব শুনেছেন, দুরাচারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।” জীবা তাঁর জননী কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোরে যখন শুন্‌লেন, তাঁর মা নাই, বালা অমনি মা মা বোলে মূর্চ্ছিতা হোয়ে ভূতলশায়িনী হোলেন। যুবতীকে অতিশয় কাতর দেখে নূর্‌জরঙ্গ তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লেন। গইবির মুক্তি পেয়ে ঐ কান্দেতেই বাস কোল্লেন। অপরাধী আরোহীরা জল্লাদের হস্তে প্রাণত্যাগ কোল্লে। রস্‌তমের প্রতি মোগ্‌লের মনের বিরূপভাব একেবারে তিরোহিত হলো না, তিনি কদাচ কখন তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোত্তেন, কিন্তু জীবাকে লয়ে মনের আনন্দে নিরবচ্ছিন্ন সুখে বাস কোত্তে লাগ্‌লেন।

---

১৮ পরিচ্ছেদ।

“নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি।”

বন্ধুকে বোল্লেম, তাঁর মনোহর উপাখ্যানটি শ্রবণ কোরে বড় আপ্যায়িত হোলেম, আমি যে তাঁকে ঐরূপ একটা রমণীয় আখ্যান

বোলে তাঁর চিত্তোবিনোদন কোত্তে পাল্লেম না, তার জন্যে অনেক আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেম; কিন্তু তাঁর ঐ কথকতা শুন্‌তে গিয়ে এদিকে যে, মহাফেরে পোড়েগেছি, সিটি আমরা স্বপ্নেও জানুতে পারিনি। সহ পথিক এত উন্মত্ত হোয়ে তাঁর গল্পটি ফেঁদে বোসে ছিলেন, আর আমরাও এত হতচৈতন্য হোয়ে তা শুন্‌তে ছিলেম যে, রাস্তা ভুলে অন্য পথে গিয়ে পড়েছি!! সলিমান আর লুচারের উপর ভারি রাগত হোলেম, তারা প্রকৃত পথ দেখিয়ে না দিয়ে, কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে!· সলিমান বোল্লে পরামাণিকও একটা মনোহর গল্প যুড়ে দিছিল, তাই শুন্‌তে সে এত মত্ত হয় যে, পথাপথের বিষয় তার কিছুই মনে ছিলোনা, সলিমান আমাদের ভরসাতেই নিশ্চিন্ত ছিল। আমি আর সে কথার উত্তর কোল্লেম না, দেখ্‌লেম আমিও যে অপরাধে অপরাধী, সেও সেই দোষে দোষী। আমার হিন্দু সহপথিককে আমাদের ন্যায় ব্যাকুল হোতে দেখ্‌লাম না, তিনি এই মাত্র বোল্লেন, "তবে এখন করা যায় কি?"

আমি বোল্লেম, "চলুন ফিরে যাওয়া যাক।"

তিনি বোল্লেন, "না, তা নয়, যদি আমার পরামর্শ চাও, যখন এতদূর এগিয়ে এসে পোড়েছি, তখন চলুন আজমীরে যাওয়া যাক, সেখানে গিয়ে তোমাদের জগত বিখ্যাত পীর সেক কাজা মাউদ্দীনের কবর দেখতে পাবেন, এমন সুন্দর সুবিধা ছাড়্‌বেন না।"

আমি বোল্লেম; "বা বেশ বোল্লেন, কবর দেখ্‌তে আমার ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই" হিন্দু বোল্লেন "তাই বটে, এমন সকল বিষয়ে তোমার বড় অনুৎসুক দেখ্‌ছি। আমি একবার কুড়ি কোশ তফাত একটী গ্রামথেকে রওনা হোয়ে, উবুড় হোয়ে পেটে হেঁটে

রাস্তা মাপ্‌তে মাপ্‌তে জগন্নাথক্ষেত্রে চোলেগেছি” আমি বোল্লেম, “তাতে আর অতিরিক্ত ভক্তি কি দেখান হলো? জগন্নাথে পৌঁছে যদি হামাগুড়ি দিয়ে রথচক্রের নীচে যেতে পাত্তে, তবে তোমার কতক ভক্তি—”

“হায় হায়! তা হোলে বুঝি বোল্‌তে, হাঁ! তোমার কিছু ভক্তি আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে একটী কথা আছে, আমি যদি সেটি কোত্তেম, তবে আর আমাকে ফিরে এসে তোমার মুখে আমার গুণানুবাদ শুনতে হতো না।”

“হাঁ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু রথচক্রের নীচে পোড়্‌লে, তোমায় গড়াতে গড়াতে সেই আনন্দময় অনন্ত সুখধামে লয়ে ফেল্‌তো” “আপনি ঠিক কথাই বোলেছেন, আমি সেখানে যেতে পিঁচ্‌পাও ছিলেম না, কিন্তু ভট্টাচার্য্য, যিনি আমার পাপনাশের নিমিত্ত এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তিনি আমায় তত শীঘ্র শীঘ্র সেই আনন্দধামে প্রবেশ হবার ব্যবস্থা দেন নি।”

“তুমি কি পাপ কোরে ছিলে।”

“উঃ! সে বড় গুরুতর গোচের পাপ, অজ্ঞানত একটি সদ্যজাত কোইলে বাছুরের প্রাণ বধ করি।” ঐ কথা শুনে আমি আর মুখে হাঁসি রাখ্‌তে পাল্লেম না। বোল্লেম “এত বড় গুরুতর পাপটা দৈবাৎ কি কোরে হলো?”

“কেন মশায়! যে গোয়ালেতে বাছুরটি ছিল, তার নিকটেই একটী সিন্দুক থাকে, সিন্দুকটি খুব ভারি, আমি সেই সিন্দুক সোরিয়ে রাখ্‌তে গেছিলেম, সিন্দুকটি যে তত বড় ভারি, আমি তা আগে জান্‌তে পারিনি, টাল না সামলাতে পেরে পোড়ে গেলেম, সিন্দুকটি কিন্তু সেই পবিত্র বৎসটির উপর চেপে পোড়্‌ল, তার দ্রুদে মাথাটা অমনি গলে

গিয়ে ঘি বেরিয়ে পড়্‌ল, কচি কচি হাড়গুলো অমনি পিসে ফেল্লে। সেই সময় জগন্নাথের রথ যাত্রা উপস্থিত, আমি তখনি ছুটে ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে চলেগেলেম, ভট্টাচার্য্যটি মহা পণ্ডিত, তাঁকে গিয়ে সব কথা বোল্লেম। ভট্টাচার্য্য একটা কষ্টসাধ্য গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কোল্লেন, সে দণ্ড ভোগ করেও সুখী হোতে পাল্লেম না, গোঘাতক নরাধম বোলে সকলে ঘৃণা কোত্তে লাগ্‌ল। সে অপবাদ আর সহ্য কোত্তে না পেরে দেশত্যাগী হোলেম, ভারত-বর্ষের সকল স্থানেই গেছি, সব দেশ প্রদক্ষিণ কোরেছি, তাতেই-কোরে গইবিরদের কতক কতক খবর কুড়িয়ে পেয়েছিলেম। হিন্দু-স্থানের মধ্যে কোথায় কোন্‌ সহর, কোথায় কোন্‌ কেল্লা আছে, তা প্রায় সকলই জানা হোয়েছে। আপনি আমার সঙ্গে আজ-মীর সহরে চলুন, সেখানে এমন স্থান দিয়ে দেবো যে, আপনি সুখে থাক্‌বেন, কোন কষ্ট হবে না।”

আমার সহচরটি অতিশয় ইয়ার গোচের লোক, পথে যেতে যেতে কখন গানই গাচ্ছে, কখন ভাড়ামিই কোচ্ছে, কখন কখন এমনি রঙ্গবরঙ্গের গল্প জুড়ে দিত যে, হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে নাড়ী ব্যথা হতো। তার আমোদে পড়ে পথশ্রমের কষ্ট প্রায় ভুলেই গেছিলেম, এমন কি যখন শুন্‌লেম আজমীরে পৌঁছেছি, শুনে বরং দুঃখিতই হোলেম, ভাবলেম রাস্তা ফুরিয়ে গেল, আর তার মজা-দারি মজাদারি কথা শুন্‌তে পাবোনা; পূর্ব্বে মনে কোরেছিলেম, আজমীর প্রকাণ্ড সহর, কিন্তু এসে দেখ্‌লেম তা নয়, মধ্য-বিধ আকারের অতি পরিপাটীর সহর; পর্ব্বতের ঢালুর উপর অব-স্থিত। ইমারতগুলি সাদা ধপ ধপ কোচ্ছে, তাইতে বেশ পরি-ষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। নানা প্রকার ঝোড় জঙ্গল আর কাঁটা বনে

পর্ব্বতটি ঢেকে রেখেছে, সেইগুলি সহরের যাবদীয় অট্টালিকার পশ্চাত-দিকে শোভা কোরে আছে। পর্ব্বতের উপর যে একটী বিচিত্র কেল্লা আছে, সেই কেল্লাই কিন্তু আজমীরের বল শক্তি দর্প। কেল্লাটির ঘের প্রায় এক ক্রোশ, তার আকৃতি অতি অদ্ভুত অপূর্ব্ব, আর সর্ব্বত্র একরূপ একাকার নয়, ইহার আশ্রয় শৈলগুলি অনেক স্থলেই অভেদ্য, এবং দেশের অতিশয় দৃঢ় আলম্ব স্থান। শত্রু দ্বারা নগর অবরোধ হলে ঐ দুর্গ অবলীলাক্রমে তা সহ্য কোরে থাক্‌তে পারে। স্থূল পাথর কেটে চৌবাচ্চা আর পুষ্করণী খনন কোরে রাখা হোয়েছে, কোন কালেই জলকষ্ট হবার সম্ভাবনা নাই। চাল্ ডাল তেল প্রভৃতি নানা দ্রব্যে গোলা ভাণ্ডার আর গুদাম পরিপূর্ণ থাকে, সেই অহঙ্কারে আজমীর বাসীরা প্রতিবাসী রাজারাজড়াদের প্রতি অতি দাম্ভিক আর অতি প্রগল্‌ভ ব্যবহার দেখিয়ে থাকে। আজমীরে পৌঁছেই পীর সেক কাজা মাউদ্দীনের পবিত্র কবর দর্শন কোল্লেন, তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া সকল তাবৎ হিন্দুস্থানে জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে। দেখ্‌লেম নানা দিক দেশ হোতে সমাগত সহস্র সহস্র লোক সেই গোর-মন্দির বেষ্টন কোরে আছে, সেই পবিত্র পুণ্য মন্দিরের একটু ইটের গুঁড়ো, কি এক টুক্‌রো পাথর পাবার জন্যে লোক লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছে, তারা সেই দুটি ইটের গুঁড়ো, অথবা এক টুক্‌রো পাথর পেলে, যত্ন কোরে ঘরে লয়ে যাবে। সেই একটু অমূল্য প্রসাদকণিকা পাবার নিমিত্ত তত লোক এতদূর পর্য্যটন কোরে এসেছে। কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই ঐ গোরস্থানের শ্রদ্ধা গৌরব কোরে থাকে, গোরের একটু গুঁড়ো পাবার নিমিত্ত সকলকেই সমান লালায়িত হোতে দেখা যায়। আমরা এক রাত্রি আজমীরে বাস কোল্লেম।

পরদিন প্রাতে বন্ধুকে দেখ্‌তে না পেয়ে, তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করাতে শুন্‌লেম, তিনি নিশীথ রাত্রে একাকী উঠে চোলে গেছেন। তাঁর না বোলে হঠাৎ প্রস্থান করবার কারণ স্থির কোরে উঠ্‌তে পাল্লেম না। ভারি উৎকণ্ঠিত হোলেম, ভাবছি এখন যাই কোথায়? মনের মধ্যে কত প্রকারই ভাবের উদয় হোচ্ছে, এমন সময় একটি নূতন ঘোড়ায় সোয়ার হোয়ে সেই হিন্দু এসে সুমুখে উপস্থিত।

আমি বোল্লেম "এখন কোথা থেকে এলে? কোথায় গেছিলে? (ঘোড়ার দিকে দেখিয়ে) এ আবার কি ভাব?" হিন্দু বোল্লেন, "বা! কেন বল দেখি? একটি মিত্রের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে এলেম, তিনি আমার ঘোড়াটি দেখে ভারি পসন্দ কোল্লেন, তাই তাঁর হাত এড়াতে পাল্লেম না "দেবো না" একথা মুখদিয়ে বোল্‌তে পাল্লেম না, তিনি তার পরিবর্ত্তে এই ঘোড়াটি দিয়েছেন। আর ত বিলম্ব নাই? তবে চলো, সময় অমূল্য, মিছে মিছে নষ্ট কোত্তে নাই।"

শেষ কথাটা শুনে মনে একটু খট্‌কা হলো, ভাব্‌লেম এব্যক্তি ত সময়ের গৌরব কখনই করে না, সে বিষয়ে সে বরাবরি অনবধান, তাই কথাটা বড় ঘোর ঘোর, পেঁচাও পেঁচাও বোধ হোতে লাগ্‌ল, বিশেষত তারে দেখে অনুমান হলো সে অনেক দূর থেকে চোলে আস্‌ছে, ক্লান্ত হোয়ে পোড়েছে, অশ্বটিকেও দেখে জ্ঞান হলো আস্তাবল থেকে তাজা টাট্‌কা বেরিয়ে আস্‌ছে না, জানোয়ারটি যে অনেক পথ চোলে এসেছে, সে ভাবটি তার চেহারা দেখে এত স্পষ্ট লক্ষিত হোতে লাগ্‌ল যে, আমি সে কথার উল্লেখ না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না, তাই চোক্‌ কাণ বুজে মরি মরি কোরে বোল্লেম "ঘোড়াটি দেখে স্পষ্ট বোধ হোচ্ছে সে অনেক দূর থেকে চোলে আস্‌ছে।"

হিন্দু বোল্লেন, “আপনি যথার্থ কথাই বোলেছেন, আমার বন্ধুর ভাই কিন্তু কেবল এক ঘন্টা পূর্ব্বে ঘোড়াটিকে বাড়ীতে এনেছিলেন, তিনি আমায় বারবার কোরে বোল্লেন, বড় দূর নয়, নিকটেই ছিলেন, এখন সেইখান থেকে আসছেন। তিনি যখন তত কিরে দিব্যি কোরে বলেছেন, তখন একে আমি নৌসেরাবাদ পর্য্যন্ত সচ্ছন্দে লয়ে যেতে পারি, তাতে আমার মনে কোন সংশয় হবে না।”

আমরা পুনর্ব্বার রাস্তায় উঠতে না উঠতেই আমার সহচর হাস্য পরিহাসের সরস গল্প আরম্ভ কোরে আমাদের মনোরঞ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন। তখনি তখনি কিন্তু এক দল ব্রীনজারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোয়ে আমাদের সে কৌতুক পরিহাসের ভারি ব্যাঘাৎ জন্মালে। ইস্পারাবাদের চারিদিকে বিস্তর মাহীর বাস করে, তারাই ঐ ব্রীনজারীদের উপর চড়াও হোয়ে যথাসর্ব্বস্ব লুঠে লয়ে গেছে, ঐ ব্রীনজারীরা এক্ষণে আজমীরে চোলেছে, সেখানে পৌঁছে উচ্চৈস্বরে রোদন কোরে আপনাদের নির্দ্দয় দুঃখের বৃত্তান্ত অবগত করাবে, আর যদি পেরে উঠে, প্রতিকারেরও চেষ্টা দেখ্‌বে। আমার সহচর বন্ধু তাদের দেখে বোল্লেন তোমরা যোদ-পূরে চোলে যাও, নসীরাবাদের রাজা তথাকার দুর্গে বাস কোচ্ছেন, তাঁর দ্বারাই তোমাদের উপকার হবার সম্ভাবনা। তাঁর পরামর্শ মতন চোল্‌তে তাদের অভিপ্রায় ছিল কি না, সে কথা তাদের মুখে শুন্‌তে পেলেম না, তাদের যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কোরবে, এই ভেবে আমরা তাদের ফেলে রেখে বেরিয়ে পোড়্‌লেম। চোল্‌তে চোল্‌তে একটী স্থানে এসে পৌঁছিলেম, স্থানটির নাম দেবল। সেখানে একটি জরাজীর্ণ ভগ্ন দুর্গ আছে, আমার সহচর বন্ধু বোল্লেন, সে দুর্গে কেউ বাস করে না, অমনি শূন্য পোড়ে আছে।

একটু পরেই কিন্তু জান্‌তে পাল্লেম, সে কথা মিথ্যা, সেখানে যে কেউ বাস করে না, সিটি তাঁর ভ্রম বোলেই বোল্লেম, বাস্তবিক তাঁর ভ্রম নয়। মাহীরেরা পোড়ে তখনি আমাদের ঘেরে ফেল্লে, শেষে বন্দী কোরে বেঁধে লয়ে গেল। আমার সহপথিক বন্ধু সেই হিন্দু তখন আমাদের দিকে চেয়ে কটমট কোরে দাঁতমুখ খিচিয়ে উঠ্‌ল, তার সেই মুখ শিটকন দেখে কিরূপ লোক্‌কে বিশ্বাস কোরে পথের সঙ্গী কোরে ছিলেম, সে যে আমাদের ভুলিয়ে সংহার জালে আবদ্ধ কর্‌বার নিমিত্ত ফাঁদ হোয়ে এসেছিল, এক্ষণে তা বুঝ্‌তে পাল্লেম। তার সুস্নিগ্ধ কোমল রসনার মাধুরী রসে আর তার প্রাণজ্বল পরিহাস আলাপে আমরা মুগ্ধ হোয়ে গেছিলেম। লূচার আর সলিমান নিষ্কৃতি পাবার নিমিত্ত উচ্চৈস্বরে অনুনয় বিনয় কোত্তে লাগ্‌ল, আমি কিন্তু নীরব হোয়ে ছিলেম। অবশেষে ঐ দেবল কেল্লার মধ্যে অন্ধকূপের ন্যায় একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী হোয়ে রইলেম! ব্রীনজারীগণ অতিশয় উপকারী, ভারতবর্ষে তাহাদের বাস। তাহারা না থাকিলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যেরা আহার অভাবে মারা পড়িত। তাহারা চাল ছোলা গম ইত্যাদি শস্যের কারবার করে, সর্ব্ববাদী সম্মতি আছে যে যেখানে সেখানে তাহারা যাতায়াত করিতে পারিবে, কেউ তাহাদের উপর উৎপাৎ উপদ্রব করিতে পারি্‌বেন না।

একটী খিলান করা ঘর, তার মধ্যে আগুন রয়েছে, ঐ আগুনের উপর একটী প্রকাণ্ড তামার ডেক চড়ান আছে, ঐ ডেকে কি সিদ্ধ হোচ্ছিল, আর ঐ আগুন থেকে থেকে এক একবার একটা শিখা হোয়ে জ্বলে উঠ্‌ছিল, শিখাটি মেটে মেটে নীলবর্ণ, ঐ শিখার আলোয় কামরাটির দীর্ঘপ্রস্থ বুঝে নিতে পাল্লেম। ডেকের চারিদিক ঘেরে

২০।২২ জন মাহীর বোসে আছে, তারা যে সেখানে বোসে কি কোচ্ছিল, আমি তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি, ভাবছি যে, তারা সেখানে বোসে কি কোচ্ছে, এর মধ্যে এক জন মাহীর এক তাড়া তীর বগলে কোরে সেই ডেকের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধোত্তে লাগ্‌ল, তখন বুঝ্‌লেম, তারা কালরূপ সাংঘাতিক অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বিষ প্রস্তুত কোচ্ছে! সেই তীরগুলি যখন বিষের মধ্যে চুবিয়ে চারিদিকে ঘুরুতে ফিরুতে লাগ্‌ল, সেই সময় দলশুদ্ধ লোকের হৃদয়ভেদ কোরে আনন্দের চীৎকার উথ্‌লে উঠ্‌ছিল। এদিকে আবার সেই নীলবর্ণের অগ্নি শিখা কাল-যবনের ন্যায় ভীষণ চণ্ডাল মূর্ত্তিগুলি আমার চোক্ষের উপর ধোরে দিতে লাগ্‌ল, তেমন ভয়ানক দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি আমি জন্মেও কখনও চক্ষে দর্শন করিনি।

আমার সম্মুখস্থিত ঐ সকল মূর্ত্তিগুলিকে আমায় অধিকক্ষণ দেখ্‌তে দিলে না, কতক গুলো নিষ্ঠুর চোয়াড় আমায় টেনে হিঁছ্‌ড়িয়ে পাশের একটা গর্ত্তের মতন কামরাতে নিয়ে ফেল্লে, সলিমান আর লুচার কারাবাসেও আমার সঙ্গ ছাড়া হতে পারেনি। সেই হিন্দু সহচর যদি আমাদের কলে কৌশলে ভুলিয়ে আন্‌বার নিমিত্ত নিযুক্ত হোয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি যে ভালরূপই চাতুরী দেখিয়েছে তার সন্দেহ নাই, কেননা সে যে বিশ্বাস অপহরণ কোর্‌বে সে সংশয় আমার আদৌ হয়নি, তবে ঘোড়া বদল করাতে আমার মনে কিছু সন্দেহ হয়েছিল বটে, সে কথা মিথ্যা নয়। রাত্রে রাত্রে উঠে বেল্লাতে গিয়ে আমার আগমনের সংবাদ করে, সেই সময় সাবেক ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে একটা নূতন ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে আসে, তার বন্ধু আর তার বন্ধুর ভাই ঐ ঘোড়া তাকে দিয়েছে, এই মিথ্যা কথা বোলে আমায় বুঝিয়ে দেয়। লুচার বোল্লে হিন্দুদের

কথন বিশ্বাস কোত্তে নাই। এদের অভিপ্রায় কি? আমাদের কয়েদ রেখে তাদের লাভ কি? যদি লুঠেফুঠে লওয়াই তাদের মানস হয়, তবে তাই কোরে আমাদের ছেড়ে দিক না।"

সলিমান বোল্লে "তুমি নিশ্চয় জেনো এরা কোন বড় লোকের অনুচর।"

আমি বোল্লেম, "আমার তা বিবেচনা হয় না, সময়ে সব প্রকাশ হোয়ে পোড়্‌বে।", শেষে সেই সময়ই প্রকাশ কোরে দিলে সত্য। কেননা তার পরেই আমাদের ধোরে লয়ে নজফালী খাঁর সুমুখে হাজির কোরে দিলে, সে আমায় বন্দী দেখে আহ্লাদে মুচকে মুচকে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

নজফালী বোল্লেন, "পাশা উল্‌টে গেছে, এক্ষণে তুমি আমার বন্দী! তোরে ঐ বন্দীর অবস্থায় কেমন কোরে রাখি দেখ্‌তে পাবি। তুই বড় দুর্ব্বোধ গোয়াঁর, তোর এত বড় সাহস যে আমায় ধোত্তে আসিস্, এ কর্ম্ম স্বীকার করা তোর উচিত ছিলনা, তোর উচিৎ ছিল, যাতে স্বীকার কোত্তে না হয় তার চেষ্টা করা।"

আমি বোল্লেম "আমায় আটক কোরে রাখা হয়েছে কেন? তুমি কি আমায় প্রাণে মেরে ফেল্‌তে চাও?"

নজফালী বোল্লেন "না, আমি যাকে মনে করেছি, তুমি যদি সেই ব্যক্তিই হও, তবে না। আমার সে আংটি কোথায়? সেই কথা আগে বলো।"

ঐ কথা শুনে আমিত স্তব্ধ হোয়ে গেলেম, মনে কোল্লেম, "কি আশ্চর্য্য, সিটি যে আমি পেয়েছি, এ খবর তিনি কি কোরে জান্‌তে পাল্লেন।"

নজফালী বোল্লেন, "তুমি অবাক হোয়ে গেছো, আমি সে সন্ধান কি কোরে জান্‌লেম, তাই মনে কোরে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হোচ্ছে,

তুমি যে অম্বীরের রাজাকে সে আংটি দেখিয়েছিলে, সে কথা ভুলে গেছো বোধ হয়, আমি যে তাঁর বাড়ীতে বন্দী হোয়ে ছিলেম তা কি মনে নাই? সেইখানে আমি আংটির কথা শুন্‌তে পাই। আংটিটি এখন বারকোরে দাও।" আমি তাই কোল্লেম, আংটিটি তাঁকে হাতথেকে খুলে দিলেম। সেই সময় আমার নিজের আংটির উপর তাঁর নজর পোড়্‌ল, সে আংটিটি অনেকদিনাবধি আমার হাতে, আছে।

নজফালী আমার সেই আংটিটি দেখে "ওঃ এর যুড়ী আংটি যে, এ আংটি তুমি কোথায় পেলে? আর কি কোরেই বা তোমার কাছে গেল?"

আমি সব কথা তাঁকে ভেঙে বোল্লেম, নজফালী শুনে খানিকক্ষণ কি বিড়বিড় কোত্তে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন "তা হোতে পারে, তাই বটে, যুবা! তোমার জীবনে কোন ভয় নাই সত্য, কিন্তু জীবনাবধি কএদ অবস্থায় থাকতে হবে।

আমি বোল্লেম "আমায় আমার পাষাণ অদৃস্টের অধীন হোয়ে চোল্‌তেই হবে, তার আর উপায় কি? একটি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে বাসনা করি, আমার কুলগোত্র আপনি কিছু অবগত আছেন কি না, বলতে পারেন?"

তিনি বোল্লেন, "তোমার কুলগোত্র? কেন সাদুল্লাখাঁ কি তোমার পিতা নয়, তা কি জান না? আমাকেও তুমি সেই পরিচয় দিয়েছো" আমি বোল্লেম, "হুঁ। তা সত্য বটে, সে কথা এই যে, তিনি যখন কয়েদ থাকেন, সেই সময়, আমায় বোলেছেন, তিনি আমার পিতা নন, ঐ কথা ভিন্ন তাঁর মুখে আর কোন কথা শুন্‌তে পেলাম না, এক্ষণে আপনার মুখে বাকী কথাগুলি শুন্‌তে বাসনা করি।"

"এ মুখ থেকে বাকী কথা কখনই শুন্‌তে পাবে না, আর তা শুনেইবা তোমার ফল কি? এই কেল্লার অন্ধকূপই তোমার বাস হলো, এই-খানেই তোমায় খসে গলে মোত্তে হবে।" নজফালী এই উত্তর দিলেন।

আমি বোল্লেম, "কেন, আমি কি কোরেছি?"

"সাদক! তুমি ঐ কথা বোল্‌ছো? প্রথমত তুমিই না দুঃসাহস কোরে দেলযানকে নিষ্কৃতি দাও? দ্বিতীয় তুমিই না আমার কন্যাকে ভুলিয়ে কুপথগামিনী করো? আর তুমিই না অনু-সন্ধান কোরে দেশময় আমায় তাড়াতাড়ি কোরে নিয়ে বেড়িয়েছো? তুমিই না আমার মস্তক শূন্য ধড় দেখিয়ে তোমার মুনিব আমীর জেমলাকে সন্তুষ্ট কোত্তে চেয়েছিলে? আমায় গেরেপ্তার কর্‌বার নিমিত্ত সেই না তোমায় বকসিস দিতে চেয়েছিল? তাই বুঝি জিজ্ঞাসা কোচ্ছো, আমি তোমার কি কোরেছি? আর কেন আমি তোমায় কএদ কোরে রাখ্‌ত্তে চাই? দোহাই আল্লার! তোমার এই দুর্বৃত্ত দুর্জ্জনতার নিমিত্ত আমি তোমার মাথা জরিপানা কোত্তেম, তবে কি করি, তুমি যখন অবগণ্ড শিশু, সেই সময় শপথ কোরে একটা প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাই তুমি বেঁচে গেলে।"

ঐ সকল আরোপিত অপরাধ খণ্ডন কর্‌বার নিমিত্ত আমি যেমন বোলেছি, "ধর্ম্মাবতার!"

নজফালী অমনি চুপ চুপ বোলে চীৎকার কোরে উঠে বোল্লেন "আমি তোমার চোক্‌ গেলা চিঁ চিঁ খবা চিবিনে চিবিনে প্রত্যুত্তর শুন্‌তে চাই না, তুমি দুষ্কর্ম্ম কোরেছ, তার প্রতিফল তোমাকে অব-শ্যই ভোগ কোত্তে হবে, আর ঐ কুত্তাকা বাচ্ছা, যে তোমার সঙ্গে আছে, কালসর্পের ন্যায় খল ঐ পরামানিক পুত্র আজ রাত্রেই নিকেশ হবে, তা যদি না হয়, তবে আমার এখানে বসাই মিথ্যা।"

আমি বোল্লেম, "ওটা দারুণ নির্ব্বোধ, অতি গোবেচেরা, ওকে অনুগ্রহ কোরে ছেড়ে দিন, প্রাণে মারবেন না।"

নজফালী চীৎকার স্বরে বোল্লেন, "তাকে ছেড়ে দাও! যে আরঙ্গজেবের আর তাঁর এক হাট সভাসাদরবর্গের সুমুখে আমার কন্যার দুর্নাম কোত্তে পেরেছে, তাকে ছেড়ে দাও! যে আমার মুখখানা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আবার ছেড়ে দেবো! সে আগুন এখন পর্য্যন্ত আমার মুখময় তিড়্‌বিড়্‌ কোরে জ্বলে উঠ্‌ছে। দোহাই আল্লার! তা কখনই হবে না, তাকে এই রাত্রেই যমালয় যেতে হবে।"

আর কোন কথা বোলতে আমার সাহস হলোনা, কিন্তু আমার পিতা মাতা কে? কোন বংশে আমার জন্ম, সে কথা অবগত হবার জন্যে আর একবার বেয়ে চেয়ে দেখলেম, নজফালী বোল্লেন একবার তোমায় বোলেছি, আমার মুখ দিয়ে সে কথা কখনই শুন্‌তে পাবে না, তবে তুমি আমার শত্রু না হোয়ে যদি মিত্র হোতে, তখন কোনো লোকের সন্ধান বোলে দিতেম, সে ব্যক্তি তোমার আংটি নিরীক্ষণ কোরে তোমার প্রার্থনা সম্পন্ন কোত্তে পাত্তো। এক্ষণে তুমি সে পথ হারিয়েছো, জানবার উপায় তুমি আপনিই নষ্ট করেছো, আমি কিন্তু তোমার স্বাধীনতা অপহ্নব কোল্লেম! যা! আমার সুমুখ থেকে দূর হ! তুই সেই অন্ধকূপে যা! কালযবন এই কথা বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, তোমরা দেখো যেন কারাগারে কোন প্রকার আদর সমাদর না পায়, কড়াক্কড় চৌকী দিয়ে রেখো, যে বেটার নাম লুচার, তার বিষয় তোমাদের হুকুম দিয়ে চুকেছি।" এই বোলে হাতছানি দিয়ে ইশারা কোল্লে, অনুগত মাহীরেরা, নজফালী যাদের উপর সরদার হোয়েছেন, তারা এসে আমায় টেনে হিঁছড়িয়ে লয়ে যাবার উদ্‌যোগ কোল্লে, তখন আমি চেঁচিয়ে বোল্লেম, "যদি হতভাগ্য লুচারের

উপর দয়া নাই হয়, আমার চাকর সলিমানের প্রতি কৃপা করুন, তার ত কোনো দোষ নাই, সে নিরপরাধী।"

নজফালী বোল্লেন, "কোনো প্রয়োজন আছে, তাই তারে এইখানেই চাই, তার প্রাণের কোনো শঙ্কা নাই, সে ভয় কোরো না, এখন চোলে যাও।'

একটা সরু গলি পথ দিয়ে চোলে গিয়ে কতকগুলি ধাপ পেলেম, সেই ধাপ বেয়ে আমায় নাবতে বোল্লে, নেবেই একটা ভয়ঙ্কর নির্জ্জন জলাপথ দিয়ে চোলেছি, সেখানে অত্যন্ত শীত হোয়ে কম্প হোতে লাগ্‌লে, আমায় যখন "এই তোর গারদ" বোলে একটি অন্ধকার কারাগারে প্রবেশ হোতে বোল্লে, আমি শুনে একটী গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেম, আর যখন সেই ক্ষুদ্র অন্ধকূপের মধ্যে আমায় একলা ফেলে রেখে গেল, আমি তখন নৈরাশে নিরুৎ-সাহ হোয়ে সেই সোঁতা মেজের উপর হাত পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম, আর বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "হা আমি দীন দুঃখী হতভাগ্য সাদক! যে জীবন সব প্রথমে কমলার তত কৃপা প্রসাদ লাভ কোরেছিল, তার পরিণামে কি এই হলো, আমার সংসার সুখের, আমার পার্থীব বাসনার কি এই চরম ফল! কে আমার মাতা, কে আমার পিতা, কোন্ বংশে আমার জন্ম, সে সকল কুল-পরিচয় অজ্ঞাত হোয়ে শেষে কি এই অন্ধকূপে চিরবাস কোত্তে হলো! বিধাতা কি অদৃষ্টে ইহাই লিখেছিলেন!!! আমি মনঃক্ষোভে মনস্তাপে অভিভূত ছিলেম, দরজা কখন খুলেছে তার শব্দ শুন্‌তে পাইনি, সুমুখে একটা মূর্ত্তি হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লেম, শুয়ে-ছিলেম, উঠে বোস্‌লেম, দেখি না একজন মাহীর যৎসামান্য গোচের আহার লয়ে এসেছে, একটা মেটে পাত্রে কোরে এক

পাত্র জলও এনেছে। কোন কথা বার্ত্তা না কোয়ে সে সেইগুলি রেখে চোলে গেল। শোক দুঃখের মধ্যেও ক্ষুধা তৃষ্ণাকে শান্ত কোত্তে হয়। আমি রুটিখানি তিন কামড়ে খেয়ে ফেলে নির্ম্মল পাবনীকে এক নিশ্বাসে বেবাকটুক পান কোল্লেম। আমায় যে বিষ দেবে সে সন্দেহ হলো না, কেননা প্রাণদণ্ড করাই যদি নজফালীর অভিপ্রায় হতো, তবে তখনি একচোটে নিকেশ কোরে দিয়ে এ যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্ত কোত্তো। আমি লুচারের বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম, তার আর কোনো আশাই নাই, মনে কোল্লেম অনেকক্ষণ তার দফা নিকেশ হোয়েছে, সে আর এতক্ষণ বেঁচে নাই। রে পাষাণহৃদয় নজফালী খাঁ! তার মৃত্যুর জন্যে তোরে এক দিন জবাব কোত্তে হবে, শুধু তার জন্যেও নয়, তুমি আরও অনেক রুধির-প্লাবিত ঘোর দুষ্কর্ম্ম কোরেছো, সে সকল মহাপাপের নিমিত্তেও তোমাকে জবাব-দিহিতে পোড়্‌তে হবে। আশা ত কিছু ছিলই না, তথাচ যদি কোন পথ দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে পারি, সেই আশ্বাসে অন্ধকূপটি তন্ন তন্ন কোরে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেম, কি দুর্ভাগ্য! দেখ্‌লেম সকলি প্রস্তর, স্থূল দৃঢ় গাথনির প্রস্তর, দরজাটি বার-দিক দিয়ে চাবি আঁটা। নিত্যই মহাকষ্টে মহা দুঃখে জীবন সূত্র টেনে লয়ে চলেছি, আর যে কখন বাইরে গিয়ে বিমল বায়ুর আঘ্রাণে শরীর প্রফুল্লিত করবো, সে আশা অন্তরের মধ্যে দিন দিন নির্ব্বাণ হোচ্ছিল। ইতিমধ্যে সাতদিনের দিন সন্ধ্যার সময় জেলের দারগা যখন আমায় আহার এনে দেয়, দেখি না সে মদ খেয়ে মাতাল হোয়ে এসেছে, সে যখন দরজা খুলে ভিতরে এলো, সেই সময় ছাতের উপর অত্যন্ত গোলমাল

হোচ্ছিল, কারা যেন দৌড়দৌড়ি কোরে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল, আর উপরোপরি বন্দুকের আওয়াজও শুনতে পেলেম। জেল দারগা সেই বন্দুকের শব্দ শুনে আমার হেপাজাতের বিষয় ভুলে গিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুল, দরজায় চাবি দিতেও বিস্মৃত হলো, সে এত মাতোয়ালা হোয়ে এসেছিল যে, ওরূপ আচম্কা একটা দৈবঘটনা হোয়ে যদি তাকে তাড়াতাড়ি কোরেও না যেতে হতো, তথাচ সে যে দরজায় চাবি দিতে পাত্তো, তা বোধ হয় না, সে বিষয় আমার বড় সন্দেহ, তার হাত তখন তত বশে ছিল না। আমিত সাহস কোরে গলিপথে বেরিয়ে পোড়লেম বেরিয়ে কেবল এসেছি, এর মধ্যে সলিমানের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেম।

"সাদক! সাদক! আমার মুনিব সাদক? কোথায় তুমি? সেই চির বিশ্বাসী ভৃত্যটি এই বোলে ডাক্‌তে ছিল, আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "এই যে আমি এখানে, কি খবর, সলিমান! কেন এত সোরসার হোয়ে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল হোচ্ছে" সলিমান বোল্লে. "চুপ চুপ, আস্তে কথা কও, আমাদের এই পালাবার সময়। মাহীরেরা কতকগুল মুঁড়ির মদ লুঠে এনেছে, সকলেই ঘোর মাতাল হোয়ে পোড়েছে. ভীল আর রাজপুতেদের সঙ্গে মহা ঝকড়া বাধিয়ে দিয়েছে, তারাও তাদের একটি দল। নজফালী-খাঁ ঐ গোলমাল থামাবার চেষ্টা কোচ্ছেন, তিনি যদি সমুদ্রের তরঙ্গ নিবারণ কোত্তে পারেন, তবে তাদেরও শান্ত কোত্তে পারবেন। ঝক্‌ড়ার বুনিয়াদ এই যে, অর্দ্ধেক লোকের ইচ্ছা যে, সওদাগরে-দের উপর চড়াও হোয়ে তাদের খুন কোরে আসে, তাহোলে তারা আর জোদপুরে গিয়ে তাদের নামে অভিযোগ কোত্তে পারবে না, বাকী অর্দ্ধেকের ইচ্ছা না যে, তারা অনর্থক রুধিরপাত করে। ঐ শুনো,

কালযবনেরা সদর দরজা পর্য্যন্ত খুঁকেছে, সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়েছে। অর্দ্ধ-উলঙ্গ হও, চাপকান ফেলে দাও; ঐ বদমাস্‌দের মতন চেহারা কোরে বেরিয়ে পড়, অন্ধকার রাত্রি, কেউ টের পাবে না, সচ্ছন্দে সোরে পোড়্‌তে পার্‌বো।" সলিমানের পরামর্শ মত উলঙ্গ হোলেম। যে ঘরে মদ খেয়ে সোরসার কোচ্ছিল, সেখানে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। সলিমান বোল্লে আমাদের ঐ উৎসব ঘরের মধ্যে দিয়েই চোলে যেতে হবে, আমি স্থির কোল্লেম যে, তারা সেখান থেকে চোলে গেছে, ঘর খালি হোয়ে পোড়েছে, শেষে দেখ্‌লেম সেটি আমার ভ্রম, সেই ঘরের ভিতর মাথা দিয়েই কি অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন কোল্লেম! কালযবনেরা মেজের উপর গড়া গড়া মোরে পোড়ে রয়েছে, অনেকে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে একবার এদিকে একবার সেদিকে ছুটফট্‌ কোরে বেড়াচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ ক্ষতবিক্ষত হোয়েছে, কেউ মদের নেসায় বিহ্বল হোয়ে পোড়েছে। কিন্তু যে মূর্ত্তি দেখে আমার চক্ষু স্থির হোয়ে রইল, সেটি নজফালী খাঁর! নজফালী দেওয়াল ঠেস্‌ দিয়ে আছে, একটি বিষাক্ত তীর তার কণ্ঠদেশ ভেদ কোরে বসেছে। কাঁচের মতন তার চক্ষু দুটির চিক্কণ আভা আমায় বোলে দিলে তার অদৃষ্টে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে,—সে শব হোয়ে রয়েছে!! সময়ও ছিল না আর ইচ্ছাও ছিল যে, এখানে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়ে দেখি, তাই সলিমানকে সঙ্গে কোরে সিংদরজায় উপস্থিত হোলেম, দরজাটি উদার মুক্ত ছিল, আমরা বেরিয়ে পোড়্‌লেম, একটী প্রাণীও ছিল না যে, আমাদের নিবারণ করে। হায়! স্বাধীনতায় কার না আনন্দ আছে? আমি যেমন পাহাড় পর্ব্বত গুহা গহ্বর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হোয়ে যেতে লাগ্‌লেম, আমার সঙ্গে আমার হৃদয়েও লম্ফ দিয়ে নৃত্য কোরে কোরে উঠ্‌তে লাগিল।

সলিমান বয়সের অপ্রসাদে আমার সঙ্গে চোলে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না, তাই কেবল একবার একবার থম্‌কিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেম। এক্ষণে উদাসীনের মতন পরিব্রাজক হোয়ে পোড়েছি, সঙ্গে না আছে ঘোড়া, না আছে অর্থ, মাহীররা সে সবে আমাদের বঞ্চিত কোরেছে, দেশের পরিচয়ও অবগত নই, এখন যাই কোথায়, আর কি রূপেই বা যাই। মাহীরদের মতন দেখাবে বোলে সলিমানও আমার ন্যায় কোমর পর্য্যন্ত বিবস্ত্র হোয়েছে, তাতে কোরে পালাবার বেশ সুবিধাই হলো। পরামর্শটি উত্তম হোয়ে ছিল বটে, আর পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান হওয়াও যে ভাল হোয়ে ছিল, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষে দেখ্‌লেম গায়ের বস্ত্রগুলি ফেলে না দিয়ে যদি সঙ্গেই রেখে দিতেম, তাতে পালাবার ব্যাঘাৎ হতো না, তা হোলে বরং বস্ত্রগুলিও বেঁচে যেতো, অথচ আবার প্রস্থানও কত্তে পাত্তেম। সলিমান বোল্লে একটা গ্রামে গিয়ে না পোড়্‌লে পথ চলা ক্ষান্ত দেওয়া হবে না, আমরা উভয়েই কিন্তু এত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলেম যে, পায়ের উপর ভর দিয়ে যে দাঁড়াই, সে ক্ষমতা ছিল না, আর রাত্রিও এমনি ঘোর অন্ধকার যে, কোলের মানুষ দেখা যাচ্ছিল না, তাই একটা অনুকুল বৃক্ষমণ্ডলির তলায় রজনী প্রভাত পর্য্যন্ত বিশ্রাম করবার অভিপ্রায় কোল্লেম। নিদ্রা যাবার ত যোই ছিল না, কেননা একবার এদিকে শ্যাল গুল ফেউ ডাক্‌তে লাগ্‌ল, একবার সে দিকে বাঘের ডাক শোনা যেতে লাগ্‌ল, আমরা ভয়ে জড়সড় হোয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। তদ্ভিন্ন একেত গায়ে-বস্ত্র নাই, তার উপর রাত্রের ঠাণ্ডা হওয়া নাকে মুখে এসে লাগ্‌তে লাগ্‌ল, আমাদের দুর্গতি দুরবস্থার এক শেষ হলো। অবশেষে অনেকক্ষণের পর উষাদেবীর শ্বেত বিভূতি ছটা সেই

দীর্ঘ কালনিশির অন্তক হলো। শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কোঁকড় হোতে হোতে আমরা ত তখনি বেরিয়ে পোড়্‌লেম, অনেক কষ্টে একটী সহরে এসে উপস্থিত হোলেম, জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সহরটির নাম দীওলী, তার মধ্যস্থলে একটী ভগ্ন দুর্গ, সমুদয় লয়ে সহরটি অতি ক্ষুদ্র, আর অতিশয় কুৎসিত, কতকগুলি যৎসামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেটে ইমারত আছে, এই মাত্র শোভা। তখনও ভাল কোরে সূর্য্যোদয় হয় নি, সহরের সদর রাস্তায় দুটি লোক ঝক্‌ড়া কোচ্ছিল, যা ইচ্ছা তাই বোলে পরস্পর গাল্‌দিচ্ছিল, সেই ঝঙ্কার আমাদের কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। তাদের ঘেরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছিল।

কারা ঝক্‌ড়া কোচ্চে, কেন ঝক্‌ড়া কোচ্চে, তাই জান্‌বার জন্যে আমরা একটু এগিয়ে গেলেম, বিশেষতঃ সেখানে নাকি অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা কোরে যদি একটা বাসার সন্ধান পাই, সেই অভিপ্রায় কোরেই যাওয়া হলো, সেখানে গিয়ে আমরা অবাক হোয়ে গেলেম, আবার কিন্তু আহ্লাদও তেমনি হলো, দেখি না সেই দুজন কলহকারীর মধ্যে একজন আমার চির বিশ্বাসী লুচার পরামানিক !! তারে ত আমরা মৃতের সামিলিই কোরেছিলেম, সে আমাকে দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে, তার জঘন্য কুৎস গ্লানি গাওয়া বন্ধ কোরে, নিকটে এসে অল্প মাথা নুইয়ে সেলাম কোল্লে।

লুচার বোল্লে, "হুজুর! আপনাকে মুক্ত দেখে আপনার দাস কি সুখীই হয়েছে।"

আমি বোল্লেম, "লুচার! তোমায় জীবিত দেখে বড় সন্তুষ্টই হোলেম, এ ঝক্‌ড়া কেন, কার্ সঙ্গে তোমার মনান্তর হোয়েছে?"

"ও! হুজুর!" ঐ কথা শুনে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, হো হো শব্দে হাস্য কোত্তে লাগ্‌ল, আমার কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য বোধ হলো না, কেন না 'হুজুর' হোয়ে যে গায়ের বস্ত্র নাই, সেটা তাদের কখন দেখাছিল না, তদ্ভিন্ন ক্ষুধা তৃষ্ণা আর শীতে আমায় তখন যথার্থই হাড়হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার মতন দেখাচ্ছিল! সেই ভিড় থেকে আমরা চোলে আসবার উদ্‌যোগ কোল্লেম, লুচারের প্রতিবাদীও অতি কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি কোত্তে কোত্তে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌ল।

"তুইত মুসলমান নইস্, তুই কুত্তাকা বাচ্ছা, আমার পয়সাগুলি ফেলে দে, তোর ও পয়সায় কি অধিকার আছে? আমি এখানকার কদিম নাপিত হোয়ে আমি পাব না? তুই পাবি? তোর তা পাবার কোন অধিকার নাই।" ঝক্‌ড়ার কারণ এখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। শেষে প্রকাশ পেলে যে, লুচারের আহার চল্‌বার উপায় ছিল না, তাই সে ক্ষুরভাঁড় লয়ে কতকগুলি রাহাগীর লোককে ক্ষেউরী করে। সহর নাপিত একজন বিদেশীকে তার পূজ্যপাদ বৃত্তি অপহরণ কোত্তে দেখে তার হিংসা জন্মিল, তাই সে হন হন কোরে দৌড়ে এসে লুচারকে গলাধাক্কা দিয়ে দরজার বার কোরে তার ক্ষুর ভাঁড় টেনে ছুড়ে ফেলে দেয়, এক্ষণে তার উপরি রোজগার গুলি ফিরে দিতে বোল্‌ছে। লুচার আপনার ক্ষুর ভাঁড়ের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত ব্যাঘ্র অবতার হোয়েছিল, তার অপমান হলো বোলে সহর নাপিতের মাথায় একটা দয়ের হাঁড়ী ফেলে মারে, দৈবাৎ সে হাঁড়িতে আধহাঁড়ি দই ছিল, সেই দই শুদ্ধ ফেলে মারাতে দীওল্লী সহরের দলিলী নাপিতের তামাম গায় দইয়ে দই হলো, সে যেন সংসেজে দাঁড়িয়ে

রইল, তাই ভতলোক তাকে ঘেরে তামাসা দেখ্‌ছিল। শেষে উভয়েই সুম্‌খোস্মুম্‌খী হোয়ে গালাগালির ছড়া কাট্‌ছিল, এমন সময় আমরা গিয়ে পোড্‌লেম। আমি লুচারকে অনেক বুঝিয়ে পয়সা গুলি তাকে দিয়ে দিলেম। লুচার যে "গরিবনেওয়াজ, হুজুর, ধর্ম্মাবতার" এই সকল সম্মানের কথা বোলে আমার সমাদর কোরেছিল, তাই শুনে সকলে আমায় ঘেরে দাঁড়িয়ে "গরিবনেওয়াজ, হুজুর, ধর্ম্মবতার" ইত্যাদি আমীর ওমরাওদের ন্যায় সম্বোধন কোরে আমায় বিদ্রূপ কোত্তে লাগ্‌ল, আবার শির ঝুঁকিয়ে সেলাম কোরে উপহাসও কোত্তে লাগ্‌ল, আমি তাতে ভারি বিরক্ত হয়ে গেলেম। একজন বৃদ্ধ মুসলমান তার দরজার সুমুকে দাঁড়িয়ে ছিল, তারে দেখে অনেক অনুনয় বিনয় কোরে বোল্লেম "আপনি যদি দুইচার ঘণ্টার নিমিত্তে একটু স্থান দেন, তা হোলে বড় উপকারই করেন, আমরা চরিতার্থ হবো।"

বৃদ্ধা বোল্লে, "বাবা! সচ্ছন্দে এসো, এ তোমারি স্থান, এখানে কোন ভাবনা নাই, কেউ কিছু বোল্‌বে না।" আমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম, লুচার আর সলিমান আমার পশ্চাতে পশ্চাতে চোলে এলো, দরজাটি বন্দ কোরে দেওয়া হলো, ভিড়ও ছড়িয়ে পোড়্‌ল। যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায় পোড়েছিলেম, আতিথেয়র নিকট সে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কোল্লেম, কালযবন মাহীরদের হাত থেকে যেরূপে বেঁচে এসেছি, সে কথাও তাঁকে অবগত করালেম, সে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত কোরিয়ে শেষে বোল্লেম, আমাদের সঙ্গে না আছে আহার, না আছে অর্থ, এক্ষণে অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালী হোয়ে পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছি। তাঁরে যখন বোল্লেম, আমি আরঙ্গজেবের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেম, বোধ হলো যেন সে কথা তিনি বিশ্বাস

কোল্লেন না, আমায় কিছু আনুকুল্য কোত্তে কোন রকমেই তাঁর প্রবৃত্তি হলোনা। মোটা চেলের ভাত আর কতক গুলো মোটা মোটা রুটি আমাদের সুমুখে ধোরে দিয়ে বৃদ্ধা মুখে নল লাগিয়ে নিঃশব্দে তামাক টান্‌তে বোসে গেলেন। লুচার কিরূপ কোরে বেঁচে গেল সেই কথা শোন্‌বার নিমিত্ত সলিমানও যেমন ব্যগ্র হলো, আমিও তেমনি আগ্রহ হোলেম। লুচার বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লে, "প্রথম দুরাত্রি জনপ্রাণীও আমার গারদে যায় নাই, তৃতীয় দিবসে আমায় এসে বোলে গেল, আজ আমার মৃত্যু হবে, প্রস্তুত হোয়ে থাকো। চোয়াড়ের মতন একটি কাল-পাষণ্ড একখানা ছোরা লয়ে আমার মাথার উপর পেঁচ খেলাতে লাগ্‌ল, আমি তখন মনে কোল্লেম, তবে এইবার মোলেম, আর রক্ষা নাই, নিকেশ কোরে দেয় আর কি। কিন্তু মনে মনে ভাবলেম, মেরে ত ফেলে, তবু একবার চেষ্টা পেয়ে দেখি যদি বেঁচে যেতে পারি, এই ভেবে তার পায়ের উপর পোড়ে হাটু দুটো জড়িয়ে ধোল্লেম, বিস্তর স্তব স্তুতি কোরে বোল্লেম, তুমি আমার বাবা, আমায় মেরে ফেলোনা, আমি জেতে নাপিত, অতি দুঃখী, অতি গৌবেচারা, আমায় মেরে-ফেল্লে কোন লাভ হবে না। আমার কথা সে কানেও ঠাঁই দিলে না, ছোরার খোঁচা মাত্তে পাল্লে তাদের মনে যে একটী আনন্দ জন্মে, তার বাসনা ছিল না যে, সে আনন্দে সে বঞ্চিত হয়, তা নাপিত হলেম ত কি বৈয়ে গেল। আমি সেই ভাব গতিক দেখে তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পোড়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম, দোহাই তোমার! আমায় মেরো না, আমায় মেরো না, তাতেও সে কালযবনের পাষাণ হৃদয় নরম হলোনা দেখ্‌লেম, শেষে ভাব্‌লেম, দুই তিন খান মোহর দিয়ে পূজা কোল্লে, হয়ত সে নিরস্ত হোতে

পারে, ছোরাখানি কিন্তু তখন বুকের উপর উঁচিয়ে রেখেছে, বসিয়ে দেয় আর কি। আমার সঙ্গে মোহর ছিল, লুকিয়ে রেখে ছিলেম, সেই মোহর কখান তাকে দিতে চাইলেম, সে তাইতে রাজি হোয়ে আমারত প্রাণে মাল্লেই না, বরং আরও কারাগারে থেকে অব্যহতি দিয়ে দিলে, সিটি আমার আশার অতিরিক্ত। আমি ত আহ্লাদে বিহ্বল হোতে হোতে মাহীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম, ২০টার কম নয়, লম্বা লম্বা গলিপথ পার হোয়ে একটী দরজার সুমুখে এসে উপস্থিত হোলেম। আমার পথ প্রদর্শক যখন আমায় সেই দরজার বার্ কোরে দিলে, তখন তাজা হাওয়া গায় লেগে মন প্রাণ প্রফুল্লিত হলো, আর তখন নিমুক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাস লুচার পরামানিককে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগল।

সে ব্যক্তি আমার কাছে মোহর কখান পেয়ে বোলতে লাগল, "পালাও পালাও" আমাদের দলের লোক যে দিকে আছে, সে দিক ভাঁড়িয়ে যেও, যে গ্রাম প্রথম দেখতে পাবে, সেইখানে যেও। ধর্ম্ম অবতার! আপনার আর সলিমানের জন্যে তারে অনেক বোল্লেম যে, এক লহমা অপেক্ষা করো একটা কথা বোল্‌বো, সে বর্ব্বর ঐ কথা শুনে আমায় একটা ধাক্কা মেরে বার কোরে দিয়ে দরজা-বন্ধ কোরে দিলে। ধর্ম্মাবতার! গলা ধাক্কা খেয়ে এত আনন্দ এত উল্লাস আমি জন্মেও কখন অনুভব করিনি। তখন আর না দৌড়ে একেবারে উড়ে চোল্লেম, আর মুখে শুদ্ধ এইকথা বোলতে লাগ্‌লেম, "পরমেশ্বর এক ব্যক্তি আছেন, মহম্মদ তাঁর অবতার।" আমি একটী গ্রামে এসে উপস্থিত হোলেম. সেখানে একখানা রুটির জন্যে দরজায় দরজায় লালায়িত হোয়ে বেড়ালেম, কিন্তু কেউই একটুক্‌রো রুটির মায়া ছাড়্‌তে পাল্লে না। আর

একটী গ্রামে গেলেম, সেখানে একটী হিন্দু কতকগুলন উচ্ছিষ্ট আমায় ফেলে দিলে, আমরা যেমন কুকুরকে দি না, ঠিক সেই প্রকার আর কি। যা হোক সেই প্রসাদের বলেই আমি এই পুণ্য পবিত্র সহরে আস্‌তে পেরেছি, মনে কোরে ছিলেম, এখানে এসে ন্যায্য পরিশ্রম কোরে যা যৎকিঞ্চিৎ পাব, তাতেই জল আহার কোরে প্রাণ ধারণ কোর্‌বো, দিন তাতেই কেটে যাবে, তাই ভেবে কতকগুলি রাহাগিরের দাড়ি কামাতে বোস্‌লেম, তারও সে ফল আপনি তা স্বচক্ষে দেখ্‌লেন।"

আমি বোল্লেম, "লুচার! তুমি যথার্থই কপালে পুরুষ, কিন্তু উত্তর কালে আর কখন চির-নিযুক্ত নাপিতের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করো না।"

আমরা যেরূপে প্রাণ লয়ে প্রস্থান করেছিলেম, সলিমান সে কাহিনী লুচারকে অবগত করালে। পাষণ্ড নজফালী খাঁর দুর্দ্দশার কথা শুনে পরামাণিক অতিশয় প্রফুল্লিত হোলো। এক্ষণে খাঁ বাহাদুরের নামে নানা কুৎস কথা কইতে সুরুকোরে দিলে, পরমাণিকের প্রতিজ্ঞা ছিল নজফালীর জীব-দ্দশায় সে সকল গ্লানির রহস্য প্রকাশ কোরবে না। আমার কিন্তু সে সকল কথা শুন্‌তে প্রবৃত্তি হলোনা, তখন আমি এত ক্লান্ত হোয়ে পোড়েছি যে, ঘুমের আবেশে চোক ঢুলে ঢুলে পোড়্‌ছিল, সলিমানেরও দুই চক্ষু ঝিমিয়ে আস্‌ছিল, তাই আমরা তিন জনেই একটা শুধু মাদুরের উপর হাত পা ছোড়িয়ে সটান শোয়ে পোড়্‌লেম, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রার সুধাময় বিরাম সম্ভোগ কোরে সবল সজীব হোয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেম। জাগ্রত হোয়ে আবার সেই সকল দুর্ভাবনা, আবার সেই অন্ন বস্ত্রের চিন্তা মুখের কাছে। কটমট কোরে একদৃষ্টে

চেয়ে রইল। কিন্তু সে সকল দুর্ভাবনা অপেক্ষা আমার গুরুতর চিন্তা এই হলো যে, আমি বহুকাল আরঙ্গজেবের সঙ্গ ছাড়া হোয়েছি, তাঁর প্রসাদনায় আর যে বাহাল থাকতে পার্‌বো, সে আশা নাই। এক্ষণে আমার সঙ্গে ঘোড়া নাই, অর্থও নাই যে, একটা খরিদ কোরে নেবো, তত ক্রোশ পথ বিনা সম্বলে বিনা আহারে পদব্রজে চোলে যাওয়াও দুঃসাধ্য। আতিথেয়র নিকট কিছু কর্জ্জ চাইলেম, তিনি বোল্লেন তাঁর ত দেবার সমস্থান নাই, তবে জৈন মহাজনের কাছে লয়ে যেতে পারেন, সে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ আনুকুল্য কোল্লেও কোত্তে পারে। মহাজন আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে, দেখে বিবেচনা কোল্লে এ ব্যক্তির গায়ের বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই, তবে কি ভরসায় টাকা কর্জ্জ দেই, তাই সে গণা একটী পয়সারও সুসার কোত্তে স্বীকার কোল্লেনা, সে বোল্লে যদি কোন ভাটকে জামিন দিতে পারো, তবে দিতে পারি। মহাজন মনে মনে বুঝেছিল, আমি মুসলমান হোয়ে ভাটের জামিনও দিতে পার্‌বোনা, তাকেও টাকা দিতে হবে না। ভাটদের এই নিয়ম আছে, যার জামিন হবে, সেই কর্জ্জদার যদি ঋণের টাকা পরিশোধ না করে, তবে সেই ভাট জামিনদার নিজ হে'তে দেনা পরিশোধ কোরে তদ্দণ্ডে সে আত্মহত্যা করে, অথবা পরিবারের মধ্যে কাউকে প্রাণে মেরে ফেলে, তারা মনে করে ঐ রুধিরপাতরূপ মহাপাপ সেই অনাদায়ী কর্জ্জদারের মস্তকে পতিত হয়। কর্জ্জদার যদি হিন্দু হয়, তবে সে মনে করে তার ইহকাল পরকাল গেল, সে আজন্মকাল সন্তাপিত হোয়ে অনুতাপ করে। আমি মুসলমান, পৃথিবীর সমুদয় ভাট বা চারণ যদি আত্ম হত্যা হোয়ে মরে, তথাচ আমাদের দুঃখ হবার সম্ভাবনা নাই, পরলোকেরও ভয় হয় না, তাই ভাটেরা যে আমার

জামিন হোয়ে জৈন মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ দিয়ে দেবে, সে আশা আদৌ ছিল না *

সলিমান আর লুচার অতিশয় ম্রিয়মাণ হলো, তারা জন্মিয়ে অবধি এরূপ দুঃখ কষ্টে কখন পতিত হয়নি। আমিও আর কখন এরূপ বিপদাপন্ন হইনি, আমার অপেক্ষা তাদের অতিরিক্ত দুঃখিত হবার কোন কারণ ছিলনা। আমরা দীওনী সহর থেকে বেরিয়ে পোড়্‌লেম, কোথায় যাবো তার স্থিরতা নাই। একজন পথিক বোল্লে আমাদের নিমচে যাওয়াই উত্তম কল্প সেখান থেকে গুজরাট, গুজরাট থেকে ডেকানে চোলে যাবো, স্বল্প সিধে পথে না গিয়ে সদর রাজপথ ধোরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দু'দিন ক্রমিক পথ

* ভাট এক প্রকার পবিত্র জাতি, রাজপুতনার সর্ব্বত্রে তাদের বাস, মহাদেব তাঁর পবিত্র রষের প্রহরী কর্‌বার নিমিত্ত তাদের সৃজন করেন। কিন্তু কাপুরুষতার দোষে তারা সে পদটি হারায়। মহাদেবের বড় আদরের একটি সিংহও ছিল, ঐ দুইটিই প্রিয় পশু এক ঘরেতেই রক্ষা করা হতো। ভাটের চীৎকার আর ভয় প্রদর্শন না শুনেও ঐ সিংহ প্রায় নিত্যই একটি কোরে রষ আহার কোত্তো, আর শিবকে নিত্যই একটি কোরে নূতন রষ সৃজন কোত্তে হতো, এইরূপ যতবার একটি কোরে রষ সিংহের প্রচণ্ডকাল দৃষ্টিতে পতিত হতো, ততবার মহাদেবকে একটি কোরে নূতন রষ সৃজন কোরে পূরণ কোরে রেখে দিতে হতো! এইরূপ কোরে নিত্যই মহাদেব মনো-দুঃখ পেতে লাগ্‌লেন, আর নিত্যই তাঁর কর্ম্ম বেড়ে যেতে লাগল, শেষে বিরক্ত হোয়ে এক নূতন জাতির সৃষ্টি কোল্লেন, সে জাতির নাম "চারণ" তারা ভাটেদের ন্যায় সুবাগ্মিক আর মিষ্ট গায়ক, কিন্তু ভাট বা কবি জাতি অপেক্ষা অতিরিক্ত সাহসী, শিব তাদেরি অশ্বাগারের অধ্যক্ষ কোল্লেন। ভাট অর্থাৎ বন্দীগণেরা অদ্যাপি দেবতাগণের আর মহা প্রভাবশালী বীর-পুরুষদিগের স্তবস্তুতি কোরে তাদের যশোবন্দনা করে। রাজপুতনার দুর্দ্দান্ত গর্ব্বিত মহামতিগণ আপনাদের বংশাবলীর গুণানুকীর্ত্তনের অতিশয় গৌরব কোরে থাকেন। সেই সকল বন্দনা পাঠ করা ভাটেদের পৈতৃক বৃত্তি। রাজপুতানার মধ্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভাটেরা অধিক সমাদরণীয় এবং অধিক শ্রদ্ধাস্পদ।

চোলে বোনেরা নামক স্থানে পৌঁছে একটী বটবৃক্ষ তলায় আশ্রয় নিলেম, সেটি আশ্রয় লওয়া নয়, অবসন্ন হোয়ে একেবারে বোসে পড়া, সেইখানে বোসে পথিকদের কাছে ভিক্ষা মাগ্‌তে লাগ্‌লেম। হা করুণাময় জগদীশ্বর! এ'কি অদ্ভুত মনস্তাপ!! সাদক কি দীনই হোয়ে পোড়েছে!! কিছু দিন পূর্ব্বে তার সুমুখে কে না মস্তক অবনত কোরেছে! কেনা শরণাগত হোয়েছে? অদৃষ্টের এরূপ উল্‌ট বিচার হোলে তা সহ্য করা ভার। আমরা সেই বনেরা সহরে প্রবেশ কোল্লেম, সহরটি প্রকাণ্ড, প্রাচীরে বেষ্টিত, কতকগু'ল অনুচ্চ ছোট ছোট পর্ব্বত শ্রেণীর তলদেশে অবস্থিত, তার চতুস্পার্শ্বে উদ্যান আর প্রান্তর। পর্ব্বতগুলি ঝামার ন্যায় কর্করে শক্ত, অতিশয় উঁচু নীচু, এবং ঝোপ ঝোড়ের মতন ঝাড়াল ঝাড়াল গাছ আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শৈলশ্রেণীর একটী শৃঙ্গের উপর একটী প্রকাণ্ড দুর্গ শোভা কোচ্ছিল, ঐ দুর্গের মধ্যে রাজা অবস্থান করেন। মনে কোল্লেম, ঐ রাজনবরের কাছে একবার আনুকুল্যের প্রার্থনা কোরে দেখি, তারপর তিনি সে কথা শুনন বা নাই শুনন, বিশেষতঃ তাঁর অধিকারে অপহৃত হোয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছি, তাই তিনি সাধ্যমত উপকার কোত্তে এক প্রকার বাধ্যও আছেন। তখন ভাব্‌লেম যদি ভিক্ষা কোত্তেই হলো, তবে রাজা রাজ্‌ড়াদের কাছেই যাওয়া ভাল। এইটি স্থির কোরে সেই কেল্লার দিকে ছুট্‌লেম। সিংহদরজায় এসে অনেক অপমান সয়ে থাক্‌তে হলো, অনেক ধমক ধামক অনেক তাড়া হুড়ও খেতে হলো, তথাচ ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পেলেম না। দুর্গেশ্বর কখন বাইরে আস্‌বেন, সেই প্রতীক্ষা কোরে সেইখানে বোসে রইলেম, যথাকালে দুর্গাধিপতিকে দর্শন কোরে সে ক্ষোভ নিবৃত্তি কোল্লেম।

দুর্গপতি সোয়ার হোয়ে আস্‌ছিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমার একটি প্রার্থনা আছে" আপনাকে তা শুন্তে হবে. এই মিনতি কোরে, আমি তাঁর অশ্বের অগ্রে শুয়ে পোড়্‌লেম. ভূপালের তখন শোন্‌বার সময় নয়, তাই অনুমতি কোল্লেন, দেবমন্দির দর্শন কোরে ফিরে এসে আমার প্রার্থনা শুন্‌বেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের সেইখানেই বোস্‌তে বোল্লেন। ভাল, কথক আশা পাওয়া গেল বোল্‌তে হবে, প্রহরীরা এক্ষণে অনেক ভদ্র হলো, আমায় ডেকে নিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে বসালে, আমি বোসে আছি, রাজার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছি, অন্তরের খেদ অন্তরেই বিলুপ্ত কোচ্চি। মহারাজ ফিরে এলেন, আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। দরবার ঘরে আমায় ডেকে পাঠালেন, আমার নাম আর দুরবস্থা অবগত কোরিয়ে বিস্তর স্তবস্তুতি কোরে বোল্লেম, তাঁর কৃপা ভিন্ন আমি আরঙ্গ্‌জেবের নিকট পোঁছিতে পারিনে। রাজার মুখ দেখে বোধ হলো, তিনি আমার কথা অপ্রত্যয় কোল্লেন, আমি কিন্তু হাত যোড় কোরে বোল্লেম, আমার দুজন অনুচর আছে তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি যে আত্যান্তারের কথাগুলি নিবেদন কোল্লেম তারাও এসে যদি তাই না বলে, তবে আমার মাথা কেটে ফেল্‌বেন, আমি যদি দুঃসাহস কোরে মহারাজকে প্রবঞ্চনা কোরে থাকি, তার প্রতিফল তবে হাতে হাতেই পেলেম, ঐ কথা শুনে সন্তুষ্ট হোয়ে নৃপবর আমায় টাকা দিতে আজ্ঞা কোরে দিলেন, আমি ঐ টাকা ফিরিয়ে দেবার নিমিত্ত শপথ-পূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হোলেম। রাজনবর একটা ঘোড়া আর একজোড়া সাল আমায় প্রদান কোল্লেন, আমি দুই হাত তুলে সেলাম কোত্তে কোত্তে সেখানথেকে বিদায় হোয়ে সলিমান আর লুচারকে

আমার সৌভাগ্যের কথা অবগত করালেম। তারা শুনে মহা আহ্লাদিত হলো, ভাত হবারি কথা। ছুট টাটু খরিদ কোরে দুজন বিশ্বস্ত অনুচরকে দিলেম, আমি মহারাজ-প্রদত্ত অশ্বের উপর আরূঢ় হোয়ে ডেকানের সৈন্যদলের মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হবার জন্য উদ্যোগী হোলেম।

তৃতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

উজীর পুত্র।

OR

THE ADVENTURES OF A MOGUL.

চতুর্থ পর্ব্ব।

শিবজীর অভিনয় প্রণেতা
শ্রীফকিরচাঁদ বসু দেব।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্
কালিদাস।"

বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—করণওয়ালাশ ষ্ট্রীট নং ৭৫।
ইং ১৮৭৬ সাল।

মূল্য ১৷৵ টাকা।

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

উজীর পুত্র

চতুর্থ পর্ব্ব।

১৯ পরিচ্ছেদ।

"ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে?"

উত্তরকালে কোন দুর্বিপাকে না পড়তে হয়, তাই এক জন মজবুত দেখে সেথো সঙ্গে নিলেম, তার সঙ্গে এই চুক্তি হলো, সে আমায় নিমাচ্ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে, নিমাচ্ থেকে দোসরা একজন সেথো নিযুক্ত কোর্‌বো, সে আমাদের গুজ্‌রাটের বরদা সহর পর্য্যন্ত পথ দেখিয়ে লয়ে যাবে*। যে সকল গ্রামের মধ্যদিয়ে আমাদের রাস্তা, সে গ্রামগুলি উদাম জঙ্গলে সমাকুল, ঐ জঙ্গল কলেবর বিস্তীর্ণ কোরে আমিরগড় পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। বুনাস্ নামে একটী নদী পার হোয়ে

* ইতর জাতির লোকেরাই সেথো হয়, হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রতি গ্রামেই তাহাদিগের বসবাস আছে, পথিকদিগকে পথপ্রদর্শন করান তাহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। সোয়ার-পথিকদিগের সঙ্গে সঙ্গেই পদব্রজে চলিয়া যায়, গ্রামান্তর পৌছাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া আইসে, আবার দোসরা এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। গুজরাটে সেথোদিগকে "বুমিয়া" বলে।

আমরা সেই আমীরগড়ে উপস্থিত হোলেম। নদীটি বর্ষাকালে দূরন্ত ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, এইক্ষণে কিন্তু কলেবর খর্ব্ব কোরে, একটি মিড়্ মিড়ে ক্ষুদ্র সোঁতা হোয়ে মড়ার ন্যায় পড়ে আছে। অন্য সহর যেরূপ, আমীরগড়ও সেইরূপ। রাজঅট্টালিকা আর দেবালয় গুলি একটি উচ্চ শৈলের উপর সুশোভিত। আমরা একদিন দিন রাত এইস্থানে অবস্থিতি কোল্লেম, তাতেকোরে পথশ্রমও অনেক লাঘব হলো, আমরাও অনেক সুস্থ হোলেম। আমাদের পথ প্রদর্শককে কিছু আমাদের ন্যায় তত পথ চল্‌তে হয় নাই, তাই সে ব্যক্তি ভারি বিরক্ত হতে লাগ্‌লো, সে বোল্লে এ অকারণ বিলম্বের প্রয়োজন কি? সন্ধ্যার সময় সলিমান আমাদের ফেলে রেখে একলা সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে ছিল। সে যখন ফিরে এলো, তার দুর্গতি দেখে আমার কান্নাপেতে লাগ্‌ল। পিঠের দিকের চাপকান্‌টা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাথায় পাগড়ি নাই, কোথায় পড়ে গিয়েছে তা বোল্‌তে পারে না, মুখময় চোট্ লেগেছে, শরীরময় রক্তে রক্ত হয়েছে, এক পায়ে একপাটী জুতো রয়েছে, আর একপাটী কোথায় পড়ে গিয়েছে তার ঠিকানা নাই। রাগে ফুল্‌ছে, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, আমি আগে জান্‌তেম না, তার শরীরে তত রাগ ছিল। মুখে কথা নাই, কেবল এক একবার আপনা আপনি এই কথা বোল্‌ছিল, "লক্ষিছাড়ার দাঁতে বিষ, আজ সেই দাঁত ভেঙ্গে দিইছি," তখন কোন কথাই জিজ্ঞাসা কোত্তে সাহস হলো না, অনেক ক্ষণের পর যখন একটু সাম্যমূর্ত্তি হলো, তখন তার মুখে তার দুর্দশার কারণ শুনতে পেলেম।

সলিমান বোল্লে, "মশায়! যারে খায় কালসাপে কি করে তার ওজার বাপে! আমি তফাত থেকে দেখ্‌লেম সেই নেমক হারাম বেটা দাড়িয়ে, আজ তার নেমক হারামির শিক্ষা দিয়ে দিইছি, আজ বেটা কাল গু হেগে মোর্‌বে, যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ দিইছি"।

আমি বোল্লেম "কে ? কার কথা বোল্‌ছিস ?" ধর্ম্মাবতার ! সেই বিট্‌লে ঠগ্‌বেটা, সেই বজ্জাত নেমক হারাম হিন্দু, যে আমাদের ফুস-লিয়ে মাহীরদের চক্রের মধ্যে লোয়ে যায়, যে মাহীরদের হাত থেকে আল্লা আমাদের রক্ষা কোরেছেন" আমি বোল্লেম কে ? যে আমাদের পথে উপাখ্যান শোনায় ? সেই প্রফুল্লচিত্ত সুরসিক হিন্দু ? সেই রহস্য প্রিয় সুকৌতুকী সহপথিক ?

সলিমান বোল্লে, "হাঁ, সেই নেমক হারাম ধূর্ত্ত বেটা ! আমি তারে দেখ্‌তে পেয়েই চিন্‌তে পাল্লেম, সেও আমায় চিন্‌তে পেরেছিল। সে একটা ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে, ঘাঁতিমেরে ঘাঁতিমেরে বেড়া-চ্ছিল। আমি বোল্লেম তুই আজ আমার হাত থেকে বেঁচে যেতে পার্‌বি না, ঐ কথা বোলে আমি তার পেচনে পেচনে চোল্লেম। তলয়ার খানা বারকোরে, তাতে তখন খাপ্‌ লাগান আছে, কোসে তার ঘাড়ে এক চোট্‌ বোসিয়ে দিলেম, সে তখন ফিরে দাড়ালো ; আর এক চোট্‌ তার মুখ তেকে মাল্লেম, সেই চোটে কতক গুলি দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। বিট্‌লে বেটা সেই চোট্‌ খেয়ে "গেলেম রে, মোলেম রে, মাল্লে রে, মেরে ফেল্লে রে" বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে লোক ডাক্‌তে লাগ্‌ল 'হাটের নেড়ে হুজুক চায়,' তার ঐ চীৎ-কার শুনে অনেকে এসে পোড়্‌লো, তারি ফল এই যাহা চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন। সকলে মিলে আমায় দূর্‌ দূর্‌ করে, মেরে তাড়্‌য়ে দিয়েছে, দিয়েছে দিয়েছেই, আমি তা তৃণ জ্ঞানও করি না, সে পাপিষ্ঠ বেটার দাঁত গুলি যখন্‌ পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিইছি, তাতেই বস্‌ আছে, বস্‌ ! আর কিছু কত্তে চাইনে। ধর্ম্মাবতার ! সকলে জুটে হল্লা কোরে আমার কোল্লে কি ! আমি তো বেটাকে আচ্ছা কোরে ঠুকে দিইছি, কই, কেউ রক্ষা কত্তে পাল্লে ! "এক হাত দিয়ে হাতি ঠেলা !"

আমি সলিমানের পীঠ থাব্‌ড়িয়ে, বোল্লেম, " সাবাস্‌ সলিমান্‌ !

বাহবা, বাহবা! আচ্ছা জাঁহাবাজী কোরেছো, খুব্ বাহাদুরী দেখিয়েছো! তুমি একটা মস্ত তুগ্‌তুড়াকে লোক্! এই দেলেসা দিয়ে শেষে বোল্লেম্, তোমার এ বীরত্বের প্রশংসা না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম্ না সত্য, কিন্তু তুমি যে এখানে নির্ব্বিঘ্নে উৎপাত অত্যাচার কোর্‌বে, তা পার্‌বে না, এ সে দেশ নয়, দেখো! ভবিষ্যতে যেন এমন পাগ্‌লামি আর্ না করো, এখান্‌কার বাসিন্দাদের সঙ্গে কদাচ বিবাদ্ বিসম্বাদ্ কোরোনা, সলিমান্! সময়ে অনেকে বন্ধু হয়, তারা কিন্তু অসময়ের কেউ নয়, আমাদের এখন্ সময় ভাল নয়, সেইটী যেন স্মরণ থাকে"।

"স, । ধর্ম্মাবতার! এদেশ আমার বেস্ জানা আছে, এখানকার লোকেরা ঠেঁটা, বজ্জাত্, কি বাটপাড়্, জোয়াচোর নহে, তাদের বেস্ শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু পাষণ্ড গয়েন্দা বেটা মাহির্‌দের্ চিহ্নিত্ চর, তার এখানে ঘর বাড়ী নাই, সে এস্থানের বাসিন্দাই নহে, ও-বেটা কেবল এ দেশ সে দেশ নষ্টামি আর ঠকামি কোরে ফেরে, বেটা যেমন কাপুরুষ, তেমনি পাজী ছোট লোক, তা যদি না হবে, তবে নিজের তলোয়ার বারকোরে আমার সঙ্গে মোহাড়া দিলেনা কেন? তবে সে আমার সঙ্গে লড়াই কত্তে মোস্তাদ্ হলোনা কেন? বেটা, তা না কোরে লোক ডেকে জড় কোল্লে, শক্ত লোকের হাতে পোড়ে কেঁদে কোকিয়ে মাটি ভিজ্‌য়ে দিলে, বেটা, ছেলে ধত্তে জানেনা কেউটে ধত্তে যায়। হুজুর! যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ, তাও কি কখন শোভা পায়; সে বেটা ভারি পাজি, ভারি বজ্জাত্, আমায় আগে চিন্তে পারেনি, আমি যে শিয়ানা পাগল বেটা তা জানেনা" এই কথা বোলে সলিমান্ ক্রমিক্ তারে একটানা গালাগালি দিয়ে চলেছে, এমন সময় কতকগুলি অস্ত্রধারী রাজঅনুচর উপস্থিত হোয়ে সলিমান্‌কে হাজির কোরে দিতে বোল্লে, তারা তারে

ধরে নিয়ে বিচারাসনে লয়ে যাবে। সলিমান্ আপনিই ধরা দিলে, আমিও তার্ সঙ্গে সঙ্গে গেলেম্। এই উপলক্ষে ঐ স্থানের এক জন ঠাকুর প্রতিনিধি বিচারপতি হোয়ে বোসেছেন্। সেই হিন্দু তার সম্মুখে এসে যোড়্ হাত্ কোরে দাঁড়ালে, তার মুখ এত ফুলে গিয়েছে যে, তার্ প্রায় কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। যদি এই বিচার স্থানকে কাছারি বোলেই গণ্য করা হয় আমি তবে সেই কাছারীতে ফরিয়াদীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝিয়ে বোলে আমার অনুচরের দোষ কাটাবার পথ কতক খোলাষা কোরে রাখ্লেম্। শ্রোতের মুখ তখনি উল্টে গেল, পড়্তা ফিরে দাঁড়াল, ঐ স্থানের মহাজনেরা মাহীরদের কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অপহৃত হয়, এখন তাদের স্মরণ হোল, ঐ হিন্দু যখনি তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোরে ফিরে যায়, তার পরেই মাহীরেরা পোড়ে লুঠ তরাজ্ কোরে চোলে যায়, প্রতিবারেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছে।

এক্ষণে বিস্তর লোক উচ্চৈঃস্বরে ঐ হিন্দুর দুর্নাম কোরে নালিশ বন্দি হোতে লাগ্লো। সে বেটা যেমন বজ্জাত্ আমার চাকর সলিমান্ তার সঙ্গে তেম্নি উপযুক্ত ব্যবহার কোরেছে। সলিমান্ তারে যে লাঞ্ছনা করে, এবং যে শাস্তি দিয়ে তারে ছেড়ে দেয়, বিচারপতির বিচারে সেটী যথেষ্ট হয় নাই, তাই হুকুম্ হোলো যে, "আমার পরিহাস প্রিয় উপাখ্যান বক্তার নাক্ আর কান্ কেটে লোয়ে, আচ্ছা রকম প্রহার কোরে; এই কথা বোলে সহর থেকে দূর কোরে দেওয়া হয়, "সে যদি আর কখন আমিরগড়ে মুখ্ দেখায়, তবে তার অদৃষ্টে মৃত্যু নিশ্চয়ই অবধারিত আছে"।

সলিমান এক্ষণে গা হাত্ পা পরিষ্কার কোরে, ঘায়ে পটী দিতে বসে গেল, সে এবার যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছে, তাই স্মরণ কোরে আপনা আপনি আহ্লাদে চলে পোড়তে লাগলো। লুচার্ পরামাণিক তার দাড়িটী ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার কোরে দিলে, একাজটী যে তার ভাল

এসে, সে অভিমান তার চিরকালই আছে। এবার কিন্তু লুচার্‌কে জব্দ হোতে হোয়ে ছিল, সে আপন মুখেই কোবুল্ কোল্লে, দাঙ্গাতে মেতে গিয়ে সলিমানের দাড়িটী একেবারে নুড়ো নুড়ো হোয়ে পোড়েছে, যেন খিচ্‌ড়ি পাকিয়ে গিয়েছে, একটু টুম্ টাম্ কোরে ফাকি দিয়ে যাবার যো নাই, এবার লুচার্‌কে অনেক পাট্ ঝাট্ কোত্তে হোয়েছিল, ভত পরিশ্রম না কোল্লে দাড়িটীর পঙ্কোদ্ধার হতো না।

দুঃখের বিষয় এই, যে সকল দেশ দিয়ে চোলেছি, আমার সময়ও নাই, আর স্থানও নাই যে, এই উপাখ্যানের মধ্যে সেই সকল দেশের আকৃতি ও অবস্থা নিবিষ্ট করি। গুজরাটের বরদা সহরে পৌঁছে দেখ্‌লেম, মুরাদবঁাকির বাহিনী ডেকানে কুচ্ কর্‌বার উদ্যোগ্ কোচ্ছে। মুরাদবঁাকি আরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হোয়ে, তাঁর আনুকুল্যে সহায়তা কোরবেন্ এই পরামর্শ স্থির হোয়েছে। ঐ কথা শুনে আমার তো বিস্ময় জ্ঞান্ হোলো; এ ঘোর দূর্জ্ঞেয় ব্যাপারের মর্ম্ম অবগত হবার জন্য আমায় কিছুকাল্ বিলম্ব কোত্তে হোয়েছিল, যেপর্য্যন্ত ডেকানে পৌঁছিতে না পেরেছিলেম্ সে পর্য্যন্ত ঐ নিগূঢ় সন্ধানটী জান্‌বার উপায় ছিল না।

মুরাদবঁাকি শুন্‌লেন আমি তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের একজন কর্ম্মচারী, ঐ কথা শুনে আমার খাতিরের যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন্, কতক্ গুলি সৈন্যের অধ্যক্ষ করেও দিলেন্, আর কিছু অর্থও আগামি প্রদান কোল্লেন। অর্থগুলি হস্তগত কোরে আমিরগড়ের রাজার পাওনা গুলি অগ্রে পাঠিয়ে দিলেম্, "রন্ধনের চাউল চর্ব্বণেই গেল," তার পর কুচ্ কোরে সসৈন্য দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিলেম্, তার পূর্ব্বে ইয়াস্ মিন্ আমির জেম্‌লার সমভিব্যাহারে আরঙ্গজেবের সঙ্গে এসে মিলিত হোয়েছেন। সম্রাট্ শাজাহান্ ৭০ বৎসর গত কোরেছেন, এক্ষণে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, এখন তখন হোয়ে আছেন। তাঁর পীড়ার কথা সর্ব্বত্রে রাষ্ট্র হোয়ে

দেশশুদ্ধ লোক উৎকণ্ঠিত সশঙ্কিত হোয়ে পোড়েছে, ভাব্ছে, না জানি কখন কি প্রমাদ উপস্থিত হয়। রাজপুত্র দারা দিল্লী ও আগ্‌রায় বলবান্ বলবান্ বাহিনী সংগ্রহ কোরেছেন, আবার সেই সময় সুল্‌তান সুজা বঙ্গে বোসে যুদ্ধের ঘোর আড়ম্বর কোচ্ছিলেন। এদিকে যখন এই সকল অনর্থপাতের মহা প্রবাহ চলেছে, তখন দক্ষিণে আরঙ্গজেব ও গুজরাটে মুরাদবাঁকি আলস্য কোরে যে নিশ্চিন্ত বোসে থাক্‌বেন, সেটী বিবেচনার বহির্ভূত। যার যত আত্মীয়, যার যত সুহৃদ্, যার যত মিত্র ছিল, রাজভ্রাতারা আপনার আপনার পার্শ্বে এনে একত্রে সমবেত কোল্লেন, এবং নানা প্রকার কুচক্রে, নানা প্রকার কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল লোকের বল পরাক্রম দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা জেনে ছিলেন, তাদের সঙ্গে রাজকুমারদিগের চিঠী পত্র লেখা লেখি চোল্‌তে লাগল। অদৃষ্টের অপ্রসাদ বশতঃ দারা কতক গুলি সেই সকল পত্র পথে আটক কোরে তাঁর রাজপিতা শাজাহানের নিকট ধোরে দেন, সেই সময় আবার অপরাপর ভ্রাতাদের নামেও যৎ-পরোনাস্তি গ্লানি কোরে মনের আক্রোশ প্রকাশ করেন। রাজকুমারী বেগম্ সাহেবও এই শুভ লগ্নে অবাধ্য তিন্ ভ্রাতার নামে নিন্দা মন্দ কোরে মোগল প্রধানের মনান্তর জন্মাইবার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন্। কিন্তু দারার প্রতি সম্রাটের শ্রদ্ধাও ছিল না, আস্থাও ছিল না, "যার গলা ধোরে কাঁদি, তার নেই চক্ষে জল," এই নিন্দামন্দ অবিকল সেই রূপ হোয়ে দাঁড়াল। লোকের মনে সন্দেহ হোতে লাগ্‌ল শাজা-হান্ আরঙ্গজেবকে গোপনে গোপনে চিঠীপত্র লিখে থাকেন। রাজকুমার দারা ঐ সন্দেহের কথা শুনে ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হোলেন, একদিন কথায় কথায় রাগে উন্মত্ত হোয়ে বৃদ্ধ নরপতিকে প্রায় মেরে বোসেছিলেন আর কি। সম্রাটের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, তাঁর পরলোক প্রাপ্তি হোয়েছে, এই কথা পূর্ব্বের মতন আরও

একবার রাষ্ট্র কোরে দেওয়া হোল, সেই জনরব শুনে সমুদয় রাজপুরীর মধ্যে মহা গোল্ হোতে লাগ্লো, এমন কি, গোলের যেন্ তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌ল. আগ্‌রাবাসী লোকেরা ভয়ে চকিত হোল, দোকান পাঠ বন্ধ হোল, সরকারি কার্য্য স্থগিত হয়ে গেল, কার্ কারবারও রহিত হোল, দেশ অরাজকের ন্যায় হোয়ে পোড়্‌ল, কে কারে মারে, কে কারে কাটে, তার বিচার ছিল না, রাস্তা ঘাট ভয়ানক হোয়ে পোড়্‌ল, লোকের চলাচল্ রহিত প্রায় হোল।

এই সময় চার্ রাজকুমার স্পষ্ট হোয়ে আপনার আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরে বোল্লেন, একমাত্র তলোয়ার মধ্যবর্ত্তিনী হোয়ে সগর্ব্বিত দূরন্ত স্বার্থবিবাদের মীমাংসা কোর্‌বে। যিনিই হউন্, যুদ্ধে বিমুখ বা অপদস্থ হোলে কেবল রাজমুকুটের উপর দিয়া বিপদ কেটে যাবেনা, রাজত্বের পরিবর্ত্তে কেউ যে প্রাণ লয়ে নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বেন্, তা পার্‌বেন্ না, রাজ্য আর মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে কারও ইচ্ছাগত মনোনীত কর্‌বার্ ক্ষমতা থাক্‌বেনা, যিনি রাজত্ব হারাবেন্, তাঁকে জীবনও হারাতে হবে। আমি যখন ডেকানে পৌঁছিলেম্, রাজপাদ এই রূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে দেখ্‌লেম্। এখনও কিন্তু একটী বিষয় আমার জান্‌তে বাকী আছে—যে সময় চার্ রাজকুমার সিংহাসনের নিমিত্ত ছুটোছুটী কচ্চেন, সেই সময় মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিলেন; কি সূত্রে এ ঘটনাটী হোয়ে দাঁড়াল, তাই জান্‌বার নিমিত্ত মনে মনে ব্যগ্র হোতে লাগ্‌লেম্, ভাবলেম এ ঘটনার অবশ্যই কিছু নিগূঢ় মর্ম্ম থাক্‌বে। কুচের সময় শাহা আবিয়াসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। শাহা আবিয়াস একজন খোজা সিপাই, সাতিশয় বীর্য্যমন্ত, মুরাদবাঁকি সর্ব্বদাই তাঁর ছলা পরামর্শ লয়ে বিষয় কার্য্য কত্তেন্। দুই ভ্রাতার বাহিনী কেন একত্রে মিলিত হোল, এ দুর্জ্ঞেয় মর্ম্ম ভেদ কত্তে নাপেরে আমি

বিস্ময় প্রকাশ করাতে, শাহা আবিয়াস মাথা নেড়ে বোল্লেন "এটী আমার অভিমতে হয় নাই, মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের চাতুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন, সে কালফাঁদ থেকে রাজকুমার কদাচ বেঁচে আস্‌তে পার্‌বেন না"। মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের প্রেরিত যে পত্র পেয়েছিলেন, শাহা আবিয়াস্ ঐ পত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা কল্লেন। মুরাদবাঁকিকে আরঙ্গজেব এই কথা লিখে পাঠান্ "তাঁর (আরঙ্গজেবের) যে রূপ প্রকৃতি, আর তাঁর মনের যে রূপ প্রবৃত্তি, তাতে কোরে রাজত্বের ঝনঝাট্ তাঁর কদাচ সহ্য হবার নয়, বরং তাতে তাঁর বিরক্তিই বোধ হয়, সেই জন্য রাজত্বের প্রতি তিনি ঘৃণাই কোরে থাকেন্। দারা আর সুলতান্ সুজা সন্নিপাতের তৃষ্ণার ন্যায় রাজ্যপিপাসায় ব্যাকুল হয়েছেন সত্য, কিন্তু আমি আরঙ্গজেব, ফকিরের ফকিরত্ব গ্রহণ কোত্তে পাচ্ছিনে বোলেই দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোচ্ছি"। আরঙ্গজেব তাঁর পত্রে আরও এই কথাগুলি ব্যক্ত করেন "দারার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি রাজপদের যোগ্য নহে, তাঁর দ্বারা রাজ্য শাসন চোল্‌বে না, তিনি তার যোগ্য নন, তাই কাজে কাজেই দারা রাজসিংহাসনের অনুপযুক্ত পাত্র। "সাঁতার না জান্‌লে বাপের পুকুরে ডুবে মত্তে হয়," দারা রাজ্য পেলে অবিকল সেই দশা ঘট্‌বে, তদ্ভিন্ন দারা ধর্ম্ম বিমূঢ়, ওমরাওরা তাঁকে অতিশয় ঘৃণা কোরে থাকেন। সুলতান সুজাও অনুপযুক্ত, রাজছত্র পাবার্ অতি অপাত্র। সুলতান সুজা রেফাজি, (স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট) সুতরাং তিনি সেই দোষে হিন্দুস্থানের মিত্র না হোয়ে বরং শত্রু হোয়ে পড়েছেন"। এই প্রকার মুখ বন্ধনা কোরে, ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব শেষে এই মীমাংসা কোরে লিখ্‌লেন্ "অতএব আমার যখন দরবেশের টুপি গ্রহণের অভিলাষ হোয়েছে, তাতেই আমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ কোত্তে পারবো, আর যখন দারা আর সুলতান্ সুজা রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত পাত্র, তখন, হে প্রিয় ভ্রাতা

মুরাদ! দুর্জ্জয় রাজ্য সুশাসন কর্‌বার্ ক্ষমতা যোগ্যতা শুদ্ধ তোমাতেই বিদ্যমান রয়েছে। একথা শুধু আমি বলি না, বড় বড় ওমরাওরাও ঐ কথা বোলে তোমার অনুরাগ কোরে থাকেন্। তোমার দুরন্ত পরাক্রমের তুলনা নাই, তাই তুমি তাঁদের শ্রদ্ধাস্পদ হোয়েছ, এক্ষণে তারা তোমার রাজধানী আগমনের প্রতীক্ষা কোরে আছেন। তোমার নিকট আমি এই মাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি যখন রাজ্যেশ্বর হবে, তোমার রাজ্যের মধ্যে কোন নির্জ্জন স্থানে আমায় বাস্ কোত্তে দিও, আমি যেন সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থেকে জীবন অবশেষ কোত্তে পারি। আমি সহায় হোয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছি, আমি আমার যুক্তি আর ভ্রাতৃক স্নেহ প্রদান কোরে তোমার আনুকুল্য কোত্তে সম্মত আছি। আমার সঙ্গে যে লস্কর আছে, সে সমুদয় তোমার হুকুমের অধীন কোরিয়ে দেবো। এই সকল সরস প্রলোভন বাক্য দ্বারা আরঙ্গজেব মৎস্যটী আপন চারে এনে কুচক্ররূপ বঁড়শীতে গেঁথে ফেল্লেন। শাহ। আবিয়াস্ বোল্লেন "এই হোচ্ছে আরঙ্গজেবের আশয়, অভিপ্রায়, এবং তাৎপর্য্য। মুরাদ বাঁকিকে সুরাতের কেল্লা অববোধ কোত্তে পরামর্শ দিয়ে চিঠীখানি সমাপ্ত করেন। সুরাত অবরোধ করবার ভার আমার উপর এসে পোড়েছে। যুবা! সকল কথাই তো শুন্‌লে, আরঙ্গজেবের পত্র সম্বন্ধে তোমার কিরূপ অভিপ্রায় তা বল"। আরঙ্গজেব আমার মুনিব এবং রাজা, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আমায় বল্‌তে না হয়, সেইটীই আমার ইচ্ছা, কেননা ধর্ম্ম ভেবে বল্‌তে গেলে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অবশ্যই দোষারোপ কোত্তে হতো, আমি তাই সাত পাঁচ চিন্তা কোরে, ঘোর ফের কোরে, এমনি দ্বিভাবের উত্তর কল্লেম, খোজার সাধ্য হলো না আমার কি অভিপ্রায় তা বুঝে উঠেন। তার পরেই আবিয়াস যুদ্ধের আয়োজন কোত্তে সুরাতে চলে

গেলেন, আমিও বেঁচে গেলেম, আমায় আর বারবার সেই অরুচিকর কাল তর্ক লয়ে নিরর্থক বাক্‌চাতুরী কোত্তে হলো না।

মুরাদ আরঙ্গজেবের পত্রখানি অকপটে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখাতে লাগলেন, মনের আশা এই যে, পত্রের মর্ম্মাবগত হোলে লোক তাঁর অনুগত হোয়ে চোল্‌বে, তাঁর অধীনে থেকে কাজ কর্ম্ম কোত্তেও তাদের প্রবৃত্তি হবে, ধনবান মহাজনেরাও তাঁকে টাকা কর্জ্জ দিতে কুণ্ঠিত হবে না, এক্ষণে নিরবচ্ছিন্ন জোর জবর দস্তি কোরে ঐ টাকা তাদের কাছ থেকে এক প্রকার কেড়ে নেওয়াই হোচ্ছিল।

মুরাদ আকাশ কুসুম দর্শনের ন্যায় মনে মনে রাজপদ রাজ পরাক্রম গ্রহণ কোল্লেন, লোক জনকে লম্বা লম্বা আশা ভরসা দিতে লাগলেন, উম্মেদারে উম্মেদারে তাঁর বাড়ী যেন হার ঘোষের গোয়াল হোয়ে পোড়্‌ল, বিস্তর বাহিনীও সমবেত কোল্লেন, সুরাত অবরোধের নিমিত্ত সসৈন্য প্রস্তুত হোয়ে রইলেন। এক্ষণে আমি তাঁর অনুমতি লয়ে আরঙ্গজেবের নিকট চলে গেলেম। এসে দেখলেম দারুণ লোভ-ব্রতে ব্রতী, রাজ্য লোলুপ, ধূর্ত্ত রাজপুত্র আরঙ্গজেব নানা দুরভিসন্ধি চক্র লোয়ে ব্যতিব্যস্ত আছেন, জেমলার বাহিনী সমূহকে হস্তগত করা এক্ষণে তাঁর প্রধান অভিসন্ধি। আমীর জেমলা সসৈন্য আগ্‌রা থেকে আগমন কোরেছেন, আপাতত কালিয়ানি অবরোধের নিমিত্ত মহাব্যস্ত ছিলেন, সেটী সম্রাট শাজাহানের হুকুম। জেমলার সঙ্গে কিরূপে স্বয়ং সাক্ষাৎ কোরে পরামর্শ আট্‌বেন, রাজপুত্র তারি মন্ত্রণা, তারি কৌশল কোচ্ছিলেন, এমন সময় আমি উপস্থিত হোয়ে সাক্ষাৎ করবার প্রার্থনা জানালেম।

আরঙ্গজেব আমায় দেখে বোল্লেন, "কও কথা! তুমি কোথা থেকে? আমি মনে কোরে ছিলেম কাল যমই বুঝি তোমার পরিসেবায় আমাদের বঞ্চিত কোল্লেন। দোহাই আল্লার! তুমি এত দিন কি কাজে

ব্যস্ত ছিলে বল, এই বুঝি তোমার প্রভুভক্তি দেখানো! এই বুঝি তোমার বিশ্বাস বজায় রাখা! যাবার সময় তোমায় বারম্বার কোরে বলে দিছিলেম, আগরায় কি বন্দবস্ত হয়; দারা কি মন্ত্রণা কি চক্র কোচ্ছেন, সে সকল বিষয় অবশ্য অবশ্য আমায় লিখে পাঠাবে, কদাচ যেন অন্যথা না হয়, সে সব কথা কি তুমি বিস্মৃত হোয়ে গেছো? আমি কি তোমায় তৎকালীন বিশেষ কোরে বলে দিইনি, এ কার্য্যে যেন কদাচ গাফিলি না হয়?

আমি আপনার দুর্ঘটনার বৃত্তান্তগুলি যত পাল্লেম বোল্লেম, কিন্তু সে কথা শুনে রাজপুত্র সন্তুষ্ট হোলেন না, তথাচ তিনি অনুগ্রহ কোরে মুরাদের লস্কর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তাদের মনের কিরূপ গতিক, কার কি বেতন, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আবশ্যক মত সকল কথারি উত্তর কোরে শেষে বোল্লেম, শাহা আবিয়াস্ মুরাদবাঁকিকে দিবারাত্র এই বোলে জপাচ্ছেন যে, আরঙ্গজেবের পত্র অনুসারে তাঁর কথায় বিশ্বাস যাবেন না, তাঁর আশ্বাস বাক্যের উপর ভরাভর দিয়ে চোল্‌বেন না।

আরঙ্গজেব একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, "সাদক! তুমি যখন আমার দুর্নাম কোত্তে শুন্‌লে, তখন অবশ্যই তুমি কিরে দিব্যি কোরে বোলে ছিলে আরঙ্গজেব সেরূপ স্বভাবের লোক নন্, তাঁর কথার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে নির্ভর কোত্তে পার"। আমি যে দ্বিঅর্থক কথা বোলে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরে ছিলেম, সে কথা রাজকুমারকে বোল্‌তে সাহস হলো না, তাই এই কথা বোলে তাঁর কথার উত্তর কোল্লেম "যে স্থলে শাহা আবিয়াস্ উপস্থিত আছেন, সে স্থলে আমি কে যে, আমার কথা গ্রাহ্য হবে, তথাচ হুজুরের মনে যে খলতা কপটতা নাই, সেই কথাটী কিন্তু কৌশল কোরে জানিয়ে দিয়েছি, কতক ভঙ্গীতে কতক

ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছি যে, হুজুর অতি নিরীহ, অতি নিস্পৃহ, অতি সরল, মনে কিছু গোল নাই"।

রাজপুত্র শুনে বোল্লেন "আচ্ছা তা বেশ কোরেছ, আমাদের আর একটী অভিপ্রায় আছে, আমীরজেমলাকে আর তার সৈন্য সামন্তকে আমাদের অনুগত পক্ষ কোত্তে হবে"। আমি বোল্লেম, হুজুর! একটী কথা বিস্মৃত হোচ্ছেন, প্রভু ভক্তির জামিনের স্বরূপ আমিরের পরিবার আপনার রাজভ্রাতা দারার হস্তে আবদ্ধ আছে।

আরঙ্গজেব বোল্লেন সে কথা আমি বিস্মৃত হইনি, আমীরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হোলে সে পথ পরিষ্কার হোয়ে যাবে। সাদক! তোমায় স্পষ্ট বোল্‌ছি আম তোমার উপর অসন্তুষ্ট হোয়েছি, তুাম যদি পুর্ব্বের মতন আমার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ কোত্তে চাও, তবে তার সময় এই, আমীর এক্ষণে কালিয়ানিতে বাস কোচ্ছেন, তুমি গিয়ে তাঁকে এই কথা বল, তিনি যেন দৌলতাবাদে এসে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বিশেষ পরামর্শ আছে, সেই জন্যে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে তুমি এই দণ্ডেই চোলে যাও, আমীরকে সঙ্গে কোরে আনতে চাও, দেখো যেন একথার অন্যথা না হয়।

"অন্যথা না হয়" এরূপ হুকুম কোত্তে রাজপুত্রের পক্ষে অতি সহজ, আমি কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় কোল্লেম্ একার্য্য আমা হোতে নির্ব্বাহ হবার নয়, আমি অপ্রতিভ হব, বিশেষতঃ সকল দিক বিবেচনা কোরে দেখ্‌লে আমিই এ দৌত্যকার্য্যের অনুপযুক্ত পাত্র, তথাচ কি করি, অগত্যা বিশ্বজন সোয়ার সঙ্গে কোরে কালিয়ানির যাত্রা কোল্লেম, মন কিন্তু সুখী হলো না, অন্তঃকরণের মধ্যে যেন কতই দুর্ভার জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল। আমীর আমায় দেখে, হঠাৎ চম্‌কে উঠে, রাগে চোক্ মুখ লাল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তুমি আবার এখানে কেন

এসেছ? আমার এখানে তোমার কি প্রয়োজন?" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেম, আমার নিজের কোন গরজ নাই, আপনাকে সঙ্গে কোরে দৌল-তাবাদে লয়ে যাবার জন্যে আরঙ্গজেব আমায় পাঠিয়েছেন, রাজপুত্র আপনাকে কোন বিশেষ কথা বোলবেন বোলে আপনার প্রতীক্ষা কোচ্ছেন। আরঙ্গজেব সাক্ষাৎ কোরে যে কথা বোলবেন, আমীর যেন তার মর্ম্ম বুঝতে পাল্লেন, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে এইরূপ অনুমান হোল। জেম্‌লা লস্কর ছেড়েযেতে অস্বীকৃত হোলেন, মুখে কিন্তু এই কথা বোল্লেন, আগরা থেকে তাঁর কাছে পত্র এসেছে, তিনি নিশ্চয় খবর পেয়েছেন শাজাহানের কালপ্রাপ্তি হয় নাই, মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, সম্রাট বরং দিন দিন আরোগ্য লাভ কোচ্ছেন, এ সম্বাদ যদিও সত্য না হোতো, তথাচ যে আরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাত্তেম, তা বোধ হয় পাত্তেম না, যেহেতু আমার স্ত্রী পরিবার দারার আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিতি কোচ্ছে। এই উত্তর লয়ে আমায় আরঙ্গজেবের কাছে ফিরে যেতে হোল। রাজপুত্র দুই চক্ষু পাকিয়ে কালমূর্ত্তি হোলেন, আমি ছল কৌশল জানি না বলে আমায় তিরস্কার কোত্তে লাগলেন, মুখে বোল্লেন, এরূপ কোন দৌত্যকার্য্যে আমায় কখন পাঠাবেন না, ঐ কথা শুনে আমার হাঁসি পেলে, ভাবলেম এ শুখ্‌নো কাঠে ব্রহ্ম শাঁপ কেন! কি করি, নিস্তব্ধ হোয়ে রইলেম, তাঁর এ অন্যায় অপবাদ আমায় সয়ে থাকতে হোল, কাল গুণে, অবস্থা গুণে, সব সহ্য কোত্তে হয়, আমি আর কথা কাটাকাটি না কোরে চুপ কোরে রইলেম, তার পর অনেক অনুনয় জানিয়ে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সোরে পোড়্‌লেম। আরঙ্গজেব যে সহজে তাঁর অভিসন্ধি পরিত্যাগ কোর-বেন, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদকে আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, ইনিও কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন হোতে পাল্লেন না। মহম্মদ বিমুখ হোয়ে ফিরে

এলে, কুমারের মধ্যম পুত্র সুলতান মাজমকে পাঠান হোলো, তিনি গিয়ে এত আত্মীয়তার ভাণ কল্লেন, বাক্যের ফাঁদ পেতে এত চতুরালি দেখালেন, আমীর সেই বাক্চাতুর্য্যে মুগ্ধ হোয়ে, তাঁর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে বাধ্য হোলেন। আমীর কালিয়ানির দুর্গ দুর্গপতির হস্তে সমর্পণ কোরে, তাঁকে নিয়ম পালনের পক্ষে বিশেষ আবদ্ধ কোরে, বেছে বেছে ভাল ভাল সৈন্য লয়ে দৌলতাবাদে চোলে গেলেন। আরঙ্গজেব যৎকালীন আমীরের আহ্বান করেন, তখন আমি সেস্থানে উপস্থিত ছিলাম না, আমার উপস্থিত থাক্বার অনুমতিই ছিল না, ইয়াসমিন কিন্তু তৎকালে সেস্থানে উপস্থিত থাকেন, ঐ ইয়াসমিনের নিকট শুনলেম, রাজপুত্র আমীরের গলা জড়িয়ে ধোরে তাঁরে পিতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্লেন। যখন তাঁদের গোপনীয় কথা বার্ত্তা হয়, সুলতান মাজম ও সুলতান মহম্মদ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা কিন্তু সে নিগূঢ় সাক্ষাতের মর্ম্ম অবগত হোতে পারি নাই, শেষে শুনলেম আমীর দৌলতাবাদে বন্দী হোয়েছেন, শুনে আমরা হতবুদ্ধি হোলেম, এই অনুমান কোল্লেম, আরঙ্গজেব আমীরকে বন্দী হোতে বলেন, আমীর তাঁর প্রস্তাব মত বন্দী হোতে স্বীকৃত হন, তা হোলে দারা আর বুঝ্তে পারবেন না যে, তাঁরা পরস্পরের মিত্র, কারণ দারা যদি জান্তে পারেন আমীর আরঙ্গজেবের মিত্র হোয়েছেন, তবে যে তাঁকে পরিবার গুলিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, তার আর সন্দেহ নেই। আমীর বন্দী হোতে সম্মত হোলেন কেন? তাঁকে কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরে প্রলোভ দেখানো হোয়েছিল? আমীর কি সেই ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার কুহকে বিমোহিত হোয়ে বন্দী হোতে স্বীকৃত হোলেন? না, সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হোতে তাঁর সাহস হোলোনা? তাই সুতরাং ভয়ে জড় সড় হোয়ে অনিচ্ছাতেও বন্দী হোতে হয়েছিল? আমরা কিন্তু সে অস্ফুট কথার কিছুই অবগত হোতে পারি নাই, তবে কথা এই যে, শুধু মেঘে কখন

মাটি ভেজে না, কোন রকম না কোন রকম ভয় অবশ্যই দেখানো হোয়েছিল। একজন খোজা কোন গতিকে সে পরামর্শ ঘরের ভিতর একবার উঁকি মেরে দেখেছিল, তারি মুখে সুলতান মহম্মদের আকার প্রকার, তার ভাবভঙ্গির কথা শুনতে পেলেম। সুলতান মহম্মদ তখন অস্ত্র শস্ত্র লয়ে বীর সজ্জায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর সে সময়ের ভীম মূর্ত্তি বিস্মৃত হবার নয়, যেহেতু তিনি নিজে অপারক হয়ে ফিরে আসিলে, তাঁর সহোদর গিয়ে আমীরকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আসেন, সুলতান মহম্মদের পক্ষে সেটী অপমনের কথা, তাই তিনি বীর মূর্ত্তি হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমীরের লস্করেরা যখন শুনলে তাদের নায়কপ্রধান বন্দী হোয়েছেন, তারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা কোত্তে লাগল। তারা তদ্দণ্ডেই আমীরকে উদ্ধার কোরে লইত, কিন্তু আরঙ্গজেব মধ্যবর্ত্তী হোয়ে তাদের নিবারণ কোল্লেন। রাজকুমার সেনাপতির প্রধান প্রধান সরদারদের ডেকে বোল্লেন, আমীর আপনার সম্যক্ ইচ্ছাতেই কয়েদ হয়েছেন, এ কৌশলের মর্ম্ম কেবল তাঁদের মধ্যেই প্রকাশ ছিল, অন্যের জান্‌বার বিষয় নয়। এতদ্ভিন্ন রাজকুমার বিস্তর বহুমূল্যের খেলাত দিয়ে লস্কর ও সরদারদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দিলেন, তিন মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান কোল্লেন, রাজকুমার এই সকল উপায় ও কৌশল দ্বারা লস্করদের মন মুগ্ধ কোরে আপনার অনুগত পক্ষ কোল্লেন। তিনি যে সমর তরঙ্গের অনুষ্ঠান কোচ্ছিলেন, তাতে তারা ব্রতী হোতে স্বীকার কোল্লে। আরঙ্গজেব দেখ্‌লেন, তাঁর এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কোন বাধা নাই, সকল আয়োজনই হোয়েছে, মুরাদবাঁকি সুরাত অধিকার কোরে তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হোলেন, এক্ষণে উভয় বাহিনী একত্রিত হোয়ে উল্লাসের, উৎসবের মহা ধুম হোতে লাগ্‌লো। আমরা আপাততঃ আগরা রাজধানীর যাত্রা কর্‌বার আয়ো-

জন কোত্তে লাগ্‌লেন, আরঙ্গজেব সকল কাজ কথাতেই মুরাদবাঁকিকে সম্রাট বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন, তিনি যেন অনুগত দাস, এই রূপ ভাণ কোরে, মুরাদবাঁকির আদেশ অনুমতি গুলি অতি নম্র হোয়ে সগৌরবে পালন কোত্তে লাগ্‌লেন।

উভয় বাহিনী একত্র হওয়াতে আগরাতে ভারি একটা গোলযোগ পোড়ে গেল। আরঙ্গজেব ধীর প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমান, মুরাদবাঁকি দুর্দান্ত তেজস্বী, দারার মনে কাজে কাজেই ভয় হলো। এদিকে সুল্‌তান্ সুজা বিস্তর সৈন্য লয়ে দ্রুত বেগে, বঙ্গদেশ থেকে রাজধানী অভিমুখে চলে-ছেন, তাতে কোরেও দারার পক্ষে আর একটী নুতন গুরুতর বিভ্রাট বৃদ্ধি হলো। সম্রাটের এক্ষণে প্রকৃত দুরবস্থা, এক দিকে রোগগ্রস্ত হোয়ে যন্ত্রণা ভোগ কোচ্ছেন, আর এক দিকে দারার হাতে প্রায় বন্দী হোয়ে আছেন, দারা তাঁর সঙ্গে দারুণ দুর্ব্যবহার কোচ্ছিলেন। আগরায় কি কি কাণ্ড হোচ্ছিল, সে খবর আমরা সকলের আগে পেতে লাগ্‌লেম।

সুল্‌তানসুজার প্রতিরোধ জন্য যে লস্কর নিযুক্ত হয়, দারার জেষ্ঠ পুত্র সলিমান্ সিকু তাঁদের সেনাপতি হোলেন। সিকুকে দারা অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, সিকু অপ্রাজ্ঞের ন্যায় অধীর হোয়ে কোন দুঃসাহসের কার্য্য না কোত্তে পারেন, বিশেষতঃ রাগান্ধ হোয়ে হঠাৎ একটা রুধিরপ্লাবিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হোতে পারেন, তাই দারার নিয়োগ অনুসারে রাজা জয়সিংহ যুবরাজপুত্রের পরামর্শ-দাতা হোয়ে তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী হোলেন। জয়সিংহ একজন প্রবীণ বৃদ্ধ রাজা, বিস্তর অর্থের অধিকারী, তাঁর উপর এই আদেশ হলো, ছলে হোক, বলে হোক, সুজা যাতে বঙ্গদেশে ফিরে যান তারি চেষ্টা কোর্‌বেন। তথাচ একটা যুদ্ধ কোত্তে হোয়েছিল, যুদ্ধের ফল এই হলো, সুজা পরাভূত হোয়ে একেবারে ছত্রভঙ্গ হোয়ে পোড়্‌লেন। সুজা শত্রুহস্তে বন্দীও হোতেন, তবে জয়সিংহ যে একজন প্রকৃত রাজপুত্রের অঙ্গে সহসা হস্তাপণ কোর্-

বেন, সে বিষয়ে তিনি ভারি বিবেচক ভারি সাবধান ছিলেন, লোকে বলে তিনি ইচ্ছা কোরেই রাজপুত্রের পালাবার উপায় বোলে দিছিলেন। আমরা যখন বরহাম্‌পুরের নদী উত্তীর্ণ হোয়ে, পার্ব্বতীয় দুর্গম পথ ভেদ কোরে, সরাসর একটানা চোলে আস্‌ছিলেম, সেই সময় ঐ যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তগুলি শ্রবণ কোল্লেম। আমাদের গমনের মর্ম্মাবধারণ কোত্তে দারার কাল বিলম্ব হলো না, তাই আমাদের প্রতিকূলে বিপক্ষতা কোত্তে কুমার একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন, অজীন নদীর পথে আমাদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত কর্‌বার নিমিত্ত সে দিকেও একদল বাহিনী রওনা কোরে দেওয়া হয়। কাশীম খাঁ ও রাজা যশমন্তসিংহ এই দুই ব্যক্তিকে সেনাপতি কোরে আমাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করা হয়। কাশীম খাঁ সম্রাট শাজাহানের অতিশয় অনুগত বন্ধু, যশমন্তসিংহ রাজবৃন্দের চূড়ামণি।

দারা দূতের মুখে অনুনয় কোরে আরঙ্গজেবকে এই কথা বোলে পাঠালেন, তিনি আর অগ্রসর না হোয়ে পথে থেকে ফিরে যান। তখন কিন্তু রাজপুত্র অনেক পথ এগিয়ে এসে পোড়েছেন, সুতরাং ফিরে যাবার আর সময় ছিল না, বিশেষতঃ তাঁর মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ছিল তিনি প্রাণ থাক্‌তে কদাচ বিমুখ হবেন না, আর কি এখন দূতের কথা শুনে নিবৃত্ত হোতে পারেন? কি করি, আমরা ক্রমিক অগ্রবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লেম, কতক পথ অগ্রসর হোয়ে হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেম, নর্ম্মদা নদীর কিঞ্চিৎ দূরে শত্রুপক্ষেরা একটা উচ্চ স্থানে যুদ্ধের ভঙ্গিতে সারবন্দি হোয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীম খাঁ বিপক্ষের সেনাপতি, আমাদের গতি অবরোধ করেন এই তাঁর স্পষ্ট অভিপ্রায়। আরঙ্গজেব তাই দেখে কারপরদাজ লয়ে পরামর্শ কোত্তে বোস্‌লেন, আমি যে পরামর্শ দিলেম; সেই পরামর্শ মতেই কার্য্য করা হলো। আমি বোল্লেম, আমরা নদী পার হব্‌যার ছলনা কোরে মিথ্যামিথ্যা উদ্যোগ

আড়ম্বর করি, নচেৎ রক্ষা নাই, আমাদের নিশ্চিন্ত থাক্‌তে দেখ্‌লে, শত্রুপক্ষেরা পার হোয়ে এসে কেটে খান্‌খান্‌ কোরে ফেল্‌বে। নদীর ধারে এক্ষণে যে সকল লস্কর উপস্থিত, তারা পথক্লান্ত হোয়ে নির্জ্জীবপ্রায় হোয়ে পোড়েছে, পশ্চাতে যে সকল সৈন্য আগমন কোচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বেই বিপক্ষেরা আমাদের উপর চড়াও হোতে পারে, তাই নদী পার হবার জন্য লোক দেখানো মহা উদ্যোগ কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু সে সকলি মিথ্যা, তখন গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রেরও অতিশয় প্রভাব, হেঁটে পার হবার উপযুক্ত সময়। আমাদের এই উদ্যোগ দেখে বিপক্ষেরা আর অগ্রসর না হোয়ে পথাবরোধ কর্‌বার জন্য আয়োজন কোত্তে লাগ্‌ল। ইত্যবসরে বাকী লস্কর এসে পৌঁছিল, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে ভরসা হল, তিনি এক্ষণে জবরদস্তী কোরে নদী পার হবার যত্নবান হোলেন। তোপগুলি দাগ্‌বার মুখে সাজিয়ে রাখা হল, সেই সকল তোপমুখনিঃসৃত ধুমরাশির আবরণে আবৃত হোয়ে লস্করদের অগ্রসর হোতে হুকুম দিলেন। শত্রুপক্ষের তোপও ঘোর ভৈরব রব কোরে পাল্টাপাল্টি উত্তর দিতে লাগ্‌ল, দুই দিকে সমান দুর্দ্দান্ত তোড়ে যুদ্ধ চোল্‌তে লাগ্‌ল। মুরাদবাঁকি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে লয়ে সকলের অগ্রে পরপারে উত্তীর্ণ হোলেন, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাতেই বাকী লস্করের দল অনুসরণ কোল্লে। কাশীম খাঁ রাজা যশবন্ত সিংহকে সাংঘাতিক বিপদে পতিত কোরে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন, রাজার একান্ত ভক্ত রাজপুতেরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ কোল্লে না, সেই সকল বীর্য্যমত্ত অনুগত বীরগণেরা তাঁর পায়ের নিচে পোড়ে, ছট্‌ ফট্‌ কোত্তে কোত্তে প্রাণত্যাগ কোত্তে লাগ্‌ল। রাজা সেই মর্ম্মান্তিক হৃদয়ঘাতি বিপদস্রোত স্বচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমরা জয়ী হোলেম, রাজা যশমন্তসিংহ পাঁচ শত রাজপুত লয়ে আপনার রাজ্যে অথবা অন্যত্রে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন,

রাজা আর যেখানেই যান, তিনি কিন্তু আগরায় আর ফিরে যান্‌নি। অজীনে আরঙ্গজেবের জয়ের বার্ত্তা শ্রবণ কোরে দারা কালাগ্নিবৎ ক্রোধে প্রলয়াবতার হোলেন। কাশীম খাঁকে আর আমীর জেম্‌লার পরিবারকে প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা কোরে রাজপুত্র বোল্লেন, আমীর জেম্‌লা আরঙ্গজেবকে সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আনুকূল্য করেছে বলেই এই মহাঅনর্থপাৎ উপস্থিত হোয়েছে। দারার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল আমীর জেম্‌লার পুত্রের প্রাণদণ্ড কোরে, তাঁর স্ত্রী পরিবারকে বাঁদী কোরে বাজারে বিক্রয় করেন, সম্রাট কিন্তু গুটিকতক কথা বলাতে দারা ততদূর নিষ্ঠুর হোতে পাল্লেন না। সম্রাট বল্লেন "আমীর জেম্‌লার পুত্র পরিবার যখন দারার হস্তগত হোয়ে রয়েছে, তখন যে আমীর আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগাযোগ কোরবেন্ এ কথা অ.ত অসম্ভব." বাদ-শাহা আরও একথাও বল্লেন, "বরং আমীর বুদ্ধিদোষে আরঙ্গজেবের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন।"

সংগ্রামের পর নর্ম্মদার তীরে বোসে ঐ সকল কথা শুন্‌তে পেলেম, আমরা নদীতীরে কিছুকাল বিশ্রাম কর্‌বার অভিপ্রায় কোল্লেম, মুরাদ কিন্তু অধীর হয়ে আরঙ্গজেবকে বারম্বার বিরক্ত কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আর বিলম্ব না কোরে অগ্রসর হবার পরামর্শ স্থির করুন", তাঁর কথা কিন্তু রক্ষা হোলোনা, আরঙ্গজেবের পরামর্শ মত আস্তে আস্তে যাওয়াই স্থির হলো। আমরা এক্ষণে রয়েবোসে ধীরে ধীরে, অতি সতর্ক হয়ে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগ্‌লেম, পথের মধ্যে যখন যেরূপ সংবাদ পেতে লাগ্‌লেম, আমাদের অগ্রগমনের ব্যবস্থা তদনুরূপ হোতে লাগ্‌ল।

২০ পরিচ্ছেদ।

" সাঁতার না জান্‌লে বাপের পুকুরে ডুবে মরে "।

শেষ কালে যে একটী ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হবে, নর্ম্মদা তীরের যুদ্ধটী তারি পুর্ব্বসূত্র হোয়ে রইল। দারা দুর্দ্দান্ত ক্রোধে অধীর হয়ে, সম্রাটের পরামর্শ না শুনে, আপনি সেনাপতি হোয়ে চম্বল নদীর তীরে কুঁচকোরে চোলে গেলেন। চম্বল নদী আগ্‌রা থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে, সেই স্থানে উপস্থিত হোয়ে আমাদের নদী অবতরণের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার উচিত আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেন। এরূপ সতকহোয়ে আট্‌ঘাট অবরুদ্ধ কোল্লে সে নদী পার হওয়া যে দুষ্কর হবে, আরঙ্গজেব সে বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলেননা, তাই আর পুরোবর্ত্তী না হোয়ে, দারার বাহিনী দেখ্‌তে পায়, ঠিক এত অন্তরে অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেন, এই অবসরে নানা কৌশল কোরে একটী রাজার সঙ্গে মহা আত্মীয়তা কোল্লেন্। রাজনবর নানা অনুরোধে বাধ্য হোয়ে তাঁর অধীকারের মধ্যদিয়ে আমাদের কুচ কর্‌বার অনুমতি প্রদান কোল্লেন। নদীর যে স্থান তরণীয় অথচ অরক্ষিত, আমরা তাঁর রাজ্য দিয়ে সেই স্থানে পৌঁছিব স্থির কোল্লেম। দারাকে বঞ্চনা কর্‌বার নিমিত্ত তাঁবু গুলি খাড়া কোরে রেখে আমরা চলে গেলেম। তিনি আমাদের প্রস্থান কর্‌বার সংবাদ অবগত হবার পুর্ব্বেই আমরা তাঁর নিকটে এসে পড়্‌লেম। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি দেখে দারা আপনার গড় পরিত্যাগ কোরে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত

হলেন। আমরা যমুনার ধারে পৌঁছে, গড় বন্দির মধ্যে অবস্থিতি কোরে শক্রআগমনের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। একদিকে আমরা, অপর দিকে আগরা, ইহার মধ্যস্থলে দারা ছাউনি কোল্লেন, এই অবস্থায় চারি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করি, এ অবকাশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। হঠাৎ একটা কথা উঠ্‌লো যে, নজফালীখাঁ দারার একজন সেনাপতি হয়েছেন, আমি কিন্তু সে কথা হেঁসে উড়িয়ে দিলেম, আমার মুখে নজফালীর অপমৃত্যুর কথা শুনে আরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হলেন। রাজকুমার কর্ম্মচারীদের ডেকে বল্লেন, আগত যুদ্ধে যারা প্রসিদ্ধ খ্যাতাপন্ন হবেন, তাদের পুরস্কার কোর্‌বেন, তদ্ভিন্ন কুমার চিরানুগ্রহের আশা ভরসা তাদের চক্ষের উপর ধোরে দিতে লাগ্‌লেন। সকলে প্রতিজ্ঞা কোরে বল্লেম, "তাঁর জন্যে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, জীবন দেব তথাচ বিমুখ হবনা"। রাজপুত্র আমাদের বিদায় কোরে দিয়ে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। তোপগুলি লোহার শৃঙ্খলে পরস্পর যুক্ত কোরে শ্রেণীমত সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হল, শক্রপক্ষের অশ্বারোহীরা আমাদের দলের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পার্‌বে না বোলেই এই কৌশল করা হল, বড় বড় তোপের পশ্চাতে উটের পীঠে ছোট ছোট তোপ স্থাপিত করা হল, তার পশ্চাতে বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে, অশ্বারোহীরা শাঙ্গিন তলোয়ার ও তীর ধনুক লয়ে ডাইনে বাঁয়ে ইতস্ততঃ হোয়ে অথচ ব্যবস্থামত ছোড়িয়ে রইল। আমাদিগের ব্যূহ রচনার মতন দারারও বাহিনীবিন্যাস হল। অবিশ্রান্ত ঘন গর্জ্জনের ন্যায় তোপের নিরন্তর ঘোরগভীর নির্ঘোষে, অবিশ্রান্ত ঝন্‌ঝার ন্যায় তীরের অনবরত সন্ সন্ শব্দে, ধরা কম্পিত কোরে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ঘন ঘন তোপধ্বনির গভীর শব্দে কর্ণ বধির হোতে লাগল, অনবরত ধনুষ্টঙ্কারের কড়ক্কড় রবে দিক স্তব্ধ হোতে লাগ্‌ল, তোপমুখনিঃসৃত রাশি রাশি ধূম পুঞ্জে গগণ অন্ধকারময় হল,

ঐ সকল ধুমরাশি অপসৃত হোয়ে যখন চারি দিক্ পরিষ্কার হোয়ে পোড়্ল, সেই সময় দূর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্লেম, দারা একটা বিরাটাকার বৃহৎ হস্তীর উপর সোয়ার হোয়ে হুকুম সাদের কোচ্ছেন। একদল অশ্বারোহী সঙ্গে লয়ে তাদের আগে আগে অকুতোভয়ে আমাদের তোপের মুখে অগ্রসর হোচ্ছেন, আমরাও অসঙ্কুচিত মনে তাঁর সম্মুখবর্ত্তী হোতে লাগ্লেম, তিনিও সেইরূপ নির্ভয়ে আমাদের তোপাগ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে লাগ্লেন, শত শত প্রাণী তাঁর পায়ের তলে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্ল, তাঁর অনুগামী যে সকল সোয়ার ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে পোড়েছিল, তারা পুনরায় আপনার আপনার পদ্ ও স্থান গ্রহণ কোল্লে। তোপের ভীষণ আক্রমণ পুনশ্চ আরম্ভ হল, এই দ্বিতীয় বারেও আমাদের তোপাগ্নির মুখে মৃত্যু স্রোত, সংহার স্রোত, ঘোর বেগে প্রবাহিত হোতে লাগল, আমাদের তুরুক সোয়ারেরা মরিয়া হোয়ে, নিবিড় সমর তরঙ্গের মধ্যে সরোষে প্রবেশ কোরে, ঘোর মহামারি আরম্ভ কোরে দিলে। বিপক্ষের গোলন্দাজদিগের মস্তক ছিন্ন কোরে ভূমিসাৎ কোত্তে লাগ্ল, তারা যেন অকালে যুগপ্রলয় উপস্থিত কোরে দিলে। উভয় পক্ষের তুরুক সোয়ারে তুরুক সোয়ারে কাটাকাটী আরম্ভ কোল্লে, তখন আর আমার অন্য কাজ ছিল না, কেবল কাট্তে কাট্তে, দুটুক্রো কোত্তে কোত্তে, চলেছি. আমার হস্ত দুখানি পরিশ্রম কোরে কোরে, যেন ছিঁড়ে পোড়্তে লাগ্ল, আমরা কে কেমন বীরত্ব প্রকাশ কোচ্ছি, আরঙ্গজেব তা নিরীক্ষণ কোরে দেখ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে একবার চোকচোকি হওয়ায়, রাজকুমার একটু মুচ্কে হাঁসলেন, হাঁসবার কিন্তু বিশেষ কারণ কিছুই ছিল না। দারাও বেছে বেছে, চোনা চোনা কতকগুলি তুরুক সোয়ার লয়ে আমাদের উপর চড়াও হোলেন. আমাদের পক্ষে বিস্তর লস্কর কেটে টুক্রো টুক্রো কোত্তে লাগ্লেন, আমাদের দল বল সংহার কোরে নিঃশেষ প্রায় কোরে ফেল্লেন, এমন কি আরঙ্গজেবের পক্ষে আমরা হাজার লোকের অধিক

অবশিষ্ট ছিলেম না। দুইবার আমি ঢাল দিয়ে ঢেকে রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা করি। আমি আমাদের লস্করগণকে ডেকে বোল্লেম, আমরা কদাচ পশ্চাৎ হট্‌বনা, তার অপেক্ষা বরং এই স্থানেই প্রাণ বিসর্জ্জন দেব, তথাচ বিমুখ হব না।

ঐ কথা শুনে আরঞ্জেব অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "কি! হটে যাব! আল্লার দিব্যি, তা কখনই হবে না! তোমরা যদি ছেড়ে যাও, যাবে, আমার হাতির পায় জিঞ্জির বেঁধে দাও, আমি এই স্থানেই থাক্‌ব, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কোর্‌ব"। ঐ সাহস বাক্য শুনে আহ্লাদে হোর্‌রা দিয়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম, বোল্লেম "আমরা শেষ পর্য্যন্ত তোমার পাশে থাকব, কদাচ পরিত্যাগ কোরে যাবন।"। রণভূমির অসমতা হেতু দারার পক্ষের তুরুক সোয়ার বিস্তর থেকেও আমাদের অল্পমাত্র অথচ তেজোন্মত্ত লস্কর দলের উপর চড়াও কোত্তে পাল্লে না, ইত্যবসরে দারা বীরমদে মত্ত হোয়ে, ব্যাঘ্রের ন্যায় আস্ফালন কোরে, আমাদের বাম পার্শ্বের বাহিনী দল ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, তারা কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হোয়ে পোড়্‌তে লাগল, তার ঠিকানা ছিল না। দারা দুজন প্রধান রণকুশল সেনানায়ককে স্বহস্তে নিপাত করেন, তথাচ আজ দারার অশুভ দিন, অদ্যকার যুদ্ধে জয় লাভ নিঃসন্দেহ তাঁরি হতো সত্য, কিন্তু নির্ব্বিবাদের সময় তাঁর সাহঙ্কার দাম্ভিক আচরণের বিষ ময় ফল আজ তাঁকে অনুভব কোত্তে হল, সেই মহা পাপের ভোগ আজ তাঁকে ভোগ কোত্তে হল, বিনাপরাধে গুণবান্ লোকের অনাদর অগৌরব করা যে মহা পাপ, সেটী আজ তাঁকে শিক্ষা কোত্তে হল। দারার এক জন প্রধান সেনানায়ক ত্রিশ হাজার মোগল বাহিনী লোয়ে তাঁর লস্কর ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা কোচ্ছিলেন, সেই ত্রিশ হাজার রণাসক্ত সমর-কুশল মোগল সেনারা আমাদের সমুদায় দলবলকে উচ্ছিন্ন দিয়ে সমূলে নিপাত কোত্তে পাত্তো, কিন্তু ঐ সেনাপতি সমর ক্ষেত্রের দূরে অবস্থান

কোচ্ছিলেন, তিনি যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত হন নাই, তার কারণ আর কিছুই নয়, কয়েক বৎসর গত হলো দারা তাঁকে সাহঙ্কার পূর্ব্বক অপমান করেন, সেই অপমান অদ্যাপি বিস্মৃত হন নাই, তাঁর অন্তরে এপর্য্যন্ত জাগরুক ছিল। দারা দেখ্লেন, সেই সমরনিপুণ সেনানায়ক এক্ষণে সহায়তা না কোল্লেও তাঁর জয়ী হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হোয়েছে, তথাচ তিনি ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে, সেনাপতির কাছে গিয়ে অনেক অনুনয় কোত্তে লাগ্লেন, সেনাপতি তখনও হাতির উপর নিরুদ্বেগে বোসে আছেন। এক্ষণে হাতি থেকে নেবে ঘোড়ার উপর সোওয়ার হবার জন্য দারা তাঁকে অনেক যত্ন কোত্তে লাগ্লেন, বল্লেন, আমরা যুদ্ধে হেরে ছত্রাকার হোয়ে চারিদিকে দৌড়িয়ে পালাচ্ছি, এক্ষণে কেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া কোরে লয়ে যাওয়া ভিন্ন বাকি কিছুই নাই। ইত্যবসরে দারার লস্করেরা দেখ্লে, রাজপুত্র হাতির উপর নাই, তাঁরে না দেখ্তে পেয়ে তখনি স্থির কোল্লে দারা মারা পোড়েছেন, তাই তারা হঠাৎ উত্ত্রাসে অভিভূত হোয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটে পালাতে লাগ্ল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই দারার সমুদয় বাহিনী যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রাকার হোয়ে পোড়্ল, অবশেষে জয়ীপুরুষ পরাভূত হোলেন। দারা প্রাণভয়ে ও মনঃক্ষোভে অবসন্ন হোয়ে পালিয়ে দিল্লীতে প্রস্থান কোল্লেন। সমরাসক্ত ভ্রাতাদের গতিপ্রবৃত্তিগুলি যথাক্রমে বিবৃত করা আমার অভিপ্রায়। সুজার কথা পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে, তিনি সংগ্রামে পরাস্ত হোয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন, অধঃপাতে গেছেন বোল্লেই হয়, দারাও তদ্বৈবচ, তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে সম্যক্রূপে ছিন্নভিন্ন হোয়ে পোড়্লেন, তথাচ তাঁর মনে মনে আশা ছিল সম্রাট শাজাহান তাঁর সহায়তা কোর্বেন, তাই এখনও জয়ী হবার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন। ভ্রাতাদ্বয় আরঙ্গজেব ও মুরাদবাঁকি আগ্রায় প্রবেশ কোরে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী কোল্লেন, তার পরেই সমুদয় ওমরাওরা একত্র

হোয়ে ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের অনুকূলপক্ষ হোলেন, হতগর্ব্ব, হত সম্পদরুদ্ধ নৃপবরের পক্ষ হোয়ে একটী প্রাণীও একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে না, মুখের একটা কথাও বোল্লে না। একপরামর্শী উভয় ভ্রাতা দারার অনুসরণে বাহির হোলেন, দারা তখন পালিয়ে দিল্লীতে অবস্থিতি কোচ্ছিলেন। আমাদের প্রথম দিবসের কুঁচের পর, মীর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আরঙ্গজেবের যে কথোপকথন হয়, আমিতা উপকর্ণন করি; মীর খাঁ সম্প্রতি রাজকুমারের অতি বিশ্বস্তপাত্র হোয়েছেন। এই কথোপকথনের ভাবার্থ অবগত হোয়ে ত্রাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ কঁাপতে লাগ্‌ল, তারা মুরাদবাঁকির প্রতিকূলে সাংঘাতিক কালচক্রের কৌশল কোচ্ছিলেন, আমি মনে মনে বোল্লেম, হায়! ছলনা রূপ ছদ্মবেশের মুখশ্ দূরে টেনে ফেলে দেওয়া হবে, রাজপুত্র আরঙ্গজেব তারি অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক্ষণে আমরা মথুরায় আছি, আগরা থেকে ছোট ছোট চারমঞ্জিল দূরে মাত্র। যদি সাধ্য হয় দুর্ভাগ্য মুরাদের প্রাণরক্ষা কোরবো, এইটী মনে মনে স্থির কোল্লেম, সেই অভিপ্রায়ে নিশীথরাত্রে মুরাদের পরম মিত্র, তাঁর সৎপরামর্শদাতা, খোজা শাহা আবিয়াসের অনুসন্ধান কোরে সাক্ষাৎ কোল্লেম। আরঙ্গজেব ও মীরখাঁর মধ্যে যে দুরন্ত দুর্জ্জেয় কৌশলের কথোপকথন হয়, সেই দুরূহ বৃত্তান্তটি তাঁকে অবগত করালেম, খোজা ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ কোরে, আমার উপর ধন্যবাদের একটী বোঝা চাপিয়ে দিলেন, তিনি আমায় তাঁর প্রভুর প্রাণদাতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন, তারপব রাজকুমাব মুরাদের সম্মুখে আমায় লয়ে গেলেন। মুরাদবাঁকির ভাবভক্তিতে বোধ হোল, তিনি যেন মনে কোল্লেন আমি তাঁর ভ্রাতার কথোপকথনের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পারি নাই, তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারি নাই, রাজপুত্র আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেন না, তাঁর মনে বিশ্বাস হলোনা, খোজা মুরাদের পায়ের তলে পোড়ে বিস্তর অনুনয় বিনয় কোরে বোল্‌তে লাগলেন, আপনি আগ-

রায় ফিরে চলুন, সেখানে আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত আপনাকে সম্রাট বোলে স্বীকার কোরেছেন, সেস্থানে গেলে আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বেন। বেচে মান আর কেঁদে সোহাগ কখনই হয়না, রাজপুত্র আমাদের কথা গ্রাহ্যই কোল্লেন না, আমরা যত কাতর হোয়ে, যত কেঁদেকোকিয়ে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌লেম, রাজকুমার ততই জেদ্‌ কোরে অবাধ্য হোতে লাগ্‌লেন, শেষে স্পষ্টই বোল্লেন, তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের সঙ্গে একত্র হোয়ে দারার অনুসরণে নিতান্তই গমন কোর্‌বেন, কারুর কথাই শুনবেন না। দুঃখিতহৃদয় খোজা নিরুপায় দেখে, শেষে কুমারকে এই কথা বুঝিয়ে বোল্লেন, তিনি যেন আগত কল্য তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে না যান্‌। আরঙ্গজেব যেন মুরাদবাঁকিকে মোহিনীমন্ত্র পোড়িয়ে বশীকরণ কোরেছিলেন, সে কুহকমন্ত্রের এত প্রভাব, কি সুযুক্তি, কি হিতবাক্য, কি কাতর অনুনয়, কিছুই তার কাছে থাই পেলে না, আরঙ্গজেবের কুহক জালে পোড়ে বুদ্ধিশুদ্ধির লোপাপত্তি হোয়ে কুমার যেন ভেড়া বোনে গেছিলেন, আরঙ্গজেব মৌখিক স্তবস্তুতি কোরে, তাঁকে এত বাধ্য এত বশ্য কোরেছিলেন যে, অগত্যা আবিয়াসকে বিমুখ হোয়ে ফিরে আস্‌তে হোয়েছিল। রাজকুমার মুরাদ এই উক্তি কোল্লেন, "যেমন নিত্যপ্রথা আছে, আজও সেইরূপ ভ্রাতার সঙ্গে সায়ংকালে একত্রে আহারাদি কোর্‌বেন", ঐ কথা শুনে আমি সেখানথেকে উঠে চোলে এলেম্‌, কুমার যাতে সেখানে আহার কোত্তে না যান, তার জন্যে আবিয়াস ভারি যত্ন পেতে লাগলেন। যে সকল কর্ম্মচারিরা এই শেষ যুদ্ধে প্রাণনিয়ে বেঁচে এসেছিলেন, অদ্যকার সায়াহ্নিক আহারের সময় তাঁদের সকলকেই আহ্বান করা হলো। আরঙ্গজেব আমার বিস্তর আদরগৌরব কোত্তে লাগ্‌লেন, আমার বীরত্বের গুণে তাঁর দুবার প্রাণরক্ষা হয়, অন্য কেউ নয়, তিনি স্বয়ং তার সাক্ষীর স্থল। ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব অন্য অন্য দিন অপেক্ষা আজ অতিরিক্ত সম্মান,

অতিরিক্ত বিনয় নম্রতা দেখিয়ে মুরাদবাঁকির সমাদর কোল্লেন। তিনি যখন উঠে দাঁড়িয়ে মুরাদবাঁকিকে কোল দিলেন, তখন বোধ হলো তাঁর নেত্র কোণ দিয়ে যেন অশ্রু গোড়িয়ে পোড়্তে লাগলো। আহারের সময় নানাপ্রকার হাস্য কৌতুক চোল্তে লাগ্লো, প্রফুল্লচিত্ত যতদূর হোতে হয়, তা হোলেন। আহারান্তে কাবুল ও শিরাজ জাত উত্তম উত্তম উপাদেয় সরাব এসে উপস্থিত হলো, আরঙ্গজেব তখন গাত্রোত্থান কোরে বোল্লেন, "শ্রীমান্ সম্রাট আমার গুরুতর মনোধর্ম্ম অবগতই আছেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের ন্যায় আমি নানাবিষয়ে সংশয় জ্ঞান কোরে থাকি, সেই সংশয়ের নিমিত্ত আমি মদ্যপানে আমোদী হইনা, এক্ষণে আমার এখানে না থাকাই সৎপরামর্শ, তথাচ শ্রীমান্ সম্রাটকে একলা না থাক্তে হয়, তাই ভাল ভাল লোক তাঁর কাছে রেখে দিয়ে আমি অন্তঃপুরে চোল্লেম, উপস্থিত মীর খাঁ প্রভৃতি অন্য অন্য বান্ধবেরা পার্শ্ববর্ত্তী হোয়ে আপনার চিত্ত বিনোদন কোর্বেন"।

মুরাদের বেআড়া পানদোষ ছিল, তাই এক্ষণে পরম উপাদেয় সিরাজ সরাব পেয়ে, যত পাল্লেন পেটে পুল্লেন, আকণ্ঠোদর পান কোরে জ্ঞানের মাথা খেয়ে বোস্লেন, তখন নেশায় ঢুলু ঢুলু হোয়ে, ভাই ব্রাদরদের গাল্মন্দ দিয়ে মুখবাজি কোত্তে সুরুকোরে দিলেন, তাঁর তখন হাতও ছুট্তে লাগ্‌ল, যাকে সুমুখে পান, তাকেই মেরে বোস্তে লাগ্লেন, তার বাচ্‌বিচার ছিলনা। খানিকক্ষণ দাপাদাপি মাতামাতি কোরে, শেষে তাঁর হাত পা অবশ হোয়ে সর্ব্বশরীর এলিয়ে দিলে, রাজকুমার অজ্ঞান অচেতন হোয়ে পোড়্লেন, তাই দেখে আমি সেখান থেকে উঠে চোলে এলেম, তার পূর্ব্বে কুমারকে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন বিস্তর কৌশল কোরেছিলেম, কিন্তু কোন ক্রমেই বাগ্‌মানাতে পাল্লেম না, তাই দেখে মনে মনে স্থির কোল্লেম আজ মুরাদের চরম দিন উপস্থিত, শুদ্ধ তাঁকে ছারেখারে দেবার নিমিত্ত, শুদ্ধ

তাঁরে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত, আজ এই সুরারূপ কালফাঁদ পেতে বসা হোয়েছিল। হা দুর্ভাগ্যনর! কেন তুমি তোমার মিত্রবর খোজার চৈতন্যগর্ভ জ্ঞানপ্রদ বাক্যগুলির প্রতি বধির হোলে! আমি অধিক্ষণ সেখান থেকে চোলে আসি নাই, এর মধ্যেই ভোজনোৎসব তাঁবুর মধ্যে মহাগোলমাল বেঁধে উঠেছে শুন্‌তে পেলেম, শুনে তখনি সেইদিকে ছুট্‌লেম, এসে দেখি না আরঙ্গজেব মহা উগ্রমূর্ত্তি হোয়ে গভীর গর্জ্জন কোরে বোল্‌ছেন, "কি লজ্জা! কি কলঙ্ক! তুমি না রাজ্যেশ্বর! তোমার এই কীর্ত্তি! এত অনবধান! এত অসাবধান! এত অপরিনামদর্শী! ব্রহ্মাণ্ডের লোক তোমারেই বা কি বোল্‌বে, আমারেই বা কি বল্‌বে! ঐ হতভাগ্য নরাধম মাতোয়ালাকে হাতেপায়ে বেঁধে একটা নির্জ্জন অন্ধকূপে টেনে নিয়ে ফেলে রেখে দাও, সেইখানে সে ঘুমিয়েই লজ্জার অবসান কোরুক!"

আরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে এই হুকুম বেরুতেই তৎক্ষণাৎ সেটী তামিল করা হলো। দেখ্‌লেম দুর্ভাগ্য মুরাদের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে আগে তাঁকে বন্দী কোল্লে, তিনি হাত পা ছুটিয়ে হুটোপাটি কোত্তে লাগ্‌লেন, বারম্বার চীৎকার কোরে বাড়ী কাঁপাতে লাগ্‌লেন। কুমার কিন্তু যতই চীৎকার করুন, হাত পা ছুটিয়ে যতই হুটোপাটি করুন, তাঁর সে চীৎকার শোনেই বা কে? তাঁর সে হুটোপাটি মানেই বা কে? যদিও ছাড়াবার নিমিত্ত মুরাদ বিস্তর হুটোছুটি বিস্তর দাপাদাপি করেন, তথাচ তাঁকে বেঁধে ফেল্লে, চেপে ঠেসে বেঁধে ফেল্লে, তাঁর তত বল সামর্থ থাকতেও, তত হাতবাগড়াবাগড়ির সত্বেও মুরাদকে বাঁধা পোড়্‌তে হলো! বেঁধে ফেলে, তাঁর জন্যে যে অন্ধকূপ নির্দ্দিষ্ট হোয়ে ছিল, সেই অন্ধকারাগারের মধ্যে ফেলে রেখে দিলে। মুরাদের অনুগত পক্ষেরা ঐ সকল প্লানির কথা শ্রবণ কোরে, কুমার যে ঘরে কয়েদবস্থায় ছিলেন, সেই ঘরে তারা জোরকোরে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছিলো, মুরাদের একজন প্রধান

কারপরদাজ তাদের নিষেধ কোরে ক্ষান্ত কোল্লেন, আরঙ্গজেব মূল্য দ্বারা ক্রয় কোরে তাঁকে আপনার পক্ষে এনেছিলেন। এদিকে গুপ্ত চরের প্রতি ইঙ্গিৎ হলো, তারা ছাউনিতে ছাউনিতে গিয়ে, উঠ্‌তে বোস্‌তে মুরাদের দুর্নাম কোরে ফিত্তে লাগ্‌ল, মুখে কিরেদিব্য কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, তারা তৎকালীন সেখানে উপস্থিত ছিল, মুরাদ যে মাতোয়ালা হোয়ে আরঙ্গজেবকে অকথ্য কথা বোলে গালাগালি দিয়েছেন, তারা তা স্বকর্ণে শুনেছে, স্বচক্ষে দেখেছে, এক্ষণে আটক কোরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোলেই তাঁকে বন্দী করা হোয়েছে, একটু পরেই আবার খালাস কোরে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে মুরাদের প্রধান প্রধান কার্‌পর্‌দাজদিগকে বিস্তর অর্থ ঘুস্‌ দিয়ে তদ্দণ্ডেই তাদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দেওয়া হলো। এই সকল ফেরেব ফেতরাজির ফাঁদ পেতে সকলের মুখ বন্দ কোরে দিলেন। পরদিন প্রাতে একটীও অসন্তোষের মূর্ত্তি লক্ষিত হলোনা, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে বলও হলো, সাহসও হলো, তাঁর দুর্ভাগ্য ভ্রাতাকে কড়াক্কড় বন্দী কোরে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে সিল্গার নামক কেল্লায় তাঁকে কয়েদ কোরে রেখে দেওয়া হলো, কেল্লাটী একটী নদীগর্ব্ভের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

আরঙ্গজেব এক্ষণে তাঁর অভিলাষের চরম চূড়ায় আরোহণ কোরেছেন, ছল, চাতুরী, প্রবঞ্চনার প্রভাবে সকল ভ্রাতাকেই নির্জ্জিত কোরে ফেলেছেন, দারার অনুসরণের জন্য তাঁর পশ্চাদ্গমন করা আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেন না। আরঙ্গজেব শুনেছিলেন মতিভ্রান্ত দারা সিধ্‌নীর অন্তর্গত টালা নামক দুর্গে আশ্রয় লয়েছেন, দুর্গটী সিন্ধু নদের উপর অবস্থিত। আরঙ্গজেব কিন্তু তথাচ এককালীন্‌ নির্ভয় কি নিরুৎকণ্ঠ হোতে পাল্লেন্‌ না, কিছু দিন পরে শুনতে পেলেন দারা গুজরাটের আহাগাদাবাদ অধিকার কোরেছেন, সেটী বড় তাচ্ছিল্য কর্‌বার বিষয় নয়, আরঙ্গজেবও সে অসুখটি মনে মনে অনুভব কোত্তে পেরেছিলেন।

কুমার দারার প্রতিকুলে যাত্রা কোত্তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আগরা পরিত্যাগ কোরে তত দূরে গমন কোল্লে বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা, সেই বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হোলেন। তদ্ভিন্ন সুলতান সুজা একদল বলবান বাহিনী লয়ে নক্ষত্রবেগে চোলে আস্‌ছিলেন, ঐ সম্বাদ শ্রবণ কোরে কুমার অতিশয় উদ্বিগ্ন হোলেন। আরঙ্গজেবের পদগৌরব এখনও পর্য্যন্ত সংশয়ের স্থল। সময়োচিত বিচার বিবেচনার পর সুজার প্রতিকুলে রণযাত্রা কোরবেন স্থির কোল্লেন, সুজা তখন গঙ্গাপার হোয়ে আলাহাবাদে এসে পোঁছেছেন।

এদিক্‌কার বিষয় ব্যাপার এত দূর পর্য্যন্ত হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এক্ষণে জেম্রার ছলাপরামর্শের নিতান্ত প্রয়োজন, তিনি দৌলতাবাদের কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের সঙ্গে একত্রিত হোলেন, দারা পলাতক হওয়াতে তাঁর স্ত্রী পরিবার অব্যাহতি পেলেন, সুতরাং আরঙ্গজেবের মানস পূর্ণ হবার জন্য তাঁকে আর বন্দী অবস্থায় থাকবার প্রয়োজন হোচ্ছেনা। সুলতান সুজার সঙ্গে দ্বিতীয় বার ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হোলো, আমাদের পক্ষের আরোহীরা সুন্দররূপ বীরত্ব দেখিয়েছিল। অনেক বীরপুরুষ ধূলায় পোড়ে গড়া গড়ি যেতে লাগ্‌ল, অনেকে আবার কয়েদ্‌ও হলো, তাদের সঙ্গে আমিও বন্দী হোলেম, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হোয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ না হোলে আর আমি সহজে ধরা দিইনি। যে ভ্রম প্রমাদের দোষে দারা রাজকিরীট হারালেন, আরঙ্গজেবকে অবিকল সেইরূপ ভ্রম প্রমাদ থেকে আগে রক্ষা কোরে, শেষে আমি কয়েদ হোলেম,—রাজপুত্র যে হাতির উপর সোয়ার হোয়ে বোসে ছিলেন, একটি তীর এসে তার মাহুতের প্রাণ সংহার কোল্লে, হস্তিটী ক্ষিপ্তপ্রায় হোয়ে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল, সে তখন বশতাপন্ন হোচ্ছিলনা, আরঙ্গজেব তাই দেখে নেবে পড়্‌বার উদ্যোগ কোল্লেন, এই সময় আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "আপনি বোসে থাকুন, কদাচ নাব্‌বেন্

না, দারার কথা স্মরণ করুন, তিনি হাতি থেকে নাবাতেই সে দিনটী জলাঞ্জলি দিলেন"। আমি যখন তাঁকে ঐ কথা বলি, তখন আমার অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই সময় আমার উরুতে একটা তীর বিদ্ধ হোল, তার পরক্ষণেই আর একটী তীর স্কন্ধদেশ ভেদ কোল্লে, আমি টাল সাম্‌লাতে না পেরে ঘোড়া থেকে পোড়ে গেলেম, তখনি কতকগুলি শত্রুপক্ষ পোড়ে আমায় ঘেরে ফেল্লে, তারা আমায় ধোরেনিয়ে তাদের তাঁবুর মধ্যে লয়ে গেল।

আরঙ্গজেবকে সতর্ককোরে দিয়ে যেরূপ প্রমাদ থেকে বাঁচিয়ে দিছিলেম, সুল্‌তান সুজা অবিকল সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হোলেন, কুমার যুদ্ধটী জল দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে বাধ্য হোলেন। তাঁর সৈন্যেরা তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠে দেখ্‌তে না পেয়ে স্থির কোল্লে, তবে সুলতান মারা পোড়েছেন, তাই তারা ছত্রাকার হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পোড়্‌ল, এক্ষণে সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক যার যে স্থানে অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। একটি কণ্ঠস্বর, সে স্বর আমি ভালরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেম, চেঁচিয়ে বোল্লে, "সাদক! আর সময় নাই, আমরা পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেম, তুমি তোমাব সৌভাগ্যমান রাজপুত্রের নিকট অবিলম্বে চোলে যাও, আমি আমার পরাভূত সুলতান সুজার পশ্চাদ্বর্ত্তী হোলেম"।

দেলযানের ভ্রাতা ইউসোফ, তাঁরি ঐ কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়ে, বিশেষতঃ তিনি যে তত হৃদয়বান হোয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লেন, তাই মনে কোরে আমার অন্তঃকরণ তাঁর জন্যে অতিশয় কাতর হল, তখন আর কিছু স্মরণ না হোয়ে, অকস্মাৎ দেলযানের নাম উচ্চারণ কোরে, কেবল অশ্রুপাত ছলে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর কোল্লেম। ইউসোফ বোল্লেন, "কি আক্ষেপ! সে কোথা? দেল্‌জান এক্ষণে কোথা? আমি কতই অনুসন্ধান কোরেছি, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাইনি"।

আমি বোল্লেম "ইউসোফ! দেলজানের পরলোক প্রাপ্তি হোয়েছে," ইউসোফ এই দুর্দান্ত নিষ্ঠুর সম্বাদের কালপ্রহার থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হোয়ে, আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরবেন মনে কোরেছেন; এমন সময় কতকগুলি সৈন্য তাঁকে ডেকে নিয়ে বোল্লে, এইবেলা প্রস্থান কর, নচেৎ আরঙ্গজেব হুকুম দিয়েছেন, সুজার অনুগামীদের মধ্যে যারা পশ্চাৎ পোড়ে আছে, তারা যেন প্রাণ লয়ে ফিরেযেতে না পারে, যারে পাবে তাকেই কোতল কোরবে। ইউসোফ কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না কোরে, তাঁর ভগ্নির অদৃষ্টের সবিশেষ বৃত্তান্ত শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল হোলেন, আমি তাঁর বিষদাবহ দুঃখের কথাগুলি বোলে শেষ কোত্তে পারিনি, এমন সময় আমাদের কতকগুলি পদাতিক তাঁবুর মধ্যে হুড় হুড় কোরে ঢুকে পোড়ে দুর্ভাগা ইউসোফকে গেরেপ্তার কোল্লে, তাঁরে নিয়ে তখনি বলিদান দেয় আর কি, আমি তখন আরঙ্গজেবের দোহাই দিয়ে তাদের ক্ষান্ত হোতে বোল্লেম, যেপর্য্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হয়, সে পর্য্যন্ত তারা যেন ক্ষান্ত থাকে এই কথা বোল্লেম, তখন আমি সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে পোড়ে আছি, লস্করেরা তত দুরাবস্থাপন্ন দেখেও আমার নিষেধটী অমান্য কোল্লে না, ইউসোফ কিন্তু তাদের হাতে বন্দী হোয়ে রইলেন।

আমি রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, কুমার আমায় কোল দিয়ে, আমি তাঁর বিশ্বস্ত বীরবন্ধু, এই নাম প্রদান কোরে, আমার গৌরব বাড়ালেন, বোল্লেন, আমার নিকট তিনি বিস্তর ঋণী হোয়ে আছেন, আমি যুদ্ধের ঘটনা উপলক্ষে সুভস্তাবক হোয়ে আনন্দ মনে মঙ্গলবাদ কোল্লেম, সেই সময় ইউসোফের অনুকূলে প্রার্থনা কোত্তেও সাহসী হোলেম। আমার প্রার্থনা সফল হোলো, তদ্ভিন্ন কুমার মুক্তিপ্রাপ্ত যুবাকে একটী অশ্ব প্রদান কোত্তেও অনুমতি কোল্লেন, ঐ অশ্বে আরুঢ় হোয়ে ইউসোফ তাঁর পলায়নপর সরদারের অনুগমনই করুন, অথবা

যেখানে তাঁর প্রাণ চায়, সেই খানেই যান, যা ইচ্ছা তাই করুন, আরঙ্গজেব এই হুকুম দিয়ে দিলেন।

ইউসোফ আমায় অজচ্ছল সাধুবাদ কোরে বোল্লেন, তিনি আগরায় যাবার মনন কোরেছেন, সেই স্থানে নিরুৎকণ্ঠ হয়ে সচ্ছন্দচিত্তে বাস কোর্বেন, যেহেতু সুজা নিতান্তই অধঃপাতে গেছেন, আর তিনি বীর প্রভাবে তেজস্বী হোয়ে গৌরবাসনের শোভা হবেন না, তবে এক্ষণে তাঁর অনুসরণ করা প্রায় উন্মাদের কার্য্য। পক্ষান্তরে সুজার শত্রুর দলে মিলিত হোলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, প্রাণসত্বে তাদৃশ গ্লানির ভাজন ইউসোফ কখনই হবেন না। আমি তাঁর খুল্লতাত বরকন্দাজখাঁর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ইউসোফ বোল্লেন, নর্ম্মদাতীরের যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হোয়ে মৃতকল্প হোতে দেখেছি, তদ্ভিন্ন তাঁর ব্যবহারে দারা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ কোরেছেন, তিনি কেন পূর্ব্বে পরপারে এসে আরঙ্গজেবের নদীপারহওয়া অবরোধ কোল্লেন না, সেই অপরাধে দোষী কোরে দারা তাঁকে হতশ্রদ্ধা কোত্তে লাগ্লেন, বরকন্দাজ খাঁ আপনার সাফাইয়ের নিমিত্ত বোল্লেন, তৎকালীন কাশীমখাঁ সেনাপতি, আমি মনে কোল্লেম পরাধিকারে হস্তক্ষেপ কোত্তে আমার ক্ষমতা নাই। ঐ কথা শুনে ক্রোধে দারার শ্বাসাবরোধপ্রায় হল। ইউসোফ বোল্লেন, আমি তো এই সকল কথা শুনেছি, তবে সত্য কি মিথ্যা, তা বোলতে পারি না। তাঁর প্রিয় ভগ্নির শোকাবহ মৃত্যুর কথা শোন্বার জন্য ইউসোফ আমায় বারম্বার অনুরোধ কোত্তে লাগ্লেন, তখন নুরমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোরে গালাগালি দিতে লাগ্লেন, তিনি বোল্লেন, নিঃসন্দেহ সেই পাপীয়সীর জন্যে কালের ভাণ্ডারে ঘোরদণ্ড সঞ্চিত হোয়ে আছে।

আমরা পরস্পর বিদায় হোলেম, শিবিরের হাকিম আমায় দেখ্তে এলেন, ক্ষত গুলিতে পটী প্রদান কোরে আফিং ঘটিত ঔষধ সেবন

কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, ঐ মাদক আর সে দিবসের অবসাদ আমায় সুমধুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত কোল্লে। পরদিন শুন্‌লেম রাজপুত্র আমীর জেমলাকে, তাঁর পুত্র সুলতান মহম্মদকে, একদল বলমত্ত সৈনিকের বাহিনীপতি কোরেছেন, তাঁরা ঐ সৈন্যদল লয়ে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে রণযাত্রা কোর্‌বেন। রাজকুমার এই স্থলে তাঁর অপরিমিত সতর্কতাব, তাঁর প্রচুর ধূর্ত্ততার, পরিচয় প্রদান কোল্লেন, আমীরের বুদ্ধিপ্রভাব, তাঁর বীরাবক্রম, কুমারের অন্তঃকরণ ভয়ে পরিপূর্ণ কোরেছিল। তাঁর পুত্রও পিতৃশাসনে অবস্থান কোত্তে অধীরতা প্রদর্শন কোরেছিলেন। সুলতান মহম্মদ অহঙ্কারপুর্ব্বক আপনার নৈপুণ্যের প্রতি, আপনার বীরপ্রতাপের প্রতি, নিয়তই শ্লাঘা কোত্তেন। আরঙ্গজেব আমীর জেমলাকে যাবজ্জীবন বঙ্গের রাজত্ব প্রদান কোর্‌বেন বোলে অঙ্গীকার কোল্লেন, তাঁর অবর্ত্তমানে সুলতান মহম্মদ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে আমীর উল-ওমরা অর্থাৎ ওমরাহপ্রধান হবেন এই কথা স্বীকার কোল্লেন। দারা এক্ষণে পলায়িতা হোয়ে কখন তাঁর আপনার মন্ত্রিদের অসৎ পরামর্শের উপর, কখন বিশ্বাস অপহারক রাজা রাজড়াদিগের কথার উপর, অবলম্বন কোত্তে লাগ্‌লেন। তিনি আহামাদাবাদে প্রবেশ কর্‌বার উদ্যোগ করাতে তথাকার অধিনায়ক সিংহদ্বার অবরুদ্ধ কোরে রাজপুত্রকে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে দিলেন না, সে ব্যক্তি কিন্তু তাঁর আপনার চিহ্নিত লোক, আরঙ্গজেব অর্থ দ্বারা ক্রয় কোরে নিজপক্ষে এনে ছিলেন। এক্ষণে সে ব্যক্তি সদরদরজা অবরুদ্ধ করায় দারা নিরুপায় দেখে হতাশ হোয়ে পোড়্‌লেন, ইত্যবসরে সুজা বঙ্গদেশে সমরানল প্রজ্জ্বালিত কোল্লেন, দারা টিটা নামক দুর্গের আশ্রয় লইলেন, টীটার অধিনায়ক তাঁকে রক্ষা কোরবেন বোলে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হোলেন, তথায় কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহ হোয়ে দারা সে দুর্গ পরিত্যাগ কোরে ঝীহন খাঁ নামক পাঠানের শরণাপন্ন হোলেন, সে

পাপাত্মা অধর্ম্ম পূর্ব্বক অর্থগুলি অপহরণ কোরে লোয়ে কুমারকে সুন্দররূপে একটী হস্তীর পৃষ্ঠে বন্ধন কোরে, পশ্চাতে একটী জল্লাদ বোসিয়ে তাঁর বিজয়ীভ্রাতা আরঙ্গজেবের নিকটে দিল্লীতে লয়ে চোল্লো।

দারা আমার প্রতি চিরনির্দ্দয় ছিলেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে তাঁর দুর্দ্দশা দেখে করুণাচক্ষে সমাদর না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সীলনদ্বীপজাত বিরাটাকার প্রকাণ্ড প্রভাবাপন্ন হস্তীর উপর আরূঢ় হোতেন, হস্তীটী আবার প্রগল্‌ভবেশবিন্যাশে বিরচিত হইত, একখানী স্বর্ণজড়িত চিত্রবিচিত্রিত মনোহর চৌকী ঐ হস্তীর পৃষ্ঠে বিরাজ করিত, তার উর্দ্ধে একটী উজ্জ্বলদর্শন রমণীয় চন্দ্রাতপ শোভা করিত, সেই অভাগা রাজপুত্র আজ একটী হাড়দুঃখী, অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট, বিষ্ঠাক্লেদে আপাদ মস্তক পরিপূর্ণ হস্তীর উপর ম্লান বদনে বোসে আছেন, দেখ্‌লেম তাঁর বিজলীসদৃশ মতির হার, যে হারের গৌরবে হিন্দুস্থানের বাদশাজাদারা চিরপ্রসিদ্ধ, এক্ষণে আর তাঁর রাজকণ্ঠে শোভা কোচ্চেনা, সে মণিময় জড়াও পরিচ্ছদ নাই, সে বুটীদার কারচুপি চিকণ পাগ্‌ড়িও নাই, কেবল পুত্র মাত্র সঙ্গে, সে ব্যক্তিও অতি কুৎসিত জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধান কোরে তাঁর পিতার পার্শ্বে বোসে আছেন, বস্ত্রগুলি অসভ্যের ন্যায় অতি গোব্‌দা, অতি স্থূল, মস্তকে একটী দীনদুঃখী মলীন পাগ্‌ড়ি, কাশ্মিরী পশমের এক পাট্টার সঙ্গে জড়ান, সেরূপ কুৎসিত পাগ্‌ড়ি ইতরলোকেরাই ব্যবহার কোরে থাকে।

এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোরে, দারাকে আর তাঁর পুত্র সলিমান সিকুকে নগর বাজার ও রাজপথের মধ্যদিয়ে লোয়ে চলেছে, এই অপমানপূর্ণ লজ্জাকর হীনদশা দেখ্‌বার জন্য প্রকাণ্ড ভীড় উপস্থিত হল, হতভাগ্য দারার অদৃষ্টের প্রতি নিরীক্ষণ কোরে অনেকের অশ্রু পাত হোতে লাগ্‌ল, স্ত্রীগণেরা, বালকবালিকারা, চীৎকার শব্দে রোদন

কোরে গগণ বিদীর্ণ কোত্তে লাগ্‌ল, তাদের করুণাবিলাপ শ্রবণ কোরে, জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল কি যেন একটা ঘোরবিপৎপাত হোয়েছে। বিশ্বাসাপহারক ঝীহন খাঁ, যে ব্যক্তি রাজপুত্র দারাকে ধৃত কোরে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোল্লে, সে ব্যক্তি নিজে একটী ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে হস্তীর পার্শ্বে পার্শ্বে চোলে আস্‌ছিল, দুরাত্মাকে দেখে, সহরের যাবদীয় লোক গালাগালির তরঙ্গ উপহার দিয়ে, তার সমাদর কোত্তে লাগ্‌লো, সুধু তাতেও তারা ক্ষান্ত হয় নাই, ইট্‌পাথর পর্য্যন্ত ছুড়ে ছুড়ে মাত্তে লাগ্‌ল। দারার দুরবস্থা দর্শন কোরে, লোকে ততদূরপর্য্যন্ত বিরক্ত হোয়েও বন্দীরাজপুত্রের উদ্ধারের নিমিত্ত কাহারও প্রবৃত্তি প্রবাহিত হলো না, অবশেষে রাজপুত্র কারাগৃহে প্রেরিত হোলেন। পক্ষান্তরে দারার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হবে সেই বিষয় স্থির কর্‌বার নিমিত্ত মন্ত্রণাসভার আহ্বান করা হলো, আমিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেম। সভার অর্দ্ধেক লোক দারার মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান কোল্লেন, কিন্তু আমি বিপরীত মত দিলেম। আমি যেমন আমার বক্তৃতা শেষ কোরে বোসেছি, এমন সময় রশিনারাবেগম উন্মত্তক্রোধে অধীরা হোয়ে, "দারার প্রাণদণ্ড কর", মুক্ত কণ্ঠে এই রব কোত্তে কোত্তে সেই মন্ত্রণার ঘরে সবেগে প্রবেশ কোল্লেন। দারার সঙ্গে রাজকুমারীর অনেকদিনাবধি অতিশয় শাত্রবতা ছিল, তাই রাজবালা দুঃসময় বুঝে আপনার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোত্তে উপস্থিত হোলেন। ভগ্নির মুখে ঐ কুরব শ্রবণ কোরে আরঙ্গজেবের হঠাৎ প্রবৃত্তি হওয়ায়, তাঁর মন্দভাগ্য সহোদরের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। নাজীর নামে একজন ক্রীতদাস ছিল, তারি উপর বধদণ্ডের ভার সমপণ করা হলো, কোন্‌কালে নাকি দারা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কোরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি হৃষ্টমনে এই নিষ্ঠুর ভার গ্রহণ কোল্লে।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দারার ছিন্নমস্তক বিজয়ীপুরুষ আরঙ্গজেবের

সম্মুখে নীত হলো, আরঙ্গজেব এক বিন্দু বা দুবিন্দু অশ্রুপাত কোরে, উচ্চরবে আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, ''আঃ বদ্‌বক্ত! এই ঘোর মর্ম্মঘাতী দর্শন দ্বারা আর আমার চক্ষুদ্বয়কে দগ্ধ কোরিস্ না, মস্তকটী এখান থেকে উঠিয়ে লয়ে কবর দাও''। তারপর আমার আহ্বান হইবায়, আমি আরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হোয়ে দেখি, রাজকুমার প্রসন্নচিত্তে পায়চারি কোচ্চেন, আমায় দেখে বোল্লেন ''সাদক! সেই বিশ্বাসঘাতী ঝীহন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত পুরস্কারের প্রার্থনা কোরেছে, আমিও তারে পুরস্কার কোরেছি, তার প্রতি আমার যে কত ঘৃণা, তার পরিমাণ বোল্‌তে পারি না, দেখো! সে যেন নির্ব্বিঘ্নে প্রাণ লয়ে তার কেল্লায় পৌঁছিতে না পারে''। প্রাণবধরূপ এই নৃশংস রাজাজ্ঞার আস্বাদন আমার মনে বড় স্বরস বোধ হলোনা, তথাচ অস্বীকার কোত্তে সাহসী হোলেম না, প্রাণে বড় ভয় হলো, তাই প্রণতমস্তকে নমস্কার কোরে সেখান থেকে চোলে এসে, লোকজনের উপর আবশ্যকমত হুকুম দিয়ে দিলেম। ঝীহন্ খাঁ যে পুরস্কার পায়, তার মূল্য তারা অবগত ছিল, তদ্ভিন্ন সে ব্যক্তি যে বিস্তর অর্থ লয়ে চোলেছে, তাও তারা জ্ঞাত ছিল, তাই লোকজনেরা আমার মুখে ঐ অসাত্ত্বিক নিষ্ঠুর অনুমতির কথা শুনে, আহ্লাদে নৃত্য কোরে উঠ্‌লো, তখন তারা সেই নৃশংস অনুসেবার অনুষ্ঠান কোত্তে আর ক্ষণকালও বিলম্ব কোল্লে না।

তারা যে আমার আদেশ পালন কোরেছে, তারি প্রমাণ স্বরূপ, বিশ্বাসঘাতীর মস্তকটি আমার সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে, আমি যখন রাজকুমারকে ঐ সংবাদ অবগত করালেম, তাঁর মুখাবয়বে সন্তোষের হাঁসি ঈষৎ প্রদীপ্ত হলো। কুমার হেঁসে বোল্লেন, ''সাদক! বেশ হোয়েছে, আচ্ছা হোয়েছে, এখন তোমার অচলা প্রভুভক্তির, তোমার অতুল বীরবিক্রমের পুরস্কার কোর্‌ব,'' ঐ কথা বোলে একজন খোজাকে ডেকে তার কাণে কাণে কি বোল্লেন, খোজা অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমাদের সম্মুখ থেকে

চোলে গেল, আবার তখনি ফিরে এল, সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক, আপাদ মস্তক ঘোমটায় আবৃত, ফুলে ফুলে কাঁদচে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আরঙ্গজেব বোল্লেন "এটী আমার হতভাগ্যভ্রাতা দারার কন্যা, সাদক! আমি তোমায় দান কোল্লেম," তুমি এই কন্যাটীকে বিবাহ কর, তুমি দেখ্তে পাবে এটী পরমাসুন্দরী এবং সাধ্বীও বটে, এটী রাজকন্যা, সেটী যেন স্মরণ থাকে। আমি শুনে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, সেই সময় দেলজানের অনুরাগ স্মরণ হোতে লাগ্ল, আমার মুখ দিয়ে কথা সরেনা, আমি তো তো কোত্তে লাগ্লেম, তখন এমনি হলো যেন ঘুরে পোড়ে যাই আর কি, কিন্তু অপার্য্যমান হোয়ে রাজপ্রদত্ত সম্মান আমায় স্বীকার কোত্তে হলো। একটী যুবতী, যাঁর রীতিচরিত্র আমি কিছুই অবগত নই, তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ কোত্তে হবে, তাঁর মুখাবয়ব এপর্য্যন্ত চক্ষে দর্শনও কোরি নাই। আমি যুবতীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিশেষতঃ তাঁর পিতা আমার পরম শত্রু ছিলেন। যে সম্মান আমায় প্রদান কোত্তে রাজকুমারের বাসনা হোয়েছে, আমি যদি তা গ্রহণ না কোত্তেম, তবে মস্তকটীর মায়া পরিত্যাগ কোত্তে হতো, কিন্তু সেটী গ্রহণ কোরে মস্তকের পরিবর্ত্তে অনেক গুলি দীর্ঘ নিশ্বাসের মায়া পরিত্যাগ কোত্তে হলো। এক্ষণে মুরাদবাকি মাত্র আরঙ্গজেবের ক্রোধের ভাজন হোয়ে আছেন। মুরাদ গুজরাটে রাজত্বকালীন একজন সৈয়েদের প্রাণদণ্ড করেন, তার পুত্রেরা এক্ষণে সম্মুখীন হোয়ে বিচার প্রার্থনা কোরেছে। এই ঘটনা আরঙ্গজেবের পক্ষে সুন্দর ছলনা হলো, এই ছলে সহোদরের হাতথেকে উদ্ধার হোলেন, সকলের সাক্ষাতে মুরাদের মস্তকটী ছিন্ন করা হলো। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমান সিকুর হস্তপদে শৃঙ্খল পরিয়ে বন্দীর অবস্থায় আরঙ্গজেবের নিকটে উপস্থিত কোল্লে, সিকুর প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, তিনি কারাবাসী হোয়ে গোয়ালিয়রে অবস্থান কোর্বেন। যুবা রাজকুমা-

রের পাদতলে পোড়ে সকাতরে এই প্রার্থনা কোল্লেন, যদি পোস্তপান কোত্তে দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় হয়, তবে সে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা না দিয়ে একেবারেই তাঁর প্রাণবধ করেন। আরঙ্গজেব শপথ কোরে বোল্লেন তাঁর সে অভিপ্রায় নহে, তার পরেই কুমারকে অন্ধকার বাসে প্রেরিত করা হলো।

আমি ইউসোফের অনুসন্ধান কোল্লেম, বাসনা যে আমার এই বলপূর্ব্বক বিবাহের বিষয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোর্ব, শুন্‌লেম তিনি সম্রাটের সঙ্গে চোলে গিয়েছেন। ইউসোফ স্বমুখে যে অভিপ্রায় স্পষ্ট অভিধানে ব্যক্ত কোরেছিলেন, তার ঠিক বিপরীত কার্য্য কোরেছেন।

আমি কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত শীঘ্র শীঘ্রই এ বিবাহদায় থেকে পরিত্রাণ পেলেম, এ বিবাহের প্রস্তাব শুনে আমার মনে যত অসুখ হোক আর নাই হোক, রাজকন্যার মনে কিন্তু অতিশয় কষ্ট হোয়েছিল। শুন্‌লেম যুবতী পিতামহ শাজাহানের নিকটে দিবারাত্র মনের অসন্তোষ জানাতে লাগ্‌লেন, তাই বৃদ্ধ নরপতি মধ্যবর্ত্তী হোয়ে এ পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হোতে দিলেন না। শাজাহান যদিও এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে আরঙ্গজেবের বন্দী, তথাচ তাঁর সর্ব্ববলবান পুত্রের উপর কতক প্রভুত্ব এখনও আছে। বৃদ্ধ সম্রাট বারম্বার বিশেষ যত্ন পাওয়াতে, যুবতী অনূঢ়া অবস্থায় পিতামহের সঙ্গে একত্রে বাস কোত্তে লাগ্‌লেন, আরঙ্গজেব তাতে প্রতিবাদী হোলেন না, তাঁর মনে এই ধারণা হলো, এ বিবাহ খণ্ডীয়ে যাওয়াতে আমার অনিষ্ট হয়েছে, তাই রাজপুত্র প্রকাশ্য দরবারে রাজশিরোপা প্রদান কোরে আমার সেই অপকারের প্রতীকার কোল্লেন, আমি যে সমরস্থলে বীরমদে মত্ত হোয়ে যুদ্ধ কোরে ছিলেম, এই শিরোপা তারি সর্ব্ববাদী সাক্ষির স্বরূপ হলো।

২১ পরিচ্ছেদ।

"মা না বেয়ালে, বেয়ালে মাসী, ঝাল খেয়ে মলো পাড়াপোড়সী।'

সুলতান সুজাকে বেড়াজালের ন্যায় চারদিক থেকে ঘেরে ফেলেছিল, আমীরজেমলা তাঁর পশ্চাৎপশ্চাৎ প্রধাবিত হওয়ায়, তিনি পালিয়ে আরাকানে প্রস্থান কোল্লেন। এখন সকলের মনে স্থির বিবেচনা হলো, সুজা একেবারে নির্জীববৎ অবসন্ন হোয়ে পোড়েছেন, এক্ষণে তিনি আর আরঙ্গজেবের উৎকণ্ঠার বিষয় নহেন। আরঙ্গজেব আপতত সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজপদ প্রাপ্ত হোয়ে সিংহাসন গ্রহণ কোল্লেন। তাতার পারস্থান সিন্ধিয়া প্রভৃতি নানা দেশপ্রেরিত রাজপ্রতিনিধিগণকে আহ্বান কোত্তেলাগলেন, রাজপ্রতিনিধিরা সর্ব্ববাদীসম্মত হোয়ে প্রণত মস্তকে আরঙ্গজেবকে ভারতেশ্বর বোলে অভিবাদন কোল্লেন। যে সকল জনপদবাসী মঙ্গলবাদার্থী হোয়ে দুর্দ্দান্ত বলবান আরঙ্গজেবের পদাসনের নিকটে সমাগত হোয়েছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাবুল রাজ্যের অন্তবর্ত্তী গিজনির অনেকগুলি সওদাগর উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই গিজনিবাসী। গিজনি কাবুলের অন্তর্গত। মহাজনেরা উপহার দিবার নিমিত্ত বিস্তর বহু মূল্যের রত্ন সঙ্গে লয়ে আসেন, কিন্তু হামেত নামক সওদাগরের প্রদত্ত উপহারের উজ্জ্বল কান্তির সঙ্গে কারও তুলনা ছিলনা। লোকের মুখে ব্যক্ত আছে, সে ব্যক্তি নানা উপায় দ্বারা অসঙ্গত অর্থের অধিকারী হোয়েছিলেন। আমি একটী সওদাগরকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, হামেত কিরূপে তত অপরিমিত অর্থের প্রভু

হোলেন? সওদাগর ঐ কথা শুনে হামেতের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত কোরিয়ে সভাসদবর্গকে অতিশয় আপ্যায়িত কোল্লেন। তদ্বৃত্তান্ত এই—

এক সময়ে কাবুলে আর কান্দাহারে দস্যুর অতিশয় উপদ্রব ছিল, তাই এমন দেশ, কি এমন ব্যক্তি ছিল না যে, ঐ দুটী দেশের দুর্নাম তারা কখন শুন্‌তে পেতোনা, কি জান্‌তে পাত্তোনা। দস্যুভয়ে ঐ দুটী দেশ সর্ব্বত্রে পরিচিত হোয়েছিল। দস্যুরা যে স্থানে বাস করিত, তার চার দিক পর্ব্বতে বেষ্টিত, তদ্ভিন্ন দুর্ভেদ্য দুর্গম গড়ও তাদের আশ্রয়স্থল ছিল। দুরাচারেরা দলে দলে দলবদ্ধ হোয়ে, ঐ সকল পাহাড়ে, ঐ সকল দুর্গম স্থানে সর্ব্বদা গতিবিধি করিত। কাবুলের অন্তর্গত একটী সহর আছে, সহরের নাম গিজ্‌নি, ঐ গিজ্‌নি সহরের নিকটে এক দল দুর্দ্দান্ত কালান্তক দস্যু বাস করিত। তারা সদাসর্ব্বদা যেসকল স্থানে গমন করিত, সে সকল স্থান সহর থেকে অধিক দূরে নহে, একথা আবার ছে টো বড় সকলেই অবগত ছিল, অবগত ছিল সত্য, কিন্তু কোথায় তাদের আড্ডা, কোথায় তাদের ঘাঁটি, সে সকল সন্ধান কেহই জানিত না। সেই সকল দুর্ব্বার দস্যুদল পূর্ব্বে পূর্ব্বে পথিমধ্যে রাহাজানি কোরে পান্থ আর মহাজনদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিত। ইদানীং আর সে প্রণালীর দস্যুবৃত্তিতে পরিতৃপ্ত না হোয়ে, গিজ্‌নিবাসী ধনবান্ দিগের নিকটে জবরদস্তি কোরে বিপুল অর্থ চাহিয়া পাঠাইত, ঐ ধনবান্ দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাণের মায়া করিতেন, তাঁহারা কাজেকাজেই ঐ অর্থ সহমানে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন।

দস্যুদের সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র প্রকাশ ছিল যে, তাদের সরদারের নাম "কাল্‌মাক্"। যিনি যত দুর্দ্দান্ত বলবান্, যিনি যত দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসী হউন্‌না কেন, কেউ যদি তাঁর কাছে কাল্‌মাকের নাম করিত, অমনি তাঁর প্রাণপুরুষ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতো। দস্যুদিগের সম্বন্ধে অন্য কোন পরিচয় জানা ছিলনা, অথচ তাহাদের সরদারের নামটী সর্ব্বত্রে প্রকাশ

হোয়ে পড়ে। শুদ্ধ সরদারের নামটী কি কোরে প্রকাশ হোলো, এই প্রশ্ন পাঠক্ যদি জিজ্ঞাসা করেন্, তাঁর উত্তর এই, গিজ্নিবাসী লোকেরা এই কথা বলে, সেই সকল সর্ব্বগ্রাসী দুর্ব্বৃত্ত অপহারকেরা এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠাইত, যথা,— "তুমি আমাদের চিহ্নিত লক্ষ্যভাজন হইলে," যে অর্থ তাহাকে দিতে হবে, তার পরিমাণও ঐ পত্রে নির্দ্দিষ্ট করা হইত। এই পত্রের স্বাক্ষর স্থলে বড় বড়, স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে, কালমাকের নাম অঙ্কিত থাকিত, ঐ নামের নীচে দুটী কৃষ্ণঢেরার মধ্যে লোহিত বর্ণে চিত্রিত একখানি ছোরার প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত থাকিত। এই পত্র প্রাপ্ত হবার পুর্ব্বে লক্ষিত ব্যক্তির সদর দরজার্ গায় একটী কৃষ্ণ ঢেরার চিহ্ন দেওয়া হইত, সেই কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নটী সহরের যাবদীয় লোক স্পষ্ট দেখিতে পাইত, পত্র খানি যে আজ কাল কি দুচার দিন্ বিলম্বে তাঁর নিকটে অবশ্যঅবশ্যই পৌঁছবে, ঐ কৃষ্ণচিহ্নটী তারি অব্যর্থনিদর্শন। ঐ পত্রের অনাদর কোল্লে যেরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রতিফল দেওয়া হইবে, সে কথা ঐ অর্থদাবির পশ্চাত্তেই শপথবাক্যে লিখেদিয়ে, লক্ষিতব্যক্তিকে পুর্ব্বাহ্নেই সাবধান কোরে দেওয়া হইত। সেই কালান্তক চিহ্নটী দর্শন কোরে সাপেক্ষিত পত্রের বাহককে ধৃত কর্বার নিমিত্ত কতই কৌশল, কতই উপায় করা হয়েছিল, কত লোক কতই অনুসন্ধান কোরে ফিরেছিল, কিন্তু সে সকল চেষ্টা, সে সকল যত্ন কখন সফল্ হতে শোনা যায় নাই। কখন্ কোন্ ব্যক্তি পত্র খানি পৌছে দিত, সে দুরবগাহ সন্ধান জান্বার উপায় ছিল না। যার নামে পত্র, তার কাছে অবশ্যই পৌঁচবে, অথচ কেউই তার সন্ধান জান্তে পাত্তোনা। কি বাড়ির, কি পাড়ার, কোন লোকই বল্তে পাত্তোনা পত্র খানি কি কোরে পৌঁছল! যে অব্যক্ত কৌশলে পত্রখানি লক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞাতে তার বাড়ীতে, কি তার নিকটেই রেখে দিয়ে যাইত, সেটী কাহারও অনুভবের বিষয় ছিলনা। পত্র খানি হয়ত তার বাড়ীর কোন

ফাঁকা জায়গায় পোড়ে থাকত, সুতরাং হঠাৎ কারও নজরে পোড়ে যেতো, নয়ত খাতাপত্রের ভিতরথেকে বেরিয়ে পোড়্‌ত, কখনবা কাপড়ের বোচ্‌কার মধ্যে গোঁজা থাক্‌ত!! যে ব্যক্তির উপর অর্থের দাবি করা হতো, কখনবা স্বয়ং সেই ব্যক্তির কাছেই পত্রখানি পাওয়া যাইত!! নিষ্ঠুর দুরাত্মারা প্রায়ই হাজার থান মোহর চাহিয়া পাঠাইত। নিশীথ রাত্রে সহরের বাহিরে ময়দানের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে সেই লক্ষিত ব্যক্তিকে স্বয়ং পৌছিয়ে দিতে বলিত। সেই প্রগল্‌ভ পত্র খানির নামও "কাল্‌মাক," লোকের মুখেশোনা যায় একটী মহাজন ঐ কালমাক পেয়ে কতকগুলি হাতিয়ারবাঁধা লোক সঙ্গে কোরে যথা নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি এই মনে করেছিল, দুর্ব্বার দস্যুরা যখন টাকা লইতে আসিবে, সেই সময় তাহাদিগ্‌কে ধৃত করিবেন্। রাত্র প্রভাত হলো, কাকেও দেখ্‌তে পেলেন্ না, সুতরাং অর্থগুলি লয়ে গৃহে ফিরে এলেন, অর্থগুলি দিতে হোলো না বোলে আহ্লাদে মহা আস্ফালনও কোত্তে লাগ্‌লেন! দুর্হৃদয় দস্যু-দিগের পত্রের মান রক্ষা করাই কিন্তু তাঁর পক্ষে কল্যাণকর ছিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই লোকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে, সেই ব্যক্তি শবা-কার হোয়ে পথের মধ্যে পোড়ে আছে! নিদারুণ দস্যুরা অপঘাত দ্বারা তাঁর প্রাণ নষ্ট করেছে!!

এক কালের তত সুখসৌষ্ঠবের সহর গিজ্‌নি ইদানীং শুদ্ধ হাহা-কারের আলয় হোয়ে উঠ্‌লো। না জানি কখন্ কার্ প্রাণ যায়, কখন কি বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় লোক আহারনিদ্রা পরিত্যাগ কোল্লে, অর্থ আর প্রাণ লয়ে দিবারাত্র শসব্যস্ত। স্ত্রীলোকেরা স্বামীহীনা হোয়ে পথেপথে হাহাকার কোরে ফিত্তে লাগ্‌লো, পিতা পুত্রশোকে, পুত্র পিতৃশোকে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, অনাথঅনাথা বালকবালিকার করুণা-গর্ব্ভ রোদনধ্বনিতে সহরের শ্বাসাবরুদ্ধপ্রায় হলো, আহ্নিক পূজা

প্রায় রহিত হবার উপক্রম হলো, লোকের ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্তপ্রায় হলো, চতুর্দ্দিকের বিলাপধ্বনিতে কর্ণ বধির হোতে লাগ্‌লো। হাট বাজার, কার্‌কার্‌বার্‌ বন্ধ হলো, রাস্তা ঘাটে লোক জনের চলাচল প্রায় রহিত হোয়ে পোড়্‌লো। কেউ কাহাকে বিশ্বাস করেনা, এ তারে, সে উহারে, এইরূপ পরস্পর সকলেই সকলকে সন্দেহ কোত্তে লাগ্‌লো, সহরময় সন্দেহের আর অবিশ্বাসের তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌লো। কেউ কাহারে শ্রদ্ধা ভক্তি করে না, গুরুজনের প্রতি মান্য, কি সন্তানের প্রতি স্নেহ, প্রায় উঠে গেলো, লোকে সামান্য ত্রুটীতে পরমমিত্রের জাত-শত্রু হোতে লাগ্‌লো, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হোয়ে সহরময় মহাডামাডোল পোড়ে গেল। কাশ্মীরপ্রভৃতি দেশদেশান্তর থেকে কতশত মহাজন গিজ্‌নি সহরে সমাগত হোতেন, তাঁহাদের আস্‌বার সময়ও নিরূপিত ছিল, যার যখন আস্‌বার সময়, তিনি সেই সময়ে আড়ম্বর কোরে উপস্থিত হোতেনই হোতেন। কিন্তু এক্ষণে আর গিজ্‌নির বাজারে সেরূপ ক্রয়বিক্রয়ের সমারোহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়না, সে সকল মহাজনের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হোয়ে পোড়েছে। এক বৎসর গত হলো, তথাচ সহরে একটীও মহাজন দেখ্‌তে পাওয়া গেল না, আর যে কেউ কখন আস্‌বেন, সে প্রত্যাশাও নাই, তাই মনেকোরে সহর বাসীরা হুতাশে অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌লো। এইরূপ উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্নে কিছুদিন কেটে যায়, ইতিমধ্যে হঠাৎ সহরে জনরব হলো, একটী সওদাগর কাশ্মীর থেকে রওনা হোয়েছেন, সহরে পৌছবার বড় বিলম্ব নাই, বড় বড় গাড়ি বোঝাই কোরে বিস্তর জিনিসপত্র লোয়ে চোলে আস্‌ছেন, লোকমুখে বিপদ ভয়ের কথা শুনেও সওদাগর সে কথা গ্রাহ্য না কোরে নির্ভয় চোলে আস্‌ছেন। এই জনরবও যেমন দিনদিন প্রবল হোতে লাগ্‌লো, লোকের উদ্বেগও তেম্‌নি দিনদিন বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, উদ্বেগ হবার তাৎপর্য্য এই, মহাজনকে নাকি দস্যুদিগের

প্রতি স্পর্দ্ধাকোরে চোলে আসতে হয়েছে, পাছে পথের মধ্যে তাঁর কোন বিঘ্ন ঘটে, তাই লোকের মনে ভয় হোতে লাগ্‌লো। সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পার্‌বে কি না, তাদের মনে সে সন্দেহও হোতে লাগ্‌লো। সওদাগর যেন নিরাপদে পৌঁছিতে পারেন, সেই জন্য সহর-বাসীরা দেবদেবীর কাছে ছাগমেষ মেনে তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লো।

অবশেষে বহুদিনের প্রত্যাশারস্থল সেই সওদাগর স্বভার সম্পন্ন উট্‌দল সঙ্গে কোরে সহরে প্রবেশ কোর্‌বেন, তার দিন নিকটাগত হোয়েছে। যেদিন মহাজনের পৌঁছবার কথা, সেই দিন তার গৌরব-আহ্বানের নিমিত্ত বিস্তর লোক একস্থানে জমা হলো, গিজ্‌নি সহর লোকারণ্য হোয়ে পোড়্‌লো। অনেকে তামাসা দেখ্‌বার আমোদে আমোদী হোয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, অনেকে আবার আপনার আপনার প্রয়োজনের নিমিত্তেও তথায় গমন কোল্লেন। সমাগত দর্শ-কের মধ্যে খোজে নামে এক ব্যক্তি সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। খোজে একজন সহরের নামজাদা সওদাগর, এ ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল সস্তাদরে অনেক জিনিসপত্র খরিদ করেন, সেই মনন কোরেই তিনি বাজারে এসে-ছিলেন। আস্‌বার সময় মনে মনে আশা কোরেছিলেন, বাজারে গিয়ে দেখ্‌বেন, শাল্ রুমাল মতিমুক্তা হীরা জহরত প্রভৃতি বহুমূল্যের সম্পত্তি স্তূপাকার হোয়ে পোড়ে আছে, সহরের তাবত লোক খরিদ কোত্তে ঝুঁকেছে, নূতন মহাজনের নিশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ নাই, খদ্দেরের এত ভিড় যে বিক্রী কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছেনা, সওদাগর শসব্যস্ত হোয়ে পোড়ে-ছেন। কিন্তু খোজে যে সমারোহ দেখ্‌বার আশা কোরে বাজারে এসে ছিলেন, সে আশা অনুরূপ কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না, তার পরিবর্ত্তে এই দেখ্‌লেন, সহরের সমুদয় লোক একটী যুবাকে ঘেরে ঠেসে রয়েছে, সে যুবাটী "আল্লা! আমার দশা কি কল্লি! আল্লা! তোর মনে

কি এই ছিল! আমি এখন যাই কোথায়! দাঁড়াই কার কাছে!" এইরূপ বারম্বার আল্লার নাম লয়ে হাহাকার কোরে মর্ম্মান্তিক রোদন কোচ্ছে, রোদন কোত্তে কোত্তে দর্শকদিগকে সম্বোধন কোরে এই কথা বোল্‌ছে, "আমি বড় হতভাগ্য, আমার দুঃখের কাহিনীটী আপনারা স্থির হোয়ে শ্রবণ করুন্"। করুণাচিত্ত খোজে রাজকান্তিপ্রফুল্লিত একটী নবীন পুরুষকে শোকে অভিভূত হোতে দেখে অতিশয় কাতর হোলেন। সওদাগর জিজ্ঞাসা কোরে শুন্‌লেন, যিনি কাশ্মীর থেকে আস্‌ছিলেন্, যাঁর আস্‌বার কথা অনেক দিন অবধি শোনা যাচ্ছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি. গিজ্‌নি থেকে কয়েক ক্রোশ অগ্রে দুর্দ্দান্ত "কালমাক্" দস্যুরা পথের মধ্যে রাহাজানী কোরে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে। খোজে ঐ কথা শুনে শোকাতুর যুবার নিকটে গিয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "কি! কি হোয়েছে? তুমি কি কাল্‌মাকের হাতে পোড়ে সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছো?" যুবা রোদন কোত্তে কোত্তে বল্লেন্ "আর মহাশয়! কেন আর আমার দুঃখের অনল বৃদ্ধি করেন। আমার যথাসর্ব্বস্ব হাতমুচ্‌ড়ে কেড়ে নিয়েছে, আমি আমার পিতৃদত্ত সমুদয় অর্থ সওদাগরি ব্যবসাতে সমর্পিত কোরেছি, এক্ষণে আমি অনাথা হোয়ে পোড়্‌লেম, হায়! আমি কি হতভাগ্য! এ বিস্তীর্ণ সংসার অরণ্যে বাস কোরে পথের কাঙ্গালী হোলেম্,! হায় আল্লা! তুই আমায় কৃপা কর্! আমায় অশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর্! আমি এখন যাই কোথা! দাঁড়াই কার কাছে!"

খোজে তত মনোহর নবীন পুরুষের দুঃখে অতি কাতর হোয়ে, কালের স্বরূপ সেই দুর্ব্বার পাষণ্ড দস্যুদিগের দৌরাত্মে অধীর হোয়ে, সমাগত লোকদিগকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "হে সহরবাসী ভ্রাতারা! এই দুর্দ্দান্ত ভয়ঙ্কর কাল দস্যুদিগের অনুগত হোয়ে আর আমাদের কত কাল্ চলিতে হইবে! সেই কাল দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়া আমাদের

অর্থের, শুধু অর্থের কেন, আমাদের জীবনেরও পরিত্রাণ নাই। যে সকল সামান্য সামান্য জিনিসপত্রের অভাবে লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, যে সকল অবশ্য আবশ্যকীয় বাণিজ্য দ্রব্যের উপর অবলম্বন করিয়া অন্ন আহারের ন্যায় আমরা কোন রূপে দিনপাত করিয়া থাকি, এবং যাহা নিরীহ সাধু মহাজনেরা আমাদিগের সহরে সময়ে সময়ে আনয়ন করেন, এক্ষণে সে সমুদয় দ্রব্য রাহাজানী দ্বারা অপহৃত হইতেছে, তাহাও আবার অধিক দূরে নয়, আমাদের গৃহের দ্বারে বলিলেই হয়, সহরের প্রাচীরথেকে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের এত নিকটে অপহরণ হইতেছে!! আমরা যে জনকয়েক মাত্র কালদস্যুর হাতে পড়িয়া ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছি, তারা যে আমদের এত লাঞ্ছনা এত দুর্গতি করিতেছে, আমরা যে তথাচ তাহাদের ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছিনা, আমরা যেন সে কালপাষণ্ডদের ক্রীতদাস হোয়ে পোড়েছি, তাই তাহাদের মনে যাহা উদয় হইতেছে তাহাই করিতেছে, হে সহরবাসী ভ্রাতারা! সেটী কি লজ্জার কথা নয়? সেটী কি আমাদের পক্ষে গ্লানির বিষয় নহে? তবে এসো আমরা সকলে একত্র হয়ে একদল সৈন্যের নিমিত্ত বাদসাহের নিকটে প্রার্থনা জানাই, এসো আমরা সকলে একবাক্য হোয়ে আপনাদের ধনপ্রাণের রক্ষক আপ্‌নারা হোয়ে দাঁড়াই"।

বক্তৃতা সমাপ্ত হোলে "ভাল ভাল বোলে" সকলেই তাঁর মতে মত দিলেন, খোজের অভিমত্ মত সৈন্যের নিমিত্ত বাদশাহের কাছে দরখাস্ত কোত্তেও চোল্লেন! পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্য কাশ্মীর মহাজনের উপকারের নিমিত্ত একটী মাথট্ করা হয়, সেই জন্যে খোজে সকলকে পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন। সওদাগর বোল্লেন, "যে ব্যক্তি আমাদের অনুরোধে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ কোরে বিদেশ যাত্রা কোরেছে, যে ব্যক্তি পথের মধ্যে এত বিপদাপন্ন হোয়েছে যে,

কেবল কোনগতিকে প্রাণদান পেয়ে পালিয়ে এসেছে, এবং যেব্যক্তি আপনার জীবন সংশয়াপন্ন কোরে বাণিজ্যবৃত্তির মহিমা রক্ষা কোরেছে; তার প্রতি কৃপা কোল্লে জগদীশ্বর আপনাদের প্রতি কৃপা কোরবেন। এব্যক্তি শুদ্ধ আমাদের অনুরোধেই যেরূপ দুরূহ দুঃসাহসে ঝম্প প্রদান কোরেছে, তাতে কোরে তার প্রাণ হারানো বিচিত্র কথা ছিল না।" শোকাভিভূত বিষণ্ণচিত্ত কাশ্মীর মহাজন অমৃতরসের ন্যায় ঐ সকল প্রতিবেদনার কথা শ্রবণ কোরে, খোজের পদতলে পোড়ে কৃতজ্ঞতারূপ অশ্রুবর্ষণ কোত্তে লাগলেন, যুবাকে তত কাতর হোতে দেখে, অনেক প্রধান প্রধান সওদাগর তাঁর দুঃখের আশুপ্রতিকার করবার নিমিত্ত চাঁদার বহিতে দস্তখত কোত্তে স্বরু কোল্লেন।

খোজে যেমন সদয়চিত্ত, তেমনি আবার আতিথ্যানুরক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় কাশ্মীর সওদাগরকে আপনা হোতে তাঁরগৃহে বাস কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন। যে ব্যক্তি এমনতর অনুপায় হোয়ে পোড়েছে, তার পক্ষে এ অনুরোধ কখন অনাদরের হোতে পারেনা, তাই যুবা ঐ আমন্ত্রণ পেয়ে, ধীরস্বভাব আতিথ্যপ্রিয় সুপ্রাজ্ঞবর খোজের অনুগামী হোয়ে তাঁর প্রশান্ত উদারাবাসে চলে গেলেন।

খোজের কন্যা খোজেস্তা তাঁর ঐ একটী মাত্র সন্তান। খোজেস্তা, পিতাকে একটী অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোত্তে দেখে, অল্প বিস্মিত হলেন না। খোজেস্তা শুনলেন সেই অপরিচিত যুবা তাঁর পিতার সঙ্গে একবাড়িতে বাস কোরবেন, ঐ কথা শুনে যুবতী আরও হতবুদ্ধি হলেন। খোজে তাঁর অতিথিকে যেরূপ দুরাবস্থা প্রাপ্ত হোয়েছেন, সেই কথা কন্যাকে অবগত কোরিয়ে বল্লেন, যুবা যেকয়েকদিন তার গৃহে অবস্থিতি কোরবেন, তাঁর প্রতি যেন যত্নের কি সমাদরের ত্রুটী না হয়। খোজেস্তা সেই প্রিয়বক্তা, সদ্ব্যবহারপ্রাজ্ঞ অতিথের চারুকোমল প্রকৃতি দর্শন কোরে, তাঁর দেবোপম

প্রশান্তস্নিগ্ধমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে বিমুগ্ধ হলেন, তাই অপরিচিতের প্রতি যত্নের নিমিত্ত যুবতীকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ কোত্তে হলোনা, যেমন অবস্থা, খোজেস্তা তার মত ব্যবস্থা কোরে বাসসুখের তাবৎ আয়োজন প্রস্তুত কোরে দিলেন। খোজেস্তার বিবাহ হয় নাই, বালা এ পর্য্যন্ত অপরিণীতা যুবতী। মহিলাদের মধ্যে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রবৃত্তির প্রবাহ হোয়ে থাকে, খোজেস্তার মনের অবস্থা সেরূপ ছিলনা, অনেকের স্বভাব অপেক্ষা যুবতীর স্বভাব বিস্তর বিভিন্ন। খোজেস্তা বিনোদ বেশ কোরে শরীরের কান্তি উদ্দীপ্তকোত্তে শিক্ষা করেন্ নাই, মণিময় হারের প্রতি তাঁর রুচি ছিলনা, রত্ন অলঙ্কার পোত্তে তাঁর প্রবৃত্তি হোতোনা, তাঁর চারুকণ্ঠ কি কোমলবাহু কখন হিরা মুক্ত স্বর্ণে জড়িত হোতে দিতেন না, বালার কবরী কখন রত্নে খচিত হোয়ে বিজলিপ্রভা দীপ্ত কোত্তোনা, তাঁর পদ্মনেত্র দুটী বিনোদরাগে রঞ্জিত কর্‌বার নিমিত্ত তাঁকে কখন এক খানি দর্পণ নিয়ে ক্রমাগত ২।৩ ঘন্টা বোসে থাক্‌তে দেখা যাইত না। বালার সমবয়সী মহীলারা কতপ্রকার সরস্ ভঙ্গিমায় কেশতরঙ্গের বিন্যাস কোরে চারু শোভার আড়ম্বর কোত্তেন; দেখে বোধ হত্তো যেন কৃষ্ণকুন্তলদামের বিজলিছটা যুবতীর লাবণ্য বেয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌ছে। আমাদের খোজেস্তা কিন্তু সেরূপ বিনোদাড়ম্বর ভাল বাসিতেন না, সে সকল গর্ব্বপূর্ণ অসার অভিমানের পরিবর্ত্তে যুবতী বরং তাঁব বৃদ্ধ পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন কোত্তেন, পিতা কিসে সন্তুষ্ট থাক্‌বেন, কিসে তাঁর কষ্ট দূর হবে, সেই যত্নই অধিক কোত্তেন, তাতেই তাঁর অধিক সময় অতিবাহিত হত্তো, এতদ্ভিন্ন এক জন বহুদর্শী প্রবীণ বিজ্ঞ মহাজনের ন্যায় সওদাগরের কার্ কার্‌বার সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্মও নির্ব্বাহ কোত্তেন। খোজেস্তা এক্ষণে ১৭বৎসরে পদার্পণ কোরেছেন। সওদাগরের চিরকুলপ্রথা এই, তাঁদের কন্যা শৈশবকালেই বাগ্‌দত্তা হন্।

খোজেস্তার কিন্তু এপর্য্যন্ত বাগ্‌দান হয় নাই,—তাঁর বিবাহের কথা এপর্য্যন্ত কারও সঙ্গে স্থির হয় নাই, এটী কিন্তু তাঁদের কুলাচারের বহির্ভূত কার্য্য। বালার ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তাঁর মাতা পরোলোক গমন করেন, বাণিজ্যের অনুরোধে তাঁর পিতাকেও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ কোত্তে হোয়েছিল, সওদাগরের একটী ভগিনী ছিলেন, বিদেশ যাবার সময় ঐ সহোদরাকে কন্যার অভিভাবক কোরে রেখে যাইতেন্। মহামতি ভগ্নি মনে কোত্তেন বিচারমত তিনি তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহের পত্র কোত্তে পারেন্ না, সে অধিকার তাঁর নাই, তাই কন্যাকালপ্রাপ্ত অথচ বাগ্‌দানে অনাবদ্ধ ১৭ বৎসরের খোজেস্তাকে তাঁর পিতার হস্তে সমর্পণ কোল্লেন। খোজে অনেকদিন প্রবাসে বাস কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোল্লেন, তাঁর অভিপ্রায় আর কথন বিদেশে গমন কের্‌বেন না। তাঁর পরমাসুন্দরী অথচ অতি বুদ্ধিমতি কন্যারত্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে সুখে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনের মুখে দুহিতার গুনানুবাদ শ্রবণ কোরে আরও প্রফুল্লিত হোলেন। কালক্রমে অনেক উপলক্ষে কন্যার অচলাপ্রকৃতি অনুভব কোত্তে লাগ্‌লেন, অভিন্ন সওদাগর দেখ্‌লেন তাঁর কন্যা ন্যায়বাদিনী, সত্যসন্ধানকুশলা, স্থিরপ্রজ্ঞা, নিশ্চিতকর্ম্মা এবং মীমাংসাচতুরা, বিশেষতঃ শুভঙ্করী বিদ্যায় এবং লিখন্ পঠনে দুহিতার বিস্তর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে দেখ্‌তে পেলেন্। বালা ঐ সকল গুণের প্রভাবে বাণিজ্য কার্‌বারে তাঁর পিতার একজন বিচক্ষণা সহায়িনী হোয়ে দাঁড়ালেন্। সওদাগর এই সকল গুণে মুগ্ধ হোয়ে তাঁর কন্যা যে বাগ্‌দত্তা হন্ নাই, তার জন্য দুঃখিত হোলেন্ না, বরং মনে মনে ভাব্‌লেন তিনি যত দিন বেঁচে থাক্‌বেন, তত দিন যেন বিবাহের কথাই উত্থাপিত না হয়, তা হোলে কন্যারত্নের দর্শনে বঞ্চিত না হোয়ে দিবারাত্র বালাকে চক্ষের উপর দেখ্‌তে পাবেন, অভিন্ন কার্‌কার্‌বার সম্বন্ধে তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকারও

পেতে পারবেন। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনার উপর সওদাগরের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মেছিল, তাই তাঁর স্থির জানা ছিল, বালা যেরূপ বুদ্ধিমতি, তিনি যদি কখন স্বামী গ্রহণ কোত্তে ইচ্ছা করেন, তবে সৎপাত্রের উপরেই অনুরাগিনী হবেন, অসৎপাত্র কখনই তাঁর মনে স্থান পাবেনা। এই বিবেচনার অনুগামী হোয়ে সওদাগর মনে মনে স্থির কোল্লেন, কন্যার বিবেচনায় যা ভাল বোধ হয়, তাই সে করুক, তিনি তার মতামতের উপর কোন কথাই বোল্‌বেন্ না, তাই খোজেস্তার প্রীতি কে অনুরাগী হোলো আর না হলো, তিনি সে বিষয়ের কোন সন্ধান রাখ্‌তেন্ না, সেটী কিন্তু বড় বিচিত্র কথা নয়, যেহেতু তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল, কন্যার মতামতের উপর তিনি হস্তক্ষেপ কোর্‌বেন্ না। খোজের প্রাচীন বন্ধু খোদাদত্ সওদাগরের পুত্র হামেত্। হামেত অতি সুবাপুরুষ, তাঁর হৃদয় খোজেস্তার অনুরাগে প্লাবিত হয়, খোজে কিন্তু সে বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন্ না। তিনি জান্‌তেন হামেত একজন হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায় যুবাপুরুষ, অতিশয় পরিশ্রম কোত্তে পাত্তেন, তাতে তাঁর আলস্য ছিলনা, মিষ্টভাষী, সরলচিত্ত, অথচ নিতান্ত অচতুর, তাঁর এমন্ কোন গুণ ছিলনা যে, যুবতীদের অনুরাগের পাত্র হন্, তাই সওদাগর মনে কোরেছিলেন এ ব্যক্তি তাঁর কন্যার স্নেহমুগ্ধ কোমল অনুরাগ উদ্দীপ্ত কোত্তে পার্‌বে না, হামেত্ সেরূপ উপযুক্ত পাত্রই নহে। যুবা হামেত্ খোজেস্তার বুদ্ধিপ্রভাবের অতিশয় গৌরব কোত্তেন্, যুবতীর রূপলাবণ্য দেখেও দিন দিন্ মুগ্ধ কোত্তে লাগ্‌লেন্। হামেত্ আপনার অন্তঃকরণের কথা খুলে বোল্‌তে পাত্তেন্ না, তাঁর মন সংশয়ে মগ্ন হোয়ে ছিল, যেহেতু তাঁর তাদৃশ গুণও ছিলনা, রূপও ছিলনা, সুতরাং খোজেস্তার প্রণয়াস্পদ হবেন, এ আশা কোত্তে তাঁর সাহস হতোনা, তাই সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হোয়ে মনে মনে ম্লান হোয়ে থাক্‌তেন। হামেতের কিন্তু ঐ সঙ্কুচিত ম্লান মূর্ত্তি খোজেস্তার

পক্ষে মহা অনুরোধেরস্বরূপ হলো, তাই বালা তাঁকে নিরীহ হামেত্ বোলে ডাক্তেন। হামেত্ যে দিন সাক্ষাৎ কোত্তে নাপাত্তেন, সে দিন খোজেস্তা নৈরাশ হবার অপেক্ষাও অতিরিক্ত দুঃখিত হোতেন্। যুবারা প্রায়ই কবিদিগের কাব্য রসের আড়ম্বর কোরে প্রণয়িনীর গৌরব বাড়িয়ে থাকেন, যুবতীর মন প্রফুল্লিত কর্বার নিমিত্ত কবি উক্ত সরস প্রাঞ্জল বাক্যছটাও অবলম্বন কোরে থাকেন। হামেত্ কিন্তু সেরূপ মনমুগ্ধকর বিদ্যায় দিক্ষিত ছিলেন না, কিরূপ স্তুতিমিনতি কোরে প্রণয়িনীর স্তব কোত্তে হয়, সে বিদ্যা তিনি ভুলেও শিক্ষা করেননি। সে বিদ্যা নাই জানুন, আর নাই শিক্ষা করুন, হামেত্ যে মনে মনে খোজেস্তাকে কত ভালবাস্তেন, তাঁর কত গৌরব, কত সমাদর কোত্তেন, সেটী তাঁর ভাব ভঙ্গিমা আর ব্যবহার দেখে স্পষ্ট অনুভূত হইত। হামেত্ প্রথম প্রথম খোজেস্তার যেরূপ গৌরব যেরূপ সমাদর কোত্তেন, সেই গৌরব সেই সমাদর ক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হোয়ে সুস্নিগ্ধ কোমল প্রণয়রাগে পরিণত হয়। ইদানীং হামেত্ জান্তে পেরেছিলেন্, তাঁর উপর খোজেস্তার অনুরাগ জন্মেছে, তাই যুবা নিত্যই মনে কোত্তেন্ আজ্ আমি অবসর পেলেই খোজেস্তাকে অন্তঃকরণের কথা খুলে বোল্বো, কিন্তু যুবতীর কাছ্থেকে বিদায় হোয়ে যাবার সময় তাঁর সে অন্তরের কথা অন্তরেই নিমগ্ন থাক্তো, সাহস কোরে প্রকাশ কোত্তেপাত্তেন না। হামেতের মনে এই উদয় হোতে লাগ্লো, খোজেস্তা যদি তাঁর অনুরাগের সমাদর না করেন্ তবে তাঁর বেঁচে থাকা কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়। কত ভয়, কত সংশয়, কত চিন্তা সমুদিত হোয়ে যুবার মন মন্থন কোত্তে লাগ্লো, কাল্ দুর্ভাবনা তাঁরে যেন উন্মত্ত কোরে তুল্লে, হামেতের মনে ঘোর দুশ্চিন্তার তোল্পাড় হোতে লাগ্ল, তাঁর চক্ষে সংসারাশ্রম কন্টকময় জ্ঞান হোতে লাগ্ল, তাই আর সহ্য কোত্তে না পেরে হামেত্ শেষে প্রতিজ্ঞা

কোল্লেন, আজ্ আমার মনোকষ্টের পূর্ণ আহুতি দিব, আজ্ আমি আমার প্রণয়ারাধ্য খোজেস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেই বোল্‌বো, "খোজেস্তা! আর আগুণ বাড়িও না, আর আমি দগ্ধ হোতে পারিনা, তুমি আমায় পাণি গ্রহণ কোত্তে অনুমতি কর"। এইভাব মনে যেমন উদয় হোয়েছে, হামেত অমনি তাড়াতাড়ি খোজের বাড়ীতে চোলে গেলেন্। যে ঘরে সওদাগরের কন্যাকে নিত্যই একাকিনী বোসে থাক্‌তে দেখ্‌তেন, সেই ঘরে যেমন প্রবেশ কোত্তে যাবেন্, অম্‌নি একটী পুরুষের কণ্ঠস্বর তাঁর কাণে প্রবেশ কোল্লে, সেই সঙ্গেসঙ্গেই আবার খোজেস্তার হাস্যরব শুন্‌তে পেলেন, যুবা অম্‌নি শিউরিয়ে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি গোপনে কাণ পেতে শুন্‌ছেন, এসন্দেহ কেউ না কোত্তে পারে, বিশেষতঃ ঘরের মধ্যে কি কৌতুক, কি পরিহাস হোচ্ছে তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত ব্যাগ্র হোয়ে, হামেত্ সহসা গৃহের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেন খোজেস্তা একটী দেবকান্তিবৎ সুপুরুষ যুবার সঙ্গে কি গল্প কোচ্ছেন, যুবার আকৃতি তিনি কখন পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই। হামেত্ দেখ্‌লেন্ তাঁরে দেখে খোজেস্তা লজ্জিতা হোয়ে জড়্‌বড়িয়ে গেলেন, কিন্তু যুবতীর মিত্র তাঁর মধুর মূর্ত্তি আকুঞ্চিত কোরে নিষ্ঠুর কোপভঙ্গী দ্বারা অসন্তোষ জনালেন, সহসা গৃহে প্রবেশ কোরেছেন্ বোলেই অসন্তোষ জনালেন্। এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখেশুনে হামেতের পণপ্রতিজ্ঞা তত দৃঢ় হোয়েও প্রাতঃসূর্য্যের অগ্রে শিশির বিন্দুর-ন্যায় তিরোহিত হোয়ে গেল। হামেত তখন সেখানথেকে চোলে যাবার মনন্ কোল্লেন্, খোজেস্তা তাঁর মনোকষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন্। হামেত্ দেখ্‌লেন বিদেশী পুরুষ তাঁর কষ্টে প্রফুল্লিত হোয়েছেন, তাই যুবা ওখান্‌থেকে চোলে যান্ যান্, এমন সময় খোজেস্তা উঠেদাঁড়িয়ে মধুর ছটায় হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বোল্লেন্ "এসো ভাই হামেত্, আমিও মনে কোচ্ছিলেম্ তোমায় ডাক্‌তে পাঠাই, আমাদের অতিথি বন্ধু কেসোয়াৎ খাঁর

সঙ্গে তোমার আলাপ হয় আমার বড়ই ইচ্ছা। কেসোয়াৎ খাঁ একজন কাশ্মীর সওদাগর, ওঁর বড় মন্দ অদৃষ্ট, কাল আমাদের হতভাগ্য গিজ্‌নি সহরে উপস্থিত হোয়েছেন্” হামেত্ মনে কোল্লেন তবে এ ব্যক্তি দুরবস্থায় পোড়ে আশ্রয় লোয়েছে, তাই তৎকালীন রাগ দ্বেষ ভয় বিস্মৃত হোয়ে অম্লান মনে কাশ্মীর মহাজনের যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন্, তাঁর সর্ব্বসান্ত হওয়ার কথা উথাপন কোরে বিস্তর আক্ষেপও কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন নিজের ক্ষতি হোয়েছে এইরূপ দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন্। কাশ্মীর সওদাগর হামেতের সকল কথার উত্তর কেবল একবার ঘাড় নেড়েই সেরে দিলেন্, মুখে কোন কথাই বোল্লেন্ না, তার পর আপনার স্থানে গিয়ে বোসে, পূর্ব্বের মতন স্থির প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হোয়ে, খোজেস্তার সঙ্গে গল্প যুড়ে দিলেন, সে স্থানে যেন তিনি আর খোজেস্তা বই দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলনা, এইরূপ ভঙ্গি কোরে, চুট্‌কি চুট্‌কি গল্প তুলে, আমোদ প্রমোদের, হাস্য পরিহাসের, অনুনয় বিনয়ের, মহা আড়ম্বর ফেঁদে বোস্‌লেন, সে গুলি যেন তীর হোয়ে হামেতের হৃদয় ভেদ কোত্তে লাগ্‌লো। কেসোয়াৎ খাঁর গল্পের তাল ভঙ্গ ছিলনা, খোজেস্তা শুন্‌তে শুন্‌তে তারি মধ্যে যখন্ একটু ফাঁক্ পাচ্ছিলেন, সেই সময় “হামেত! তুমি কেমন্ আছ, তোমার পিতা কেমন আছেন” এই সকল কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। খোজেস্তার অমৃতময় স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে হামেতের মন অনেক সুস্থির হলো সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ভাবনার শেষ হোলো না, হামেত তাঁর মনোকষ্ট থেকে এক কালীন অব্যাহতি পেলেন্ না। যুবা মনের ভাব ঢাক্‌বার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন কোচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু সে যত্ন সফল কোত্তে পাল্লেন্ না। যে নায়কের হৃদয় সংশয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর যদি প্রণয়ের প্রতিবাদী থাকে, কি তাঁর মনে যদি সন্দেহও হয় এক জন প্রতিবাদী আছে, কি যদি প্রণয়িণীর বাছে সেই প্রতিবাদীকে উপস্থিত

থাক্‌তে দেখেন, তবে তাঁর মন প্রণয়াভিলাষে আরও দ্বিগুণ উন্মত্ত হয়, তাঁর যেন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন তাঁর এইরূপ জ্ঞান হয়। হামেত্ খোজেস্তার গৃহে পদার্পণ কোরেই মনোহত হোয়ে হতবুদ্ধি হতজ্ঞান প্রায় হন, এক্ষণে কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা সেরূপ নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ, অনেক সচ্ছন্দ হোয়েছে, শুধু সুস্থসচ্ছন্দও নয়, তাঁর মন এখন প্রণয়রাগে দ্বিগুণ মত্ত হোয়ে উঠেছে, তাই যুবা মনে মনে স্থির কোল্লেন্ একবার অবসর পেলেই খোজেস্তাকে তাঁর অন্তঃকরণের কথাগুলি প্রকাশ কোরে বোল্‌বেন, কিন্তু আজ সে অবকাশ পাবার কোন আকার নাই, কেসোয়াৎখাঁর গল্প বানপ্রবাহের ন্যায় মহাতোতে একটানা চোলেছে, তাল ফাঁক যাচ্ছেল না, তাঁর ভাবগতি দেখে বোধ হলোনা আজ তিনি মনোমর্যী খোজেস্তার মধুর সম্মুখ থেকে হঠাৎ উঠে চোলে যাবেন। হামেত্ দীর্ঘনিশ্বাসের উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, বিশেষতঃ তাঁর কাল্ প্রতিবাদী প্রণয়িনীর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস কোচ্ছেন, তাই ভেবে আরও ব্যাকুল হোতে লাগ্‌লেন, কিন্তু একটী কথা মনে পড়াতে অমৃত বর্ষণ হোয়ে তাঁর তত ঈর্ষাদগ্ধ মন শান্তিরসে স্নিগ্ধ হলো। হামেত্ বিবেচনা কোল্লেন কাশ্মীর সওদাগরের সঙ্গে খোজেস্তার দুদিনের আলাপ বই নয়, তাই তাঁর মনে অনেক সাহস হোলো, ঐ সাহস নিক্তির অপর পাল্লায় রেখে ভাব্‌লেন, তবে আর আমি ভয় করি কেন, বরং এখন রাগ দ্বেষ ভয়কে পরাস্ত কোল্লেম্ মনে করা উচিত্। হামেতের বদন আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, তাঁর চক্ষু দিয়ে আহ্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগ্‌লো, এখন তিনি প্রফুল্লিত হোয়ে হৃষ্ট মনে আলাপ কোত্তে বোস্‌লেন। একথা সেকথার পর হামেত্ একবার মাথা তুলে কাশ্মীর যুবার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেন, কেসোয়াৎখাঁ হয় তাঁর অন্তঃকরণের কথা জান্‌তে পেরেছেন, নয় তাঁর মনের ভাব অনুভব কোত্তে পেরেছেন। হামেত

দেখলেন, কাশ্মীর যুবা কুটীল কটাক্ষপাত কোরে মনের অসন্তোষ ভাব ব্যক্ত কোচ্চেন, তাঁর অন্তঃকরণ ক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছে, তাঁর পুরুষবৎ চারু কমনীয় মুর্ত্তি এত ম্লান এত বিবর্ণ হোয়ে পোড়েছে যে, হামেত্ সে মুর্ত্তি দেখ্‌তে নাপেরে অন্য দিকে চক্ষু ফির্‌য়ে নিলেন্, নিয়ে মনে কল্লেন্ তিনি যেন এখন সুস্থ হোলেন্।

কাল্‌গাক্ এবং কাল্‌মাকের দল্‌বল্ সম্বন্ধে গল্প চোল্‌ছিল, কি উপায়, কি কৌশল কোল্লে তারা নিপাত হয়, সেই কথাই হোচ্ছিল। কেনোয়াৎ খাঁ, যিনি সম্প্রতি তাদের হাতে পোড়ে সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছেন, রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে তাদের গালিমন্দ দিচ্ছিলেন, বিশেষতঃ তাদের সরদার ডাকাতের উপর আরও রেগে রেগে ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে, মহাআস্ফালন্ কোরে বোল্‌ছিলেন "এক দিন সেই কালপাষণ্ডের সঙ্গে তল্‌ওয়ারে তলওয়ারে সাক্ষাত্ হয় তো ভাল হয়,' আবার আক্ষেপ কোরে একথাও বোল্লেন্ "কি কোর্‌বো, অর্থ নাই, নচেৎ চোনা চোনা জন্ কয়েক মুষ্ক চোয়াড় চাকর রেখে দিতেম, তাদের লোয়ে ডাকাত্-দের নির্জ্জন অন্ধকূপে গিয়ে মহামারি কোত্তেম, তাদের জড়শুদ্ধ নিপাত্ কোরে দিতেম" হামেত নীরব হোয়ে শুন্‌ছিলেন্, খোজেস্তার ইচ্ছা হামেত্ একথার কি উত্তর দেন তাই শুনেন্। যুবতীর নিজের কি মত্ তাই বোল্‌বেন্, এমন সময় তাঁর পিতা সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হলো। হামেত্ বোল্লেন্ "আসুন, কি খবর মহাশয় ?"

খোজে। "পুত্র ! খবর আরকি ! মন্দ খবর ! আজ প্রাতে যখন তুমি বাড়ীর বার্ হও, তখন তোমার চক্ষুদুটী কোথায় ছিল"।

হামেত্ অবাক্ হোয়ে খোজের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রোইলেন, ও কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাল্লেন্ না।

খোজে। অবাক্ হোয়ে রইলে যে! বলোনা? তোমার চক্ষুদুটী তখন্ কোন্ দিকে ছিল? তোমাদের দর্জার্ গায় কালের স্বরূপ সেই কৃষ্ণ ঢেরার চিহ্ন কি দেখ্তে পাওনি!"

"হা আল্লা! সত্য সত্যই কি তাই ঘটেছে!" এই কথা বোলে হামেত্ চীৎকার কোরে উঠ্লেন্। "আমরা তো তার কাল্কোপে পোড়েইছি, এর্ পর্ না জানি আরও কত ব্যক্তিকে তার কোপাগ্নিতে পুড়ে মোত্তে হবে! দুর্ব্বার কাল্যাকের কি যম্ নেই?"

কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন্ "ইটী প্রকৃত অদ্ভুত কাণ্ড, আমি মনে কোরে ছিলেম্ দুর্দ্দান্ত দস্যুরা সম্প্রতি আমার কাছ্ থেকে লুঠ কোরে যা পেয়েছে, তাই লয়েই তারা কিছু কাল্ সন্তুষ্ট থাক্বে, আবার যে এত শীঘ্র শীঘ্র নিরীহ গিজনিবাসীদের উপর উৎপাৎ আরম্ভ কোর্বে এটী স্বপ্নের অগোচর। হে আল্লা! এ পাষণ্ডদের যেন নরকে বাস্ হয়"। এই কথা বোল্তে বোল্তে কেসোয়াৎ খাঁর দুই চক্ষুদিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগ্লো, সাধুবৎ ক্রোধে তাঁর সর্ব্বশরীর দিয়ে যেন তেজোরাশি প্রদীপ্ত হোতে লাগ্লো।

হামেত্ তাঁর বিষন্নচিত্ত পিতাকে সান্ত্বনা কর্বার্ জন্য বাড়ীতে যাবেন বোলে উঠে দাঁড়ালেন্, খোদা হাফেজের নামোল্লেখ্ কোরে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় হোলেন, কিন্তু ঘরের বার্ হোতে না হোতে, খোজেস্তা দরজা খুলে বাইরে এসে ইশারা কোরে ডেকে বোল্লেন "হামেত্, একটা কথা বলি শুনে যাও"। দুজনে চোলে গিয়ে একটী কাম্রার মধ্যে প্রবেশ্ কোল্লেন্ "হামেত্! দোহাই আল্লার! আজ প্রাতে তোমায় বড় ম্লান দেখেছি, কেন বল দেখিন্?"

হামেত্ বোল্লেন্ "আমি কিছু তখন দরজার কৃষ্ণ ঢেরা দেখে আসিনি, তবে আমার মন অন্যরূপ দুর্ভাবনায় নিমগ্ন ছিল, আমি মনে কোরেছিলেম্ এখানে এসে তুমি এক্লা আছ দেখ্তে পাবো"।

খোজেস্তা। "তাই বটে! তুমি আমায় একলা দেখতে পাওনি সত্য, তাই জন্যেই কি তোমার চেহারাটি তত মলিন্ দেখ্‌লেম্ ?"

হামেত্। "আমি দেখ্‌লেম্ তুমি বেস্ আমোদে আছ, তার জন্যে আমি কেন দুঃখিত হোতে যাবো, দুঃখিত্ হবার্ কি সম্বন্ধ আছে? সে কথা সত্য বটে, কিন্তু খোজেস্তা! আমি কিন্তু দুঃখিত্ না হোয়ে থাক্‌তে পাল্লেম্ না, আমায় যেন কেউ ধোরে বেঁধে জোর্ কোরে দুঃখিত কোল্লে, তোমায় হঠাৎ অন্য পুরুষের সঙ্গে হাস্য কৌতুক কোত্তে দেখে, আমার যেন অন্তর্দাহ হোতে লাগ্‌লো, প্রাণের ভিতর যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হোয়ে যেতে লাগ্‌লো"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "হামেত! তুমি তাই এক রকমেরি লোক্, তবে কি আমি মুখে দুটো আমোদ আহ্লাদও কোর্‌বোনা"।

হামেত্। "কোর্‌বেনা! সে কি কথা! এ কথা কে বলে! আল্লা করুণ তুমি কেবল আমোদ আহ্লাদ কোরেই বেড়াও; তুমি আমোদ আহ্লাদ কর্‌বার উপযুক্ত পাত্রী"।

খোজেস্তা। "ভাল, সেই কথাই ভাল, হামেত্! যাই হোক, অতিথ্‌টীকে পেয়ে বড় সুখি হোয়েছি, সে কথা আমি আপন মুখেই ব্যক্ত কোচ্ছি। আর—"

"সে কথা বোল্‌তে হবে কেন, আমি তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি," হামেত্ হঠাৎ এই কথা বোলে বোল্লেন্ "ঐ দুইটী পদ্ম চক্ষু পূর্ব্বে কখনই তত প্রফুল্লিত হোতে দেখিনি, তাতেই বেশ্ জান্‌তে পেরেছি তুমি সুখি হোয়েছো, তদ্ভিন্ন সওদাগর দেখ্‌তেও অতি সুপুরুষ, আর—" খোজেস্তা অম্‌নি বোল্লেন "তুমি বুঝি মনে কোরেছো দুদিনের আলাপ হোয়েই আমি তার রূপগুণে একবারে ঢোলে পোড়েছি। হামেত্! তা নয়, তবে সে ব্যক্তি সভ্য ভব্য ভাল, তা মিথ্যা কথা বোল্‌বো কেমন কোরে"। হামেতের যেন অনুমান হলো, এই কথার পরেই একটী মৃদুমন্দ

গভীর নিশ্বাসপাত হোলো। যুবা নায়ক বোল্লেন্ "তার সন্দেহ কি, সে ব্যক্তি বেশ্ খোস্ আলাপী, বেশ্ খোস্ মেজাজী"।

খোজেস্তা বোল্লেন্ "আহা! সত্যই বটে, তিনি একজন প্রকৃত উপস্থিত বক্তা, কথার ছটাও ভাল, তাতে আবার রসও বেশ্ আছে, সরস্ উত্তর তাঁর পেটে যেন জাওয়ানো আছে, স্বভাবও বেশ আমুদে, এত যে দুরাবস্থায় পোড়েছেন, তবু তাঁর মেজাজ আমোদের উপরেই আছে। তা যাহোক, হামেত্! আজ প্রাতে তুমি তত মন ভার কোরে ছিলে কেন? ডাকাত্‌দের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনে সে ব্যক্তি যখন বীরক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছিল, তাঁর চোক্ মুখ্ দিয়ে যখন বীরতেজ ফেটে বেরুচ্ছিলো, তখনও তুমি বোবার ন্যায় হতভম্বা হোয়ে বোসে ছিলে, কেন বল দেখিন্?"

হামেত বোল্লেন্ "অচেনা কি অজানা লোক কাছে থাক্‌লে আমি সাবধান হোয়ে চোপে থাকি, মুখে তত বড়াই করি না; কিন্তু কাজের সময় সকলের আগে মাথা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছি"। খোজেস্তা বোল্লেন "হামেত্! তোমার এই সদ্বিবেচনার অনাদর কোত্তে পারিনে সত্য, আমি কিন্তু অতিশয় তেজস্পুঞ্জ বীরাস্ফালন্ দেখ্‌তে বড় ভাল বাসি। কেসোয়াৎ খাঁ বেশ এক জন সদ্বক্তা, তাঁর বীরবীক্রমের বাক্য শুনে, তাঁর বীরক্রোধের অঙ্গভঙ্গিমা দেখে, বোধ হয় যেন তিনি কাল্‌মাকের সঙ্গে সত্যসত্যই লড়াই কোচ্ছেন্, কখনও রণমদে মত্ত হোয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে ঠনাঠনি কোচ্ছেন্, কখন তেজাস্ফালন কোরে বিপক্ষের প্রতি দন্ত কড়্মড়্ কোচ্ছেন্। এবার যেন দেখ্‌ছি কেসোয়াৎ খাঁ তলোয়ার খানি এম্‌নি বাগ্‌য়েছেন্, বোধ হোলো যেন এই চোটে কাল্‌মাক্ দুটুক্‌রো হবে, আবার তার পরক্ষণেই যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি কেসোয়াৎ খাঁ কাল্‌মাকের বীরপ্রহার সম্বরণ কোরে আপনার প্রাণ বাঁচালেন্। এইরূপ মূর্ত্তিমান্ অভিনয় অন্তর্‌পটে চিত্রিত কোরে মনে মনে তা দেখ্‌তে বড় ভাল

বাসি। হামেত্! এটী যে প্রকাণ্ড অভিনয়, তুমি তা অস্বীকার কোত্তে পারোনা"।

হামেত্ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! তোমার চরণ তলে ভিন্ন আর যেখানে সেখানে আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই"।

"হামেত্! তাই বটে, কেন বল দেখি"? "খোজেস্তা! উঃ! একথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, এমন্ নিষ্ঠুর বাক্য তোমার মুখ দিয়ে বার্ হওয়াই উচিত ছিলনা। বিশেষতঃ আমার কাছে যে,—হামেতের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না, তাঁর গলা যেন বোসে গেল, তখন খোজেস্তার মুখ দিয়েও আর কোন কথা সল্লোনা। হামেত্ সতৃষ্ণ নয়নে যুবতীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে, তাঁর এক খানি হাত্ কোলের উপর রেখে, আস্তে আস্তে টীপ্তে লাগ্লেন্, টীপ্তে টীপ্তে বোল্লেন্, "খোজেস্তা! আমি স্তাবক্ নই, স্তুতি বাদ কোরে মন্ মুগ্ধ কোত্তে জানি না, সে সকল বিদ্যায় আমি নিতান্ত অপটু, কেসোয়াৎ খার মতন্ আমাতে বাক্পটুতার গুণও নাই, লতা পাতা কেটে, চিত্র বিচিত্র কোরে, দশ রকম ফল ফুল দিয়ে কথার ডালি সাজাতেও আমার এসেনা, আমার কোনও গুণ নাই বোল্লেই হয়, তবে এক মাত্র হৃদয় আছে, সেই সবে ধন হৃদয় তোমায় আমি দান্ কোরেছি। আমার স্নেহপূর্ণ, আমার প্রেমপূর্ণ, আমার অনুরাগপূর্ণ হৃদয় তোমায় আমি সমর্পণ কোরেছি। আমি তোমার একান্ত অনুগত, একান্ত অনুরক্ত, একান্ত আশ্রিত, তুমি বই আর কাকেও জানি না, আর কাকেও চিনি না। ছেলে বেলা থেকে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়, আমি তোমার গুণে মোহিত, আমি তোমার বিস্তর অনুরাগও কোরে থাকি, বেসি কথা বোল্বো কি, আমি তোমায় এত ভাল বাসি যে, তোমার

জন্যে আমি উন্মত্ত।—খোজেস্তা চোলে যেওনা, আর একটু থেকে শুনে যাও ”।

খোজেস্তা বোল্লেন্ “হামেত্! আর আমি থাক্‌তে পারিনে ”। “আর এক লহমা বই তুমি আমার হবে, কেবল এই আশা মাত্র আমায় দিয়ে যাও, আমি যেন এক দিন আমার খোজেস্তা বোলে গর্ব্ব কোত্তে পারি, আর—”

“হামেত! কাল্, কাল্, আজ নয়, কাল্,—এক্ষণে আমায় বিদায় দাও, একদিন অবসর দাও, তার পর সকল কথা খুলে বোল্‌বো, আচ্ছা তবে আমি চোল্লেম্” হামেত্ বোল্লেন্ “তবে আচ্ছা খোজেস্তা! এখন যাও, আমায় দুঃখেই ডোবাও, আর সুখেই ভাসাও, যা হয় কাল তোমার শ্রীমুখের বাক্য শোনা যাবে, আমার এম্‌নি জ্ঞান হোচ্ছে তুমি অভাবে যেন আমি আর প্রাণে বাঁচ্‌বোনা। হামেত্ বিদায় হোয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ পিতার নিকট চোলে গেলেন্, খোজেস্তা তাঁর উদাস গৃহে গিয়ে নির্জ্জনে শয়ন্ কোল্লেন্।

কিছুদিন পূর্ব্বে হোলে, খোজেস্তা বরং প্রফুল্ল চিত্ত হোয়ে তাঁর মন প্রাণ সাধুবৎ নিরীহ হামেতের উপর সমর্পণ কোত্তে পাত্তেন্। যুবতী হামেতের গুণগৌরবের সমাদর, তার সাধুচরিত্রের অনুরাগ বিস্তর কোত্তেন্, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীর সওদাগরের দেবকান্তি চক্ষে দর্শন কোরেছেন্, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে তাঁর গুণে মোহিতও হয়েছেন্। কাশ্মীর যুবা যুবতীর সংসর্গে সুখী হবার ত কথাই বটে, বরং দিন দিন আরও প্রফুল্লিত হোতে লাগ্‌লেন। আবার যুবতীর পক্ষেও যুবার সংসর্গ অল্প আনন্দজনক হয় নাই, সে আনন্দ বালা কারুরি কাছে গোপন কোত্তেন্ না। যুবতী মনে মনে তৌল কোরে দেখ্‌লেন কাশ্মীর যুবার বাক্‌কৌশলের ছটা অতি মনোহর, অতি মধুর, অতি উজ্বল, শুন্‌লে জ্ঞান হয় যেন মনের সঙ্গে কথা কোচ্ছেন, কি মনের কথা যেন টেনে

নিয়ে বোল্‌ছেন। হামেতের কথার ভঙ্গিতে সেরূপ চারু উজ্জ্বল ছটাও নাই, সেরূপ মধুর রসও নাই, না মনের সঙ্গে কথাই কয়, তাও কয় না। তাঁর বাক্য গুলি রসহীন, অতি কটু, রুক্ষ, অথচ জ্ঞানবানের মতন প্রাজ্ঞ। বালা গুণের বিচার শেষ কোরে, রূপের বিচার কোত্তে বোস্‌লেন, তাঁর অন্তর্পটে চিত্রিত কোরে দেখ্‌লেন, কেসোয়াৎ খাঁর সহাস্য বদনের প্রতি, তাঁর চারু মনোহর মুর্ত্তির প্রতি, তার ললিত ভঙ্গীমার প্রতি নেত্র-পাত কে না মনোমোহিত হোয়ে তাঁর রূপফাঁদে ধরা পোড়্‌তে হয়। হামেতের শ্রীছাঁদ অতি কদর্য্য, না তাঁর রূপই আছে, না লাবণ্যই আছে, দেহটি আবার মানান সই নহে, দেখ্‌তে অতি বেঢপ, অতি বেডৌল, তেমন বেঢপ কদাকার চেহারা আর কারুরি দেখা যায়না। কেসোয়াৎ খাঁর রূপ লাবণ্য যেমন নিক্ষুৎ, যেমন নির্দ্দোষ, তেমন আবার কারুরি নাই, দেখ্‌লে বোধ হয় যেন তাঁর দেহ ফুঁড়ে কান্তির উজ্জ্বল ছটা ফেটে বেরুচ্ছে, তেজপ্রভায় শরীরময় যেন ধক্‌ধক্ কোরেজ্বল্‌ছে, বীরুৎসাহ-অনলে সর্ব্বশরীর যেন দীপ্ত কোচ্ছে। বালার পিতাও কাশ্মীর যুবাকে অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, তাতেই স্পষ্ট জানা ছিল, যুবতী যদি তাঁরে বরমাল্য প্রদান করেন, পিতার পক্ষ হতে কোন আপত্তি হবে না, তবে এক্ষণে কথা এই, বালা তাঁকে মাল্য দান কোর্‌বেন্, কি কোর্‌বেন্ না, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করা উচিত্, কি না করা উচিত্। যুবার কি যথার্থই মন্ হোয়েছে বালা তাঁকে বিবাহ করেন, যদি সেই মনই হোয়ে থাকে, তাঁর সঙ্গে কিন্তু দুদিনের আলাপ বই নয়, এতে কি কোরে আপনার অমূল্যধন হৃদয় দান কোরে, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ কোত্তে পারেন। এই সময় যুবতী আপনাআপনি বোলে উঠ্‌লেন "তবে সুতরাং সে আশা স্বপ্নের ছলনা মাত্র, সে ব্যক্তি সুপুরুষ বটে, তবে তার মন। আঃ! সেই কথাই কথা! সেই কথাই তো কাজের কথা! আসল কথাই তো সেই! আমি তাঁর অন্তঃকরণের আরাধ্য-

বস্তু হয়েছি কি না বোল্‌তে পারি না, তাঁর অন্তরের কথা আমি কি কোরে জান্‌বো। তাঁকে নিয়ে সুখী হবো, না হামেত্‌কে নিয়ে সুখী হবো, সে বিষয় আমি স্থির কোত্তে পাচ্ছিনা, হামেত্‌ কিন্তু আমায় প্রাণের তুল্য ভাল বাসেন, অতিশয় স্নেহ করেন, এখন আমি তাড়াতাড়ি কোর্‌বো না, আগে একটু স্থির শান্ত হোয়ে বিবেচনা কোরে দেখি। যুবতী এই সকল কথা তোলাপাড়া কোত্তে কোত্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেবে গেলেন্‌, নীচে গিয়ে দেখেন্‌ কাশ্মীর যুবা আর তার পিতা মুখোমুখি হোয়ে কি কথাবার্ত্তা কোচ্ছেন্‌, খোজেস্তাকে দেখে কেসোয়াৎ খাঁর মুখ চোক্‌ যেন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো।

এখন এই দুইজনে আলাপ কোত্তে বোস্‌লেন্‌। যুবতীর বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাব দেখে, বালার মুখে সদ্বিচারের, সদ্বিবেচনার কথা শুনে, কাশ্মীর যুবা চমৎকৃত হোয়ে গেলেন্‌, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় কস্মিন্‌ কালেও তাঁর মনে উদয় হতো না, যুবতী সেই সকল বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তিনি বরং কিঞ্চিৎ শশব্যস্ত হোয়ে পোড়্‌লেন্‌। খোজেস্তা যতই সেই সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন্‌, যুবা ততই যুবতীর রূপ গুণের কথা এনে ফেলেন্‌, যুবা ততই তাঁর রূপের গৌরব-গুণের মহিমা বাড়িয়ে দিয়ে বালাকে ফুলিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করেন্‌। কেসোয়াৎ খাঁর মনোগত ইচ্ছা যে, কৌশল কোরে ঐ সকল প্রস্তাব প্রবাহের বেগ্‌ ফিরিয়ে যুবতীর তোষামোদ রূপ স্রোতের মুখে মিশিয়ে দেন্‌, খোজেস্তা কিন্তু তেমন্‌ মেয়ে ছিলেন্‌ না যে, প্রশংসার কথা শুনে হঠাৎ মুগ্ধ হন্‌, তাই যুবতী তাঁর প্রশংসায় ভুলে গিয়ে আপনার আশয় পরিত্যাগ কোল্লেন্‌ না। যুবা কতদূর ধর্ম্মাত্মা সাধু, সে বিষয় মনে মনে স্থির কোরে, কাশ্মীরে তাঁর পরিবার ঘটিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন্‌, জিজ্ঞাসা কর্‌বার্‌ সময় সতৃষ্ণ হোয়ে তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে ছিলেন। যুবতী দেখ্‌লেন্‌ তাঁর কথার

উত্তর দিবার পূর্ব্বে যুবার মুখশ্রী বিকৃত বিবর্ণ হোতে লাগ্‌লো, যুবা বোল্লেন "আমার পিতা একজন রাজপারিষদ্ ছিলেন, যুবতী জিজ্ঞাসা কোল্লেন্ কাশ্মীরে কি রাজপারিষদের পুত্রেরা সওদাগর হয়? এই কি সেখানকার রীতি? কি আশ্চর্য্য! তোমার মত যুবাপুরুষের উচিত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা, সে কথাও যা হউক্ তোমার পিতার মৃত্যুর পর্ তোমার উচিত্ ছিল রাজদর্‌বারে একটা উচ্চ পদে অভিষিক্ত হওয়া"। যুবতীর মুখে ঐ কথা শুনে, কেসোয়াং খাঁ হতবুদ্ধি প্রায় হোলেন্, কি উত্তর দিবেন ভেবেই অস্থির হোতে লাগ্‌লেন্, কিন্তু সেই সময় প্রফুল্লিত হবার মত চোক্ মুখের ভঙ্গীমা কোরে, মধুর ছটায় হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! আমি যে সেপাই, কি রাজপারিষদ্ হইনি, সেটী আমার সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে, তা হলে গিজ্‌নির সওদাগর খোজের মনোময়ী কন্যাকে সন্দর্শন্ কোরে আমার চক্ষু সার্থক কোত্তে পাত্তেম্ না, তাঁর অমৃতবৎ সুমধুর্ কণ্ঠস্বর শ্রবণ কোরে কর্ণ সুশীতল কোত্তে পাত্তেম্ না"। যুবা কৌশল কোরে এত চাতুরী জাল বিস্তার কোল্লেন্, সরস মধুর ভঙ্গিমা কোরে যুবতীর এম্‌নি মান বাড়ালেন্, খোজেস্তা শুনে লজ্জিতা হোলেন্, তাঁকে সেখান্‌থেকে উঠে চোলে যেতে হলো, সুতরাং তিনি আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যুবার ঘরসন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেন্ না। খেজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনা ভাল ছিল সত্য, পণ প্রতিজ্ঞাও দৃঢ় ছিল সত্য, সে সবই সত্য বটে, তথাচ তিনি স্ত্রীজাতি, তাই আপনার প্রশংসার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন্ না, বিশেষতঃ কথাগুলি আবার লগ্ন মত বলা হোয়েছিল। কিন্তু যাই হউক, যুবতী আপনার চতুরতাগুণে কাশ্মীর যুবার কৌশল, তাঁর চাতুরী বুঝ্‌তে পেরেছিলেন্। সওদাগর খোজেস্তার কথায় ধরা পোড়্‌তেন্, ধরা পোড়্‌লে তাঁকে অপ্রতিভ হোতে হতো, সেই অপ্রতিভ থেকে বেঁচেযাবার নিমিত্ত, যুবা তত আড়ম্বর

কোরে যুবতীর মান গৌরব বাড়াতে লাগ্‌লেন্, নচেৎ শুদ্ধ তাঁকে প্রফুল্লিত কি পরিতৃপ্ত কর্‌বার্ নিমিত্ত তিনি তত আড়ম্বর কোরে তাঁর রূপগুণের প্রশংসা করেন্ নি, তাই যুবতীর মনে ভয় হোলো, তবে বুঝি যুবার প্রকৃতি ভাল নাহবে, হয়ত তার কপট স্বভাবই হবে, এই মনে কোরে নিস্তব্ধ হোয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন্, তার একটু পরেই খোজেস্তা সে ঘর থেকে চোলে গেলেন্।

পরদিন খোজেস্তা ব্যস্ত হোয়ে বেড়াচ্ছেন্, জানালার ফাঁক দিয়ে গলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন হামেত কতক্ষণে আস্‌বেন, এমন সময় খোজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন্, পিতাকে দেখে, নেবে গিয়ে, তাঁর সমাদর কোল্লেন্। পিতা বোল্লেন্ "তুমি ওখানে কি কোচ্ছিলে, এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখ্‌ছিলে কেন?" যুবতী বোল্লেন্ "হামেতের আস্‌বার্ কথা ছিল, এই সময় তাঁর আস্‌বার্ কথা, তবে এখনও এলেন্‌না কেন তাই ভাবছি। বাবা! আপনিতো জানেন্ হামেত্ কেমন বাক্‌নিষ্ঠ, তাঁর যে কথা সেই কাজ্"। খোজে বোল্লেন্ "তা সত্য বটে, সে ব্যক্তির শরীরে আলস্য নাই, তার উপর তোমার কিছু অধিক যত্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি"।

বাবা! তানয়, তবে কথা কি, তাঁর শরীরে যদি গুণ থাকে, আর তাঁর চরিত্র যদি ভাল হয়, তবে তাঁরে যত্ন নাকোর্‌বো কেন? তার চেয়ে ভাল আর কোথায় পাব যে, এরে ফেলে তারে যত্ন কোর্‌বো"।

খোজে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! অমন্ কথা বোলোনা, ওকথা মুখেও এনোনা, তবে বোল্‌তে পাত্তে, যদি রূপে গুণে সমতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ না হোতো, হাঁ! তা না হোলে একদিন কথা ছিল বটে। সে ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনা, তার দেহের কান্তি বরং তোমার অপেক্ষা আরও চমৎকার"।

যুবতী বোল্লেন "বাবা!, আপনি কি কেসোয়াৎ খাঁর কথা

বোল্‌ছেন" ? হাঁ, সেই কথাই বোল্‌ছি, তাঁর কথা তোমায় বোল্‌তেও এসেছি, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ কোত্তে বাসনা করেন্, সে কথা শুনে আমার মনে বড় আহ্লাদ হোয়েছে। পুত্রী! তবে হামেত্‌কে আর মনে করোনা, সে দেখ্‌তে চাসার মত অতি কদাকার, অতি অসভ্য, অতি মূর্খ, কৌশল চতুরতা কারে বলে তা সে জানে না, ভদ্র লোকের কাছে দুটো কথা বোল্‌তে হোলে; তার কালঘাম বেরিয়ে পড়ে। আমি কাশ্মীর যুবার কাছে চোল্লম, তুমি তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত আছ এই কথা বলিগে"।

পিতার মুখে ঐ কথা শুনে খোজেস্তা যেন গাছ্ থেকে পোড়্‌লেন্, বিশেষতঃ কেসোয়াৎ খাঁ যে, তাঁর পিতার আশ্রয় ধোরে বিবাহের প্রস্তাব কোরেছেন, তাই মনে কোরে যুবতী আরও বিস্ময়াপন্ন হোলেন্। যুবতী বোল্লেন্ "আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন্, "যাঁরে আমি স্বামী বোলে বরণ কের্‌বো, তিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করেন্ কি না, তিনি আমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা আন্তরিক যত্ন করেন্ কি না, সে বিষয় আমি আগে জান্‌বো, তবে তো আমি পাণি গ্রহণ কোত্তে অনুমতি কোর্‌বো, শুধু কথায়, কি শুধু স্তবস্তুতিতে ভাল বাসা জানালে সে ভালবাসা সিদ্ধ নয়; শুধু মুখে স্নেহ জানালে সে স্নেহ সপ্রমাণ হয় না, সে স্নেহের মূল্য নাই, সে স্নেহের গৌরব নাই। খোজে বোল্লেন "পুত্রী! সে সত্য বটে, তবে কথা কি, এ সকল দেমাক্ দম্ভের কথা আমি তাঁরে কি কোরে বোল্‌বো, তাতো আমি পার্‌বোনা, তবে কৌশল কোরে বলা যাবে। অভিপ্রায় জানানো লয়েই বিষয়, তাই দুটো মিষ্ট কোরে, তোমার অভিপ্রায় তাঁকে জানানো যাবে, তাহলেই তো হলো ? এর পর সুবিধা বুঝে তুমি নিজে নয় তাঁকে জানিও, তোমার যে পণপ্রতিজ্ঞা তা তাঁকে বোলো, তবে এখন আমি চোল্লেম্"।

"একটু দাঁড়ান্, আপনার প্রাচীন বন্ধু খোদাবাদের পুত্র হামেত্ যে প্রস্তাব কোরেছেন্ ঐ প্রস্তাবের কথা আপনাকে বোল্‌বো মনে কোরে ছিলেম্"।

খোজে বোল্লেন "সে প্রস্তাবে অবশ্যই তুমি অসন্তুষ্ট হোয়ে থাক্‌বে, তা কখনই গ্রহণ করোনি দেখ্‌তে পাচ্ছি"। খোজেস্তা বোল্লেন "না, বাবা! তা নয়, আমি তাঁর প্রস্তাবের অনাদর করি না, আমি যে তাঁর গুণগৌরব জান্‌তে পেরেছি, তাই তাঁরে মান্যমান কোরে থাকি, চিরকালই মান্যমান কোরে আস্‌ছি"।

খোজে বোল্লেন্ "আগে মান্য কোত্তে, এখন্ বুঝি স্নেহ কোরে থাক"? খোজেস্তা ওকথার কোন উত্তর দিলেন্ না, তাঁর পিতা খানিকক্ষণ কি বিড়্ বিড়্ কোল্লেন, তার পর বোল্লেন্ "খোজেস্তা! আমি এইমাত্র চাই, যে দুই পাত্র উপস্থিত, তার মধ্যে যাকে বরণ কোত্তে হয়, কর, কিন্তু তাড়াতাড়ি করোনা, স্থির শান্ত হোয়ে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কোরে বরণ করো। অতিথি যুবাকে অবকাশ দাও, আচ্ছা, তিন মাস তাঁর ব্যবহার দেখ, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে তোমার প্রতি তাঁর কিরূপ মন, হামেতের অপেক্ষা তিনি যদি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ না হন্, তখন না হয় তুমি যারে মন চায় তারে বিবাহ কোরো"।

খোজেস্তা বোল্লেন "বাবা! তবে সেই কথাই ভাল, আমি আপনার নিকট দিব্যি কোরে বোল্‌ছি তার পূর্ব্বে এবিষয় স্থির কোর্‌বো না, আপনি এখন কেসোয়াৎ খাঁকে গিয়ে এই সকল কথা খুলে বলুন, তা হলে মস্ত একটা অসুখের দুর্ভার থেকে নিষ্কৃতি পাই"।

খোজে বোল্লেন "আচ্ছা, আমি তাঁরে ঐ কথা বোল্‌বো, খোদাবাদ বড় মনের অসুখে আছেন্, আমি তাঁকে দেখ্‌তে চোল্লেম্, হামেত্‌কেও তোমার অনুরাগের বিষয় জানাবো"।

এই কথা বোলে খোজে চোলে গেলেন্, খোজেস্তা একাকিনী

বোসে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্, যে বিষয় শয়নে স্বপনে তাঁর মনে জাগ্‌ছে, সেই বিষয়ের চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্। খোদাবাদের বিপদের কথা শুনে ভাব্‌লেন্ তবে বুঝি সেই জন্যেই হামেত্ আজ আস্‌তে পারেন্ নি, বোধ হয় তাঁর পিতা কি কোর্‌বেন, না কোর্‌বেন্ তাঁকে লয়েই তারি একটা পরামর্শ কোচ্ছেন্। খোজে কাশ্মীর যুবাকে আপনার কন্যার কথাগুলি বোলে বাহিরে চোলে গেলেন্। কাশ্মীর যুবা তাঁর প্রণয়ের প্রতিবাদী হামেত্‌কে চাষা, গোঁয়ার, মূর্খ বোলে রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে, গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তবু তিনি নৈরাশ হোলেন না, মনে মনে সাহস বাঁধলেন,। ভাব্‌লেন্, হামেত্ অতি মূর্খ, অতি চাসা, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, না বিদ্যাই আছে, না বুদ্ধিই আছে, তবে আর তাকে ভয় কোত্তে যাবো কেন? আমি দশটা ফাঁপর্ দালালির কথা বোলে, পাঁচ রকম্ চালাকি দেখিয়ে, যুবতীকে প্রফুল্লিত কোত্তে পার্‌বো, তার মনও মুগ্ধ কোত্তে পার্‌বো। হামেত্ যাতে উদাস অন্ধকারে চাপা পড়ে তা কোত্তে হবে। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনার দৌড় বেশ আছে সত্য, তা আছে আছেই, তথাচ স্ত্রীলোক বই নয়, স্ত্রীলোকের মন ভুলে যেতে কতক্ষণ! একটু সলিয়ে কোলিয়ে দুট অনুনয় বিনয় কোল্লে, পাঁচটা মন্ যোগান কথা বোল্লে, দশ রকম হাসি ঠাট্টার আমোদ কোল্লে, যুবতীর মন অনায়াসেই ফিরে দাঁড়াবে।

খোজে গিয়ে শুন্‌লেন তাঁর বন্ধু খোদাবাদ্ বাড়ীর ভিতর একটী নির্জ্জন্ কামরায় একলা চুপ্‌টী কোরে বোসে আছেন্, পাছে কোন গতিকে কাল্‌মাকের কালপত্র তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোচ্ছেন্ না। খোজের কিন্তু যাবার্ নিষেধ ছিল না, তিনি গিয়ে সান্ত্বনা কোরে বোল্লেন্, হয়তো সে পত্র আদৌ পৌঁছেবেনা, তবে যে দরজার গায় কৃষ্ণ ঢেরা দেখ্‌তে পেয়েছেন, তা

বোধ হয় কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা চেঙ্গড়া বালকেরা ভয় দেখাবার নিমিত্ত ঐরূপ চিত্র কোরে রেখেছে, নচেৎ ডাকাত্ দ্বারা কখনই তা হয়নি। এই রকমে অনেক বুঝিয়ে শেষে বোল্লেন, "হোয়ে থাকেতো হোয়েছে, তার আর চারা কি" ভাবনা চিন্তা এখন ছেড়ে দাও, আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার সময় আজ আমার বাড়ীতে খাবে, হামেত্‌কেও যেতে হবে, ভয়ে হাত্ পা ছেড়ে দিয়ে ওরূপ কোরে হা হুতাশ কোল্লে আর হবে কি, বিশেষতঃ যে ভয় কোচ্ছো, সে ভয় সত্য কি মিথ্যা তারি বা ঠিকানা কি। খোদাবাদ মৃতাত্মা হোয়ে একেবারে মুখের উপর বোল্লেন, "না, আমি যাবনা, আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবনা"। কিন্তু খোদাবাদ তাঁর প্রাচীন বন্ধুর প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখে, তাঁর মুখে সাহসের কথা শুনে, তাঁর মনের অপ্রফুল্লতা কতকদূর হোলো, তাই শেষে বোল্লেন "তোমার বাড়ীতে না হোয়ে আজ আমার বাড়ীতেই উদ্যোগ হোক্। তুমি, তোমার কন্যা, আমাদের অতিথি বন্ধু, আজ আমার বাড়ীতে সায়ংকালে আহার কোরবে, আমি আরও জন্ কয়েক বন্ধু বান্ধবকে আহ্বান কোর্‌বো," খোজে বোল্লেন "তবে তাই ভাল, তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, এই কথা বোলে হামেতের ঘরে চোলে গেলেন্। সেই একান্ত প্রণয়মগ্ন যুবা খোজেস্তার অভিপ্রায় শুনে দুঃখে নিমগ্ন হোল্লেন। তিনি মনে কোল্লেন খোজে কাশ্মীর যুবার অনুকূল পক্ষ বোলেই এই বিপদটি ঘটেছে। হামেত্ ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে স্থির কোল্লেন্, খোজেস্তার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক যত্ন, আরও অধিক অনুরাগ্ দেখাবেন্। যুবা অন্তরে জান্‌তেন্ তাঁর প্রতি খোজেস্তার শ্রদ্ধা ভক্তি ভাল রূপই আছে। হামেতের উদাসভাব দেখে খোজে অসন্তুষ্ট হলেন্ না, তিনি ওখান থেকে বিদায় হোয়ে, একবার সহর বেড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলেন্।

২২ পরিচ্ছেদঃ।

"বড় বাড়্লে ঝড়ে ভাঙ্গে।"

খোদাবাদের বাড়ীতে আহ্বান হোয়েছে শুনে কেসোয়াৎ খাঁ মনে মনে ভারি দুঃখিত হোলেন, দুঃখে যেন মোরে গেলেন্। খোজেস্তা যুবার প্রফুল্লিত কোমল বদনের ম্লানভঙ্গীমা দেখে বালা মনে কোল্লেন্ যুবা খোদাবাদের নিমন্ত্রণে যাবেন না, তাই একটা ওজর তো কোত্তে হবে, কি ওজর কোর্বেন তাই ভাব্ছেন। বালার কিন্তু এ অনুমান্ ঠিক্ হয়নি। যুবার নিমন্ত্রণে যাবার অনেক হেতু ছিল, তাঁকে সেখানে যেতেই হতো, তাঁর প্রতিবাদী যদি সেখানে উপস্থিত না থাক্তেন্ এ নিমন্ত্রণ পেয়ে বরং তিনি আরও প্রফুল্লিত হতেন্। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন্ "খোজেস্তা! আজ সন্ধ্যাকাল্‌টা কি কোরে কাটানো যাবে, আমাদের দুটো আমোদ আহ্লাদ করা কি কোরে হবে"। খোজেস্তা বোল্লেন "কেন? আমিও তো সেখানে যাবো, তুমি তো বোলেছো, হেজে যাক্, পুড়ে যাক্, মজে যাক্, তায় ক্ষতি নেই, আমি মাত্র তোমার কাছে থাকি, তা হলেই তুমি প্রফুল্লিত হবে, একথা না হবে তো তুমি আমায় হাজারও বার্ বোলেছো, তা ছাড়া তুমি আরও কত কথা বোলেছো, তুমি আর কিছু চাওনা, আমায় দেখ্তে পেলেই সুখী হও"।

কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন "সে কথা তো মিথ্যা নয়, তার এক তিলও মিথ্যা নয়। তুমি সেখানে যাবে আমি তা জানি, তুমি মনে কোরোনা আমি তা জানিনে। তোমায় সেখানে দেখে আমি সুখী হবোনা সেটাও মনে কোরোনা, তবে—"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "তবে, আমায় সেখানে অষ্টপ্রহর দেখ্‌তে পাবেনা, তাই বুঝি তোমার মনে অসুখ হোচ্ছে? কেমন এই কথা না?"

কেসোয়াৎখাঁর মুখে আর কথা নাই, খোজেস্তা বোল্লেন, "কেমন সেই কথা তো বটে?" যুবা ঘাড়্‌নেড়ে সায় দিলেন। খোজেস্তা বোল্লেন, সেটা তোমার উপরেই নির্ভর কোচ্ছে, তুমি যদি মাথা হেঁট কোরে বোসে রও, চোক মুখ ভারকোরে, মুখ অন্ধকার কোরে থাক, তবে তোমার নিকটে আমার যেতেই ভয় হবে, তা হোলে কাজে কাজেই যেখানে আমোদ আহ্লাদ দেখ্‌তে পাবো, সেইখানেই যেয়ে বোস্‌বো। মনে কোরেছি আজ্‌কের দিনটা বন্ধুর বাড়ীতে খুব আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বো।"

কাশ্মীর সওদাগর বোল্লেন্ "তা যথার্থই তো বটে, না কোর্‌বেই বা কেন, আমি দুঃখিত হোয়েছি বোলে তুমি আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেনা একি একটা কথা, আমি কি এতই হাবা যে, বুঝ্‌তে পারিনে! আমি যতই দুঃখিত হইনা কেন, তার জন্যে তোমার আমোদ প্রমোদের বাধা হবে কেন?"

খোজেস্তা কিঞ্চিৎ রাগত হোয়ে বোল্লেন "কি বালাই, আমি কি ছাই তাই বোল্‌ছি? আমার কথার মর্ম্ম তা নয়, যে সাধ কোরে মিছামিছি দুঃখিত্ হয়, তার দুঃখে দুঃখিত হবো কেন? যার দুঃখের প্রকৃত কারণ থাকে, তার দুঃখে দুঃখিত হোতে পারি, তার গলা ধোরে কাঁদ্‌তেও পারি, কেঁদেও থাকি, এ কথা তোমায় কতবার বোলেওছি"। কেসোয়াৎ খাঁ যুবতীর দুখানি হাত ধোরে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! স্ত্রীজাতির মধ্যে তুমি একটী রত্ন, তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে একটী কথা আমার আছে,—আমার কি সেখানে অসুখের কোন কারণ নাই? হামেত্ কি সেখানে উপস্থিত্ থাক্‌বেন্ না?

খোজেস্তা বোল্লেন্ "থাক্‌বেন্ না কেন? অবশ্যই থাক্‌বেন্;

কিন্তু তাই বোলে তুমি দুঃখিত হবে কেন ? যাও ! ওসকল কথা ছেড়ে দাও ! এখন নিমন্ত্রণে যাবার উদ্যোগ্ কর, এ তো নিমন্ত্রণ নয়, তোমার পক্ষে বাঘ দেখ্তে পাচ্ছি। আমার কথা যদি মানো, তবে শুন বলি, এ নিমন্ত্রণে তোমায় দুঃখিত হোতে হবে এমন ক্রটী আমা হোতে হবে না" । এই কথা বোলে, মধুর ভঙ্গিতে একটু মুচ্‌কে হেঁসে, যুবতী সে ঘরে থেকে চোলে গেলেন্। কেসোয়াৎ খাঁ উঠে আপনার ঘরে গিয়ে পায়চারি কোত্তে লাগ্‌লেন্। নিমন্ত্রণে যাবার জন্য তাঁকে ততটা যত্ন কর্‌বার্ আবশ্যক ছিলনা, আপ্‌নার তাড়াতেই, তাঁকে সেখানে যেতে হতো। সন্ধ্যা হলো, নিমন্ত্রণে যাবার সময় উপস্থিত, কাশ্মীর যুবা খোদাবাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন্, যে যার স্থানে গিয়ে বোসেছেন্, এক্‌দল তায়ফাওয়ালী দেখে তাঁর মন অনেক সুস্থ হলো। নাচওয়ালীরা মনোহর ভঙ্গিতে ভোজদাতাকে সেলাম্ কোরে তাঁর্ সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌ল,—ভোজদাতা ভীত হয়েছেন শুনে, তাঁর দুঃখে দুঃখিত হোয়ে, তারা অনেক আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লো, মুখে আবার সাহসও দিতে লাগ্‌ল। আল্লা না করুন্ তেমন ঘটনা হয়, বোধ হয় পাষণ্ড ডাকাতেরা আর কোন উচ্চবাচ্চা কোর্‌বে না, ঐ কৃষ্ণ ঢেরা দিয়েই খতম্ হবে।

খোদাবাদ মনের সাধ মিটিয়ে, যা মুখে আস্‌ছিলো, তাই বোলে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন্। সে স্থানে আরও অনেক্‌গুলি সওদাগর উপস্থিত ছিলেন্, তাঁদের কাছে কেসোয়াৎখাঁর পরিচয় দিয়ে দিলেন্, যুবার দুঃখের কাহিনী শুনে, তাঁরা অনেক দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন্, তাঁকে গিজ্‌নিতে বাস করাবার নিমিত্ত বিস্তর যত্নও কোত্তে লাগ্‌লেন্। সওদাগরেরা বোল্লেন্ "বাণিজ্য ব্যবসায়ের তো এক প্রকার অপ্রবাহই হোয়ে পোড়েছে, তথাচ যা কিছু লাভ ভাব আছে, তাতেই কোন মতে জলাহার কোরে দিন নির্ব্বাহ হোতে পার্‌বে," এই কথা বোলে সেই

লাভ ভাব গুলি মুখে মুখে যেন দেখিয়ে দিলেন। সওদাগরদের মুখে কল্যাণ প্রার্থনার কথা শুনে, কেসোয়াৎখাঁ আপনাকে শ্লাঘা জ্ঞান কোরে বোল্লেন "এর্‌পর্‌ আমি কি কোর্‌বো, কোথায় যাবো, সে কথা এখন আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পাচ্ছিনে, মনে মনে একটা অভিপ্রায় আছে, সেই অভিপ্রায়ের উপর আমার অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে"। এই কথা বোলে, এক বার আড়্‌চক্ষে খোজেস্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, খোজেস্তা তখন অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্ছিলেন্‌। তত লোকের মধ্যে ঘোমটাটী তাঁকে যত্ন কোরে রাখ্‌তে হোয়েছিল।

খোজেস্তা একবার কাশ্মীর যুবার প্রতি ফিরে চেয়ে আবার হামেতের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, হামেতের দিকে কেসোয়াৎখাঁ একবার ঘৃণার ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত কোল্লেন্‌, হামেত কিন্তু সেটী লক্ষ্য কোত্তে পারেন্‌নি। আমন্ত্রিতেরা কার্‌চোপের বিছানার উপর জড়াও বুটিদার্‌ তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে ঘর যুড়ে বোসে গিয়েছেন্‌। কাফি আর আল্‌বোলা এসে পোড়্‌লো, নাচ্‌ আরম্ভ হলো। খোজেস্তা হামেতের খুড়ির পাশে গিয়ে বোস্‌লেন, সেখানে আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলেরি মুখাবয়ব ঘোম্‌টায় আবৃত। স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে আপনার আপনার বাড়ীর মোজ্‌লিসে গিয়ে বসা সে দেশের রীতি। কাশ্মীরযুবা ভোজদাতার দক্ষিণ দিকে বোসে ছিলেন, নানা প্রকার হাস্যপরিহাসের আমোদ চোল্‌তে ছিল, তাতে বোধ হলো যুবা বেশ প্রফুল্লচিত্তেই আছেন, তাঁর খোজেস্তা একটু দূরে বোসে ছিলেন্‌ সত্য, কিন্তু হামেতেরও নিকটে ছিলেন না, তাই দেখে তাঁর মনে আর কষ্ট হোলো না। তায়ফাওয়ালীর প্রথমবারের মুজ্‌রো শেষ হোয়ে গেলে, স্ত্রীলোকেরা যে যার বাড়ী চোলে গেলেন, পুরুষেরা খানিক রাত পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ কোত্তে লাগ্‌লেন্‌। খোদাবাদ তাগাকের নিম্‌কি নেশায় প্রফুল্লিত হোয়ে, নাচগাওনার

আমোদে মেতে উঠ্‌লেন, তখন সেই অপায়মস্ত কাল্‌কৃষ্ণ চেরার কথা একে বারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন, একদল ডাকাত আছে যে, সে কথাও ভুলে গেলেন, তখন সুদ্ধ "বাহবা, ক্যাখুব, আচ্ছি গাথি হ্যায়, মুখে কেবল এই বোল্‌ লেগে ছিল। খুসি খোর্‌রামির, হাসি ঠাট্টার হোর্‌রা উঠ্‌তে লাগ্‌লো, আমোদ প্রমোদের তুফান্‌ চোল্‌তে লাগ্‌লো, অনেক রাত্ত পর্য্যন্ত মজ্‌লিসের গঠ্‌বা চোলে ছিল, তারপর ভেঙ্গে গেল। খোদাবাদ সদরদরজায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদিগকে সসম্মাদরে বিদায় কোর্‌বেন্‌ বোলে চাকর্‌কে বোল্লেন, "আমার জুতো নিয়ে আয়"। জুতো যেমন পায় দিতে যাবেন, এক পাটী জুতোর মধ্যে পা ঢুক্‌লোনা, কিসে যেন বেধে বেধে যেতে লাগ্‌লো, তাঁর ক্রীত দাস্‌কে ডেকে বোল্লেন, "দেখ্‌তো, জুতোর মধ্যে কি ঢুকেছে।" সে বালক্‌টী তখনি তার ভিতর থেকে এক খানি চিঠি টেনে বার্‌ কোল্লে, তার খামের উপর কৃষ্ণচেরা অঙ্কিত রয়েছে সকলে দেখ্‌তে পেলে। খোদাবাদ ঐ কাল্‌চিহ্ন দেখে অমনি মুর্চ্ছিত হোয়ে গদির উপর পোড়ে গেলেন, হামেত আতঙ্কে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন্‌, বাড়ীময় হাহাকার পোড়ে গেল, চারিদিকে মহা গণ্ডোগোল্‌ বেধে উঠ্‌লো। অনেকক্ষণের পর খোবাদের চৈতন্য হলো, মাথা তুলে চেয়ে দেখেন হামেত্‌ অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন্‌, খোজের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, তাই দেখে হতাশ হোয়ে আবার মুর্চ্ছিত হবার মত হোলেন্‌। হামেত বোল্লেন "এখন্‌ কি করা কর্ত্তব্য"। কারও মুখে কথাটী নাই, কেসোবাৎখাঁ সকলকে নীরব দেখে বোল্লেন "আমার মত, হয় পত্রখানি পুড়িয়ে, নয় ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাই কোরে আর ওবিষয় মনে কোরোনা। খোদাবাদ বোল্লেন্‌ "ছিড়ে কি পুড়িয়ে ফেল্লে কি দণ্ড হবে, তা নাকি তুমি অবগত নও, তাই অমন্‌ কথাটা হঠাৎ বোলে ফেল্লে, কাল্‌মাকের হুকুম্‌ আমি মাথায় কোরে বোইবো, তা না কোরেই বা করি কি, নচেৎ জীবনটীকে গুনগাবি দিতে হবে।

হামেত্! পত্র খানি খুলে পড়, আমি শুন্তে প্রস্তুত আছি, আমার মনে এখন বল্ হোয়েছে, কি লিখেছে শুনে ভয় পাবনা ।

পত্র ।

"খোদাবাদ সওদাগর"

"এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পর্ তৃতীয় রাত্রে পাঁচ হাজার থান্ মোহর পৌঁছিয়ে দিবা, চারি পর্ব্বতের নিকটে যে প্রান্তর আছে, ঐ প্রান্তর মধ্যস্থিত ভগ্ন মসীদে পাঠাইয়া দিবা। যে ব্যক্তি অর্থ লইয়া আসিবে, সে যেন বিশ্বাসী পাত্র হয়, তাহার যদি প্রাণের মায়া থাকে, সে যেন একালা আইসে। দেখিও! খবরদার! পত্রের অপমান্ না হয়, তা যদি হয়, তবে কাল্মাকের ঘোর দণ্ড স্মরণ করিও"। খোদাবাদ টাকার দাবি শুন্তে প্রস্তুত ছিলেন্ সত্য, কিন্তু পাঁচ হাজার থান্ মোহর অল্প অর্থ নয়, সওদাগর মনে করেন্ নি তারা তত অসম্ভব দাবি কোর্বে, তাই তিনি কাঁদ্তে কাঁদ্তে বোল্তে লাগ্লেন "বন্ধু! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এইবার মোজ্লেম্, ধনেপ্রাণে মোজ্লেম্, কি সর্ব্বনাশ! দুটাকা নয়, দশ্ টাকা নয়, পাঁচ পাঁচ হাজার থান্ মোহর আমায় দিতে হবে, তবে আর আমায় বাঁচ্তে হবে না, এইবার আমার অদৃষ্টে মৃত্যু লিখেছে"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন "এ দাবির টাকা কি না দিলে চলে না? কৌশল কোরে কি এ দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না?"। খোদাবাদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "না ভাই, তার কোন উপায় নেই, টাকা না দিলেও মত্তে হবে, দিতে গেলেও মত্তে হবে, সমানই কথা, মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই"। খোজে বোল্লেন, "তবে এখন উপায় কি, কি করা কর্ত্তব্য"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন্ "তবে চাঁদা কোরে দশজনে মিলে টাকাটা দেওয়া যাক্, আপনি আমার নামে চাঁদা কোরে, যে টাকা সংগ্রহ কোরেছেন্, তার মায়া আমি অম্লান

মনে পরিত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাই মাত্র আমার পুঁজি, আর সম্বল আমার কিছুই নাই, তবে আপনারা যা দিবেন্, তার উপর ঐ টাকা দিলে কথঞ্চিৎ উপকারে আস্‌তে পারে,,।

খোদাবাদ কেসোয়াৎ খাঁর এক খানি হাত চেপে ধোরে বোল্লেন, "বিদেশী বন্ধু! আপনার অতি মহৎ অন্তঃকরণ, আপনার অতি উদার স্বভাব, আপনি তো যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তার পর চাঁদা কোরে যা যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছেন, তাও আবার আমায় কেড়ে নিতে অনুমতি কোচ্ছেন, আল্লা না করুন্ আমার সে প্রবৃত্তি হয়, আপনার যা যৎকিঞ্চিৎ আছে, তা আপনারই থাক্, আমার তো আরও দশ জন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা অবশ্যই আমায় কৃপা কোর্‌বেন"। খোদাবাদ অর্থের শোকে মতিচ্ছন্ন প্রায় হওয়ায় তাঁর বুদ্ধির ভ্রম জন্মে, তাই তিনি মনে মনে চাঁদার আশা কোল্লেন্, সে আশায় কিন্তু বঞ্চিত্ হোতে হলো, যাঁরা যাঁরা তাঁর বাড়ীতে খেতে এসেছিলেন, ঐ চাঁদার কথা শুনে একটী একটী কোরে সকলেই আস্তে আস্তে সোরে পোড়্‌লেন্, শেষে খোদাবাদ, তাঁর পুত্র হামেত্, খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ এই চারিটি মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট রইলেন্, এখন তাঁদের বিচার বিবেচনায় যা ভাল হয়, তাই কোত্তে হবে। কাশ্মীর যুবা অভ্যাগতদিগের অভ্রাতৃক্ আচরণ দেখে অতিশয় রাগত হোলেন্, যুবা একান্ত মনে কোরেছিলেন্, তাঁরা অনেক টাকা চাঁদা দিবেন্, খোজে কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে এই কথা বোল্লেন "তাঁরাও ভয়ে কাঁপ্‌ছেন, না জানি কবে আবার তাঁদের উপরেও তৃষ্ণাতুর অতৃপ্য কাল্‌মাকের দাবি এসে চেপে পোড়্‌বে। হয়ত আজ্ বাদে কালই তাঁদের মধ্যে কাহারও তলব হোতে পারে,,। কাশ্মীর যুবা পুনরায় খোদাবাদকে বোল্লেন "আমার যা কিছু আছে আপনি গ্রহণ করুন,,। তাঁর টাকা গ্রহণ কোত্তে খোদাবাদের প্রবৃত্তি হোলো না, তাই তিনি বোল্লেন "তোমায় টাকা

কড়ি দিতে হবে না, এখন করি কি বরং তারি একটা ভাল পরামর্শ দাও"। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "আমিতো দস্যুদের বিষয় কিছুই অবগত নই, তাই তাদের সম্বন্ধে কোন পরামর্শ আমার দেওয়াই উচিত নয়। তা যাই হোক, একটা পরামর্শ এই আছে, আগে টাকাটা না পাঠিয়ে জন কয়েক বিশ্বাসী লোক্ সেই ভগ্নমসিদে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্, তারা যদি পাঁচ কথা বোল্লে কোয়ে, দশটা অনুনয় বিনয় কোরে, টাকার দাবিটা কমাতে পারে তো ভাল হয়, এর জন্যে তাদের যদি হাতে ধোত্তে হয়, পায় ধোত্তে হয়, তাও করা উচিত, তাতেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে টাকাটা সংগ্রহের নিমিত্ত আরও যদি কিছু সময় বাড়িয়ে দেয়, তা হলেও হানি নাই,,।

খোজে বোল্লেন "তবে এই পরামর্শই ভাল, হাসেনের কথা কি স্মরণ নাই? সে তো আর অধিক দিনের ঘটনা নয়, ডাকাতেরা তাঁকে অনেক টাকা ছেড়ে দিয়েছিল,,। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "কে গেছিল? কাকে পাঠিয়ে ছিল,,?।

খোজে বোল্লেন, "তার পুত্র গিয়ে ছিল"। খোদাবাদ হামেতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, হামেত যাবেন বোলে তখনি প্রস্তুত হোলেন। খোদাবাদ বোল্লেন, "হামেত! তুমি বড় সদাশয় বালক, তোমার বড় উদার অন্তঃকরণ,,। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "হামেত! তুমি বড় সুপুত্র, তোমার বড় পিতৃভক্তি, তবে যাও, গেলেই কার্য্য সিদ্ধ হবে। খোজে বোল্লেন, 'ভয় করোনা, আল্লা তোমায় রক্ষা কোর্বেন, নির্ভয়ে চোলে যাও, নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্তে পার্বে, তবে যাও'। হামেত বোল্লেন, "ভয় কোত্তে যাব কেন, আমার প্রার্থনা যদি নাশুনে, নাই শুন্বে, ঐ রাত্রেই চোলে এসে আবার ঐ রাত্রেই টাকা পৌঁছে দেবো,,। ঐ কথা শুনে খোদাবাদ শোকে গোঁ গোঁ কোরে গোঙ্রাতে লাগ্লেন,। কেসোয়াৎ খাঁ মুক্তকণ্ঠে হামেতের গুণানুবাদ কোরে

বোল্লেন, "ডাকাতেরা অবশ্যই তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ কোরবে, কার্য্যসিদ্ধ অবশ্যই হবে, তার কোন সন্দেহ নাই,, ।

খোজে বোল্লেন, "তবে এই কথাই স্থির, আমরা এখন বিদায় হোলেম, সেই তৃতীয় দিনের রাত্রে এসে পুনরায় সাক্ষাৎ কোর্‌বো, সহরের সদর দরজাপর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো, তারপর তুমি চোলে যেও, আমরা বিদায় হয়ে ফিরে আস্‌বো,, ।

খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ পথে বোল্‌তে বোল্‌তে চোল্লেন, "খোদাবাদের বড় ত্রাস হোয়েছে, হোতেই পারে, হবারি কথা, হামেতের বেশ পিতৃভক্তি আছে ; সেব্যক্তি প্রশংসার ভাজন বটে"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "আপনারা এমন ভয়ানক বিপদাপন্ন স্থানে কি কোরে বাস কোচ্ছেন, আপনাদের তো ভরসা কম নয়, খোজেস্তা যদি আমায় মাল্যদান করেন, তবে কতই সুখী হই, এই ঘৃণিত সহর পরিত্যাগ কোরে সকলে কাশ্মীরে গিয়ে বাস করি, সেখানে গিয়ে সচ্ছন্দ নিরুদ্বেগে দিনপাত কোত্তে পারি, আমার প্রতি সদয় হবার নিমিত্ত আপনি বেশ একটু যত্ন পাবেন, খুব পেড়াপেড়িও কোরবেন"। খোজে বোল্লেন, "বড় দুঃখের বিষয় যে, আমি আপনার এ অনুরোধটি রক্ষা কোত্তে পারবো না, আমার সে ক্ষমতা নাই ; বালা কারে স্নেহ করেন, কারে না করেন, আমি তার কিছুই অবগত নহি, অবগত হোতেও চাইনা, তুমি যেমন চেষ্টা কোচ্ছো, করো, হয় ত তোমারি মনোরথ পূর্ণ হবে।' আর কোন কথা না হয়ে তাঁরা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। খোজেস্তা চোলে এলে, খোদাবাদের বাড়ীতে যে যে কাণ্ড হয়েছে, পর দিন প্রাতে খোজে কন্যাকে তত্ত্বাবৎ অবগত করালেন, কেসোয়াৎ খাঁও তৎকালীন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, ডাকাতদের গুপ্ত আবাসে হামেত একালা যাবেন স্থির হোয়েছে শুনে, খোজেস্তার মহাপ্রাণী কেঁপে উঠ্‌লো, যুবতীর মুখাবয়ব বিবর্ণ হলো, কাশ্মীর যুবা সে ভাবটী লক্ষ্য কোল্লেন। যুবতী

মুখে মাত্র এই কথা বোল্লেন, "হামেত বড় সদাশয়, তার বড় মহৎ অন্তঃকরণ, আল্লা তাঁর মানস পূর্ণ কোরে নির্ব্বিঘ্নে যেন গৃহে এনে পৌঁছে দেন, ঘরের ছেলে ঘরে এলেই সকল দিক্ রক্ষা হবে"। খোজে বোল্লেন "সে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌বে, তার সন্দেহ নাই, কাল্‌মাক্ অর্থ চায়, সে রক্তপাত কোত্তে চায় না, বিশেষতঃ আজ্‌কার বাজারে মুখ দিয়ে বার কোত্তে না কোত্তেই তত অর্থ কখনই পাবার আশা করে না, তা কি সে বুঝে না, না জানে না"।

খোজেস্তা চোলে গেলেন, যাবার সময় একবিন্দু অশ্রু তাঁর গণ্ড বেয়ে গোড়িয়ে পোড়লো, কেসোয়াৎখাঁ সে অশ্রুবিন্দুটি দেখতে পেলেন, তাঁর পক্ষে ঐ অশ্রুবিন্দুটী অগাধ জ্ঞানদাতার স্বরূপ হলো॥ কেসোয়াৎখাঁ যেন তা দেখ্‌তে পান্‌নি এইরূপ ভাণভঙ্গিমা কোল্লেন, তার পরেই হামেত সেখানে উপস্থিত হোলেন, খোজেস্তা তাঁর আস্‌বার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, "এখনও এলেন না কেন, এখনও এলেন না কেন" বোলে মনে মনে ব্যস্তও হোচ্ছিলেন, এক্ষণে হামেতকে দেখতে পেয়ে, আপনার ঘরে নিয়ে গেলেন। কেসোয়াৎ খাঁ হামেতকে সদর দরজা দিয়ে আসতে না দেখে বিস্ময়াপন্ন হোলেন, হামেত কেমন আছেন, তাঁর সব মঙ্গল তো, এই সকল কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে তাঁর ঘরে প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজেস্তা তাঁর প্রতিবাদীর বুকের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদ-ছেন, তাই দেখে তাঁর মনে কিরূপ কষ্ট হলো, পাঠক তা আপনিই অনুভব করুন। কেসোয়াৎ খাঁ তাই দেখে, একেবারে জ্বলে পুড়ে উঠ্‌লেন, তাঁর মনে যেন কেউ আগুণ ধরিয়ে দিলে, অন্তর্দাহে ছট্‌ফট কোত্তে লাগলেন, খোজের কাছে গিয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "এ দিকে কি কাণ্ড কি কার্‌খানা হোচ্ছে, আপনি এসে একবার চক্ষে দেখুন, আমি যে আপনার জামাতা হবো, তার আর আকার কই, তার আর আশাই বা কি আছে"।

খোজে দুপা এগিয়ে গিয়ে, তাঁর অতিথের চিত্তম্লানকর অভিনয়টী চক্ষে দর্শন কোল্লেন, কোসায়াৎখাঁর প্রার্থনা খোজেস্তা গ্রহণ কোর্‌বেন বোলে, তাঁর মনে যে আশা ছিল, এই কারখানা দেখে সে আশা তখনি তিরোহিত হলো। হামেতকে মনেমনে কত ভালবাসতেন, খোজেস্তা পূর্ব্বে তার পরিমাণ জান্‌তেন্ না, এখন নাকি হামেত্ তাঁর হৃদয় ছিঁড়ে নিয়ে চোলে যাচ্ছেন্, আর নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা না হোলেও না হোতে পারে, তাই যুবতী তাঁর অনুরাগের পরাক্রম অনুভব কোত্তে পাল্লেন্। এক্ষণে হয়ত আর কখন হামেতের অকপট্ সরল মুর্ত্তি দর্শন কোরে মন প্রফুল্লিত কোত্তে পার্‌বেন্ না, সে আনন্দে হয়ত জন্মের মতই যুবতী বঞ্চিত হবেন, তাই বালা আজ্ মনেমনে বুঝ্‌তে পাল্লেন্ হামেতের গুণে তাঁর হৃদয় কতদূর মুগ্ধ হোয়েছে, যুবতী এক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন্, কেবল হামেত্‌কেই তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ কোর্-বেন্। বালার পিতা অনেক কষ্ট কোরে প্রফুল্লচিত্ত অথচ কম্পিতহৃদয় হামেতের অনুরাগময় ক্রোড় থেকে খোজেস্তাকে ছাড়িয়ে নিলেন্, নিয়ে যে ঘরে কাশ্মীর সওদাগর ব্যস্তমনে পায়েচারি কোচ্ছিলেন্, সেই ঘরে চোলে গেলেন্। কাশ্মীর যুবা আর হামেত্ এই উভয় নায়ক-প্রতি-নায়কের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ যে কি আনন্দের, পাঠক তাহা আপনিই অনুভব কোরে বুঝুন্। উভয়েই বিরক্ত হলো, উভয়েরি জিহ্বা যেন বেধে বেধে আস্‌তে লাগ্‌লো, তাই কারুরি মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। কেসোয়াৎ খাঁ একটা ছল্ কোরে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে চোলে গেলেন, তাই দেখে নায়ক নায়িকার অন্তঃকরণ অনেক্ সুস্থ হোলো, তখন তাঁদের মনে হলো, তাঁরা যেন এযাত্রার মতন বেঁচে গেলেন্। যখন নায়ক্-প্রতিনায়ক উভয়েই চোলে গিয়েছেন, খোজে সেই অবকাশে খোজেস্তাকে বোল্লেন 'কেসোয়াৎখাঁ কাল রাত্রেও আমায় বোলেছেন্, তাঁর একান্ত মানস্ তোমার পাণি গ্রহণ করেন্'।

খোজেস্তা বোল্লেন্ "আমি এ পর্য্যন্ত জান্তেম না হামেত্ আমায় এত দূর মুগ্ধ কোরেছেন্, হামেত্ই আমার অনুরাগের পাত্র, তিনি ভিন্ন আর কেহ আমার প্রিয় নয়। কাশ্মীর যুবা যে আমায় গৌরব করেন্, আমি তা জানি, কিন্তু জেনে কোর্‌বো কি, আমার মন তাঁর প্রতি প্রসন্ন নয়, যেখানে মনোদান করি নাই, সেখানে পাণিদান কোত্তে পারি না, আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন"। ঐ কথা বোলে যুবতী উঠে আপনার ঘরে চোলে গেলেন, মনে কোল্লেন আজ কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে তো ভাল হয়। খোজে গিয়ে কেসোয়াৎখাঁকে বোল্লেন্ 'হামেতের প্রতি তাঁর কন্যা অনুরাগিনী হোয়েছেন, ঐ হামেত্ই যুবতীর মন মুগ্ধ কোরেছেন,' এই কথা বোলে খোজে বিস্তর আক্ষেপ কোল্লেন। কেসোয়াৎখাঁ শুনে খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্, এ অশুভ সংবাদ যদিও তাঁর পক্ষে নূতন নয়, তথাচ কথাটা হঠাৎ শুনে অতিশয় ম্রিয়মান হোলেন্, শেষে বিস্তর দুঃখ কোরে বোল্লেন্, 'খোজেস্তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নাহওয়াই ভাল ছিল,' এই বোলে যুবতীর মান্ গৌরব বিস্তর বাড়াতে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন 'যে পুরুষের প্রতি বালা প্রসন্নচক্ষে চেয়েছেন, তাঁরে নিয়ে তিনি যেন চিরসুখী হন্। নায়ক হোয়ে যদিও আমি তাঁর কৃপার পাত্র হোতে পাল্লেম্ না, কিন্তু যুবতী আমায় যেন অকপট্ বন্ধু বোলে জ্ঞান করেন্, আমায় যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে স্মরণস্থলে স্থান দান দেন"। খোজে অতিথি যুবার মনস্তাপ, তাঁর উদাস ভাব, বিশেষতঃ তাঁকে তত বিনয়ী দেখে, আক্ষেপ কোরে বোল্লেন 'খোজেস্তার কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হলো, কেন তিনি হামেত্‌কে মনোদান কোল্লেন বোল্‌তে পারি না, তাঁর এ বুদ্ধি বরং না হওয়াই ভাল ছিল'। পক্ষান্তরে যুবাকে বিস্তর সাধ্য সাধনা কোরে বোল্লেন, তিনি যেন তাঁকে পরিত্যাগ কোরে চোলে না যান। যুবাকে গিজ্‌নিতে বাস্ করাবার নিমিত্ত আপনার বাণিজ্যের

লাভ অংশ কোরে দিতে স্বীকৃত হোলেন, যাতে তিনি সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন, তারও চেষ্টা কোর্‌বেন বোল্লেন। কাশ্মীর সওদাগর বোল্লেন্‌ 'সুখী যা হবার্‌ তা হোয়েছি, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, তবে আপনার মিত্রবৎ সাক্ষাৎ লাভ কোরে মন অনেক সুস্থ হোতে পারে সত্য, কিন্তু তাতে কোরে অন্তঃকরণের কষ্ট দূর হবে না, আমার ইচ্ছা অন্তঃকরণের বেগ চেপে রাখি, কিন্তু পেরে উঠ্‌ছিনা'। খোজে বোল্লেন 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোলেও হোতে পারে, এখনও তার সময় যায় নি'। যুবা বোল্লেন্‌ 'সে কি কথা! মিথ্যা আশা দিয়ে আর আমার যন্ত্রণা বাড়াবেন্‌ না'। খোজে বোল্লেন্‌ 'ভাল ভাল, তাই ভাল, আপনি রাগত হবেন্‌ না, আমার বল্‌বার মানে এই, (গলার স্বর কমিয়ে) হামেত্‌ ফিরে না এলেও পারে, (কাশ্মীর সওদাগরের চক্ষু দিয়ে আনন্দস্ফূর্ত্তি দীপ্ত কোত্তে লাগ্‌লো) হামেত্‌কে মেরে ফেল্লেও ফেল্‌তে পারে, বন্দী কোরে রাখলেও রাখ্‌তে পারে, দুয়েরি সম্ভাবনা'। ঐ কথা শুনে যুবার সর্ব্বশরীর যেন উৎসাহ-ছটায় প্রফুল্লিত হলো, আবার তিনি চিন্তায় মগ্ন হোলেন, কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন্‌, শেষে বোল্লেন্‌ 'ডাকাতেরা যদি তাঁকে ধোরেও রাখে, তথাচ খোজেস্তা তাঁর মুখ চেয়ে থাক্‌বেন্‌, তাঁর ফিরে আস্‌বার আশায় কাল হরণ কোর্‌বেন্‌, তা না হোয়ে হামেত্‌ যদি যথার্থই মারা পড়েন্‌, সে কথা শুনে খোজেস্তা কি আর প্রাণ রাখ্‌বেন্‌, কখনই রাখ্‌-বেন্‌ না, তিনি তখনি আত্মঘাতিনী হবেন্‌। যুবতী তাঁকে এত ভাল বাসেন্‌ যে, প্রাণত্যাগ্‌ কোর্‌বেন্‌ তবু প্রণয় ত্যাগ কোর্‌বেন্‌ না, তাঁদের প্রণয় কদাচ ছাড়াছাড়ি হবার্‌ নয়'।

যাদের হৃদয় প্রণয়রসে একান্ত মগ্ন, যাঁরা প্রেমরাগের একান্ত অধীন, তাঁদের মনে যে কিরূপ সুন্দর সুন্দর ভাবের উদয় হয়, সে রসে খোজে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বোল্লেন, 'না, না, এমনটা

হবে কেন? আমি যা বলি শুন, কিছুদিন পরেই দেখ্‌তে পাবেন, হামেতের সহবাসে সে যেমন সুখী হবে মনে কোরেছে, তখন তোমার সহবাসেও তেমনি সুখী হোয়েছে মনে কোর্‌বে।' কেসোয়াৎখাঁ মাথা নেড়ে বোল্লেন, 'আমরা যে সম্ভাবনার কথা মনে কোচ্ছি, হয়ত তা ঘটেও নি, ঘোটবেও না। হামেতকে বন্দীকোরে রাখলে, কি তারে প্রাণে মেরে ফেল্লে, ডাকাতদের কি ইষ্ট সিদ্ধ হবে, থাক্, ও কথা আর মুখে আন্‌বেন না, খোজেস্তার বন্ধুবৎ কৃপা থাক্‌লেই চরিতার্থ হবো, তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাক্‌বো, হামেতের যদি কিছু ভাল মন্দ ঘটে, তখন ঐ বন্ধুবৎ কৃপা ক্রমে পরিপাক্ পেয়ে প্রণয় অনুরাগে পরিণত হবে, তা যদি না হয়, সে অপরাধ আমারি, হামেতের নয়'। এই পর্য্যন্ত হোয়ে তাঁদের কথা বার্ত্তা ভেঙ্গে গেল। কেসোয়াৎখাঁ বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সহরের চারিদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে চোল্লেন, তাঁর মনোভঙ্গ হয়েছে, তাই কি চিন্তা কোত্তে কোত্তে বেরিয়ে গেলেন। খোজেস্তার সে দিন ইচ্ছা ছিলনা তাঁর ঘরে থেকে বাহিরে আসেন, খোজে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বোল্লেন, 'কেসোয়াৎখাঁ তাঁর অকৃপার কথা শুনে, অতিশয় উদাসচিত্ত হোয়েছেন, এ দুঃখটী যথার্থই তাঁর মর্ম্মান্তিক হয়েছে, সে ব্যক্তি মুখ ফুটে বোলেছে, বিবাহ তো হলোই না, তাঁর প্রতি যেন তোমার বন্ধুবৎ কৃপা থাকে।' এই সকল কথা শুনে যুবতীর মন অনেক নরম হলো, তাই তাঁর পিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে চোলে এলেন, এসে দেখেন যুবা অতি বিমর্ষ হোয়ে বোসে আছেন, অনাদরপ্রাপ্ত ক্ষুব্ধচিত্ত নায়ক সবিনয়ে যুবতীর সমাদর কোল্লেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মতন তত প্রফুল্ল মনে নয়। খোজেস্তা হাস্য পরিহাসের গল্প কোরে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন। বালা বোল্‌তে লাগলেন, 'বাবার মুখে শুনেছি আপনার বড় উদারমন, খোদাবাদের উপকারের নিমিত্ত আপনার যা যৎকিঞ্চিত্ আছে, তাই দিতে আগ্রহ হোয়েছেন,

ঐ কথা শুনে আপনার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা জন্মেছে, এরূপ নিস্বার্থ কৃপা মহত্তেরি চিহ্ন। আমাদের গিজ্‌নিবাসী সওদাগরদের ব্যবহার দেখে লজ্জা পেতে হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ্ ধনী, এত ধনী যে, যদি কেউ উপকার কোত্তে চাইতেন, সে উপকার করা তাঁর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হতো না। আপনি যে আপনার সবেধন মাত্র দিতে প্রস্তুত হোয়েছেন, তাই শুনে চমৎকৃত হোয়েছি, আপনার এই উদারগুণের প্রশংসা কোরে উঠা যায়না. আপনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি, তা এক-মুখে বোলে ফুরাতে পারিনে, আপনি যথার্থই বড় লোক।' কেসোয়াৎখাঁ অল্প ঘাড় ঝুঁকিয়ে বোল্লেন, 'যিনি আমাদের তত সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান কোরেছেন, তাঁর উপকারের নিমিত্ত আমার যদি প্রবৃত্তি না হতো, কি আমি যদি পুঁটেতেলির মত তত ক্ষুদ্রাশায় হোতেম, একটি পয়সা যদি আমার গায়ের রক্ত হতো, তবে জীবনের প্রতি আমার ঘৃণাই জন্মিত।' খোজেস্তা বোল্লেন, 'খোদাবাদ নিশ্চয়ই আপ-নাকে বন্ধুর অগ্রগণ্য জ্ঞান কোরবেন, তিনি কখনও কারুর অনুগ্রহ বিস্মৃত হন্‌না, তাঁর সেরূপ স্বভাবই নয়'। তারপর যেরূপ আশ্চর্য্য গতিকে কাল্‌মাকের পত্র লক্ষিত ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে, সেই গল্প উত্থাপন কোরে, খোজেস্তা বোল্লেন, "পত্রখানি জুতোর ভিতরে কি কোরে গেল? তার এক ঘন্টা কি দুঘন্টা পুর্ব্বে, জুতো জোড়া কেবল ছেড়ে রেখে বোসেছিলেন, এর মধ্যেই কে কি কোল্লে! তাঁর যে নফর, সে তো বালক, সে কখনই ঘুস খেয়ে একাজ করেনি'। খোজে বোল্লেন, "না না, সে কোর্‌বে কেন, আমি জানি তার কোন দোষ নাই, সে তামাম রাত তার মুনিবের পিঠেরদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বড় মুনিব্ ভক্ত।' কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, 'বোধ হয় কালমাকের চর্ আছে, তারা গোপনে গোপনে গৃহস্থের বাড়ীতেও যায়, মজ্‌লিসেও ফেরে, কিম্বা হয় তো নাচ্‌নেওয়ালিরাই পয়সার লোভে একাজ কোরে থাক্‌বে।'

খোজে বোল্লেন, 'তাই হবে, নচেৎ সেখানে খোদাবাদের আত্মীয় বন্ধু ভিন্ন আর তো কেউই উপস্থিত ছিলনা'। খোজেস্তা বোল্লেন, 'যাই হউক, ফলে এ একটা অদ্ভুত কারখানাই সত্য, কারুরি পরিত্রাণ নাই, কারুরি নিস্তার নাই, লোকজনকে বাড়ীতে আস্‌তে না দিলেও দোষ, দিলেও দোষ, আমরা যেন আপনা আপনিই কাল্‌মাক হোয়ে পোড়্‌ছি, সে বদমাইস্‌দের কৌশলজাল থেকে কেউই বেঁচে যেতে পারবেনা।' খোজে বোল্লেন, 'সত্যই বটে, আমি যখন ঘুমে থেকে উঠি, কাঁপতে কাঁপ্‌তে উঠি, ভয় হয় পাছে দরজার কাছে গিয়ে কৃষ্ণ ঢেরা দেখতে পাই, রাত্রিটী নির্ভাবনায় কাটাবার উপায় নাই, প্রতিদিনই শুতে গিয়ে মনে করি, হয় ত রাত্রপ্রভাত হলে আমি তাদের কালকোপে পড়ে যাবো'। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, আপনার সে ভয় হতে পারে সত্য, যেরূপ অত্যাচারের কথা শুন্‌তে পাই, তাতে কোরে গিজ্‌নির ভিতর বাসকোরে নির্ব্বিঘ্নে আছি, এরূপ কারুরি মনে করা উচিত নয়, আমি কিন্তু গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোরে থাকি আপনার যেন কোন বিপদ না ঘটে, আপনাকে যেন তারা ভুলে যায়। তারপর খোজে সে ঘরে থেকে চোলে গেলেন, কেসোয়াৎখাঁ খোজেস্তার মধুর সম্মুখে এসে বোল্লেন, 'তোমার পিতার মুখে শুন্‌লেম, তুমি নাকি হামেতকেই মনোদান কোরেছো, সে বিষয় নাকি স্থিরই হয়ে গেছে, তথাচ তোমার মুখে একবার শুনতে চাই, তা হলে আমি অতিব্যথায় নির্ব্ব্যথা হোয়ে নিশ্চিন্ত হই, আমার দশাটা কি হলো, সেই কথা একবার তুমি মুখে বলো শুনি, আমি কি এতই ঘৃণার পাত্র হোলেম, আমি কি—"

খোজেস্তা বোল্লেন, 'না না' অমন্ কথা বোল্‌ছেন কেন? ঘৃণা কোর্‌বো কেন? আমি বরং আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধাই কোরে থাকি, যদি হামেত্‌কে কখন চক্ষে না দেখতেম, যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বহুকাল

পূর্ব্বে হামেতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না হতো, তবে তোমায় ভিন্ন আর কারুকে আমি মাল্যদান কোত্তেম না। আমাদের বন্ধুবৎ প্রণয় চিরকালই যেন এক ভাবে থাকে, হামেতকে কিন্তু আমার হৃদয়, আমার মন, আমার স্নেহ, আমার অনুরাগ, উপহার দিয়ে বরণ কোরেছি। কেসোয়াৎ খাঁ! আপনি আর রাগত হয়ে আমার প্রতি কোপভঙ্গি কোরবেন না, আর মুখ চোক্ অন্ধকার কোরে মুখ ফিরিয়ে চোলে যাবেন না।' যুবা বোল্লেন, 'খোজেস্তা! আমি রাগত হোয়ে আঁধার মুখ কোরে থাকিনা, আমি দুঃখিত হয়েই, শোকার্ত্ত হোয়েই; অদৃষ্টের বিড়ম্বনা মনে কোরেই মুখ ফিরিয়ে চোলে গিয়ে থাকি, মুখ আঁধার করা দূরে থাকুক, আমি বরং তোমায় দেখতে পেলে প্রফুল্লিত হই, আমি তোমায় প্রাণের অধিক ভাল বাসি, তুমি আমার প্রণয় রাগের অপমান কোর্‌বেনা, একবার এই মধুর আশা পেয়ে আহ্লাদে ফুলে উঠে ছিলেম। বিধাতা সকলের মন, সকলের অন্তঃকরণ দেখতে পান, তিনিই আমার মনের, আমার অন্তঃকরণের দোষগুণ বিচার কোর্‌বেন।' যুবতী বোল্লেন, কেসোয়াৎখাঁ! তুমি যেন আমার ভাই, আমরা যেন এক মায়ের পেটে জন্মেছি, এখন এইরূপ ভঙ্গিতে আলাপ করাই ভাল, আপনি সুখে থাকুন এ প্রার্থনা চিরকালই কোর্‌বো, আপনি তো আমাদের ছেড়ে কোথাও চোলে যাবেন না? এখানে থাক্‌বেন তো? আমার পিতার হোয়ে অনুরোধ কোচ্ছি, আমিও বোল্‌ছি আপনি থাকুন,

কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন 'আপনাদের অনুরোধে আমি এখানে আজন্ম কাটাতে পারি, তবে কথা এই, পাশা পোড়ে চুকেছে, পড়্‌তা উল্‌টে দাঁড়িয়েছে, তুমি যে কথা শুনিয়ে দিয়েছো, তাতেই আমায় তাড়িয়েছ; আর আমায় গিজ্‌নিতে মুখ দেখাতে হবে না'। যুবতী বোল্লেন, 'সে কথা নয়, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন্ না, আপনাকে হারালে বড় অসুখী হবো'। যুবা উত্তর কোর্‌বেন্ এমন সময় খোজে এসে উপস্থিত্ হোলেন,

সুতরাং তাদের কথা বন্ধ হোলো । পরদিন হামেত্ খোজেস্তার সঙ্গে সাক্ষাত্ কোরে নির্ব্বিবাদে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্লেন্, এখন কিন্তু অনেকক্ষণ ধোরে আলাপ কর্বার সময় নয়, যুবতীর পার্শ্ব ছিন্ন কোরে, তাঁর হৃদয় ভগ্ন কোরে, হামেত্‌কে বল পূর্ব্বক লোয়ে যাবার সময়, সে সময় আগত প্রায়, সে সময় যেন তীরের ন্যায় বেগে ছুটে আস্‌ছে, তাই ভেবে যুবক যুবতী মর্ম্মান্তিক ব্যাথায় পীড়িত হোয়ে কতই অশ্রু-পাত কোল্লেন, তাঁদের দুঃখানলদগ্ধ হৃদয়েরর হাহাকার ধ্বনি শুন্‌লে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হোতো ।

যে রাত্রে হামেত্ নির্ভয় হোয়ে কাল্‌মাকের নির্জ্জন আবাসে একালা চোলে যাবেন্, তার পূর্ব্বদিন নূতন কোন ঘটনা হয় নাই । খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ পূর্ব্বকার কথা মতন্ সহরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে চোল্লেন, হামেত্‌কে বিদায় দিয়ে বোল্লেন 'তোমার কোন ভয় নাই, কোন বিঘ্ন নাই, যেতে না যেতেই ফিরে আস্‌তে পার্‌বে, আমরা আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি তোমার মঙ্গল হউক্' । খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ মুখে তো আশীর্ব্বাদের উপর আশীর্ব্বাদ কোরে ঝড়্ বোইয়ে দিলেন্, মনে মনে কিন্তু বোল্‌তে লাগ্লেন্, 'আল্লা করুন হামেত্‌কে যেন আর ফিরে না আস্‌তে হয়, এ বিদায় যেন জন্মের শোধ বিদায় হয়' । বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু উভয়ের কেউই ওরূপ অকরুণ নিষ্ঠুর বাক্যগুলি মুখদিয়ে বার কোল্লেন না ।

খোজেস্তা হামেত্‌কে বিদায় দিয়ে মনে মনে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন, 'হামেত আমার মন প্রাণ কিনে নিয়েছে, প্রণয় ধন দিয়ে, অকপট মন দিয়ে, আমার মন প্রাণ কিনে নিয়েছে । কেসোয়াৎ খাঁর মন সরল নয়, তাঁর মনে বিস্তর ছলনা, বিস্তর চাতুরী আছে, তিনি অনেক ছলের কথা, অনেক চাতুরীর কথা বলেন । আমার মন তো এখন আমার নয়, আমার মন এখন হামেতের, হামেত চোলে গিয়েছেন,

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও গিয়েছে, পোড়া মনের কি দশাই হলো! হামেত্‌কে যেন পলকে পলকে চক্ষে হারায়, এক দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে অমনি যেন সারা হোয়ে যায়, মনের একি রোগ হলো! কেসোয়াৎ খাঁ শঠ লোক তার সন্দেহ নাই, তার কথাগুলিতে বেশ রস আছে সত্য, যেন মধু ঢেলে দেয়, কথার ছটাও ভাল, যিনি যতই তেতেপুড়ে আগুন, কেসোয়াৎ খাঁর মুখে দুট কথা শুন্‌লে, অমনি যেন শীতল হয়ে যান, তাঁকে তা হোতেই হবে। যুবা হাস্যকৌতুক, আমোদ প্রমোদ, কোত্তেও বেশ জানেন, কিন্তু তাতে কি করে! মন ভাল হওয়া চাই, সে ব্যক্তি শঠ্, তার মনও কুটিল, আমি জেনেশুনে সাপের মুখে হাত দিতে পারি না।

এক ঘন্টা গত হলো, দুঘন্টাও গত হলো, তবু হামেত ফিরে এলেন না, রাত্র একপ্রহর হয় হয় হলো, তবু হামেতের সঙ্গে দেখা নাই। খোজেস্তা অস্থির হোয়ে পোড়্‌লেন, হয়ত এতক্ষণে এসেছেন, এই ভেবে বালা শশব্যস্ত হোয়ে খোদাবাদের বাড়ীতে লোকের উপর লোক পাঠাতে লাগ্‌লেন, তারা ফিরে এলে, কাতর হয়ে যেমন জিজ্ঞাসা করেন "কেমন এসেছেন কি?' তখন, "না, এখনও পোঁছন্‌নি" এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে অমনি শিউরে উঠে মূর্চ্ছিত প্রায় হন। খোদাবাদের বাড়ীতে যতবার লোক পাঠালেন, তত বারই "হামেত এখনও ফিরে আসেন নি" এই মর্ম্মান্তিক অকরুণ নিষ্ঠুর বাক্য শুনে, তাঁর মহাপ্রাণি কেঁপে কেঁপে উঠে অবসন্ন হতে লাগ্‌ল। রাত্র দুই প্রহর হলো, তথাচ হামেতের কোন খবর নাই, চৌকিদার প্রথম চৌকি হেঁকে গেল, তবু এখনও যুবা এসে পোঁছন্‌ নি, আকাশের নক্ষত্রগুলি মলিনপ্রভা হোয়ে, দুটী একটী কোরে বিলুপ্ত হতে লাগ্‌লো, তবু হামেত এসে এখনও পৌঁছন্‌ নি। কি খোজেস্তা, কি খোদাবাদ, কারুরি চক্ষে ঘুম্‌ নাই, দুর্ভাবনায় তামাম রাত্‌ ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছিলেন, আর এক একবার ছুটে গিয়ে গলিপথ

দেখে আস্‌ছিলেন, খোজেস্তার চক্ষের পলক্‌ ছিলনা, বালা তামাম রাত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, রাত্রি ক্রমে অবসান হয়ে প্রভাত ছটার ঈষৎ শ্বেতরেখায় গগন উদ্দীপ্ত হলো, বালা তা দেখ্‌তে পেলেন। অরুণোদয় হয়ে ক্রমে দিনপ্রকাশ হলো, তথাচ হামেতের সঙ্গে দেখা নাই, তখনও তিনি ফিরে এসেন্‌ নি। খোজেস্তা শিরে করাঘাত কোরে আর্ত্তনাদ কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেন আমার মাথা খেয়ে তাঁকে যেতে দিলেম, কেন তাঁকে ছেড়ে দিলেম, ধোরে রাখ্‌লেম না কেন, নিষেধ কোল্লেমনা কেন, নিষেধ কোল্লে কখনই যেতেন না, আমি আপনার দোষে তাঁকে হারালেম, হায়! কি কাল্‌ ঘটালেম, কি সর্ব্বনাশ কোল্লেম, কেন তাঁরে একলা যেতে দিলেম'। খোদাবাদও আত্ম ভর্ৎসনা কোরে বোল্‌তে লাগলেন, "হায়! আমি আপনি না গিয়ে কেন তারে একলা পাঠালেম, এ দুর্বুদ্ধি আমার কেন হলো, হা পুত্র! আমার মনে হোচ্ছে তুমি নাই, নিষ্ঠুর ডাকাতেরা তোমায় নিশ্চয়ই খুন্‌ কোরেছে, তুমি অভাবে আমি কি কোরে প্রাণে বাঁচ্‌বো, হায়! আমি পুত্রের মায়া না কোরে টাকার মায়াই অধিক কোল্লেম, আমি পিতা হোয়ে কোন্‌ প্রাণে তোমায় যমের মুখে পাঠালেম। হামেত আমার দুদের ছেলে, তাতে আবার তার মা নাই, আমি কেন মা-খেকো ছেলেকে শত্রুর মুখে জেনে শুনে পাঠালেম, রাতারাতির মধ্যে ফিরে আস্‌বার কথা, তাতে এতখানি বেলা হলো, তবু তার খোজখবর নাই, হায়! কি বিড়ম্বনা!" খোদাবাদ এইরূপ আরও কত আর্ত্তনাদ কোরে বিলাপ কোত্তে লাগলেন, পিতার তো সান্ত্বনা হবার কথাই নেই, প্রণয়িণীর আশাও প্রণয়িনীর হৃদয় মধ্যে বিলুপ্ত হলো। খোজে আর কাশ্মীরযুবা মুখে বিলক্ষণ দুঃখ জানাতে লাগলেন, মনে মনে কিন্তু আহ্লাদে গোলে পোড়্‌তে ছিলেন। যাঁরা প্রকৃত শোকে শোকাকুল হোয়ে বিলাপ কোচ্ছিলেন, তাঁদের অনেক আশা ভরসা দিয়ে সান্ত্বনা কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা

হলো। আজ কি দুঃখের প্রভাত, আজ খোজেস্তার পাশে হামেত নাই, স্বধু আজ বোলে নয়, এমন কত দুঃখের প্রভাত যুবতীকে কেঁদে পোয়াতে হয়েছে। এক হপ্তা গত হলো, একমাসও গত হলো, তথাচ হামেতের কোন সংবাদ নাই। যুবতী অহরাত্র বিমর্ষ হয়েই থাকেন, কি শুয়ে, কি বোসে, কিছুতেই তাঁর মনের স্বখ নাই, তাঁর মুখ খানি দিবারাত্র বিরস, তাঁর মন্‌টিও দীনদরিদ্রের মতন দিবারাত্র ম্রিয়মান। বালা শেষে এক প্রকার ঘোর অপ্রফুল্ল উদাস বিষাদে নিমগ্ন হোলেন, কেসোয়াৎ খাঁ তাঁকে প্রফুল্লিত কর্‌বার নিমিত্ত অনেক কৌশল অনেক যত্ন কোল্লেন, কিন্তু যুবতীর মন কিছুতেই প্রসন্ন কোত্তে পাল্লেন না, তার তাৎপর্য্য এই, খোজেস্তা মনে কোল্লেন, হামেত নাই, নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন, বিশেষতঃ ডাকাতেরা যে খোদাবাদের উপর টাকার জন্য পীড়াপিড়ি কোচ্ছেনা, তাতে কোরেই ঐ সন্দেহ দিন্‌ দিন্‌ আরও প্রবল হতে লাগ্‌লো, আগে আগে যুবতী প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, রসিকাছিলেন, চতুরা ছিলেন, পরিহাসপ্রিয়া ছিলেন, এক্ষণে হামেতের মৃত্যুর বিষয় ভেবে ভেবে বিষণ্ণ হোলেন, ম্লান হোলেন, নিরানন্দ হোলেন, শোক বিষাদে জড়ীভুত হোয়ে, দিন দিন শীর্ণ হতে লাগ্‌লেন। এক দিন পিতা দেখ্‌লেন তাঁর কন্যা মড়ার মতন ঢিকুতে ঢিকুতে বাড়ীর বাইরে চোলেছেন, তাঁর সে চেহারা নাই, সে আকার নাই, সে স্ফুর্ত্তি নাই, অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হোয়ে দেহমাত্র খাড়া আছে, মুখে হাসিও নেই, আহ্লাদ প্রকাশ করাও নেই, তাই দেখে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু কন্যার মনে সাহস দিয়ে তাঁকে প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেন না, হামেত্‌ যে মারা পোড়েছেন, বরং সেই সন্দেহ যুবতীর মনে আরও প্রবল কোরে দিলেন, বালার মনে সে সন্দেহ যাতে আরও বলবৎ হয়, সেই কথা উত্থাপন কোরে তারি পোষকতা কোত্তে লাগ্‌লেন তাঁর মর্ম্ম আর কিছুই নয়, খোজে মনে কোল্লেন, হামেত্‌ নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন জান্‌তে পাল্লে, যুবতী তাঁর

ফিরে আস্‌বার আশায় এককালীন জলাঞ্জলি দিবেন, হামেতের প্রণয়ে দৈববঞ্চিত হোলে কাশ্মীর যুবাকে পাণিদান কোরবেনই তার সন্দেহ নাই, সেটী কিন্তু তাঁর মনের ভুল, এবিষয়ে তাঁর বড় ভ্রম হলো। খোজেস্তা হামেতের কালশোকে নিলজ্জ হোয়ে একেবারে মুখ ফুটে বোলে ফেল্লেন, তিনি আর বিবাহই কোর্‌বেন না, পতি পদে আর কারুকে বরণ কোরবেন না, সে বিষয় বালা হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বোসেছেন। কেসোয়াৎখাঁ দেখ্‌লেন, তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর অনুনয়বিনয়, তাঁর সাধ্যসাধনা, তাঁর উপাসনা কোন কর্ম্মেরি হলোনা, কোন উপকারেই লাগ্‌লোনা, তাঁর সব যত্নই বৃথা হলো, তাই দেখে যুবা জন্মের মত খোজের গৃহ পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে প্রস্তুত হোলেন। খোজে তাঁর মনোমত বন্ধুকে হারাবেন বোলে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন, যুবাকে গিজ্‌নিতে রাখ্‌বার নিমিত্ত কতই প্রলোভ দেখালেন, যুবা তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত কোল্লেন না, সে সকল লোভ লালসার কথায় একেবারে বধির হোলেন. খোজে তাঁকে গৃহ রেখে বিস্তর যত্ন কোরেছিলেন বোলে কাশ্মীর যুবা অনেক অনুনয় বিনয় কোল্লেন্, খোজেস্তার কাছে দুঃখের বিদায় গ্রহণ কোল্লেন্, সর্ব্বশেষে গিজ্‌নিকে এবং গিজ্‌নিবাসী বন্ধুবান্ধবকে নমস্কার কোরে প্রস্থান কোল্লেন্।

আজ্ একমাস অতীত হলো কেসোয়াৎখাঁ গিজনি থেকে চোলে গিয়েছেন্। খোজেস্তা এপর্য্যন্ত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন্ নাই, তাঁর পিতাও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হোয়েছিলেন্, রাগতও হোয়েছিলেন্। আগে যেমন কন্যার সঙ্গে দেখা কোরে হেঁসে স্নেহ কোরে কথাবার্ত্তা কইতেন্, ইদানীং আর তাঁর সেরূপ স্নেহ যত্ন ছিল না, খোজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন্, খোজেস্তা প্রায়ই এক্‌লা বোসে থাক্‌তেন্, তবে কখন কখন পাড়ার মেয়েরা এসে তাঁর সঙ্গে গপ্পটাসপ্পটা কোত্তো, তাও আবার কচিৎ কখন, সর্ব্বদা নয়। ইমামন্ বোলে একটী প্রতি-

বাসীর কন্যা, যখন তখন এসে তাঁর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কোত্তো। পিতার স্বভাব ফিরে গিয়েছে, তাঁর আর পূর্ব্বের মত তাঁর প্রতি মায়া-দয়া নাই দেখে, যুবতী মনে বড় ব্যথা পেলেন্। একদিন তাঁর দুঃখের কথা বোল্‌বেন বোলে মনে কোরেছেন, এমন্ সময় দেখ্‌লেন তাঁর পিতা, অতি বিমর্ষ হোয়ে বাড়ীতে প্রবেশ কোচ্ছেন, শুন্‌লেন্ খোদাবাদের মৃত্যু হোয়েছে। এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির একদিনও বিরাম ছিল না, তাঁর মন্দভাগ্য পুত্রের নিমিত্ত দিবারাত্র রোদন, দিবারাত্র বিলাপ, দিবারাত্র আর্ত্তনাদ কোত্তেন্, কার্‌কার্‌বার্ একপ্রকার ছেড়েই দিছিলেন্, লাভ হলো কি নোক্‌সান্ হলো, একবার ফিরেও চেয়ে দেখ্‌তেন্ না, মাসাবধি আহারই কোল্লেন্ না, অনাহারে আর শোকে শরীর ক্রমে পাক্ পেয়ে যেতে লাগ্‌লো, খোদাবাদ শীর্ণ হোয়ে পোড়্‌লেন, শেষে প্রাণত্যাগ হোয়ে তাঁর যন্ত্রণার অবসান হলো। খোজেস্তা দুঃখের সংবাদটি শুনে নিতান্ত কাতর হোয়ে পোড়্‌লেন্, পরের দুঃখে দুঃখিত হোতে গিয়ে আপনার্ দুঃখ বিস্মৃত হোয়ে গেলেন্, তাই আর সে দিন পিতাকে বলা হোলো না তাঁর মনের ভাবান্তর হোয়েছে। পরদিন অতি প্রাতে, তাঁর পিতার উঠ্‌বার অগ্রে, মৃত খোদাবাদের ভগ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন মনে কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, অধিক পথ যেতে পারেন্ নি, এমন সময় একটী ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো, সে ভিক্ষা চাইলে, যুবতী তাকে একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্লেন্। তাঁর হাতে একটী সাজি ছিল, বালা যখন বাড়ী থেকে বেরুতেন, ঐ সাজিটী হাতে ঝুলিয়ে নিতেন্। বালা ফিরে এসে দেখেন্ কাল্‌মাক্ ডাকাতের কালকৃষ্ণ ঢেরা তাঁর বাড়ীর দরজার গায় চিত্রিত রোয়েছে, দেখেই প্রাণ কেঁপে গেল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, তাঁর পা আর চলে না, থর্ থর্ কোরে কেঁপে মূর্চ্ছিতপ্রায় হোয়ে, দরজার উপর পোড়ে যান্ যান্ হোলেন। অনেক কষ্টে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে, 'বাবা বাবা' বোলে

ত্রাস্ত মনে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন্। খোজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ফুল্‌কোচোকো হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেন ? কি হোয়েছে মা ? কিসে এত ত্রাস হলো ? বালার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, কেবল অঙ্গুলি দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন্। খোজে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দরজা খুল্লেন্, খুলে দেখেন্ কাল্‌মাকের সেই কাল্‌ঘাতি কৃষ্ণ ঢেরা অঙ্কিত রোয়েছে, তাই দেখে চীৎকার শব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন্, তাঁর কান্না শুনে ঐ দরজার কাছে বিস্তর লোক জমে গেল। যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যার মৃত্যু সম্মুখে মুখ বাড়িয়ে আছে, তাঁকে প্রবোধবাক্য দিয়ে কে সান্ত্বনা কোত্তে পারে ? আতঙ্কের বেগ খর্ব্ব হোলে খোজে সবপ্রথমেই খাতাপত্র খুলে দেখ্‌তে বোস্‌লেন্। আপাততঃ কত টাকা তাঁর তহ-বিলে মজুত্ আছে, সেইটী জান্‌বার তাঁর অভিপ্রায়। খাতা খুল্‌তেই কাল্‌মাকের ভয়ঙ্কর অকরুণ পত্রখানি বেরিয়ে পোড়্‌লো, যে পাতায় তিনি হিসাবপত্র দেখ্‌বেন্, সেই পাতার ভিতরেই পত্রখানি গুঁজে রেখে ছিল। তখন আতঙ্কে বোধ্ হোলো যেন পত্রখানি তাঁর মুখের দিকে কট্‌মট্ কোরে তাকাচ্ছে। খোজে হুতাশে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন্, ঐ চীৎকার শুনে কি হোয়েছে, কি হোয়েছে, বোলে খোজেস্তা এসে উপস্থিত হোলেন্, তখন্ সওদাগর দুটী আঙ্গুল দিয়ে পত্রখানি ধোরে আছেন। যুবতী পিতার গলা জড়িয়ে ধোরে পিতৃস্নেহ বশে মুখ-চুম্বন কোত্তে লাগ্‌লেন, দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা পোড়ে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। পত্রের শিরোনামা পোড়েই শরীর অবশ হোয়ে পোড়্‌লো, তার মর্ম্মার্থ অবগত হোলে, মনের গতি যে কি হবে তা পাঠক আপনিই অনুভব করুন্। পত্রখানি খুলে পোড়্‌বেন কি না, সাত পাঁচ ভাবৃতে লাগ্‌লেন্, এক ঘন্টা দুমনা কোরে কাটালেন, শেষে কপাল ঠুকে, যা থাকে অদৃষ্টে বোলে, পত্রখানি খুলে পোড়্‌লেন, তাতে এই লেখা ছিল।—

কাল্‌মাক্‌ খোজে সওদাগরের প্রতি।

"পত্রে জানিবা। আগত মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে এই চারি পর্ব্বতের নিকট ভগ্ন মস্‌জিদে তোমার কন্যাকে পাঠাইয়া দিবা, তাঁহাকে পদব্রজে চোলে আসিতে হইবে, প্রয়োজন হয়ত একটী দাস কি দাসী সঙ্গে আসিতে পারিবে, তাঁর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু যুবতী আর কখনই গিজনি সহরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন্‌ না, একথা পূর্ব্বাহ্লেই বলিয়া রাখিলাম। আমি কাল্‌মাক্‌, আমি তোমার কন্যাকে উপপত্নী করিব বলিয়া চাহিতেছি। তোমার কন্যার আগমন উপলক্ষে নাচতামা-সাব ও খানার সমারোহ হইবে, অতএব যুবতী যেন প্রচুর সিরাজ মদিরা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল্‌, তদ্ভিন্ন দুহাজার থান্‌মোহর সঙ্গে লইয়া আই-সেন্‌। দেখো যেন আমার হুকুমের অন্যথা না হয়, অন্যথা হইলে প্রাণটী হারাইবা। ইতি"। "কাল্‌মাক্‌"

দস্তখতের নীচে লাল্‌রঙ্গে চিত্রিত ছোরা ও কৃষ্ণচেরা অঙ্কিত ছিল, দস্তখৎটি বড় বড় অক্ষরে অতি স্পষ্ট কোরে, অতি পরিষ্কার কোরে, লেখা ছিল, ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খোজে বোলে উঠ্‌লেন্‌ "আর আমার কি হবে! মনোদুঃখ যা পাবার তা পেলাম্‌; রে দুর্ম্মতি ডাকাত! তোরা মনে করিস্‌নে আমি তোদের হুকুম্‌বর্‌দার্‌ চাকর, সহস্র-বার মোত্তে হয় মোর্‌বো, তথাচ কন্যাকে কখনই কলঙ্কপঙ্কে পতিত হোতে দিব না, অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খোজেস্তা! তোমাকে এপ্রাণ থাক্‌তে কখনই পাঠান হবে না, বরং আপনি হাত্ত দিয়ে এপ্রাণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তথাচ নরহন্তা খুনে ডাকাতের কাছে কখনই তোমাকে পাঠাবো না, পাঠানো দূরে থাকুক, সে কথা মনে মাত্র উদয় হোলে গায়ের রক্ত জল হোয়ে সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। মা! তুমি কেঁদো না, আমার জন্য তোমার কাঁদ্‌তে হবে না, ভয় কি! আমি কাল্‌মাকের চোক রাঙ্গানিতে ডরাইনে, আমি তারে বোলে পাঠাবো, তোর যা সাধ্য

থাকে কোরিস্, আমি তোর কথা মানি না"। খোজেস্তা বোল্লেন "বাবা! অমন দুঃসাহস কোর্বেন না, অমন কথা বোল্বেন্ না, সাবধান হোয়ে চলা ভাল, দোশ্মন্কে মরিয়া কোরে তোলা ভাল নয়, আপনি একলা বাইরে যাবেন্ না, ঘরের মধ্যেও অস্ত্র শস্ত্র লোয়ে থাক্বেন্, হায়! আমায় যদি অসতী না হোতে হোতো, তবে যেরূপেই হউক, আপনার প্রাণ রক্ষা কোরে দিতেম্"। এই কথা বোলে পিতায় কন্যায় চক্ষের জলে ভাস্তে লাগ্লেন্। খোজে এত যে আস্ফালন কোল্লেন, তবু শোক দুঃখ ভয়ে হাত মোচ্ড়াতে মোচ্ড়াতে বুকে করাঘাত কোরে, হাহাকার কোত্তে লাগ্লেন্, শেষে সর্ব্বাঙ্গ অবশ প্রায় হোয়ে অকাতর নিদ্রায় অভিভূত হোলেন্, খোজেস্তা তাই দেখে আপনার ঘরে চোল্লেন, এমন সময় তাঁর সমবয়সী ইমামন্ এসে উপস্থিত ইমামন্ বোল্লেন "সখী! তুই আর কৃষ্ণ চেরার কথা মনে করিস্নে, যা অদৃষ্টে লেখা আছে, তাই হবে, আমি ভাই তোরে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি, তুই ভাই আমায় ভাঁড়াস্নে, সত্যি কোরে বলিস্"। খোজেস্তা বোল্লেন্ "এই শোক তাপের সময়, তুই ভাই আবার কি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাস্, তোরে আজ বড় আমুদে আমুদে দেখ্ছি, এখন ভাই ঠাট্টা তামাসার সময় নয়"। ইমামন্ বোল্লেন "হাসি তামাসার কথা নয় ভাই, মনটা বড় ধুক্পুক্ কোচ্ছে, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা না কোরে স্থির থাক্তে পাচ্ছিনে, প্রাণের ভিতর যেন আইঢাই কোচ্ছে, তুই ভাই কেসোয়াৎখাঁকে সাধেসাধে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দিলি কেন? সে ব্যক্তি তোর পায় ধোল্লে, হাতে ধোল্লে, কত কাঁদ্লে, তবু তোমার মন নরম হোলো না, এমন মনও তো কোথাও দেখিনি ভাই, মেয়ে মানুসের যে তত শক্ত মন হয়, বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে, তা তো আগে জান্তেম না, তোর কি চক্ষে পর্দা নেই, না প্রাণে মায়া দয়া নেই, তাই অমন্ কোরে, অমন সুপুরুষকে রুক্ষ-

মুখে বিদায় কোরে দিলি", খোজেস্তা বোল্লেন "তুই ভাই এক্ রকমেরি লোক, মন্ কি কারুর্ বাধ্য, মন কারু প্রতি রুষ্ট, কারু প্রতি তুষ্ট, কেন যে হয়, তা কেউই বোল্‌তে পারে না, এমনি কথায় বলে, "যার প্রতি যার্ মন্, কিবা হাড়ি কিবা ডোম্," আমি কি সাধ কোরে তাঁরে ক্ষুন্ন কোরেছি, আমার মন্ যে তাঁর অনুগত হোলো না'। ইমামন্ বোল্লেন্ "তোর মনটাকে একবার দেখাতে পারিস্, একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, তখন কোমর বেঁধে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিই, এমন মন রাখিস্ কেন, তোর পোড়া কপাল্ যে এমন মন নিয়ে ঘর করিস্! কেসোয়াৎখাঁ দেখ্‌তে যেন কন্দর্প, তাঁর রূপ দেখে কার মন্ না ভুলে যায়, মুখেরি বা কেমন শ্রী, চোক্‌নাকেরি বা কিবা টানা গড়ন্, যেন তুলি দিয়ে চিত্র কোরেছে, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, হামেত্‌টা আর কি, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, ঠিক্ যেন চাসার বলদ্, গুণের মধ্যে গাধার মত হাড়ভাঙ্গা মেহনত কোত্তে পারে, আরতো কোন গুণ দেখ্‌তে পাইনে, তুই ভাই তারে যে কি চক্ষে দেখেছিস্ তা তুইই জানিস্, হামেত যেন তোমার প্রেমের গোপাল হোয়ে বোসেছে'। খোজেস্তা বোল্লেন্ "আর ভাই ও আগুণ তুলিস্‌নে, তুই ভাই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্‌নে, একেতো আপনাকে খেয়ে, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন আঁধার দেখ্‌ছি, তার উপর তোর আবার ঠেসের কথা সয়না, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালা দিস্‌নে, কেসোয়াৎখাঁর গুণ কেসোয়াৎখাঁতেই থাক্ আমি তার গুণও চাই না, তার রূপও চাই না, আমি মন চাই, কেসোয়াৎখাঁর মন ভাল নয়, তার অন্তঃকরণ পরিষ্কার নয়, আমি হামেতের গুণ এক মুখে বোলে ফুরুতে পারিনে, কেসোয়াৎ খাঁর নূতন নূতন বেসি যত্ন, পুরানো হোলে তত থাক্‌তো না, কখনই থাক্‌তো না, আমি হামেতের চরণে বিক্রী হোয়েছি, তিনি ফিরে আস্‌বেন বোলে আশা দিয়ে গেছেন, তাই এখনও তাঁর আশাপথ চেয়ে আছি,

সখি ! আমাদের কেবল নবীন প্রণয়, কিন্তু অঙ্কুরে আঘাত হলো, কি বিড়ম্বনা, হঠাৎ এমন বজ্রাঘাত হবে স্বপ্নেও মনে করিনি'। ইমামন্ বোল্লেন "যাই বল ভাই, ও কথায় আমার মন ভিজ্‌লো না, যদি ভাল বাস্‌তে হয়, তবে কেসোয়াৎখাঁর মতন সুপুরুষ দেখে ভাল বাসাই ভাল, অমন পুরুষ না হোয়েছে না হবে, না দেখেছি না দেখ্‌বো, সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়ের উদাসীন, তার মান রাখাই উচিত ছিল, তাকে অমন্ কোরে কাঁদিয়ে বিদায় করা কি ভাল হোয়েছে ? কাশ্মীর যুবা যেন রসের তরঙ্গ, তার সঙ্গে আলাপ কোরে সুখে ভাস্‌তে হয়, তার সুরসপূর্ণ বাক্যচ্ছটা শুন্‌লে শরীর অলস হয়, প্রফুল্লরসে অলস হয়, তাকে ভাই তুই প্রথম প্রথম কত আশাই দিছিলি, আমিতো তোমারই আছি, কোথা গিয়েছি, আমি চাতকিনী, তুমি আমার ধারাপথ, আমি তোমার জীবনের মরণের সাথি ! তুই ভাই কত খেলাই খেল্লি, তখন তখন তোমার নূতন প্রণয়ের কথা তুল্লে অম্‌নি যেন লজ্জায় মোরে যেতে, সাপের মন্ত্র বাসি হোলে খাটে না, তোমার সে সকল কথা তাই হলো নাকি ? ঘাড় হেঁট কোরে রইলে যে ? মুখ তোলো না ? কথা কও না ? এখন কি তোমার সে প্রণয় বাসি হলো ? তাই বুঝি অরুচি জন্মেছে' ? । খোজেস্তা বোল্লেন "তুমি ভাই আর বাড়াবাড়ি কোরো না, এমনিই তো জ্বোলে পুড়ে মচ্ছি, আগুনের উপর আগুন জ্বেলে দিয়ে আর আমায় পুড়িও না, আমার আর মরণের বড় অপেক্ষা নাই, এ পাপপ্রাণে আর কত সবে বলো ! কেসোয়াৎখাঁর প্রতি তোর যদি মনে মনে এতই পড়্‌তা হোয়েছিল, তবে সে কথা তারে খুলে বোল্লেই তো হতো, সে কখন তোরে ছেড়ে চোলে যেতো না, তুই ইবা তাকে ছেড়ে দিলি কেন, ধোরে রাখ্‌লেই তো পাত্তিস্, তোর্ মত যুবতীর অনুরোধ সে কখনই এড়াতে পাত্তো না, আমি যদি আগে জান্‌তেম্ তুই তারে সোণার চক্ষে দেখেছিস্, তা হলে নয় ঘট্‌কালিই

কোরে দেখ্‌তেম্‌, আমি হামেত্‌কে ভালবাসি কেন, কেসোয়াৎখাঁকে ভালবাসিনে কেন, একি একটা কথা, তাই উত্তর দেবো, ছিঃ! একি কবার কথা, না জিজ্ঞাসা কর্‌বার্‌ কথা, একথা কি দেশে দেশে ঢোল্‌ মেরে দিতে হয় নাকি, যে বলে সে বলুক, যে করে সে করুক, আমি তো তাদের বলাতেও নেই, কথাতেও নেই। কেসোয়াৎখাঁকে তোম্‌রা দূর থেকে চোকে দেখেছো, কাণে শুনেছো, এই বইত নয়, আমি অষ্ট প্রহর নিকটে থেকে তার চরিত্র জেনে নিয়েছি, তার সঙ্গে প্রণয় হোলে তেরাত্রও কাটতো না, দুদিন বই ফেলে পালাতো, বাসি হোতে পাত্তো না, তার বাতাস যেন কারুরি গায় না লাগে, এমনি কথায় বলে, 'যার খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে, সে কয় কি না কয় কথা ডেকে', এমন চরিত্রের লোক্‌ যে, তার জন্যে খেদই বা কি, দুঃখই বা কি, শুধু রূপগুণ দেখ্‌লে তো হয় না, মন দেখা চাই'। কেসোয়াৎখাঁর মুখটি যেন সুধার সরবর, তার মন কিন্তু তেমন নয়, এমনি কথায় বলে, মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, তার নাম বিষম ক্রূর। ইমামন্‌ বোল্লেন্‌ "তুই খুব্‌ পুরুষ চিন্তে পারিস্‌, তোর বুঝি ভাই পুরুষ চেনা রোগ্‌ আছে, যাই ভাই, বাড়ী যাই, আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নাই, তোমায় যে কথায় পেরে উঠে সে আজও জন্মেনি, বেলাবেলি বাড়ী যাবার কথা, তাতে এতখানি রাত্‌ হোলো, মা কত বোক্‌বে এখন্‌, তোর্‌ ভাই অন্ত পাওয়া ভার, তোর্‌ মনের ওজন পাওয়া সহজ কথা নয়, তবে এখন চোল্লেম্‌'। খোজেস্তা ছল ছল চক্ষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন্‌।

২৩ পরিচ্ছেদ।

মুখে খুব মিঠে, কিন্তু নিম্ নিসিন্দে পেটে।

খোজেস্তা ভয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপছেন্, আতঙ্কে এক এক বার শিউরে শিউরে উঠ্ছেন্, কাল্মাকের পত্রখানি তাঁর চক্ষের উপর পোড়ে আছে, পত্রখানি একবার পোড়্ছেন, পোড়্তে পোড়্তে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হোচ্ছেন। এইরূপ কোত্তে কোত্তে হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো কাল্মাকের মহা আজ্ঞা পালন করা শ্রেয়ঃ, তার সে আজ্ঞা পালন কোল্লে পিতারও প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর আপনারও মান রক্ষা হবে। যুবতী একটী কৌশল চিন্তা কোরে, "হাঁ, তাই করাই কর্ত্তব্য" এই বোলে আপনাআপনি চেঁচিয়ে উঠ্লেন, মনে মনে বোল্লেন্ হাঁ এত দিনের পর পিজ্নি উদ্ধার কোত্তে পার্বো, কাল্-মাক্কেও নিপাত কোত্তে পার্বো, তার দলবলকেও নিপাত কোত্তে পার্বো"।

যুবতী বেশ জানতেন তাঁর পিতা তাঁর কথায় কর্ণপাত কোরবেন না, তাঁর কৌশলেও সম্মত হবেন না, তাই বালা মনে মনে স্থির কোল্লেন, তাঁর মনের কথা পিতাকে বোলবেন না, কেবল যে লোক না হোলে নয়, যারে উপলক্ষ কোরে কার্য্যটী উদ্ধার হবে, তারে ভিন্ন আর কাহা-কেও সে কথা প্রকাশ কোরে বোল্বেন না। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর কালমাকের ভয়ঙ্কর নির্জ্জন আবাসে তাঁকে প্রায় একাকিনীই প্রবেশ কোর্ত্তে হবে, বালা যখন মনে মনে সেই বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগলেন, তখন তাঁর অন্ত-রাত্মা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্তে লাগ্লো, প্রাণের ভিতর হুতাশ হোতে

লাগ্‌লো, তাঁর মহাপ্রাণী যেন শুষ্ক হোয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে যাবেন তা সিদ্ধ কোত্তে পার্‌বেন, এই সাহসে তাঁর প্রাণে আবার বলও হোতে লাগ্‌লো, বালা এপর্য্যন্ত বিমর্ষ বিষন্ন হোয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, এক্ষণে সুখী হোতে পার্‌বেন মনে কোরে, তাঁর বিমল বদনকান্তি আহ্লাদছটায় ভাস্‌তে লাগ্‌লো। বালা যদি মনোবাঞ্ছাপূর্ণ কোরে ফিরে আস্‌তে পারেন, তবে একার্য্যটী তাঁর পক্ষে কতই পুরস্কারেরস্বরূপ হবে—তাঁর পিতার প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর নিজের সতীত্ব রক্ষা হবে, গিজ্‌নি সহর কালান্তক কাল্‌মাকের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি পাবে, এতদ্ভিন্ন হামেত যদি এপর্য্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকেন, তবে তিনিও বালার হস্তে মুক্তিদান পাবেন। এই সকল কুশল সম্ভাবনার চিন্তা কোরে বালা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাল্লেন না, যুবতী তখনি নেবে এসে তাঁর পিতা যে ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখেন খোজে তখনও নিদ্রায় অভিভূত আছেন্, যুবতী ভাব্‌লেন, তবে ভাল সুবিধাই হোয়েছে, এই অবকাশে চুপে চুপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনার কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার কোত্তে চোল্লেন। বালা উন্মাদিনীপ্রায় হোয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, এগলি সেগলি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটী আর্‌মানির বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে সুঁড়ি, সরাবের ব্যবসায় করে, আর্‌মানি বালাকে দেখে তটস্থ হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনি কেন এসেছেন, আপনার কি প্রয়োজন আজ্ঞা করুন। বালা তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, তাই একটু জিরিয়ে, একটু সাম্‌লিয়ে, একটু দম্ নিয়ে বোল্লেন "বিস্তর শিরাজ সরাব্ দিনেক দুদিনের মধ্যে আবশ্যক হবে, এই কথা তাঁর পিতা বোলে পাঠিয়েছেন, তাই বালা স্বয়ং বোল্‌তে এসেছেন, তিনি যেন এই দণ্ডেই তিন কুড়ি বারো বোতল্ সরাব প্রস্তুত কোরে রাখেন, আস্‌বা মাত্র যেন পাওয়া যায়'। আরমানি বোল্লেন "যে

আজ্ঞে, তাই হবে,, বালা ঐ কথা শুনে সেখান থেকে চোলে এলেন, আস্বার সময় বোল্লেন "এ কথা যেন কেউ ঘুণাগ্রেও জান্তে না পারে', এ বিষয় যেন গুরুমন্ত্রের ন্যায় গোপন থাকে, তাঁর পিতা অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান, তাই এবিষয় যদি লোকে জান্তে পারে, তবে তাঁর পক্ষে বড় গ্লানির কথা হবে" । আরমানি বোল্লেন "এ সম্বন্ধে তিনি কদাচ দুই ঠোঁট এক করবেন না, যিনিই হউন, কারুরি কাছে না" । খোজেস্তা বায়নারস্বরূপ কিছু দিলেন, স্ুঁড়ি পেয়ে সন্তুষ্ট হলো । খোজেস্তা এক্ষণে একটী কিমিয়াকারের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সে ব্যক্তি বালাকে দেখে বোল্লে "আপনি একটু বস্থন, একটু অপেক্ষা করুন, এই লোকটীকে বিদায় কোরে শীঘ্রই আস্ছি । যে লোকটী তাঁর কাছে বোসে ছিল, সে চোলে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে ইশারা কোরে বোস্তে বোল্লেন । যুবতী বোল্লেন "কাহিল ! একটা বড় গোপনীয় কথা আছে, কারুর কাছে প্রকাশ কোরবেন না তো? দেখবেন! প্রকাশ না কোরে থাকতে পারবেন তো?" কিমিয়াকার বোল্লে "না বোলে থাক্তে পার্বো না কেন ? আমি কাউকেও বোল্বো না, আমার যদি নিজের কোন গরজ না থাকে, তবে তা শুন্তেও চাই না,, ।

খোজেস্তা বোল্লেন "গরজ তোমারও আছে আমারও আছে, সে কথা নিয়ে সংসার শুদ্ধ লোকের গরজ আছে বোল্লেই হয়, আগে কোরান্ ছুঁয়ে দিব্যি করুন, আমি যে কথা বোল্বো জনপ্রাণীর কাছে প্রকাশ কোর্বেন না, তবে আমি যখন প্রকাশ কোত্তে বোল্ব, তখন কোরবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন । কিমিয়াকার বোল্লেন "আমি কোরান ছুঁয়ে, মহম্মদের নাম কোরে, বারো ইমামের নাম কোরে, দিব্যি কোচ্চি আমি সে কথা মুখাগ্রে আনাবোনা, এখন আপনার কি কথা আছে বলুন" । খোজেস্তা বোল্লেন "আপনি তো বেশ অবগতই আছেন, গিজনির অদৃষ্টে কিরূপ ঘোর বিপদ উপস্থিত; তা, আপনি জান্তেই তো

পাচ্ছেন, কাল্ কাল্মাকের আর তার পাষণ্ড দলবলের কথাই বোল্‌ছি। কিমিয়াকার বোল্লেন "আমি জানিনে তো জানে কে ? নিজে ঠেকেছি, ভুগেছি, বিলক্ষণ ঠেকেছি, বিলক্ষণ ভুগেছি। খোজেস্তা বোল্লেন তবে তো আরও ভাল হলো, তুমি একটু মনে কোল্লেই ঐ কালমাক্‌কে দল বল শুদ্ধ নিপাত কোত্তে পারি। তাদের জন্যে কারুর খেয়ে শুয়ে সোয়াস্ত নাই, গিজনি যেন যমালয় হোয়ে উঠেছে। কিমিয়াকার শুনে চোম্‌কে উঠে খোজেস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর যেন ধাঁদা লেগে গেল, শেষে বোল্লেন "এত বড় মহৎ কার্য্যে আমা হোতে কি উপকার হবে বলুন, আমার দিব্যি, যদি না বলেন, তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্চো বোধ হয়। খোজেস্তা বোল্লেন, না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যই বোল্‌ছি, কালমাক্ উপপত্নী কোর্‌বে বোলে আমায় চেয়ে পাঠিয়েছে। কিমিয়াকার শুনে শিউরে উঠে বোল্লেন এর পর আরও না জানি কতই শুনতে হবে !! সে পাষণ্ড যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তার পেট কি ভোর্‌বে না ! তার তৃষ্ণার কি শান্তি হবে না, তুমি যাবেনা দেখ্‌তে পাচ্ছি। খোজেস্তা বোল্লেন আমার যাওয়াই উচিত, তার কথা অমান্য কোত্তে পার্‌বোনা, যাবো বোলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। কিমি-য়াকার বোল্লেন আমা হোতে কি উপকার হোতে পার্‌বে বলুন।

খোজেস্তা বোল্লেন তবে বলি মন দিয়ে শুনুন্। আস্‌চে মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে একজন দাস কি দাসী সঙ্গে কোরে, বিস্তর শিরাজ সরাব্ নিয়ে, ভগ্ন মসজিদের কাছে আমায় যেতে বোলেছে, আমি মনে কোরেছি ডাকাতেদের পক্ষে এই যেন শেষ সরাব্ পান করা হয়, সে সুধা যেন আর তাদের মুখে ঢাল্‌তে না হয়, সেটী কিন্তু তুমি না অনুগ্রহ কোল্লে হয় না। কিমিয়াকার বোল্লেন "তবে বুঝ্‌তে পেরেছি, বিষ,— তুমি আমায় বিষ দিতে বোল্‌ছো'।

যুবতী বোল্লেন "কোন প্রকার মাদক হোলেও হবে, যাতে শীঘ্র

শীঘ্র অজ্ঞান অচৈতন্য হোয়ে পড়ে, সেইরূপ কিছু দিয়ে দেবেন,,। ক্ষাহিল বোল্লেন "তা হোলে পারি, এক প্রকার গুঁড়ো আছে, সরাবে মিশিয়ে একদিন কি দুদিন যদি রেখে দেওয়া যায়, তার পর যে পান কোরবে, তাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতে হবে, দেখে বোধ হবে যেন সে অগাধঅচেতনে ডুবে আছে, কাণের কাছে কামান দাগ্‌লেও তার চৈতন্য হবে না, তবে সে সরাব্‌গুলি আমার কাছে এনে দাও, কালমা-কের নিপাতে আমরা সকলেই আনন্দে নৃত্য কোর্‌বো, আমাদের ভদ্র আত্মীয়ের কন্যাকে সে উপপত্নী কোত্তে চায়, সে ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা,,। যুবতী বোল্লেন "সরাবের ফর্‌মাস দিয়ে এসেছি, সরাব নিয়ে যা কোর্‌বো, আমাকে সে কথা ভেঙ্গে বলি নাই"। কিমিয়াকার বোল্লেন "সেইটীই বুদ্ধির কাজ কোরেছো, তবে তুমি পার্‌বে, কালমাক্‌কে যদি মিজ্‌নিতে জ্যান্ত ধোরে নিয়ে আস্‌তে পার, তবে সহর শুদ্ধ লোক তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল স্মরণ কোর্‌বে, তোমার এধার কখনই তারা পরিশোধ কোত্তে পার্‌বে না,,।

খোজেস্তা বোল্লেন "আমিও তাই মনে কোরেছি, তাকে জ্যান্তই ধোরে নিয়ে আস্‌বো, একখানা ডুলির কিন্তু প্রয়োজন হবে, সে ভার আপনার উপর, ঐ ডুলি নিয়ে আপনাকে সেই ভগ্ন মসিদের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে, আমি সেই ডাকাতের সরদারকে অচেতন অবস্থায় হাতে পায় বেঁধে, সেইখানে নিয়ে আস্‌বো,,। ক্ষাইল বোল্লেন "আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, বাকি দল্‌বলের দশা কি কোর্‌বেন"? যুবতী বোল্লেন "সে ভার আমার উপর, যা কোর্‌বো তা মনে মনে ঠাউরিয়ে রেখেছি, তাদের আর মিজ্‌নিতে উৎপাত কোত্তে হবে না,,। কিমিয়াকার বোল্লেন "তোমার পিতা এ কথা জানেন,,? যুবতী বোল্লেন তিনি এর বাষ্পও জানেন না, সেই জন্যেই তোমায় আগে ভাগে দিব্য কোরিয়ে নিইছি, এ কথা কারুরি কাছে প্রকাশ কোরে বোলবেন না।

আমাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হোলে কি হয়, আমাদের অভিপ্রায় পিতা যদি ঘুণাগ্রে জানতে পারেন, তবে আমায় তখনি আটক কোরে ফেল্‌বেন, বাড়ীর বার হোতে দেবেন না, ঘরের মধ্যে পুরে চাবিদিয়ে রাখবেন, তা হোলে তিনি নিশ্চয়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ নির্দ্দয় কালমাকের ক্রোধের ভাজন হবেন। আমাদের কাফ্রিদাস সিদি-সুফাকের হাত দিয়ে সরাব, ফল আর অর্থ পাঠিয়ে দেবেন স্থির কোরে ছেন। সিদিসুফাক্‌কে আমাদের অভিসন্ধির কথা এখনও ভেঙ্গে বোলিনি, সে কিন্তু আমার অবাধ্য হবে না। ক্ষাহিল! আপনার কাছে সরাব পৌঁছুবে, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম,,।

খোজেস্তা বাড়ী এসে দেখেন তাঁর পিতা ঘুমে থেকে উঠে, আপনার বিপদ স্মরণ কোরে, কি কোরবেন তাই ভাব্‌ছেন। খোজে বোল্‌তে লাগলেন "হায়! এ সময় যদি কেমোয়াৎখাঁ উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে কত উপকারই হোতে পাত্তো, এ দুঃসময় কত ছলা পরামর্শ দিতে পাত্তেন, খোজেস্তা! তুমিই তাঁকে তাড়িয়েছো, সে ব্যক্তি থাক্‌লে আমাদের মৃত্যু মুখ থেকে রক্ষা কোত্তে পাত্তো।" খোজেস্তা শুনে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, দেখ্‌লেন তাঁর পিতা শোকাকুল হোয়ে বুদ্ধি-বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তাই আর কোন কথার উত্তর কোল্লেন না। পরদিন যুবতী সিদিসুফাক্‌কে ডেকে আপনার মত্‌লোবের কথাটি চুপে চুপে বোল্লেন, কাফ্রি শুনে আহ্লাদে চুল্‌বুল কোত্তে লাগ্‌-লো, খিল্‌খিল্ কোরে একগাল্ হেসে বোল্লে "আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি,,। খোজে তারে সরাব আন্‌তে পাঠিয়ে দিলেন, কাফ্রি-দাস ঐ সরাব্ সরাসর বাড়ীতে না এনে কিমিয়াকারের কাছে নিয়ে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তার অভিপ্রায় মতন তাতে মাদক মিশিয়ে দিলেন। ফল আর অর্থ তাঁর প্রস্তুতই ছিল, এক্ষণে সরাব্ পেয়ে খোজে কাফ্রিদাস্‌কে ডেকে বোল্লেন "এই সকল দ্রব্য আর অর্থ ভগ্নমসিদে

পৌঁছিয়ে দিতে হবে,,। সিদিস্ফাক্ জাতীতে কাফ্রি, দীর্ঘাকার স্থূলকায়, সে মনে কোল্লে হয়ত তার প্রাণ লয়ে টানাটানি পোড়্বে, তাই সে যাবে, কি না যাবে, দুমনা হোয়ে সাত পাঁচ ভাব্তে লাগ্লো, তার ইচ্ছা যে, সে যাবে না, কিন্তু তাঁর মুনিব বারম্বার বোল্তে লাগ্লেন, "তোর্ কোন ভয় নাই, তোরে প্রাণে মেরে, কি তোরে বন্দী কোরে রেখে, ডাকাতেদের কি লাভ হবে," তাই শুনে কাফ্রিদাস যেতে প্রস্তুত হলো। খোজেস্তা সে রাত্রের মত পিতার কাছ্ থেকে বিদায় হোয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন, খোজেও আপনার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুতে লাগ্লেন। একটু পরে, যুবতী উঠে দেখেন তাঁর পিতা সচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাই দেখে বালা একখানা সাল ওড়্ঘোড় কোরে গায় জোড়িয়ে, মস্ত ঘোম্টা টেনে দিয়ে, নিঃসাড়ে নেবে এসে, দরজা খুলে বেরিয়ে পোড়্লেন, রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশে একটীও নক্ষত্র ছিলনা যে, তার মলিনপ্রভা যুবতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সহর নিঃশব্দ, এত নিঃশব্দ যেন কবরস্থানের ন্যায় ঘোর ভীষণ মূর্ত্তি জ্ঞান হোতে লাগ্লো। যুবতীর ত্রাস হলো, তিনি তখন ভাব্তে লাগ্লেন, হয়ত এইবার শেষ হোলো, আর তাঁকে ঘরেও ফিরে আস্তে হবে না, দরজা পার হোয়ে বাড়ীর বাইরেও যেতে হবে না। বালা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠ্তে লাগ্লেন, তাঁর মহাপ্রাণী কেঁপে কেঁপে উঠ্তে লাগ্লো। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন, শেষে এই কথাটী মনে উদয় হোয়ে, যুবতী মরিবাঁচি কোরে, বরাবর একটানা চোলে যেতে লাগ্লেন, চোল্তে চোল্তে কাফ্রিদাসের সঙ্গে যে স্থানে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, সেই সাঙ্কেতিক স্থানে এসে পৌঁছিলেন, পৌঁছে দেখেন একটা উটের পীঠে দুটো বড় বড় বোঝাই ঝাঁকা ঝুল্ছে, তাতে ফল আর সরাব্ আছে। মস্ত কাঁড়াপুরু পাঁচহাত লম্বা, প্রকাণ্ড বলবান সিদিস্ফাক্ তার পাশে দাঁড়িয়ে,

কাফ্রি দাস খোজেস্তাকে দেখ্‌তে পেয়ে, কোন কথাবার্ত্তা না কোয়ে, উট হাঁকিয়ে আগে আগে যেতে লাগ্‌লো, যুবতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন। যমালয়ের স্বরূপ ডাকাত্‌দের কালান্তক আবাসের যত নিকটবর্ত্তী হোতে লাগলেন, ভয়ে আর হুতাশে যুবতীর হাঁটু ততই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তাঁর মনে অতিশয় ত্রাস হলো, প্রাণ অস্থির হোয়ে পোড়্‌লো। উট্‌টী গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো, তাই বালা জান্‌তে পাল্লেন ভগ্নমসিদে এসে পৌঁচেছেন, সেখানে কিন্তু জনমানব উপস্থিত ছিল না, শব্দটী মাত্রও শোনা যাচ্ছিল না, যুবতী কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ডাকাত্‌দের যে কথা সেই কাজ, তারা এখনিই এসে উপস্থিত হবে, উপস্থিত হোলো বোলে, তাই ভেবে কাফ্রি দাসকে মোট্‌দুটী নাবাতে বোল্লেন, মোট্‌দুটী যেমন নাবান হোয়েছে, অমনি একটি শব্দ শুন্‌তে পেলেন, মসিদের সুমুখে কেউ যেন আস্তে আস্তে দরজা খুল্‌ছে বোধ হোলো, ঐ শব্দ শুনে বালা থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, তখন তাঁর মনে আক্ষেপ হোতে লাগ্‌লো, এমন অসম-সাহস কেন কোল্লেন, যাই হউক, এক্ষণে আর চারা নাই, ফিরে যাবারও উপায় নাই। মর্চে পড়া পুরাতন দরজার কাঁচ্ কোঁচ্ শব্দের সঙ্গেই গলার স্বর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শুন্‌তে পেলেন, তার পরক্ষণেই ডাকাতেরা এসে যুবতীকে ঘেরে দাঁড়ালো, আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি না কোরে, দুটী মাত্র পুরুষ ঐ চারু অনুপম রত্নকে আয়ত্ত কোল্লে, বাকী কয়েক জন কাফ্রিদাস্‌কে হস্তগত কোরে শিরাজ সরাব্ গুলি গ্রহণ কোল্লে। খোজেস্তাকে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটী গলির মধ্যে লোয়ে গেল, দেখে বোধ হোলো, গলিটীর যেন অন্ত নাই, তার যেন শেষ নাই, ঐ গলির প্রান্তে এসে, সহচরেরা একটা মস্ত লম্বা শিশ্ দিলে, ঐ শিশ্ শুনে একটা চোরা দরজা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে কতক গুলি সিঁড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লো। খোজেস্তা আগে আগে চোলেছেন,

তাঁর পেছনে পেছনে কাফ্রিদাসও চোলেছে, সরাবের ঝাঁকাও চোলেছে, ঐ সিঁড়ি বেয়ে নেবে মস্ত একটা খিলান ঘরের মধ্যে সকলে উপস্থিত হোলো, ঘরটীর ভিতর বিস্তর বাতির আলো জ্বল্‌ছিলো। এইবার কাল্‌মাকের হস্তে পোড়্‌বেন মনে কোরে যুবতীর ত্রাস হোলো, হুতাশে তাঁর প্রাণের ভিতর ধড়্‌ফড়্‌ কোত্তে লাগ্‌লো, বালার মনে এই ভয় হোলো, যেসকল লোক তাঁরে ঘেরে নিয়ে চোলেছে, তাদের অপেক্ষা কাল্‌মাকের মূর্ত্তি অবশ্যই আরও নিষ্ঠুর হবে। ডাকাতেরা নেবে চোলে গেলে, চোরা দরজাটী বন্ধ হোলো, খোজেস্তাকে নিয়ে একটা গদির উপর বসালে। "দুরন্ত বীরপুরুষ কাল্‌মাককে এইখানেই দেখ্‌তে পাবেন," ঐ কথা বোলে যুবতীর ঘোম্‌টাটি পশুবৎ নিষ্ঠুরের মত জোর কোরে টেনে খুলে ফেলে দিলে, তার তৎপর্য্য এই, কাল্‌মাক যেন তাঁর মুখকান্তির বিমলছটা সুন্দররূপে দেখ্‌তে পান। যুবতী এখন অর্দ্ধনগ্নপ্রায় হোয়ে কম্‌বেশ্‌ বিংশতিজন নির্দ্দয় মূঢ় ডাকাতের মধ্যে বোসে পোড়্‌লেন, সিদিস্‌ফাক্‌ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, সে তাঁর কাণে কাণে বোল্লে "এ অপমান মনে কোরোনা, এ অপমান কতক্ষণের জন্য, শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তুমি ভয় পেওনা, তোমার সাহসের উপর সব নির্ভর কোচ্চে।" ঐ সকল কথা বোলে কাফ্রিদাস যুবতীর মনে উৎসাহ দিতে লাগ্‌লো।

কাল্‌মাকের অনুমতি ছিল না, তিনি ভিন্ন আর জনপ্রাণীও বালার নিকটে গিয়ে ঘেসে বসে। যুবতী যখন ঘোম্‌টা খুলে চন্দ্রবদন বার্‌ কোরে গদীর উপর বোস্‌লেন, তাঁর মুখকান্তির বিমল ছটা দেখে "সাবাস্‌! ক্যাখুব্‌! বাহবা! বাহবা!" বোলে সকলে তাঁর রূপের একচেটে গোঁড়ামি কোত্তে লাগ্‌লো। বালা চোরা আসামীর মত থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, ভয়ে তাঁর চন্দ্রবদন মলিন হোলো, কাল মেঘে যেন শরৎপ্রভা ঢেকে ফেল্লে, ডাকাতেরা কাণে কাণে বলাবলি

কোত্তে লাগ্লো "ছুঁড়ি একেতো অম্নিই দেখ্‌তে ভাল, তার উপর আবার চুল্‌টুল্ ফিরিয়ে শরীরের পাট্‌ঝাঁট্‌কোরে বেহদ্দ বাহার দিয়ে এসেছে, যেন খোদার উপর খোদকারী কোরেছে। কাল্‌মাক একটী প্রধান দোয়াল, এক চিটী বাজী কোরে কত টাকাই ঘরে এনে মজুত্ কোচ্ছে, আজ্‌কাল্ তাঁর পড়্‌তা ভাল, সেই পড়্‌তার জোরেই এই শীকারটী তাঁর হাতে লেগেছে, দরেও তেমন কসাকসি কোত্তে হয় নি, বেশ্ সস্তা দরেই পেয়েছেন, এখন রঙ্গ তামাসা দেখিয়ে, রকম্‌ওয়ারি, ইয়ার্‌কি দিয়ে, মজাদারি মজাদারি বোল্‌চাল্ শুনিয়ে, তার মন্‌টা আমোদে মাতিয়ে তুল্‌তে পাল্লে হয়, আজ না হয় কাল্ হবে, এত তাড়াতাড়িই বা কি? প্রস্তরাঙ্কিত রেখা, আর বালস্বভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না; তেমনি আবার ছোট লোকের অসভ্যতা, কি তাদের বেআদবীপানা চট্‌কোরে যাবার নয়, তাই ডাকাতেরা জাতীয় রবে, মরদানা গলায় চীৎকার কোরে, আপনাদের কার্‌দানি মর্‌দানি দেখাতে লাগ্‌লো।

সওকিন গোছের ছবি টানিয়ে, রকম্‌বরকম্ লতা পাতা চিত্রিত কোরে, তার উপর আরও কতকগুলি বাতির আলো জ্বেলে দিয়ে, ঘর্‌টী বেহদ্দ বাহার কোরে সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। দরজার কাছে আন্‌কা আন্‌কা চেহারার ভিড় লেগে গেল, তাতেই যুবতী নিশ্চয় জান্‌তে পাল্লেন কাল্‌মাকের আগমন হোচ্ছে। একজন ডাকাত বোল্‌তে লাগ্‌লো "দুর্দ্দান্ত কাল্‌মাকের জয় হউক, কাল্‌মাক দুর্নিবার, দুজয়ী, দুঃসাহসী, তাঁর মঙ্গল হউক।" এই সময় ঐ কাল্‌অবতার মহাপুরুষ কার্‌চোপের পোষাক পোরে, পোষাক্‌টী ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ কোচ্ছিলো, মাথায় একটী সাদা পাগ্‌ড়ী, মুক্তা দিয়ে মোড়া, কোমরে একখানা ছোরা, তার মুট্‌টি হীরাপান্নায় জড়ীত, এক পা দুপা কোরে, ধীরে ধীরে বন্দীনির মধুর সম্মুখে উপস্থিত হোলেন। তাঁর আস্‌বার পূর্ব্বে যুবতী

রোয়ে রোয়ে চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছিলেন, এক্ষণে ভয়ে জড়সড় হোয়ে পোড়্‌লেন, তাঁর সাহস হোলো না মাথা তুলে কাল্‌মাকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কাল্‌মাক বালার নাম ধোরে ডাক্‌লেন, বালা স্বর শুনে শিউরে উঠ্‌লেন, সে স্বর মিত্রবৎ পরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হলো, তখন যুবতী সাহস কোরে চোক্ মেলে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখেই গদির উপর মুচ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন, বালা কাল্‌মাক্‌কে চিন্তে পাল্লেন, এ ব্যক্তি সেই চারুদর্শন কেসোয়াৎখাঁ, কাশ্মীর সওদাগর!! যুবতী মনে যে ভয় পেয়ে ছিলেন, সে ভয় থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ বোলে ফেল্লেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি! তুমিই কি কাল্‌মাক ডাকাত্"! কাল্‌মাক বোল্লেন "হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি বটে, আমি তোমার উপাসনা কোত্তে ক্রটি করি নাই, তোমার অনুনয় বিনয় কোত্তে ত্রুটি করি নাই, উদার মনে, অকপট চিত্তে তোমার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার কোরেছি, তুমি কি না একটা কদাকার আনাড়ী চাসার প্রণয়ে পোড়ে আমার প্রার্থনার অনাদর কোল্লে। এখন কি হবে মনে কোরে দেখো দেখি, বিনা দানে মথুরা পার নাই, আমার সঙ্গে পুনরায় ওরূপ কুব্যবহার কোল্লে শাস্তি না দিয়ে ছাড়্‌বো না, সুধু কথায় পার্ পাবে না। কথা কওনা যে? তুমি অবাক্ হোয়েগেছো দেখ্‌তে পাচ্ছি, বিপদাপন্ন কাশ্মীর সওদাগরেরবেশ্ ধোরে তোমার বাড়ীতে গিছিলেম্, আমার কি দুঃসাহস, তাই ভেবে তোমার বুঝি বিস্ময় জ্ঞান হোচ্চে, আমি ধড়ীবাজ, আমি শঠ, আমি উপকার মানি না, এই বোলে, এ ভিন্ন আরও কত গ্লানির কথা বোলে, তুমি আমার নিন্দা মন্দ কোত্তে শুনেছি, আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে অন্যদিক দিয়ে চোলে যেতে, সেই আমি, এখন তোমার কাছে আমি কাল্‌মাক ডাকাত, তুমি আপন মুখেই আমায় ডাকাত বোলেছো, বোলেছো বোলেছো, তাতে কিছু আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ক্ষোভও নাই

দুঃখও নাই, এক্ষণে ঘরে বোসেই আমার অতি যত্নের নিধিটি পেয়েছি, আমার রত্নটী বাড়ীতে এসে পৌঁছেছে। তোমার পিতা আমার মহা আজ্ঞার বেশ মান রেখেছেন, আমরা আমোদ প্রমোদ কোর্‌বো বোলে তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে সরাব পাঠিয়েছেন, খাবার পাঠিয়েছেন, অর্থও পাঠিয়েছেন। খোজেস্তা! আমাদের হাস্য পরিহাসের মধ্যে, আমাদেব আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তুমি কি থাকবেনা? যুবতী বোল্লেন "আমি আপনার অবাধ্য নই, আপনার যেমন অনুমতি হয়, আমি আপনার কথা অমান্য কোত্তে পারিনে। কালমাক বোল্লেন, "এই তো চাই! তোমার চারুমুখে যে বিনয় বাক্য বেরিয়েছে, তাই শুনেই আমি চরিতার্থ হলেম, এখনও বাকী আছে, এখনও কাল্‌মাককে ভাল বাস্‌তে বাকী আছে!" এই কথা বোলে বাকী ডাকাতদের প্রতি আদেশ কোরে বোল্লেন, "তোমরা এখন খাবার আয়োজন কর, কয়েদির প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে।" খোজেস্তা বোল্লেন "কয়েদী কে?" কাল্‌মাক বোল্লেন "গিজনির সওদাগর খোদাবাদের পুত্র হামেত্‌ নামে এক ব্যক্তি আমাদের কয়েদী, বোধ হয় তোমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় আছে।" খোজেস্তা শুনে প্রাণের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন চম্‌কা বাই হলো, বাহিরে কিন্তু স্থির শান্ত হয়ে অম্লান ভাবে বোসে রোইলেন। মনের ভাব সম্বরণ করা আবশ্যক জেনে কালমাকের কথায় যেন বিশ্বাস কোল্লেন না, মুখের ভঙ্গিমায় এই ভাবটী জানালেন, কালমাক বোল্লেন, "তাকে দেখ্‌তে চাওতো দেখাতে পারি," এই কথা বোলে জেবের ভিতর থেকে এক তাড়া চাবি বারকোরে, খোজেস্তাকে দেখাতে লোয়ে চোল্লেন। একটী লোহার দরজার কাছে গিয়ে, দরজাটিখুলে একটী অন্ধকুপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, কাল্‌মাকের হাতে আলো ছিল, সেই আলোয় দেখেন, হতভাগ্য হামেত একটা লোহার ঘেরার মধ্যে একটা জল সপ্‌সপে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বোসে আছেন। ঘেরাটী অতি ক্ষুদ্র, অতি অপ্রশস্ত,

পাশ ফের্‌বার স্থান নেই, ঘরটীও ঘোর অন্ধকারময়, যমালয় বোল্লেও হয়। এক সময়ে যার অধরের চারু হাঁসির প্রফুল্ল ছটায় উল্লাসিত হোতেন, তাঁর এই নির্দ্দয় বন্ধনঅবস্থা দর্শন কোরে যুবতীর মনে অতিশয় কষ্ট হলো। আলো দেখ্‌তে পেয়ে হামেত্‌ উঠে বোস্‌লেন, তাই দেখে কাল্‌মাক অমনি তাড়াতাড়ি খোজেস্তাকে টেনে হিঁচড়িয়ে তফাতে নিয়ে গেলেন, দরজাটী সজোরে বন্ধ কোরে চাবি গুলি পূর্ব্বের মত আপনার কাছে রেখে দিলেন। তার পর বড় ঘরে এসে কাল্‌মাক বোল্লেন "কেমন! এখন বিশ্বাস হোয়েছে তো"। যুবতী বোল্লেন "তা হোয়েছে, ও ব্যক্তি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছে যে, তাঁকে কয়েদ অবস্থায় রেখে এত লাঞ্ছনা কোচ্ছেন"। কাল্‌মাক বোল্লেন "সেই কথা আবার মুখে আন্‌ছো, ঐ ব্যক্তিই তো যত নষ্টামীর মূল, ঐ তো আমার অভিলাষ পূর্ণ হোতে দেয়নি, তার নামে আমার ঘৃণা হয়, তুমি আমার কাছে আর তার নাম কোরো না,,। খোজেস্তা বোল্লেন "সরদার সাহেব! আপনার অভিপ্রায় কি ভেঙ্গে বলুন" কাল্‌মাক বোল্লেন "তোমারি উপর তাঁর অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে, তুমি যদি আমার হুকুম অমান্য কোত্তে, তবে এই রাত্রেই তাঁকে সাবাড় কোরে ফেল্‌তেম', খোজেস্তা বোল্লেন "উঃ! তুমি তাঁরে খুন কোরে ফেল্‌তে না? বোধ হয় খুন তাকে কখনই কোত্তে না"।

কাল্‌মাক অম্লান মুখে বোল্লেন "খুন তাঁকে নিশ্চয়ই কোত্তেম। তুমি যেমন প্রফুল্লিত মনে হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর কোলে যেয়ে ছুটে বোস্‌তে, সেইরূপ আমোদিনী হোয়ে আমার কোলে এসে যদি না বসো, তবে সে নিশ্চয়ই প্রাণে মারা পোড়্‌বে।

খোজেস্তা মনে মনে বোল্লেন, "উঃ! কি কাল দস্যু! কি কাল পাষণ্ড! এদের প্রাণে একটু দয়া মায়া নাই!! এই ব্যক্তিই কি আমার অভাগা পিতার আশ্রয় লয়েছিল! এই কাল নিষ্ঠুর কি তত চারু হাসি,

তত মনোহর কান্তি দেখিয়ে আমাদের মন মুগ্ধ কোরেছিল!! কাল্মাক বোল্লেন, "যুবতী! তোমার মনে কি উদয় হোচ্ছে আমি তা জান্তে পেরেছি, আমি যেন তা দেখ্তে পাচ্ছি, আমি যেন তোমার অন্তরের কথাগুলি পড়্তে পাচ্ছি, আমি সেই কাশ্মীর সওদাগর হোয়ে কিকোরে একটী প্রাণীর মৃত্যুর কথা লয়ে আমোদ কচ্ছি, তাই তোমার বিস্ময় জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু কান্নু ছাড়া কাণ্ড নাই; আমিই তোমাদের মজাবার গোড়া; হামেতকে এখানে আস্তে আমিই পরামর্শ দিই, আমিই তার পিতার জুতোর মধ্যে পত্র রেখে দিই, আবার আমিই তোমার বাপের খাতার মধ্যে পত্র গুজে রাখি। খোদাবাদকে উচ্ছিন্ন দিয়ে ছার-খার কোর্বো, হামেতকে প্রাণে মেরে ফেল্বো, এই দুটী আমার প্রতিজ্ঞাই ছিল। তুমি শুনে শীউরে যাচ্ছ, শীউরিয়ে যেতে পারো সত্য, শিউরিয়ে যাবার কথা কিন্তু আরও আছে, তবে বলি শুন। মনুষ্য আমার কি না লাঞ্ছনা কি না দুর্দশা কোরেছে, যন্ত্রণা দিতে সাধ্য মতে ক্রটী করে নাই; আমার বিস্তর অর্থ বিস্তর বৈভব ছিল, মনুষ্য কর্ত্তৃক আমি সে সুখসম্পদে এককালীন বঞ্চিত হয়েছি; সেই দুঃখে, সেই রাগে, আমি এক্ষণে মনুষ্য মাত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি; ইদানিং আমি যখন যে মানস করেছি, তাই সিদ্ধ করে তুলেছি; আমি যখন যাকে লক্ষ্য কোরবো, কি যখন যার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ কোর্বো, তারে যদি ভুলিয়ে ফুস্লিয়ে কি চার ফেলিয়ে আমার জালে এনে না ফেল্তে পারি, তখন আমি তলোয়ার ধরি, অথবা আমার অনুচরেরা তলওয়ার ধোরে আমার অভিলাষের পথ পরিষ্কার কোরে দেয়"। খোজেস্তা ঐ কথা শুনে মনে মনে আঁধার দেখ্তে লাগ্লেন, ভাবলেন এমন বেপরোয়া খুনে কাল-দসিার হাতেও এসে পোড়েছি। কালমাক বল্তে লাগলেন, "হাঁ! সে কথা মিথ্যা নয়, আমি ফের সেই কথাই বোল্ছি শুনে যাও, মনুষ্য আমার সঙ্গে অতি নির্দ্দয় অতি নৃসংশ ব্যবহার কোরেছে, আমার

প্রতি এত নিষ্ঠুর এত পাষণ্ড হোয়েছে যে, পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্যের রক্তপান কোল্লেও আমার ঘোর আক্রোশরূপ কালতৃষ্ণা নিবৃত্তি কোত্তে পারি কি না সন্দেহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে একটীবারও সুস্নিগ্ধ দয়ারস, কি সুকোমল করুণারস, আমার হৃদয়ের কোণে প্রবেশ হতে দিইনি, তোমার সঙ্গে দেখা হোয়ে মনে মনে বল্লেম, এই যুবতীটির প্রণয়সুখ আস্বাদন কোত্তে পাল্লে, এপ্রণালীর সংসারযাত্রা পরিত্যাগ কোর্‌বো, এই স্ত্রীরত্নটী লোয়ে সাম্যমূর্ত্তি হোয়ে, ভদ্র লোকের মত স্থির শান্ত হোয়ে থাকবো, এই কোমলাঙ্গি বালার অনুরোধে স্বজাতীয় মনুষ্যকে পাষণ্ডের মতন নির্দ্দয় পীড়ন কোত্তে ক্ষান্ত হবো। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তোমার কালবিতৃষ্ণা জন্মিল, আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরে আমার উপাসনার অনাদর কোল্লে, সেই হাবা পশুটা যখন আমার ফাঁদে পোড়্‌তে যায়, সেই সময় দেখলেম্‌ তুমি তার কোলের উপর মাথাটী রেখে রোদন কোচ্ছো, হা আল্লা! তাও কি প্রাণে সয়? তাই দেখে সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুণ জ্বেলে দিলে, রাগে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, তখন এমনি হলো ক্রোধে ফেটে গিয়ে বিবেচনার বাইরে পোড়্‌তে হয় বা, তোমাদের দুজনের বুকে ছোরা বসিয়ে দিই দিই কোরে দিলেম না, তখন যে কি কোরে মনের বেগ সম্বরণ কোল্লেম, এক্ষণে তা বোল্‌তে পারিনে, শেষে কিন্তু এই মনে হল, তোমার সুখের পথে কাঁটা দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার বেশ আছে, বোধ হয় তাই জন্যেই নিরস্ত হোল্লেম, আরও মনে কোল্লেম, কোথা যাবে, একদিন অবশ্যই হাতে পাবো, সে দিন হামেতের মুখ অবশ্যই বন্ধ কোত্তে পার্‌বো। যে অঙ্কের উপর তুমি মাথা রেখে রোদন কোরেছিলে, তার সেই পাপ অঙ্ক এক দিন করকার ন্যায় ঠাণ্ডা কোরে দিতে পার্‌বো, একদিন তোমারে আপনার অঙ্কের উপর রেখে আনন্দে ভাস্‌তে পারবো, তখন

তোমার অনুরাগে উন্মত্ত হোয়ে আমার হৃদয় নৃত্য কোত্তে পারবে, সেই দিন আজ উপস্থিত, তোমার অনুরোধে হামেতকে প্রাণে নষ্ট কোরবো না, তবে কথা এই যে, আমার যেরূপ অভিলাষ, আমার যেরূপ মনের আশা, তোমায় সেইরূপ চোল্‌তে হবে, আজ আর সে সব কথায় কাজ নাই, ঐ দেখ আমাদের আহার প্রস্তুত হয়েছে, আর তোমায় ভয় কোরে চোল্‌তে হবেনা, কালমাক এক্ষণে ডাকাত নয়, কালমাক এক্ষণে তোমার পদানত, তোমার শরণাগত, তোমার একান্ত আশ্রিত দাস, এই কাল্‌মাক তোমায় এখন রক্ষা কোর্‌বে"।

---

২৪ পরিচ্ছেদ।

"বিধির লিপি কপাল যোড়া।"

সারি সারি আহারের পাত সাজিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সর্দারকে লোয়ে ডাকাতেরা পঁচিশটী প্রাণীমাত্র, তারা সকলেই আহার কোত্তে বোসে গেল। মোটা মোটা রুটি, খেতে কিন্তু বেশ সুস্বাদু, প্লোয়া, ছাগলের মাংস, হরিণের মাংস, প্রভৃতি নানা উপকরণ প্রস্তুত হোয়েছিল। সিদিস্সুফাক খোজেস্তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে, যুবতী প্রধানা হোয়ে কাল্মাকের উচ্চ গদির উপর বোসে আছেন। ডাকাতেরা সম্প্রতি যে যে বিষয়ের চেস্টা কোরেছিল, তারা সকল চেষ্টাই সফল কোরে তুলেছে, অনেকবার মোত্তে মোত্তে বেঁচে গিয়েছে, অনেকবার অনেক জখম্, অনেক ঝুঁকি, মাথার উপর দিয়ে কেটে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এই সকল গল্পই অধিক চোল্তে লাগ্লো।

আহার শেষ হোলে খোজেস্তার আনীত শিরাজ সরাব আন্তে বলা হলো, সকলেই এক এক গ্লাস্ পান কোল্লেন, এটী যেন ভোজনান্তে আচমন করা হোলো। একটু গোলাবী নেশার আমেজ হোয়ে এলে, কাল্মাক সঙ্গীডাকাতদের ডেকে বোল্লেন "আজ কেউ একটী ফোঁটাও ফেল্তে পার্বেনা, পাত্র শুদ্ধ চেটে খেতে হবে, আজ খোজেস্তার গৌরবের নিমিত্ত মন খুলে, প্রাণ ভোরে, নিছক ছাঁকা আমোদ কোত্তে হবে, আজকের রাত্টে কেবল আমোদ ইয়ার্কি কোরেই কাটাতে হবে, আজ সকলকে পেট ভোরে নেশা কোত্তে হবে"। সিদিস্সুফাক্ একে চায় আরে পায়, ঐ কথা শুনে ছুটে গিয়ে ঝাঁকা

থেকে একটা বোতল টেনে বার কোরে, আচ্ছা কোরে ঝাঁকরিয়ে নিয়ে, একটী রুপোর গ্লাসে কানায় কানায় ঢেলে কাল্‌মাকের হাতে এনে দিলে, তাই দেখে সকলে "আমায় দাও আমায় দাও" বোলে চেঁচিয়ে উঠল, কাফ্রিদাস অম্‌ন তাড়াতাড়ি তাদের বেঁটে দিতে লাগ্‌ল, বেঁটে দেবার পূর্ব্বে বোতলটী একবার কোরে ঝাঁকরিয়ে নিচ্ছিল, আসল কাজই সেই, সে কার্য্যটী সে ভুলছিল না। একটী গ্লাস কানায় কানায় ভোরে, গ্লাসটী মুখের কাছে ধোরে, কাল্‌মাক বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "খোজে সওদাগরের কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রথম পেয়ালা পান কোচ্ছি,আমি প্রতিজ্ঞা কোল্লেম্ আর কখন তাঁকে বিরক্ত কোর্‌বোনা", এই কথা বোলে এক নিশ্বাসে পাত্রটী শেষ কোরে খোজেস্তার দিকে ফিরে বোস্‌লেন; খোজেস্তা তাঁর পিত্রালয়ে কাল্‌মাকের সঙ্গে মুখে যেমন হাস্য কৌতুক কোত্তেন, এখানেও তাঁর সঙ্গে সেইরূপ আমোদ আহ্লাদের কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। এ সরাব্‌টী যথার্থই অতি সুস্বাদু, অতি উপাদেয়। কাল্‌মাকের অনুমতি পেয়ে সহচরেরা বেপরওয়া বেখবর হোয়ে, নেশায় চুর্‌চুরে হোতে লাগ্‌ল, তারা তখন সওখিন্ গোচের খাস্‌ইয়ার হোয়ে তুখড় ইয়ার্‌কিতে নেতে গেল, পোড়ো মসিদটী যেন খোস্‌ইয়ারকির খুসিখোর্‌রামীর সিদ্ধপীঠ হোয়ে দাঁড়ালো, মদের গর্‌রায় মজ্‌লিস মেতে উঠ্‌লো, গ্লাসের উপর গ্লাস চোল্‌তে লাগ্‌লো, "ভর্ সরাব্, লাও সরাব্" ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল এই বোল বেরুতে লাগ্‌লো। যার একটু নেশা কম পোড়্‌তে লাগ্‌লো, সিদিস্তফাক অম্‌নি টাট্‌কা গেলাসের রসান দিয়ে চান্‌কে দিতে লাগ্‌লো। ঘরে যেন চাঁদের হাট বোসে গেল, গ্লাসের বোল্‌বোলাও বেড়ে গেল, নেসার পসার দাঁড়িয়ে গেল। খোস্‌মজ্‌লিসের খাস ইয়ারেরা প্রাণ খুলে আয়েস কোত্তে লাগ্‌লো। সকলের চক্ষু যেন জবাফুল হোয়েছে, চেঁচিয়ে চৌঁচিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে, তবু "লাও সরাব্

দেও সরাব্" বোলে গলাবাজির উপর গলাবাজি কোত্তে ছাড়্ছে না! সিদিখোজা অমনি পেয়ালার উপর পেয়ালা দিয়ে সর্‌ফরাজি দেখাতে লাগ্‌লো। এখন সকলেই মাতাল, সকলেই আপনার আপনার মতলব মতন আয়েস আমোদ কোত্তে যেতে গেল। কেউ আড়্হায়ে শুয়ে পড়্লো, তার আর চলেনা, গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ মুরুব্বিআনার কথাবার্ত্তা কোয়ে বাহবার উপর বাহবা নাত্তে লাগ্‌লো, কেউ হেসেকেশে লোকজানিয়ে, ধর্ম্মদেখানো ভয় দেখিয়ে, চোক্‌রাঙ্গাতে লাগ্‌লো, তার কিছু অপমান বোধ হোয়ে মনের মধ্যে গ্লানি জন্মেছে। কেউ ছুট্‌কো বোয়েদের মতন দুদ্দুড় কোরে ছুটে একেবারে বাহিরে গিয়ে পোড়তে লাগ্‌লো, আবার তারে সেধেপেড়ে ধরাধরি কোরে ঘরে এনে ফেল্‌তে লাগলো। কেউ কেউ আষাড়ে জমাট গলায় তা, না, না, না, সুরে তান্ ছেড়ে সকের আয়েস্ মেটাতে লাগ্‌লো, কেউ আয়েস ভরা গোলাবী পানের খেলি খেয়ে, কেউ মজাদারি মজাদারি বোল্‌চেলের চটক্ দেখিয়ে, কেউ আন্‌খাআন্‌খা রঙ্গতামাসায় ছেয়ে দিয়ে, মজলিস্ গুল্‌জার কোত্তে লাগ্‌লো। কেউ হাঁসির গট্‌রায় মহাফেল গরম কোরে তুল্‌তে লাগ্‌লো, আবার কেউ কেউ চোক্ দুটি ছল্ ছলে কোরে একটী আড়াই হাতি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, কাঁদো কাঁদো মুখে দুঃখের কতই কাঁদুনি গাইতে লাগ্‌লো, যেন সত্য সত্যই সে কতই আতান্তরে পোড়েছে। কেউ আবার কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে আছ্‌ড়াআছ্‌ড়ি কোরে লুটোপুটি যেতে লাগ্‌লো, কেউ হাঁস্‌বে কি কাঁদ্‌বে বোলে কেবল তার পত্তন ফেঁদে নিয়েছে, অমনি আর একটী মাতাল-ইয়ার মুখ চেপে ধোরে বোল্লে "না বাবা, এখানে হাঁস্‌তে কাঁদ্‌তে পারবেনা, মদের ঝাঁজে নাক্ মুখ জ্বলে যাবে," কেউ বিছানার উপর থুতু ফেলেছে, যেন উড়ো কাকে এক্ ধ্যাব্‌ড়া হেগে দিয়ে গিয়েছে, কেউবা বমি কোরে ভাসিয়ে দিয়ে হি হি-কোরে এক গাল

হেঁসে ফেল্লে, কেউ মদের কুল্‌কুচো কোরে গায় দিতে লাগ্‌লো, যার্ গায় দিলে, সে বোল্‌তে লাগ্‌লো, মাতালের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাতে হোলো। কেউ বদমাইসি ফচ্‌কিমি কোরে গায় থুতু দিয়ে পালাতে লাগ্‌লো, কেউ ঘরের এক কোণে গিয়ে ফাল্‌তো পরামর্শ আট্‌তে বোসে গেল। আপনার আপনার রুচিমত সকলেই প্রাণখুলে আমোদ কোত্তে লাগ্‌লো, মাতামাতি, ছুটোছুটি, নৃত্য, গীত, চীৎকার, হোর্‌রা, গড়াগড়ি, ঢলাঢলি কোরে, সকের আমোদ আরও কাঁপিয়ে তুল্লে, তখন খোজেস্তা যেন তাদের আয়েস সাগরের তরণী হোয়ে বোসেছেন। নেশা যতই চেপে ধোত্তে লাগ্‌লো, ততই বদ্‌মাস্ ইয়ারদের আমোদ আহ্লাদ ফুরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, খানিকক্ষণ পরে সকলেই ঝিম্‌ধরা হোয়ে পোড়্‌লো, তখন আফিম খেকো মওতাদির মতন, আকের রস খেকো লড়ায়ের বুল্‌বুলির মতন ঝিমুতে আরম্ভ কোল্লে, ঝিমুতে ঝিমুতে আগে ঝুঁকে ঝুঁকে, শেষে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তার পর শ্রাদ্ধ একেবারে গড়িয়ে চোল্লো, সকলে অজ্ঞান অচৈতন্য হোয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কাল্‌মাকের গোলাবী নেশা ছাপিয়ে উঠে এক্ষণে তিনি ভর্‌পুর নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। গ্লাস্‌টী খালি হোতে না হোতে সিদিস্ফুফাক্ অমনি কানায় কানায় ছাপাছাপি কোরে দিচ্ছে, তাতে তার সর্‌ফরাজির খাঁক্তি ছিল না। গ্লাসটী পূর্ণ কোরে কাল্‌মাকের হাতে দিয়েই, একটা লম্বা চৌড় সেলাম্ কোরে, একটু সোরে গিয়ে তফাতে দাঁড়াতে লাগ্‌লো, খোজেস্তা দেখ্‌লেন তিনি যা ভেবেছিলেন, সেইটীই ঘোটে আস্‌ছে। সুন্দরী এক্ষণে অন্তর ঢেকেরেখে বাইরে হাস্যমুখী হোয়ে কাল্‌মাকের সঙ্গে গল্প কোত্তে বোসে গেলেন, কাল্‌মাক্ আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়ে হেঁসে খেলে, ঢোলে ঢোলে, গোড়িয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন, শেষে যে তাঁর কি দুর্দশা হবে, সেটী তিনি স্বপ্নেও জান্‌তে পারেননি। মাদকের প্রভাবে

দলবলেরা অঘোর অচেতন হোয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো, ঐ মাদকের বিক্রম এক্ষণে স্বয়ং কালমাকের উপর চেপে বোসেছে, তাঁর মাথাটী বুকের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, চক্ষুদুটি ভারি হোয়ে ঢুলু ঢুলু কোত্তে লাগ্‌লো, শরীর এক পাশে টোলে টোলে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, এখন এমনি দুর্দ্দশা হলো যে, যার সর্ব্বনাশ কোর্‌বেন বোলে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, এখন তারি হাতে আপনি এসে ধরা দিলেন, আর যে নোড়্‌বেন চোড়্‌বেন, সে পথ নাই। কাল্‌মাক্ এক্ষণে ক্রমে অবসন্ন হোয়ে মড়ার মত আড়ষ্ট হোয়ে পোড়্‌লেন। দলের মধ্যে তিন জনের মাত্র চৈতন্য ছিল, তাদেরও চক্ষু ক্রমে মুদিত হোয়ে এলো, জন্মের মতন মুদিত হয়ে এলো, সে চক্ষু আর তাদের উন্মীলন কোত্তে হবে না। সিদিসুফাক যে কার্য্য কোত্তে প্রস্তুত হোয়ে এসেছিল, এক্ষণে সেই কাজে প্রবর্ত্ত হলো, সরাবের ঝাঁকার ভেতর থেকে একখানা মস্ত দুমুখো ধারাল কষায়ের ছোরা "বোগ্‌দা" বার কোরে মহামারি আরম্ভ কোরেদিলে। কাফ্রিদাসকে স্থির চিত্তে তত প্রাণীর মস্তক ছিন্ন কোত্তে দেখে খোজেস্তার সুকুমার হৃদয় ম্লান হলো, তাঁর মহাপ্রাণী শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এটী অতি পাষণ্ডবৎ নির্দ্দয় অভিনয় সত্য, কিন্তু যুবতী ভেবে দেখলেন, তাদের প্রাণে সংহার করাই তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিষ্ঠুর হলেও সেটী তাঁর করা উচিত, তবে কি, তাঁর মনে অতিশয় কষ্ট হতে লাগ্‌লো, সে কষ্টের উপায় কি, অবশেষে চব্বিশটী নির্মস্তক ধড় এদিকে সেদিকে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। এক্ষণে মাত্র পাষণ্ড কালমাক, যিনি ডাকাতের সরদার; তিনিই কেবল অঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। খোজেস্তা তাঁর চারুমুখকান্তির ছটায় মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলেন, তখন সেই সরদার ডাকাত নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন মনে অকাতর নিদ্রায় গভীর আচ্ছন্ন ছিলেন। যুবতী মনে মনে ভাবলেন, যদি এ ব্যক্তিকেও প্রাণে নষ্ট কর্‌বার অভিপ্রায় থাক্‌তো, তথাচ তার উপর কোপ

ঝাঁক্‌বার সময় যুবতী সিদিস্মুফাক্‌কে নিষেধ কোরে বোল্‌তেন "থাক্‌ থাক, এব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট কোরোনা," বালা তাঁর চক্ষের উপর এমন চারু কান্তির নিপাত হোতে কথনই দিতেন না, তাই খোজেস্তার মনে এই সুখতৃপ্তি হলো, অন্যের বিচারে যা হয় হউক, কাল্‌মাকের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক্‌, তিনি কিন্তু নিজ হস্তে তাকে খুন কোর্‌বেন না। এক্ষণে দুর্ভাগ্য হামেতকে উদ্ধার করা বালার মুখ্য অভিপ্রায়, তাই সরদার ডাকাতের কোমর থেকে চাবির তাড়া খুলে নিয়ে গারদখানায় ছুটে চোল্লেন। দরজা খুলে দেখেন, দুর্ভাগ্য হামেৎ একটা ছেঁড়া ঝাঁত্‌লার উপর পোড়ে ঘুমুচ্ছেন। "হামেত হামেত" কোরে ডাক্‌লেন, হামেত যুবতীর স্বর শুনে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বোসলেন, উঠেবোসেই বোল্লেন, আমি কোথায়? খোজেস্তা! তুমিইকি ডাক্‌ছো? হা দুর্ভাগা! আগে যারে বন্ধু বোলে জান্‌তে, সেই বিশ্বাস ঘাতকের হাতে পোড়ে তুমিও কি কয়েদ হয়েছো?"

খোজেস্তা বোল্লেন "হামেত! তা নয়, তা নয়, আল্লা তা না করুন, তুমি এক্ষণে পরিত্রাণ পেলে, এখন উঠে বাইরের ঘরে এসো, সেই বড় ঘরে এসে দেখ, সেখানে কি কৌশল করা হোয়েছে, এ ঘৃণিত কারাবাসে আর জন্মেও তোমায় আস্‌তে হবে না"। হামেত তখনও হতবুদ্ধি হোয়ে হবুজবুর মতন হোয়ে আছেন, যুবতীর কথার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তে পাল্লেন না, তা নাই পারুন, বালার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চোলে এলেন। একটু পূর্ব্বে যে ঘরে আমোদ প্রমোদের, হাস্য পরিহাসের বাজার বোসে গেছিল, সেই বড় ঘরে এসে দেখেন, গড়া গড়া মৃত দেহ পোড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সকলেরি শিরচ্ছেদন করা হোয়েছে, কেবল দুরাচার মূঢ় কাল্‌মাক কাল নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে থাকবার ন্যায় গভীর অচেতন হোয়ে পোড়ে আছে, তাই দেখে হামেত চীৎকার শব্দে বোল্লেন, "খোজেস্তা! দোহাই আল্লার! এসব কি কারখানা? আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌চি, না ডাকাতেরা যথার্থই ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল

নিপাত হোয়েছে তাই দেখ্‌ছি ?" খোজেস্তা বোল্লেন "স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক তাই বটে, এ বড় ভয়ানক দর্শন, এ দর্শনটী পাষণ্ডবৎ মৃত্যুাত্মকও বটে, কিন্তু এরূপ নৃশংস উপায় অবলম্বন না কোরে ক্ষান্ত থাক্‌তে পাল্লেম না, সেটা নিতান্তই আবশ্যক হোয়ে উঠ্‌লো, এখন আমি দিন কিনে নিয়েছি, কার্য্য সুসিদ্ধ কোরে তুলেছি, আমাদের শত্রু যে, সে তো অঘোর নিদ্রায় অচেতন হোয়ে পোড়ে আছে, তার দল্‌বল্‌ যারা, তাদের আর কস্মিন্‌ কালেও গাত্রোত্থান কোত্তে হবে না"। হামেত বোল্লেন "খোজেস্তা ! তবে তোমা হোতেই গিজনি সহরটী পরিত্রাণ পেলে, তবে তুমিই স্বহস্তে করাল নরহন্তাদের নিপাত কোরেছো, তুমি এ নিবিড় নির্জ্জন আবাসে কি কোরে প্রবেশ কোল্লে, সে কথা আমায় আগে বল"। যা যা ঘটেছিল, খোজেস্তা আনুপূর্ব্বিক হামেত্‌কে শুনালেন. হামেত শুনে খোজেস্তার গুণমহিমা স্মরণ কোরে মুগ্ধ হোতে লাগ্‌লেন। কাফ্রিদাস হাতকড়ি বেড়ি প্রভৃতির যোগাড় কোরে রেখেছিল, তিন জনে মিলে কাল্‌মাকের হাতে হাত-কড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে, কিমিয়াকার যে ডুলি নিয়ে যান, তাকে সেই ডুলির ভিতরে ফেলে নিয়ে খোজেস্তা আর হামেত্‌ ঐ রাত্রেই সেখান থেকে রওনা হোলেন, বাকী চব্বিশজন ডাকাতের ছিন্ন মস্তক গুলিও সঙ্গে নিলেন। ভোরও হোলো, তাঁরাও এসে গিজনি সহরে উপস্থিত হোলেন। পাপিষ্ঠ কালমাকের তখন চেতনা হোয়েছে, চৈতন্য হোয়ে দেখে খোজেস্তার কাল কৌশলজালে জড়িয়ে পোড়েছে, এক্ষণে নিরু-পায়, আকাশ পাতাল অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লো। খোজেস্তা আর হামেত তাকে লোয়ে বাদশাহের কাছে ধোরে দিলেন, ছিন্ন মস্তক-গুলিও ভেট দিলেন। বাদশাহা খোজেস্তার কুশলবুদ্ধির বিস্তর অনুরাগ কোত্তে লাগ্‌লেন, বোল্লেন "তোমার এ ধার গিজনিবাসীরা কস্মিনকালেও পরিশোধ কোত্তে পার্‌বে না, তোমার এ ঋণ পরি-

শোধ হবারই নয়, তোমার এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হোয়ে থাক্‌বে। কাল্‌মাকের প্রতি ফাঁসিদণ্ডের হুকুম হোয়ে, এক্ষণের মত গারদে কয়েদ রেখে দেওয়া হলো। পাপমতি কাল্‌মাক ধরা পোড়েছে, তার দল্‌বল্‌ও সমূলে নিপাত হোয়েছে, এই কথা জনরব হোয়ে সহর জুড়ে উল্লাসের উৎসব হোতে লাগ্‌লো। পাপাত্মা কাল্‌মাক্‌কে দেখ্‌বার নিমিত্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা পঙ্গপালের ন্যায় রাস্তা ছেয়ে চোল্লো, গারদখানা লোকারণ্য হোলো, মস্ত ভিড়্‌ দাঁড়িয়ে গেল, সকলে কোলাহল কোরে খোজেস্তার জয়জয়কার কোত্তে লাগ্‌লো।

দুরাচার কাল্‌মাক গারদে পোড়ে পোচ্‌তে লাগ্‌লো, তার ফাঁসির দিন অদ্যাপি অবধারিত হয় নাই, দিনান্তে একখানি রুটি আর এক গ্লাস্‌ জল, এই মাত্র অবলম্বন কোরে পাপিষ্ঠ কোনরূপে প্রাণধারণ কোরে আছে; শরীর শীর্ণ হোয়ে গিয়েছে, বর্ণ মলিন হোয়ে পোড়েছে, চক্ষু কোঠরে প্রবেশ কোরেছে, সে চারু কান্তি নাই, সে চারু হাঁসি নাই, এক্ষণে ম্লান, বিষন্ন, চিন্তাকুল, মধ্যে মধ্যে খোজেস্তার চাতুরির কথা মনে পোড়ে ক্রোধে কাল্‌অগ্নির ন্যায় হোয়ে উঠ্‌তেন, কিন্তু আবার মনের ক্রোধ মনেই বিলুপ্ত কোত্তেন, বাইরে প্রকাশ হোতে দিতেন না। কি ছল্‌ কোরে জেলখানা থেকে বেরিয়ে পোড়্‌বেন, খোজেস্তা যেরূপ চক্র কোরে তার সঙ্গে কপট ছলনা কোরেছেন, কবে সে পাপিয়সীকে উচিত মত শাস্তি দিতে পারবেন, কালমাক এই সকল চিন্তা লোয়ে দিবারাত্র মনের মধ্যে তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লেন। জেল্‌খানার মধ্যে এক ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান মোল্লা বাস কোত্তেন, যখন যে ব্যক্তি পাপপঙ্কে ধরা পোড়ে ঐ জেলখানায় বন্দী হোতো, মোল্লা তার প্রতি সন্তানের মতন স্নেহ দেখাতেন, বিস্তর আদর যত্নও কোত্তেন। পাপিষ্ঠদিগের মনের গতিপ্রবৃত্তি অবগত হবার জন্য, কেন তাদের পাপকর্ম্মে মতি হলো, এই সন্ধান

জান্‌বার জন্য, ঐ মহাপুরুষ তাদের সঙ্গে তত ঘনিষ্টতা কোত্তেন। তাঁর মনে এই ধারণা ছিল, বিস্তর লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে না বোলেই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মোল্লা মনে কোত্তেন, কতক লোক জ্ঞান-শিক্ষা না পেয়ে দুষ্কর্ম্মের দাস হয়, কতক লোক ভ্রান্তিপ্রমাদে পোড়ে সাধুপথ পরিত্যাগ করে, আবার কতক লোক নিরুপায় হোয়ে হিতা-হিত বিবচনায় পরাঙ্মুখ হয়, তারা যদি সৎগুরুর নিকট জ্ঞানোপদেশ পায়, তবে সেই সব লোকের মধ্যে অনেকেই পবিত্রমন হোয়ে সাধু-বৃত্তি অবলম্বন করে, তাই যখন যে পাপাত্মা দুস্কর্ম্মে ধরা পোড়ে বন্দী হোয়ে জেল্‌খানায় বাস কোত্তো, মোল্লা তারে সৎজ্ঞানের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তার সঙ্গে তত আত্মীয়তা কোত্তেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বন্দীর সঙ্গে আনুগত্য কোরে, কেন তার পাপকর্ম্মে মতি হলো, সেই অস্ফুট সন্ধান অবগত হন। বিস্তর বন্দীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে মোল্লার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি হোয়েছিল যে, অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ না হোলে আর লোকে দুরাত্মা হয় না, অনেকে মনে করে, ছলনা চাতুরি কি প্রবঞ্চনা কোরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করায় কোন দোষ নাই, তাতে পাপস্পর্শ করে না, অনেকে আবার অবোধের ন্যায় এ কথাও বলে যে, পুত্র পরিবারের অনুরোধে চুরি ডাকাতি করায় পাপ হয় না, না করিলে বরং দোষ আছে, যেহেতু তাদের সংসার নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই, কতক লোক সুখসম্পদে নৈরাশ হোয়ে দুরুহ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তারা মনে করে যারা তাদের নৈরাশ কোরেছে, তাদের সঙ্গে নির্দ্দয় ব্যবহার কোল্লে অধর্ম্ম হয় না।

মোল্লা পাপমূর্ত্তি কালমাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে তার মনের কথাগুলি টেনে বার কোল্লেন, আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত গুলি শ্রবণ কোরে তার প্রতি মহা পুরুষের দয়া হলো, সেই দুর্জ্জন পাপাত্মাকে কৃপাচক্ষে

দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মহাত্মাবর অনেক দরবার কোরে কাল্‌মাকের লৌহ শৃঙ্খল বিমুক্ত কোরে দিলেন, আর তারে উঠ্‌তে বোস্‌তে জ্ঞান বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগ্‌লেন, কাল্‌মাকও একান্ত অনুগতের ন্যায় মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন। পাপিষ্ঠের ভক্তি শ্রদ্ধার আড়ম্বরে মুগ্ধ হোয়ে, বকাধর্ম্মিকের ন্যায় তার মুখে জ্ঞানবানের মত কথাবার্ত্তা শুনে, অচতুর মোল্লা মনে কোল্লেন কাল্‌মাকের জ্ঞানোদয় হোয়েছে, মনের ভ্রান্তিও দূর হোয়েছে, তার এক্ষণে ধর্ম্মে মতি হোয়েছে !! ।

এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় কাল্‌মাক আর সেই মহাপুরুষ একটী নির্জ্জন ঘরে শুয়ে আছেন, তার পাশের ঘরে জেল্‌দারোগাও শুয়ে আছেন, মোল্লা আর দারোগা ঘুমিয়েছেন দেখে, কাল্‌মাক মোল্লার গায়ের সালখানা আপনার গায়ে জড়িয়ে নিলেন, তাঁর তসবিছড়াও গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, কোরাণখানা হাতে কোরে নিলেন, এই ছদ্মবেশের ছল কোরে দরজা খুলে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, বাইরে এসে শিকল্‌টী টেনে দিয়ে দরজাটী বন্ধ কোরে দিলেন, এখন তাঁরে না দেখ্‌তে পেয়ে মোল্লা আর দারোগা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দম্‌ফেটে যদি মরেও যান, তবু তাঁদের গলার স্বর পাহারাআওলারা শুন্‌তে পাবে না। যেখানে প্রহরীরা পাহারা দেয়, কাল্‌মাক সেইখানে এসে দেখেন একটী প্রাণীও নাই, কেবল দুটী মাত্র বৃদ্ধ বোসে আছে, তারাও আবার তখন দাবাখেলা নিয়ে উন্মত্ত ছিল, কেবল একটী মাত্র প্রহরী এক হাতে হুঁকো আর হাতে বন্দুক নিয়ে একবার এদিক্‌ একবার সে দিক্‌ কোরে টৌলে বেড়াচ্ছে, তারে যে ঘাড় ফিবিয়ে চেয়ে দেখ্‌বেন, কাল্‌মাকের সে সাহস হলোনা, তখন মাথাকে অদৃষ্টে ভেবে, নির্ভয় হোয়ে, সটান্‌ চোলে গিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, জন মানবও তাঁর গমনের প্রতিবাদী হলোনা। যেমন তিনি ঘুরেফিরে ডাইনের দিকে একটা সুঁড়িগলির মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বেন, সেই সময় একজন পাহারাওলা তাঁর সুমুখে এসে

নিষেধ কোরে বোল্লে "এদিকে এসোনা, ঐ দিক দিয়ে যাও"। কাল্‌-মাক অমনি সুম্‌খের পথ ধোরে বরাবর সিধে একটানা চোল্‌তে লাগলেন, চোল্‌তে চোল্‌তে সহর ছাড়িয়ে একটী ময়দানে এসে পোড়্‌লেন। তাঁর হৃদয় এখন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো, তিনি এখন আনন্দে উন্মত্ত হোয়ে পোড়্‌লেন, সে আনন্দ শুদ্ধ তাঁর অবস্থার লোক ভিন্ন আর কেউই অনুভব কোত্তে পারে না। কাল্‌মাক্‌ এখন ময়দানে পোড়ে, হাঁপছেড়ে দমনিয়ে বাতাস্‌ খেয়ে বাঁচলেন।

কাল্‌মাক এক্ষণে হেটাট্যাংরা, আবুড়ো খাবুড়ো পর্ব্বতের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লেন, দরাজ দরাজ নদীগুলি সাঁতরিয়ে পার হোতে লাগ্‌লেন, বনের হরিণগুলি অসমান কর্কশমাটীর উপর দিয়ে যেমন না দৌড়িয়ে যায়, কাল্‌মাক্‌ও অবিকল সেইরূপ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগ্‌লেন, দৌড়িতে দৌড়তে একটী ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে একটী গিরবৎ বৃক্ষতলায় আশ্রয় লোয়ে, সেই-খানে জিরিয়ে, বিশ্রাম কোরে, নিশ্বাস ফেলে প্রাণ বাঁচালেন। মোল্লার কোরাণ, তস্‌বি, আর সাল্‌ দৌড়বার মুখে ফেলে দিয়ে গায়ের বোঝা পূর্ব্বেই খালাস কোরে রেখেছিলেন। এক্ষণে সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া এসে চতুর্দ্দিক ঘনাবৃত কোল্লে, তাই দেখে একটী বিরাট বৃক্ষের উপর আরোহণ কোরে, তার শাখামণ্ডপের অন্তরালে আশ্রয় নিলেন, মনে কোল্লেন, এই দীর্ঘরাত্র সেইখানে বোসেই প্রভাত কোর্‌বেন।

গিজনিবাসীরা তাঁর চিরশত্রু, তাদের হাতথেকে যে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পেয়েছেন, তাই মনে করে আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন।

এদিকে জেল দারোগা আর মোল্লা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে লাগ্‌লেন, তাঁদের গলার আওয়াজ কেউ শুন্‌তে পাচ্ছিল না, সুতরাং তাই কেউ দরজা খুলেও দিলে না, শেষে জোর কোরে ভেঙ্গে ফেল্‌বার চেষ্টা কোল্লেন, তাও পেরে উঠ্‌লেন না, অবশেষে নিরুপায় দেখে, কত

ক্ষণে এক ব্যক্তি এসে দরজাটি খুলে দিয়ে তাঁদের পরিত্রাণ কোর্‌বে, তাই বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

জেলদারোগার মনে ত্রাস হলো, ত্রাস হবার অনেক বলবৎ কারণ ছিল, তিনি সাধ কোরে, কি শুধু কাজীর ক্রোধ স্মরণ কোরে, ভয় পাননি, তাঁর ভয় পাবার আরও হেতু ছিল। কাল্‌মাক পালিয়ে প্রস্থান করায়, সহর শুদ্ধ লোক নৈরাশ হয়ে পোড়েছে, তাই তাঁকে কাজে কাজেই সহর শুদ্ধ লোকের ক্রোধের ভাজন হোতে হয়েছে, তাঁর মনে সেই ত্রাস হলো, বিশেষতঃ আরও এই ভয় হলো, তিনি যতই কিরে দিব্যি কোরে বলুন, যতই ধর্ম্মতঃ শপথ কোরে বলুন, কাল্‌মাক যে তাঁর অজ্ঞাতে কি তার অগোচরে প্রস্থান কোরেছে, কি তিনি যে তার প্রস্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন না, সে কথা কেহই বিশ্বাস কোর্‌বে না। মোল্লারও মনে সেই ভয় হোতে লাগ্‌লো, তবে কথা এই, তিনি উদাসীন ফকির, সংসারে লিপ্ত নন, তাই তার একটা কথা বল্‌বার পথ ছিল। তথাচ হলে কি হয়, লোকের মনে সন্দেহ হোতে পারে, তাঁর অজ্ঞানত কাল্‌মাক্‌ কখনই প্রস্থান কোত্তে পারেনি, একথা পিজনিবাসীরা বোল্লেও বোল্‌তে পারে। দৈব দুর্ভাগ্য বশতঃ নিরীহ নিরপরাধী দুটী ব্যক্তিকে একঘরে এরূপ আবদ্ধ হোয়ে থাক্‌তে কখন দেখা যায়নি, এরূপ কোরে এক ফাঁদে জড়িয়ে পোড়্‌তেও কখন শোনা যায়নি, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও বোলে তাঁরা যেমন প্রাণপণে চীৎকার কোরেছিলেন, তেমন চীৎকার কোত্তেও আর কখন শোনা যায়নি, জেল্‌দারোগার কি মোল্লার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাতও না কোরে, সেই ধড়িবাজ বজ্জাত্‌ কাল্‌মাক, হামাগুড়ি দিয়ে, নিশ্বাস পর্য্যন্ত চেপে রেখে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে পোড়েছে, এরপূর্ব্বে অন্ধকূপের ন্যায় একটা পচা আঁধারে ঘরের এক কোণে তাঁকে পোড়ে থাক্‌তে হোয়েছিল, এক গণ্ডূষ জল দিয়ে উপকার করে এমন লোকও তাঁর ছিল না, কেবল একএকবার একটা একটা গভীর বিষাদপূর্ণ দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলে বোল্‌তেন, "তাঁর সম্বন্ধে না জানি কবে এ পৃথিবী একাল আখেরের মত চক্ষু মুদিত কোর্‌বে"।

দুটী বৃদ্ধ মুসলমান যৎকালীন দাবা নিয়ে মত্ত ছিলেন, জেলের জমাদার বেহোঁস হোয়ে, দাবার উপর ঝুঁকে পোড়ে, উপর চাল দেখ্‌ছিলেন, এ খেলাতে তাঁর কিছু স্বার্থও ছিল, তিনি যৎসামান্য গোচের একটী বাজী রেখেছিলেন। যারা খেল্‌ছিল, জমাদার তাদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন "দারোগা কোথায়, তিনি কোথায় গেছেন? কি তাজ্জব! তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে কেন?" তারা বোল্লে, "মোল্লার আসা পর্য্যন্ত তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে"। জমাদার বোল্লেন "তবে কি মোল্লা জেল্‌খানার মধ্যে আছেন?" যে পাহারাওয়ালা তামাক খাচ্ছিলো, সে বোল্লে, "না না, অনেকক্ষণ হলো তিনি চোলে গিয়েছেন", জমাদার বোল্লেন "কি আশ্চর্য্য! তবে দারোগা সাহেব কোথায়? রাত্র হোয়ে এলো, পাহারাবিলি কোত্তে হবে, তাঁকে যে এখুনিই দর্‌কার"; এই বোলে জেল্‌খানার মধ্যে দারোগা কোথায় আছেন দেখ্‌তে চোল্লেন। জেল্‌খানার ভিতর ঢুক্‌তেই প্রথম ঘরটীতে কাল্‌মাক বাস কোত্তো, সে ব্যক্তি প্রস্থান কর্‌বার সময় তার ঘরে চাবি দিয়ে চাবিটী সেইখানেই ফেলে রেখে যায়, জমাদার ঘরটী খুলে দেখেন তার মধ্যে কাল্‌মাক নাই, ঘরটী শূন্য পোড়ে আছে, তাই দেখে চোম্‌কে গেলেন, অমনি মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়্‌লেন, তাঁর প্রাণ যে কেঁপে গেল, সে কথা আর বোল্‌তে হবে কেন। জমাদার "দারোগা সাহেব, দারোগাসাহেব" বোলে মোরেফুটে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, জেল্‌দারোগা তারি পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কোরে দরজার গায় লাথি মাত্তে লাগ্‌লেন, "দরজা খুলে দাও খুলে দাও" বোলে চীৎকারও কোত্তে লাগ্‌লেন। জমাদার ঐ বেআড়া চীৎকার শুনে ফুলকোচোকো হলেন, কেন তত চীৎকার কর্‌া হোচ্ছে, তার নিরাকরণ কোত্তে পাচ্ছিনে

না, তাই সে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি কোরে ঘরের শিক্‌লি খুলে দিলেন, মোল্লা তখন পীঠ দিয়ে দরজাটা ঘরের দিক দিয়ে চেপে রেখেছিলেন, জমাদার যেমন সজোরে ধাক্কা মেরে কপাটের দুটো খিল খুঁলে ফেলে দিলেন, মোল্লা অম্‌নি ঠিকরে গিয়ে দারগার হাতের উপর চিৎপাত হোয়ে পোড়্‌লেন, জমাদার দেখে অমনি শিউরিয়ে উঠ্‌লেন। তখন জেল্‌দারোগা "কয়েদী কোথায় গেল, কাল্‌মাক কোথায় গেল" বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে জেল্‌খানা যেন মাথায় কোরে নিলেন, জমাদার বোল্লেন, "কালমাক কোথায় গেল তা আমি কি জানি! সেপাইরা পাহারা বস্‌বার পর জেল্‌খানা থেকে কাহাকেও বাহিরে যেতে দেখিনি" ঐ কথা শুনে জেল্‌দারোগা চীৎকার কোরে বোল্লেন "হা আল্লা! দায় যে আমারি, তার জন্যে আমিই যে দায়ী, এখনি যে আমার মস্তকটী গুনগারি কোরে নেবে, তবে আর গাফিলি কোরে কাজ নেই, এই দণ্ডেই ঢেঁড়রা মেরে দাও যে, কাল্‌মাক জেল্‌খানা ভেঙ্গে পালিয়েছে, তারে গেরেপ্তার কোত্তে চারিদিকে লোকও দৌড়িয়ে দাও, সে এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি, মোল্লা তখন চেঁচিয়ে বোল্লেন, "সেব্যক্তি আমার সাল্‌ কোরাণ ও তস্‌বি লোয়ে প্রস্থান কোরেছে, উঃ! বেটা কি পাষণ্ড! কি নরাধম মহাপাতকি!" জেল্‌দারোগা বোল্লেন "তবে সে আপনার বেশধোরে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তাই সে প্রহরীদের চক্ষে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে, নচেৎ এত কড়াক্কড় পাহারা থেকে সে কখন ফাকি দিয়ে যেতে পাত্তোনা।" মোল্লা একটু ব্যঙ্গস্বরে মুখ বাঁকিয়ে বোল্লেন "কড়াক্কড় পাহারা"! পাহারাওয়ালাদের হাবাগোবা দেখেই তো সে পালিয়েছে, তাদের গাফিলি না থাক্‌লে কি সে পালাতে পারে? সুদ্ধি গতর্‌জমা পাহারাকে তুমি বুঝি কড়াক্কড় পাহারা বোলে থাক"। জেল্‌দারোগা চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "হায় কি সর্ব্বনাস হলো! কি বিপদ ঘোট্‌লো! আমি এখন করি কি, আমাকেই যে ভুগ্‌তে হবে"।

সে সময় যে ব্যক্তি পাহারা দিচ্ছিলো, তাকে ডেকে তর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন "হারামজাদা! আমি যখন জেলখানার মধ্যে ছিলাম, তুই কাকেও বাহিরে চোলে যেতে দেখেছিস? তোর সুমুখ্‌দিয়ে কে গেছিলো"?। পাহারাওয়ালা বোল্লে "হুজুর! আর তো কেউ নয়, মোল্লা সাহেবকে যেতে দেখেছি"।

জেল্‌দারোগা বোল্লেন "দূর্ ব্যাটা হাবা পাগোল! তিনি যাবেন কেন? সেই ব্যক্তিই হয় তো কাল্‌সাক্ ডাকাত হবে, তবে সেইই চোলে গিয়েছে,,। ঐ কথা শুনে ভয়ে পাহারাদারের দাঁতেদাঁত লাগ্‌তে লাগ্‌লো, সে হতবুদ্ধি হোয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো, হুঁকো আর বন্দুক তার হাত থেকে খোসে পোড়ে গেল, সে তখন হতভম্ব হোয়ে, মূর্ত্তিমান্ আতঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে, দাঁড়িয়ে রইলো. এক্ষণে জেল্‌খানাটি কাল হুতাশের কাল ত্রাসের আবাসমন্দির হোয়ে উঠ্‌লো, চারিদিকে লোক ছুট্‌লো, সহর ওলট্ পালট্ হোতে লাগ্‌লো, "কাল্‌সাক্ পালিয়েছে" এই ভয়ঙ্কর জনরব হোয়ে সর্ব্বত্র ছেয়ে পোড়্‌লো, আতঙ্কে গিজ্জনির মুল্ শুদ্ধ যেন ঠক্‌ঠক্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লো। কাল্‌সাক্‌পালিয়েছে শুনে হামেতের আর খোজেস্তার মনে যতখানি ভয় হলো, ততখানি আর কারুরি হলোনা, তাঁদের শিরে যেন বজ্রাঘাত হলো, কাল্‌সাক্ যে এক দিন তাঁদের উপর মনের সাধে ঝাল্ ঝাড়্‌বে, তার সন্দেহ নাই, তাই তাঁরা প্রাণের ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। মোল্লার কথাক্রমে দুর্ভাগ্য জেল্‌দারোগার প্রাণটী বেঁচে গেলো, কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম থেকে বরখাস্ত কোরে দেওয়া হলো, কুঁড়ে গতর্‌জমা, উন্‌পাঁজুড়ে লক্ষ্মীছাড়া পাহারাওয়ালাদেরও ঐ দশা ঘট্‌লো, তাদের দূর্ দূর্ কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। লোকে যে নৈরাশ হোয়ে মনে মনে কত দুঃখিত হলো, সে কথা আর বল্‌বার্ নয়, বিশেষতঃ যাঁরা কাল্‌সাকের ফাঁসি দেখবেন বোলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, এই মর্ম্ম বেদনার কথা শুনে তাঁরা যে কত ম্লান কত ক্ষুণ্ন

হোলেন, সে কথা মুখে বোলে উঠা যায় না। খোজে শুনে একেবারে মৎস্য-ভঙ্গ হোয়ে পোড়্লেন, তাঁর আতঙ্কের কুল কিনারা ছিলনা, খোজেস্তা তাঁর চক্ষের পুত্তলি, তাঁর স্নেহের আধার, সেই কন্যা রত্নের অদৃষ্টে না জানি কি ঘটে, তাই ভেবে মনে মনে আঁধার দেখ্তে লাগ্লেন। খোজের অত্যন্ত ত্রাস হলো, সেই ত্রাসে নিদান শঙ্কটাপন্ন হোয়ে এখন তখন যান্ যান্ হোলেন, তাঁর পিতৃবৎসলা কন্যা একাদিক্রমে দিবারাত্র সন্তর্পণে সেবা শুশ্রুসা করায়, ক্রমেক্রমে আরোগ্য লাভ কোল্লেন। আরোগ্য হোলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কাল্‌. আশঙ্কা সর্ব্বদা লেগেই ছিল। খোজের মনে এই ভয় হলো, হয় ত কাল্মাক প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কি একটা ভয়ঙ্কর কুচক্র কোচ্ছে, তার ফেতরাজি ফেরেববাজি, তার ধূর্ত্তমি নষ্টামি বুঝে উঠে কার্ সাধ্য, সে দুর্জ্জনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য বোল্লেই হয়। খোজেস্তার মনে মনে যাই থাক, মুখে কিন্তু পিতাকে খুব সাহস দিতে লাগ্লেন, যুবতী বোল্লেন "কাল্মাক যে পুনরায় গিজনিতে ফিরে আস্বে সে কোন কাজের কথাই নয়, সে তেমন হাবা নয় যে, তত দুঃসাহসের কাজ কোর্বে, বিশেষতঃ তার শোনিতপান কর্বার নিমিত্ত গিজনিবাসী লোক্দের যেন সন্নিপাতের তৃষ্ণা হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এসকল জেনে শুনে গিজনিতে বারান্তর পদার্পণ কোত্তে সে পাপিষ্টের কখনই সাহস হবে না"। পিতৃবৎসলা স্নেহময়ী কন্যা এইরূপ আরও কতকগুলি প্রবোধ বাক্য বোলে পিতাকে অনেক সান্ত্বনা কোল্লেন। খোজে এখন কতক সুস্থির হলেন।

পলাতক কাল্মাককে ধৃত কর্বার নিমিত্ত ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি কোরে, লোকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল, তবু সে পাপাত্মা ধরা পোড়্লো না, সে ব্যক্তি তখন সাত গাঁ সাঁত্‌রিয়ে বৈতরণী পার হোয়ে বোসেছে, আর তারে হাত বাড়িয়ে পাবার উপায় নেই। সে দুর্জন যখন নিতান্তই ধরা পোড়্লো না, তখন

কাজেকাজেই সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হোলো, না দিয়েই বা করে কি. আর উপায় কি, লোকে তখন এই বোলে মনেরে প্রবোধ দিতে লাগ্‌লো, "কাল্‌মাক হাতের মধ্যে এসেও পুনরায় পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তা কোরেছে কোরেছে, তাতে বিশেষ হানি কি হোয়েছে, তার দল্‌বল তো ঝাড়ে মূলে নিপাত হোয়েছে, তাই যথেষ্ট"। বদ্‌মাস কাল্‌মাক যে পুনরায় দলবল বেঁধে উৎপাত অত্যাচাব কোর্‌বেন, তা পার্‌বে না, সে ভয় আর কোত্তে হবে না, তাই ইদানীং তার নামও কেউ মুখে আন্‌তো না। কারকার্‌বারের স্ফূর্ত্তি হোতে লাগ্‌ল, বাণিজ্য প্রবল হোয়ে উঠ্‌ল, গিজ্‌নী সহর আবার সাবেক মত গুলজার হোয়ে দাঁড়ালো, খোজেস্তা নিরুৎকণ্ঠা হোয়ে হেসে খেলে বেড়াতে লাগ্‌লেন, তাঁর শুভ পরিণয়ের উদ্‌যোগ হোতে ল্যাগ্‌ল।

আমোদ আহ্লাদের দিন ক্রমে নিকট হোয়ে আসতে লাগ্‌ল, ইতি মধ্যে, যুবতী হঠাৎ একদিন হামেত্‌কে চিন্তায় ম্রিয়মান দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আজ কেন তাঁকে তত বিমর্ষ দেখ্‌ছেন। হামেত একটী বিষাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "প্রণয় বৎসলে! আমি যে কেন ম্রিয়মান হোয়ে আছি, সে কথা তোমায় ভেঙ্গে বলাই উচিত, তুমি একটী পথের ভিক্ষুককে বিবাহ কোত্তে চোলেছো, তাই আমায় তত ম্লান দেখ্‌ছো। খোজেস্তা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন, ভাব্‌লেন এ আবার কি কথা! যুবতীর মনে বিস্ময় জ্ঞান যত হলো, প্রণয় ভঙ্গের ভয় তত হোলো না। হামেত বোল্লেন, সুন্দরী! আমি তোমায় প্রবঞ্চনার কথা বল্‌ছি না, যথার্থই তাই বটে, আমি হাড় দুঃখি হোয়ে পোড়েছি, আমার পেট চলা ভার হোয়েছে, আমার দিন কাটে না। আমার পিতার যে কিছু কার্‌কার্‌বার ছিল, এক্ষণে তা আর নাই, শেষে যে কার্‌বার আরম্ভ

করেন, তাতে তাঁর লোকসান হয়, তুমিও তা জানো, ইদানীং সহরের সকল কার্বার একেবারে বন্ধ হোয়ে যাওয়ায়, পিতার সর্ব্বস্বান্ত হয়, ঘরে যা কিঞ্চিৎ সঞ্চিৎ ছিল, পাষণ্ড কালমাক তা অপহরণ করে। উত্তরাধিকারী হোয়ে পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে দুই চারিটা রেসমের গাঁইট মাত্র আমার হস্তগত হোয়েছে, তাই মাত্র আমার সম্বল, সেই মাত্র আমার ভরসা। নগদ টাকা কিছুমাত্র নাই, তবে তোমায় টেনে লয়ে দুঃখের ভাগিনী করা কত অসুখের বিষয়, তা মনে একবার ভেবে দেখো। তোমার পিতা কিছু তাদৃশ ধনী নন, তাঁর যা যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান আছে, তিনি জীবিত থাক্তে তুমি সে ধনের অধিকারিণী হবে না। আমাদের দুইহাত একত্র হওরা এক্ষণের মত রহিত কোত্তে হোয়েছে, একথা মনে উদয় হোলেও জ্ঞান হয় যেন আমার প্রাণে কেউ শূল ফুটিয়ে দিচ্ছে, আমার হৃদয় যেন ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড কোচ্ছে, এ অবস্থায় কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহ করাও উন্মাদের কাজ। তবে আরও কিছু দিন এইভাবে কেটে যাক, ইত্যবসরে পরিশ্রম কোরে কোরে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোর্বো, তাতে যদি কিছু অর্থের সংস্থান কোত্তে পারি, সেই অর্থ লয়ে তোমায় আমায় সুখে সচ্ছন্দে দিনপাত কোত্তে পারব, তবে আর পেটের দায়ে পরের উপাসনা কোত্তে হবে না। লোকে মনে করে আমার কতই অর্থ আছে, তায় ক্ষতি কি, "দরিদ্র দুর্ণাম হোতে ধন পরিবাদ ভাল"। সহরের লোক জানে আমার পিতা অসুমার অর্থ রেখে গিয়েছেন, সে অর্থ বাড়ীতে পোঁতা আছে, সে কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা, অর্থ যত আছে পরমেশ্বরই তা জানেন। খোজেস্তা! আমি শুদ্ধ তোমার প্রণয়ধনে ধনী। খোজেস্তা হামেতের একখানি হাত মাত্র চেপে ধোরেরেখে ছিলেন, মুখে ভালমন্দ কোনকথাই বোল্লেন না, তাঁর মন তখন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, বালার অন্তরের মধ্যে তোলপাড় হোচ্ছিল, তাই কণ্ঠ রোধ হোয়ে তাঁর মুখ দিয়ে

কথা সোচ্ছিল না, কথা কইবার ক্ষমতাই ছিল না। অনেকক্ষণের পর একটু স্থির, একটু সুস্থ হোয়ে, কি সুন্দর একটু মধুর হাঁসি হেঁসে বোল্লেন "হামেত! তোমার কি অকপট মন, তোমার সরল মনের বালাই লোয়ে মোত্তে ইচ্ছা হয়, তোমার যে কত গুণ তা এক মুখে বোলে উঠা যায় না, আমি যেটী মনে ভাবতেম, সেইটী আজ চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম, এ বড় নিদারুণ মনস্তাপ সত্য, আমাদের চির অভিলাষ পূর্ণ হোতে বিলম্ব হবে তাও সত্য, কিন্তু সাধু পরিশ্রম কখনই বৃথা যাবে না, আজ হোক, কাল হোক, দুদিন পরেই হোক, অবশ্যই সফল হবে। হামেত! দুদিন দেরি হবে বোলে দুঃখিত হোয়ো না, কি অদৃষ্টে বিবাহ নাই বোলে একেবারে হতচিত্ত হোয়ে পোড়ো না, আল্লা অবশ্যই একদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন। বালার মুখে ঐ সকল প্রণয়পূর্ণ স্নেহের কথা শুনে হামেত তাঁর প্রাণসমা খোজেস্তাকে আপনার অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ের উপর রেখে চেপে ধোল্লেন, বালার পিতাকে এই দুঃখের কথা অবগত কোত্তে বোলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে চোলে গেলেন, চক্ষের জল কোনক্রমেই নিবারণ কোত্তে পাল্লেন না। খোজেস্তা পিতার কাছে যাবেন কি, হামেতের মুখে চিরসুখের বিড়ম্বনার কথা শুনে মনস্তাপে দগ্ধ হোতে লাগ্‌লেন, ঘরে গিয়ে ফুলে ফুলে, ডুক্‌রিয়ে ডুক্‌রিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। সিদি খোজা যে সে ঘরে ছিল, বালা তা জান্‌তেন না, সে ব্যক্তি যুবতীকে রোদন কোত্তে দেখে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ওরে হতভাগিনী খোজেস্তা! তোকে কি জগদীশ্বর হেঁসে খেলে বেড়াতে দেননি, আহ্লাদরূপ সূর্য্যের কিরণ ছটায় তোকে কি কখন প্রফুল্লিত হোতে দেবেন না, আমার ভয় হোচ্ছে আমি বুঝি কখন তাঁর দাস হোতে পার্‌বোনা," যুবতী মাথা তুলে দেখেন কাফ্রি-দাস দাঁড়িয়ে, দেখে হড়্‌বড়িয়ে গেলেন। বালা চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "সিদি! তুমি এখানে কেন?" কাফ্রিদাস ও কথার উত্তর না দিয়ে

বোল্লে "খোজেস্তা! তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? আজ তোমায় দুঃখিনীর মত তত কাতর দেখ্‌ছি কেন?" যুবতী নীরব হোয়ে আছেন, কাফ্রিদাস বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমি মনে কোরেছিলেম এত দিনের পর্ সব্ লেঠা লেঙ্গাড় মিটে গেল, এখন তুমি আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়াবে, আজ প্রাতে কর্ত্তা আমায় ডেকে বোল্লেন, তোমার বিবাহের আর বড় দেরি নাই, তার উদ্যোগ হোচ্ছে, তবে কেন তুমি চক্ষের জলে ভেসে চোলেছো, হামেত কি বেইমানি কোরেছে? সে তোমায় কি বোলেছে? তোমায় তত কাতর দেখ্‌ছি কেন,? থেকে থেকে একটা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছো, দেখে বোধ হয় যেন বুক্ বিদীর্ণ হোয়ে যাচ্ছে"। যুবতী বোল্লেন, সিদিস্নফাক্! সে কথা নয়, হামেত সেইরূপ সুশীল, সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ সজ্জনই আছেন, পূর্ব্বে যা ছিলেন, এখনও তাই আছেন, তবে দুঃখের বিষয় এই, তাঁর এখনও বিবাহ কর্‌বার সময় হয়নি"।

কাফ্রিদাস বোল্লে "কেন হয়নি? চুপ কোরে রোইলে যে, আমায় বুঝি গরিব দেখে কথা কইতে শ্রদ্ধা হোচ্ছে না, আমি গরিব হই, গরিবিই আছি, তবু তোমার জন্যে প্রাণ দেবো, তোমার ভাল দেখে যদি মরি, তাও ভাল, আমার মন তুমি না জানো তা নয়।

খোজেস্তা বোল্লেন "সিদি! তোমার বোঝ্‌বার ভুল হোয়েছে, তুমি উলটো বুঝেছো, মনের কথা যতই গোপনীয় হোক্, তোমায় তা বোল্‌তে বাধাই বা কি, ভয়ই বা কি? সে কথার কথা নয়, হামেত্ পথের কাঙ্গালি হোয়ে পোড়েছেন, তাঁর পিতা কিছুই রেখে যান্‌নি, আমার নিজেরও অধিক সম্পত্তি নাই, তবে আর কি কোরে বিবাহ হোতে পারে", সিদি বোল্লে "তাই তত কাঁদ্‌ছো"! এই বোলে যুবতীর কাণে কাণে বোল্লেন "আর তো কিছু নয়," খোজেস্তা বোল্লেন "না, আর কিছু নয়, এর্ উপর আবার কিচাই, এ কি কম্ মনস্তাপ, আমার প্রাণের ভিতর কি

যেন হোচ্ছে, প্রাণটী যেন মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, হামেত্ত কখনই তত অর্থের মালিক হোতে পার্‌বেন না ।

সিদি বোল্লে "সেটা অসম্ভব বটে, কিন্তু তিনি না পারুন, তাঁর হোয়ে আর কেউ তত টাকা দিতে পার্‌বে । কত হাজার মোহর তোমার দর্‌কার? বিশ্‌ হাজার? ত্রিশ্‌ হাজার? চল্লিশ হাজার? এই বই তো নয়, তার জন্যে আবার কান্না কেন"।

যুবতী বোল্লেন "সিদি! হয় তুমি ক্ষিপ্ত হোয়েছ, নয় আমায় ঠাট্টা শ্লেষ কোচ্ছো, সংসারটি ত দেখ্‌তে তত বড় দরাজ, কিন্তু হাজার থান মোহর দিয়ে উপকার করে এমন লোক তার মধ্যে কে আছে? তেমন দরদের লোক কোথায় পাবো।"

সিদি বোল্লে "কে দেবে! আর কে দেবে, তোমার দুঃখী গোলাম দেবে, বিশ হাজার কেন, তার দুনো দুন, তার তিন গুণও সে দিতে পারে। যাও, আ'র কাঁদ্‌তে হবে না, যাও এখন চক্ষের জল মুচে ফেলো, হামেত্তের সঙ্গে দেখা হলে হেঁসে খেলে কথা কইও।" যুবতী বোল্লেন "সিদি! সত্যসত্যই তোমার বুদ্ধির দোষ জন্মেছে, তোমার মনের গতিক বড় ভাল দেখ্‌ছি না, তোমার বুদ্ধির ভ্রম হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এত টাকা তুমি কোথায় পাবে, মনে কর সত্য সত্যই যেন তোমার তত টাকা আছে, আমি কেন তা নিতে যাব, তোমায় বঞ্চিত কোরে কেন আমি তা নিতে যাবো।" সিদি বোল্লে আমি কি এত কাল পথে পথে ভেসে ভেসে বেড়িইছি, আমি কি চালের তলে বাস কোরে এত বড় মানুষ হইনি, না খেতে পোক্তে না পেয়ে দোর্‌ দোর্‌ টো টো কোরে আমায় ফিত্তে হোয়েছে, আমার মনিব্‌ তো আমায় গোলাম বোলে মনে কোরে থাকেন না, তিনি আমায় সন্তানের মত স্নেহ করেন, তুমি যে তাঁর কন্যা হোয়ে দিবা রাত্রি ভেবে ভেবে শীর্ণ শুষ্ক হোয়ে যাবে, সেটী আমি চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বোনা, বিশেষতঃ যে বিষয়ের দর্‌কার, তা যখন আমার হাতের

মধ্যে আছে, তখন আর কথা কি, বিষয়টী আমার হাতে আছে সত্য, কিন্তু যথার্থ পক্ষে সেটী তোমারি বিষয়"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "সিদি! সে আমারি বিষয়," একথা কেন বোল্লে? আমার তো ধন নাই। কাফ্রি দাস বোল্লে "তোমার অর্থ নাই সত্য, কিন্তু আমার তো আছে, তুমিই মূলাধার হোয়ে সে অর্থ আমার হাতে তুলে দিয়েছো" তার পর সিদি কাণে কাণে বোল্লে, "দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।" যুবতী সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন বটে, মনে মনে কিন্তু অবাক্ হোতে হোতে চোল্লেন, কারখানাটা কি, এসকল কথার মানে কি, এই ভাবতে ভাবতে চোল্লেন। সিদি একটী নির্জন ঘরে প্রবেশ কোরে, সে ঘরে প্রায় কারুরি কখন যাতায়াত ছিল না, মেজে থেকে এক খানি চোরা পাথর উঠিয়ে, আঙ্গুল দিয়ে একটা সিন্দুক দেখিয়ে দিলেন, খোজেস্তা সিন্দুকের ডালা উঠিয়ে দেখেন তার মধ্যে ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক কোচ্ছে, যেন মণি জ্বল্‌ছে, সিন্দুকটীর মধ্যে সোণারূপো ঠাসা রোয়েছে। খোজেস্তা দেখে শিউরিয়ে উঠে বোল্লেন, "সিদি! তুমি এত অর্থ কোথায় পেলে, কি কোরে সংগ্রহ কোল্লে, আমার দিব্বি, আমার মাথা খাও যদি না বল"। সিদি বোল্লে "তুমি যেখানে চিরকালের নিমিত্ত অপমানিনী হোতে গেছিলে, সেইখানেই পেয়েছি।" খোজেস্তা বোল্লেন "কি বোল্‌ছো, তুমি কি ডাকাতদের চোরা আঁধারে ঘরে এত অর্থ পোড়ে পেয়েছো"? সিদিস্মফাক ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বোল্লেন "তবে এ টাকার অধিকারী কে হোতে পারে? তুমি কি প্রাণটী হাতে কোরে সেখানে যাওনি? ভাল, প্রাণের কথাই যাহোক্, প্রাণের চেয়ে যেটী আরও গৌরবের বিষয়,—তোমার ইজ্জত, কালমাকের হাত থেকে সহরটী বাঁচাবার নিমিত্ত তুমি যে তাদের মুখে গিয়ে পোড়েছিলে, তাতে কি তোমার ইজ্জত যাবার আশঙ্কা ছিল না? অতএব এ অর্থ তোমারি, তোমার কাছে আমি এইমাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি আমায়

সঙ্গে কোরে নিও, তোমার কাছেই আমায় রেখে দিও, যতদিন বাঁচ্বো তোমার প্রহরী হোয়ে থাক্বো"।

খোজেস্তা চক্ষের জল নিবারণ কোত্তে না পেরে অশ্রুপাত কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "সিদি! তুমি বড় সদাশয়, তুমি বড় মহাত্মা, তুমি বড় সাধুব্যক্তি, তোমার মন মহাপুরুষের ন্যায় অবিচলিত, আমি যদি অর্থগুলি গ্রহণ না করি, তুমি মনে দুঃখ কোর্বে, তবে কথা এই, আমার তত অর্থের প্রয়োজন নাই, কতক পেলেই যথেষ্ট হবে, বাকী তোমারি রইল,,।

সিদি একটু মুচ্কে হেঁসে বোল্লে "আমি একজন দীন দুঃখী কাফ্রি দাস, তোমারি আশ্রয়ে আছি, মনের সুখে খেতে পোত্তে পাচ্ছি, আমি তত অর্থ নিয়ে কি কোর্ব, অর্থ পেয়ে যদি বেয়াড়া বেহুদো খরচ পত্র করি, লোকের মনে সন্দেহ হবে, তারা বোলবে এ ব্যক্তি এত টাকা কোথায় পেলে, শেষে এই ফল দাঁড়াবে, হয় ত সকলে আমার সাধু চরিত্রের উপর দোষারোপ কোর্বে, নয় ত স্পষ্টাক্ষরে চোর বোলেই ঘৃণা কোর্বে। না না, আমি একটী কাণাকড়িও ছোঁবোনা, এ টাকা তোমারও হোলো, হামেতেরও হোলো। সহরের লোক বলে হামেতের পিতা বিস্তর অর্থ বাড়ীতে পুঁতে রেখেছে, হামেতের কিছু নাই বোলে তাদের চোক্ খুলে দিতে যাবো কেন, তাদের যে ভ্রম আছে, তাই থাক্, তবে আজ রাত্রে এই টাকা বোয়ে হামেতের বাড়ীতে দিয়ে আসবো, তাঁর যেখানে ইচ্ছা হয়, পুঁতে রাখবেন, তার পর লোকে যখন বলাবলি কোরবে হামেতের গুপ্ত ধন গাড়া আছে, তখন তাদের সত্য কথাই বলা হবে"।

খোজেস্তার নেত্র কোণ দিয়ে আহ্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগ্ল, কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারায় যুবতীর বক্ষ প্লাবিত হলো, বালা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "সিদি! তুমি কি কোরে ডাকাতদের গুপ্ত ধনের সন্ধান জানতে

পাল্লে,, ? সিদি সিন্ধুকের ডালা বন্ধ কোরে, তার উপর চোরা পাথর খানি চাপিয়ে দিয়ে, বেশ কোরে ঢেকে রেখে, সে ঘর থেকে চোলে অন্য একটা ঘরে এসে বোল্লে "খোজেস্তা! তুমি তো কাল্‌মাক্‌কে বেঁধে লয়ে সেখান থেকে চোলে এলে, আমি মনে কোল্লেম ডাকাত্‌দের চোরামাল অবশ্যই আছে, আছেই আছে, তাই একটা আলো নিয়ে তাদের এঁধো ঘরগুলি পাতি পাতি কোরে খুঁজতে লাগলেম, খুঁজতে খুঁজতে একটা চোরা দরজা দেখতে পেলেম, চাবির তাড়া তো আমার কাছেই ছিল, তা থেকে একটা চাবি নিয়ে দরজাটী খুল্লেম, খুল্‌তেই কতক গুলি ধাপ বেরিয়ে পোড়্‌লো, ঐ ধাপ বেয়ে বরাবর নেবে গিয়ে একটা আঁধারে ঘরে এসে পোড়লেম, যখন নেবে যাই, চারি দিক থেকে পচামড়ার ভাপ্‌সা গন্ধ বার হোতে লাগল, তার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, বমি কোত্তে কোত্তে নাড়ি ছিড়ে গেল, তথাচ আমি যেতে ছাড়লেম না, বরাবর চোলে গিয়ে যখন সেই অন্ধ কূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, তখন বোধ হলো যেন অনেক দিনের পচা মড়ার গুদমে এসে ঢুকলেম, গুমসো গন্ধে নাক মুক চোক ছোঁচিয়ে যেতে লাগ্‌ল। ঘরের মেজের এক খানা চোরা পাথর উঠিয়ে ফেলায়, একটা সিন্দুক বেরিয়ে পোড়লো, খুলে দেখি সিন্দুকটী মোহরে আর টাকায় ঠাসা রোয়েছে, সেই সিন্দুক ঐ যা চক্ষে দেখ্‌লে। কি কোরে আন্‌লেম সে কথা বল্‌বার আবশ্যক নাই, ফলে অনেক কষ্ট কোরে আন্‌তে হোয়ে ছিল। সহরে এসে পৌঁছিলে, পাহারাওয়ালারা খানাতল্লাসি কোত্তে চেয়ে ছিল, আমি বোল্লেম কালরাত্রে চব্বিশজন ডাকাতের মাথা কেটে ফেলেছি, তাদের কাটা ধড় নিয়ে বাদশাহাকে দেখাতে চোলেছি, এই বোলে কতক গুলি কাটা ধড় দেখিয়ে দিলেম, তাই দেখে ঝাঁকার মধ্যে কি ছিল তারা আর অনুসন্ধান কোল্লে না, বরং খুসি হোয়ে আমায় আরও যেতে অনুমতি কোল্লে। সিদির প্রসংশা খোজেস্তার

মুখে আর ধরে না, তার গুণ গেয়ে তার যশ গেয়ে ফুরিয়ে উঠ্‌তে পারেন না, যুবতীর মুখ দিয়ে যেন সরস্বতী বর্ষণ হোতে লাগ্‌ল।

বালা বোল্লেন, সিদি! হামেতকে ডেকে নিয়ে এসো, এ শুভ সংবাদ তাঁকে বোল্‌তেই হবে, কাফ্রি অমনি ছুটে গিয়ে হামেতকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলো, হামেত জানেন না যে, তাঁর অদৃষ্ট প্রসন্ন হোয়েছে, এসে দেখেন খোজেস্তার মুখে হাঁসি ধোচ্ছে না, তাই দেখে হামেত অবাক্ হোয়ে গেলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আজ তাঁর মুখ দিয়ে তত হাঁসির ছটা কেন বেরুচ্ছে। যুবতী বল্লেন "হামেত! তোমার অর্থ নাই বোলে দুঃখিত হোয়েছিলে, এখন কিন্তু একজন মস্ত নামজাদা ধান হোয়ে পোড়েছো"। হামেত বোল্লেন "খোজেস্তা! তুমি আমার সঙ্গে রঙ্গ কোচ্ছো, তোমার কথার ভাব্ বুঝতে পাচ্ছিনে।" যুবতী বোল্লেন, "আমাদের বিবাহের প্রতিবন্ধক দেখে কোন বন্ধু অজস্র অর্থ দিতে অগ্রসর হোয়েছে।" হামেত্ বোল্লেন "এমন বন্ধু কে আছে যে, তত টাকা দিয়ে উপকার করে? তেমন বন্ধু তো আমার কেহই নাই'। খোজেস্তা বোল্লেন "হামেত! ওটী তোমার ভ্রম্, তোমার তেমন বন্ধু অবশ্যই কেউ আছে, সে ব্যক্তি অতি মহাত্মা, অতি সদাশয়, অতি উদারচিত্ত, তাকে তুমি এই দণ্ডেই দেখতে পাবে।" এই বোলে সিদি সুফাক্‌কে ডাক্‌লেন, সেব্যক্তি তখন দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েছিল, সিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, ভূমিষ্ঠবৎ হোয়ে একটী সেলাম কোরে দাঁড়ালো। যুবতী বোল্লেন "হামেত! তোমার সেই বন্ধু এই," ঐ কথা বোলে যে রূপে গুপ্ত ধন হস্তগত হোয়েছে; সে বৃত্তান্তগুলি যুবতী হামেতকে অবগত করালেন, হামেত শুনে আহ্লাদে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, মুখে বোল্লেন, 'সিদি! তুমি বড় মহাপুরুষ, তোমার বড় উদার স্বভাব, তোমার এধার কি কোরে পরিশোধ কোরবো"। সিদি-সুফাক্ বোল্লে "আমাকে আপনার কাছেই রেখে দেবেন্, আর যে কদিন

বাঁচবো, আপনার সেবাতেই নিযুক্ত থাকবো"। হামেত বোল্লেন "সে কথা আর বোল্‌তে হবে কেন? এমন দয়ালু বন্ধু আর কোথায় পাবো, তবে খোজের কি অভিপ্রায় তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্, তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমার আপত্তি কি"। সিদি বোল্লেন "আচ্ছা সে কথা ভাল, যদিও আর আমাকে ক্রীত দাস বোলে জ্ঞান না কর, তথাচ কিন্তু আমি সেই অনুগত সিদিস্‌ফাক্‌ই থাক্‌বো, আমি সেইরূপ অনুগত হোয়েই থাক্‌বো দেখ্‌তে পাবেন।

খোজে তাঁর চিরদাসের উদার চরিত্রের কথা শুনে বোল্লেন "আজ অবধি তোমার দাসত্বের মোচন হলো, আজ অবধি তুমি আমার পরম বন্ধু, এবং প্রকৃত উপকার দাতা"। খোজেস্তা বোল্লেন "বাবা! আপনাকে যে বোলেছিলেম অপরিচিত ব্যক্তিকে, অজ্ঞাত কুল শীল ব্যক্তিকে, বিশ্বাস কোর্‌বেন না, সে কথা এখন খাট্‌লো তো, এখন হাতে হাতে দেখ্‌তে পেলেন তো। খোজে বোল্লেন "হাঁ, সে কথা খেটেছে সত্য, এখন জান্‌লেম রূপ থাক্‌লেই যে গুণ থাক্‌বে, সে কোন কাজের কথা নয়, স্তাবকের সরস মধুর রসনার অন্তরালে দানববৎ কুটীল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে; আবার উদার মন, অকপট হৃদয়, সরল প্রকৃতি, কদাকার কর্কশ রূপের অভ্যন্তরে বাস কোত্তেও দেখা যায়'। খোজেস্তার সঙ্গে হামেতের বিবাহ উপলক্ষে সহর শুদ্ধ লোক তাঁদের বাড়িতে এসে আমোদ প্রমোদ কোত্তে লাগ্‌লো। খোজেস্তা বীরসাহস দেখিয়ে সকলের প্রিয় পাত্রী হোয়েছিলেন বোলে, তাঁর বিবাহের দিনে সকলে আশীর্ব্বাদ কোরে তাঁর মঙ্গল হোক বোল্‌তে লাগ্‌লো, যুবতী যেন দীর্ঘায়ু হোয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, এই মঙ্গলবাদ কোত্তে লাগ্‌লো। হামেত নিষ্ঠ স্বভাবের নিমিত্ত, তাঁর পুরুষবৎ নির্ভয় প্রকৃতির নিমিত্ত, সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাই লোকে চিরকালই তাঁর অনুরাগ কোত্তো, এক্ষণে তাঁর বিবাহের উৎসব উপলক্ষে লোকে আনন্দে করতালি দিয়ে ঘনঘন

জয়কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো। কনকশশী খোজেস্তা লোকের ভক্ত প্রফুল্লচিত্ত দেখে আহ্লাদে গলে পোড়তে লাগ্‌লেন, সুশীল হামেত্ত অক্ষুব্ধ হস্তে দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র দান কোরে চরিতার্থ হোতে লাগ্‌লেন। যেখানে যত বন্ধু বান্ধব, যেখানে যত আত্মীয় স্বজন ছিল, নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেন, তাঁরা হামেত্তের বাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক পান ভোজন কোরে আমোদ প্রমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন।

বিবাহের জনরব শুনে অনেক দুঃখী, কাঙ্গালি, ফকির, হামেত্তের বাড়িতে হুড় হুড় কোরে ঢুক্‌তে লাগলো, বাড়ির ভিতর রেও রবাহুতোর মস্ত ভিঁড় লেগে গেল, পেটার্থীদের আজ মাহেন্দ্র যোগ, যে যত পাল্লে, আকণ্ঠ উদর পরিপূর্ণ কোরে ফেল্লে, অনেকেই আহারাদি কোরে বিদায় হোয়ে চোলে গেল, কেবল জন কয়েক ফকির মাত্র সেখানে অবস্থান কোল্লে, তারা খেয়ে দেয়ে যা অবশিষ্ট ছিল, সেই গুলি চেঁচে মুঁচে নিয়ে ঝুলির মধ্যে পুর্চ্ছিলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ খানে সে রাত্রে বাস কর্‌বার মনন কোরে পীড়ার ভাণ কোল্লে। একজন ফকির হঠাৎ পীড়িত হোয়েছেন শুনে, হামেত্ত তৎক্ষণাৎ অন্দর বাড়ীর একটা উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। খোজেস্তা লোক জনকে বোলে দিলেন, "ফকিরের প্রতি যেন যত্নের ত্রুটি না হয়", দুজন লোক ধরাধরি কোরে ফকিরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে হোয়েছিল করুণহৃদয় হামেত্তও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ফকির বেদনায় যেন কতই যাতনা পাচ্ছেন সেইরূপ ভাণ কোরে ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগলেন, কোঁকাতে লাগলেন, গোঙ্গরাতে লাগ্‌লেন, এক একবার পেটে হাত দিয়ে চেপে চেপে ধোত্তে লাগ্‌লেন। হামেত্তের অনুমতি ক্রমে একটী বাতি জ্বেলে রুগির বিছানার কাছে রাখা হোলো, হামেত্ত বিনয় কোরে বোলতে লাগ্‌লেন "ভয় কি, কাল্‌ আরোগ্য হবেন, এ তোমার আপনারি বাড়ী যত্নের ত্রুটি হবে না, আমি যে ঘরে শুই, তোমার পাশেই সে ঘর,

রাত্রের মধ্যে যদি কোন আবশ্যক হয়, দরজায় এসে ঘা মেরে জাগাবেন, আমরা কেউ তখনি উঠে আসবো,,। ফকির বিড়্ বিড়্ কোত্তে লাগলেন, বোধ হোলো যেন আশীর্ব্বাদ কোল্লেন, হামেত আপনার ঘরে শয়ন কোত্তে চোলে গেলেন। হামেতের ঘর আর ফকিরের ঘর প্রায় পাশাপাশি, কেবল মধ্যে একটা ছোট গলি পথ মাত্র ছিল। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, সকলে নিঝুম নিস্তব্ধ, ফকির উঠে বোস্‌লো, কাণ দুটি খাড়া কোরে রাখ্‌লে, তার বোধ হোলো যেন পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চে, শেষে ভেবে দেখ্‌লে সেটা তার ভ্রম, কোন দিকে কোন শব্দটী মাত্র নাই। ফকির এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে, হামেতের ঘরের দরজার কাছে গেল, হামেত অকাতরে ঘুমুচ্চিলেন, তাঁর নাক ডাক্‌ছিল, ফকির পা দিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ঠেল্লে, ভিতরের দিক দিয়ে বন্ধ ছিল না বোলে দরজাটা একটু ফাক হোয়ে পোড়্‌লো, ফকির ফিরে গিয়ে একটা আলো আন্‌লে, এবার তার সাহস হোয়েছে, আলো এনে দরজাটী খুলে ফেল্লে, খোল্‌বার সময় দরজাটা কড়াৎ কড়াৎ কোরে শব্দ কোরে উঠ্‌লো, ফকির অমনি চম্‌কে উঠে আলোটী ঢেকে ফেল্লে, পাছে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, তাই তার মনে ভয় হোলো, ফকির আবার আপনার ঘরে ফিরে এলো, এবার সে ঘরের দরজাটী হাঁ কোরিয়ে খুলে রেখে দিলে। রাত্রি গভীর হোয়েছে, শ্মশান ভূমির ন্যায় সব নিস্তব্ধ, ফকির পুনরায় হামেতের ঘরে প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা কোল্লে, দরজাটা আরও একটু ফাঁক কর্‌বার আবশ্যক ছিল, কিন্তু ক্যাঁচ কোঁচ শব্দের ভয়ে পাল্লে না, এক হাতে প্রদীপ, আর এক হাতে একখানি নরহন্তা ছোরা, বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আছে, হামেতের ঘরের দরজা আর একটু ফাঁক না কোল্লে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু পাছে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হয়, ফকির সেই ভয় কোত্তে লাগলো। একটু

থেমে, একটু ভেবে, একটু চিন্তা কোরে, ছোরার অগ্রভাগটী প্রদীপের তেলে ডুবিয়ে তা থেকে দু চার্ ফোঁটা তেল দরজার কব্জার গায় মাখিয়ে দিলেন, তখনও কোন দিকে সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না, বরং তখন হামেতের কি খোজেস্তার নিশ্বাস পড়্বার শব্দ পর্য্যন্তও শোনা যাচ্ছিলনা। এক্ষণে দরজাটী নিঃসাড়ে খুলে গেল, প্রাণহন্তা ফকির ছোরাখানি উপর দিকে খাড়া কোরে ধোরে নিঃসাড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, যেমন তিনি আর এক পা বাড়াবেন, অমনি সিদিস্সুফাকের পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। সিদিস্সুফাক একখানি প্রকাণ্ড বোগ্দা নামক ছোরা পেটে বোসিয়ে দিতেই ফকির ধড়াস কোরে তার পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লে, সিদিস্সুফাক অমনি বোলে উঠ্লো, "রে নরাধম! রে পাষণ্ড! আমার প্রভু যে তোর প্রতি তত স্নেহ, তত যত্ন কোল্লেন, তার কি এই ফল, তার কি এই পুরস্কার, তাঁরে তুই খুন কোত্তে এসেছিস, হা! কি তামাসা! হা! কি তামাসা! প্রভু উঠুন! ঘরের ভিতর কি তামাসা দেখুন এসে!!।

হামেতের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তত নিশীথ রাত্রে সিদিস্সুফাকের কণ্ঠস্বর শুনে, ভয়ে হড়্বড়িয়ে গেলেন, ঘরে আলো জ্বল্ছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে সেই আলোটী হাতে কোরে এনে দেখেন, কাফ্রির মূর্ত্তি ফকিরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের মেজে রক্তের তরঙ্গ খেল্ছে. ফকির সেই তরঙ্গের উপর ভাস্ছে!!!

হামেত চম্কে উঠে বোল্লেন "সিদি! কি কোরেছো! তুমি তো পুণ্যাত্মা ফকিরকে খুন করোনি"? সিদিস্সুফাক অঙ্গুলিদ্বারা ফকিরের ছোরাখানি দেখিয়ে দিয়ে বোল্লে "তুমি যেরূপ স্নেহ কোরে ওকে এখানে স্থান দিয়ে ছিলে, তারই ফল যা হোতো, তা ঐ, চক্ষে দেখ, অদৃষ্টের বড়জোর. তাই ঐ মহাপাতকীর পায়ের শব্দ শুন্তে পেয়েছিলেম, সে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে যেমন আর এক পা বাড়িয়ে তোমার

বিছানার কাছে যেমন যাবে, অমনি ছোরা মেরে এফোঁড় ওফোঁড় কোরে দিয়েছি, তাই যা এক্ষণে চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন"।

গোলমাল শুনে খোজেস্তাও উঠে এলেন, বাড়ীশুদ্ধ জেগে উঠে গোলমাল কোত্তে লাগ্‌লো। কাফ্রিদাস মৃত ফকিরের কোমর থেকে আর একখানি ছোরা বার্‌ কোল্লে,সেই ছোরাখানি দেখে সিদির মনের সংশয় মিটে গেল, তখন তার মনে স্থিরজ্ঞান হলো এব্যক্তি নিশ্চই খুন কোত্তে এসেছিল, একখানা ছোরাদ্বারা যদি কার্য্যসিদ্ধি না হোতো, কি সেখানা যদি তার হাত থেকে মুচ্‌ড়িয়ে কেড়েই নিতো, তাই বোধ হয় দুখানি ছোরা সঙ্গে কোরে এনেছিল। খোজেস্তা বাতির আলোতে মৃত ফকিরের চেহারা ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, দেখেই শিউরে উঠে চীৎকার কোরে বোল্লেন,"হা আল্লা! এ যে আমাদের সেই কাল্‌শত্রু কাল্‌মাকডাকাত"!! হামেত আর সিদি ঐ কথা শুনে স্তব্ধপ্রায় হোয়ে নিকটে এসে ঠাউরে ঠাউরে দেখে বোল্লেন "হাঁ! যথার্থইত কালমাকডাকাত!! হামেত আর খোজেস্তা তাঁদের চিরবিশ্বাসী কাফ্রিদাসকে বিস্তর প্রসংশা কোত্তে লাগ্‌লেন, বোল্লেন "সে ব্যক্তি ছিল বোলে তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, তার অব্যর্থসন্ধানের তার সতর্কতার যে কত গুণ, তা মুখে বোলে উঠা যায় না"।

কাল্‌মাক যে কেন আপনার দুরভিসন্ধি সফল কোরে তুল্‌তে পাল্লেন না, সে কথা প্রকাশ কোরে বলা আবশ্যক। হামেত ফকিরকে বোল্লেন "তাঁর ঘরের পশ্চাতেই তাঁর (হামেতের) ঘর, সেই ঘরে তিনি (হামেত) শয়ন করেন, তাঁর (ফকিরের) কোন প্রয়োজন হোলে, দরজায় আঘাত কোর্‌বেন, তার ভাবার্থ এই,—সিদিস্ফাক উঠে ঐ ফকিরের তত্ত্বাবধান কোর্‌বে, তাই ফকিরবেশধারী কাল্‌মাক মনে কোল্লে তবে আর চিন্তা কি, তার লক্ষিত ব্যক্তি যে ঘরে থাকে, তাতো তিনি জান্‌তেই পাল্লেন, কাল্‌মাক স্বপ্নেও জান্‌তেন না যে, যে দরজায় করাঘাত

কর্‌বার কথা বলা হয়, সে ঘর সিদিস্ফাকের, তার পাশে যে ঘর, সেই ঘর হামেতের। কাল্‌মাক যে নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলেন, সে কাফ্রিদাসেরই নাসিকা গর্জ্জন। সিদিস্ফাক তত অকাতর হোয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল না, তাই দরজার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোক মেলে চেয়ে দেখে, প্রদীপের ছটা গিয়ে তার ঘরে পোড়েছে, ঐ আলো দেখে নিঃসাড়ে উঠে বোস্‌লো, বোগ্‌দানামক কালান্তকপ্রায় প্রকাণ্ড ছোরা একখানি হাতে কোরে লোয়ে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়াতেই তার বোধ হোলো কেউ যেন অতি সতর্ক হোয়ে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছে, বিষয়টা কি জান্‌বার নিমিত্ত কাফ্রিদাস কপাটের কব্জার উপর কাণ পেতে রোইলো, সেই সময় কাল্‌মাক ঐ কব্‌জার উপর ফোঁটা ফোঁটা কোরে তেল ঢেলে দিচ্ছিলো, সিদিস্ফাক প্রদীপের আলোয় দেখ্‌লেন, কাল্‌মাকের হস্তে একখানি ছোরা, ছোরাখানি ঝক্‌ঝক্‌ কোচ্ছে, তাই দেখে অনধিকার প্রবেশকের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাল্লে, তখন সিদি নিজের বোগ্‌দাখানি খুব কোসে, বজ্রের মতন শক্ত কোরে ধোরে দাঁড়িয়ে রইলো, কাল্‌মাক একটী পা ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটী পা যেমন বাড়াবে, কাফ্রিদাস অমনি পেটে ছোরা মেরে এ ফোঁড় ও ফোঁড় কোল্লে, কাল্‌মাক তখনি নিঃশব্দে ভূমিসাৎ হোলো, আর তাঁকে উঠ্‌তে হোলো না।

কাল্‌মাকের বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল, তিনি অতি শঠও ছিলেন, যে কোন বিষয় হোক্, অনায়াসেই তার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তে পাত্তেন। কাকে ন্যায় কাকে অন্যায় বলে সে বিষয়ে তাঁর ভ্রম হওয়ায়, কাল্‌মাক মনে কোল্লেন তিনি নিজে যখন জ্যেষ্ঠ সহোদর্‌দের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত, উৎপাত গ্রস্ত হোয়েছেন, তখন অন্যের প্রতি তিনি উৎপাত অত্যাচার না কোর্‌বেনি বা কেন, তাদের প্রাণেই বা না মেরে ফেল্‌বেন কেন।

পরম শত্রু কাল্‌মাকের মৃত্যু হোয়েছে, এই অবধারিত সংবাদ

দেশময় জনরব হওয়ায় গিজনিবাসীরা আহ্লাদে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, যে ফাঁসিকাষ্ঠ কাল্‌মাকের জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত হোয়ে থাকে, সেই ফাঁসিকাঠে কাল্‌মাকের মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কাল্‌মাক পালিয়ে প্রস্থান করা অবধি খোজের মনে এক দিনের নিমিত্তেও সুখ ছিলনা, পতিপ্রাণা খোজেস্তা তাঁর প্রিয় স্বামী হামেত্‌কে লোয়ে নির্ব্বিঘ্নে সুখে কাল্‌ যাপন কোত্তে লাগ্‌লেন।

তাতার বংশজাত তাইমুর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিন পুত্র, কাল্‌মাক সর্ব্বকনিষ্ঠ। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক অর্থ ছিল, কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে তাঁর অগাধ বিষয় বৈভবও ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র কাল্‌মাককে অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, সেই তাঁর প্রিয় পুত্র ছিল। কাল্‌মাক যখন যে আব্‌দার্‌ কোত্তেন, তাইমুর তখনি তা পূর্ণ কোত্তেন, তাই দেখে জ্যেষ্ঠ সহোদর্‌দের মনে ঈর্ষা জন্মিল, তাদের চোক্‌ টাটালো, তাঁরা প্রতিজ্ঞা কোল্লেন যাতে কাল্‌মাক ছারে খারে যায়, যাতে সে নিপাত হয় তার উপায় তাঁরা কোর্‌বেনই কোরবেন। তুর্‌কি দেশের একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রী তাঁদের পিতার উপপত্নী ছিল, ঐ স্ত্রীলোকটীকে মধ্যবর্ত্তিনী কোরে, জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা মনোগত দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ করেন। সহোদরেরা স্ত্রীলোকটীকে ডেকে বোল্লেন, তিনি যদি তাঁদের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ কোরে তুল্‌তে পারেন, তা হলে বিস্তর অর্থ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট কোর্‌বেন। স্ত্রীলোকটী অতি শঠ, অতি ধূর্ত্ত ছিলেন, কোন কুকথা রটিয়ে দিয়ে কাল্‌মাকের পিতা তাইমুরের কাণ বিষাক্ত কোরে দিলেন। তাইমুর্‌ দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুরবগাহ চক্রে জড়িয়ে পোড়ে কাল্‌মাককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দূর কোরে দিলেন। অল্প দিন পরেই পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায়, তাঁর সমস্ত বৈভব দুই সহোদর আপনাদের মধ্যে ভাগ বাঁটওয়ারা কোরে নিলেন। কাল্‌মাক বাল্যকাল হোতে সুখ সম্পদে থেকে ভোগরাগে লালিত হোয়ে এসেছেন, যখন যে বাসনা

হোয়েছে, মনের সাধে তা পূর্ণ কোরেছেন, এক্ষণে কষ্ট কোরে দিনপাত করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠ্‌লো। সহোদর্‌দের উপর কাল্‌ ক্রোধ জন্মিল, মনে কোল্লেন এ সংসার শুদ্ধ ছলনার্‌ চক্র, এ সংসারের অন্ত পাওয়া ভার্‌, বঞ্চনা, প্রতারণা আদি নানা মায়া এ সংসারের অন্তর্বাহিনী নদী, যাঁদের ক্রূর মন, যাঁরা খলতা শঠতা প্রভৃতি নানা দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার কোত্তে পারেন, এ সংসারে তাঁদেরই চৌচাপটে জিত। তাই মনুষ্য নামে কাল্‌মাকের জাতঘৃণা হোলো; তাই মনুষ্য মাত্রের উপর কাল্‌মাকের কালক্রোধ জন্মিল। একদল্‌ দুঃসাহসী ডাকাত, যাদের প্রাণের ভয় নাই, তাদের সঙ্গে কাল্‌মাক মিশে গেলেন, কিছু দিন পরেই তিনি সেই দলের সরদার হোয়ে দাঁড়ালেন। কাশ্মীর সহরে বিস্তর থানা, বিস্তর ফাঁড়ি, বিস্তর কোতোয়ালি ছিল, কর্ত্তৃপক্ষেরাও অতি সতর্ক হোয়ে চোল্‌তেন, তাই বদ্‌মাসেরা সেখানে নিরুদ্বেগে উৎপাত অত্যাচার কোত্তে পাল্লেনা। কতকগুলি ডাকাত ধরা পোড়ে ফাঁসি হলো, কাল্‌মাক ধরা পোড়্‌তে পোড়্‌তে বেঁচে গিছিলেন, নচেৎ তাঁর অদৃষ্টেও সেই দশা ঘট্‌তো। এক্ষণে কাল্‌মাকের দলের মধ্যে কেবল চব্বিশটী মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট ছিল, কাশ্মীরে পুলিশের বড় আঁটা আঁটি, বড় কড়াক্কড়ি, তাই দেখে কাল্‌মাক, [এখন তিনি দলের সরদার] মনে মনে স্থির কোল্লেন, এবার একটা নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ কোর্‌বেন। তাঁর দলের একটী লোক অনেক দিন গিজনির নিকটে বাস কোরেছিল, সে ব্যক্তি বোল্লে, তবে কাবুলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, তাই সেই ভগ্নমসিদের অতল অন্ধকার ময় গহ্বরে আশ্রয় নিলেন। সেই অন্ধপাতালপুরে অবস্থান কোরে তথাকার ফাঁড়ি, থানা, কোতোয়ালি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ, সেখানকার লোকের অর্থের সৌষ্ঠবই বা কিরূপ, সেই সকল সন্ধান অবগত হবার জন্য সহরে চর পাঠাতে লাগ্‌লেন। গূঢ়পুরুষদের মুখে তথ্য

অবগত হোয়ে কাল্মাক বিবেচনা কোল্লেন, গিজনিতে অর্থের যেরূপ সুপ্রতুল, থানা ফাঁড়ির যেরূপ গাফিলি, তাতে কোরে তাঁর সকল আশাই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা, পুলিশের কোন হাঙ্গাম নেই বোল্লেই হয়, সহর রক্ষকেরা যেরূপ অসতর্ক, তাতেকোরে ধরাপড়্বার প্রায় আশঙ্কা মাত্র নাই। এ সময়ে গিজনি সহরে বাণিজ্য প্রভৃতি কার্-কার্বারের ভারি সমারোহ চোলেছিল, কাশ্মীর প্রভৃতি না না দেশ থেকে হীরামুক্তাদি রেশমের আম্দানি হোয়ে স্তূপাকার হোতো। ডাকাতেরা পথের মধ্যে রাহাজানি কোরে সেই সকল বাণিজ্য দ্রব্য লুটে নিতে আরম্ভ কোল্লে, ইদানীং ভয়ে দেশবিদেশের মহাজনেরা বহুমূল্যের জিনিস পত্র পাঠাতে ক্ষান্ত হলো, তাই দেখে কাল্মাক অসমসাহসী হোয়ে গিজনিবাসী মহাজনদিগের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ কর্-বার্ পরামর্শ স্থির কোল্লেন। যাঁরা তাঁর পত্রের অগৌরব কোরে লিখিত দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার কোত্তেন, নিরবচ্ছিন্ন তাঁরাই কেবল প্রাণে মারা পোড়্তে লাগ্লেন, কাল্মাকের হাতথেকে একটী প্রাণীরও পরিত্রাণ ছিল না। কিছু দিন এইভাবে কেটে গেলে, সহরে আরও কত ধনীলোক আছে, সেই সন্ধান জান্বার নিতান্ত আবশ্যক হলো, নচেৎ যার তার উপর লক্ষ্য কোল্লে কি ফল হবে, বেচে বেচে ধনী লোক্কে ভয় না দেখালে আর কে সেই সর্ব্বগ্রাহী দাবীর টাকা দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত কোর্বে; সেই সকল সন্ধান জান্বার নিমিত্ত কাল্মাক স্বয়ং সহরে গমন কোর্বেন এই কথা স্থির হোলো। কাল্মাক যেরূপ বিনয়ী, যেরূপ সভ্য ভব্য, তাতে কোরে তাঁর মনে ধ্রুব জ্ঞান ছিল, তিনি অনায়াসেই বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কোত্তে পার্বেন। তাঁর অনুগত লোকেরা নানা বেশ ধোরে সহরের ভিতর সর্ব্বদা যাতায়াত কোত্তো, তারাই রটিয়ে দিলে কাশ্মীরের একটী মহাজন বিস্তর বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে গিজনিসহরে আগ-

গন কোচ্ছেন, শেষে কাল্মাক যথাসময়ে সহরের ভিতর প্রবেশ কোরে, বুকে করাঘাত কোরে, হাহাকার শব্দে রোদন কোত্তে লাগলেন, সহরশুদ্ধ লোককে জানালেন তাঁরা বহুকাল হোতে যার আগমনের প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, তিনিই সেই মহাজন, পথিমধ্যে কাল্মাক ডাকাত দল্বল্ শুদ্ধ পোড়ে, তাঁর সমুদায় জিনিস্ পত্র লুটে নিয়েছে, কাণাকড়িটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোরে যায়নি, তিনি অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন। তার পর কাল্মাক প্রতিপন্ন হোয়ে খোজের গৃহে যেরূপে বাস করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে। কাল্মাক ছদ্ম বেশের অবস্থায় যদি খোজেস্তার মধুরমূর্ত্তি দর্শন না কোত্তেন, তবে আরও কিছুকাল ডাকাতি বাট্পাড়ি কোরে মেরে কেটে বেড়াতেন। স্বর্ণশশী খোজেস্তার প্রতি নেত্রপাত কোরে কাল্মাক মনে মনে স্থির কোল্লেন, যে গতিকেই হোক্ যুবতীকে বিবাহ কোরবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত যখন যে অভিলাষ কোরেছেন, তাই পূর্ণ হোয়ে এসেছে, বিঘ্ন কাকে বলে তা জান্তেন না। খোজেস্তা তাঁর প্রণায়নী হলে অসৎ সংসর্গ, অসৎচরিত্র পরিত্যাগ কোরে প্রশান্ত ভদ্র লোক হোয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তেন। কিন্তু তিনি যখন দেখ্লেন যুবতী হামেতের অনুরাগিণী, তিনি যখন দেখ্লেন তাঁর উপাসনা নিস্ফল হলো, তখন ক্রোধে কাল্ অগ্নির ন্যায় হলেন, প্রতিহিংসা অনলে তাঁর অন্তর দগ্ধ কোত্তে লাগ্লো, তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যে কোন উপায়ে হোক্ হামেতকে আর খোজেস্তাকে আপনার হাতের মধ্যে নিয়ে আস্বেন। যুবতী যদি সেধে ইচ্ছা কোরে তাঁর বাহুলতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তবে হামেত্কে বলিদান দিবেন, সে সকল কৌশল যেরূপে বৃথা হোয়ে গেল, সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে।

২৬ পরিচ্ছেদ।

"মরে নারী উড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই"।

আরঙ্গজেব গল্পটী শ্রবণ কোরে, হামেতের বীরপ্রণয়িনী খোজেস্তার অতিশয় প্রসংশা কোত্তে লাগ্‌লেন. রাজপ্রসাদস্বরূপ একছড়া উজ্জ্বল মুক্তাহার হামেত্‌কে প্রদান কোল্লেন, তদ্ভিন্ন মুখে বোলে দিলেন, "হামেত যত দিন আগ্রাতে বাস কোরবেন, তাঁর প্রতি যেন বিশেষ যত্ন, বিশেষ গৌরব করা হয়"। আমি কিন্তু এক প্রকার আশাপ্রত্যাশায় বঞ্চিত হোলেম, রাজপুত্রের পক্ষ হোয়ে যে সকল বীরকার্য্য করেছি, তার মতন আমার কোন গৌরবের পদ হোলোনা, বরং অপমানিতই হোলেম, সে অপমান সহ্য হবার নয়। একটী পদের নিমিত্ত প্রার্থনা করায়, রাজপুত্র "পাবে না" বোলে মুখের উপর তুরুক্‌ জবাব দিয়ে দিলেন, শুধু তা নয়, আমি দেখ্‌লাম, কুমার অল্প সল্প সৈন্যের অধিনায়ক কোরে কেবল খাজনার সঙ্গে, কি বড় বড় মান্য লোকের সঙ্গে আমায় রক্ষক কোরে পাঠাতে লাগ্‌লেন, তাতে কোরে স্পষ্ট বোধ হোলো, আরঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিল না আমি তাঁর নিকটে থাকি। আরঙ্গজেব মুখে আমার বিস্তর গৌরব কোত্তেন, বোধ হয় সেই প্রসংশার কথা শুনে, হয় সুলতান মহম্মদের, নয় সুলতান মাজমের মনে দ্বেষ জন্মে, তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউই আমার উপর অসন্তুষ্টহোয়ে থাক্‌বেন, তাই আমায় পশ্চাতে পোড়ে থাকতে হোয়েছে। যাতে এই অপমান থেকে পরিত্রাণ পাই, তারি একটা উপায় স্থির কোল্লেম। একদিন আমদর্‌বারে স্বয়ং আরঙ্গজেবের সম্মুখে আমার তল্‌ওয়ারখানি

ধোরে দিলেম, ধোরে দিয়ে বোল্লেম, "জেনাবালী! সম্প্রতি যে সকল লড়াই হোয়ে গিয়েছে, সে সকল লড়ায়ে এ তল্ওয়ার নিষ্কর্ম্মা হোয়ে বোসে ছিলনা, হুজুর নিঃসন্দেহ মনে কোরেছেন, এ তল্ওয়ার অনেক খেটেছে, খাট্তে খাট্তে ভোঁতা হোয়ে পোড়েছে, তার সাবেক মত তীক্ষ্ণ তেজ নাই, তাই এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা হোয়ে পোড়েছে। আমি সহমানে তল্ওয়ার খানি পরিত্যাগ কোল্লেম, যে পদের গৌরবে তল্-ওয়ার খানি আমার ভূষণ হোয়েছিল, সে পদও আমি সহমানে পরি-ত্যাগ কোল্লেম"।

আরঙ্গজেব আমার অশ্রুতপূর্ব্ব সহস্র প্রশ্রয় দেখে কালান্তক যমের ন্যায় কট্মট্ কোরে চাইলেন, চেয়ে বোল্লেন "যুবা! তোমার বড় সাহস! তোমার বড় অহঙ্কার! কিন্তু খবর্দার! আমি দেখ্বো, তুমি কি কোরে আমার শক্রর দলে প্রবেশ কর"। এই বোলে হস্ত আন্দো-লিত কোল্লেন, তাই দেখে আমি অমনি সেখান থেকে চোলে এলেম, চোলে আস্বার সময় সুল্তান মাজমের সঙ্গে চোকাচোকি হওয়াতে দেখ্লেম, তিনি একটু সগর্ব্বে হেঁসে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কোল্লেন। মাজম্ প্রফুল্লচিত্ত হোয়ে আমার এস্তফা দেওয়া দাঁড়িয়ে দেখ্তেছিলেন। আমি এক্ষণে বেকার হোলেম, আবার দুদিন পরেই আহারাভাবে পেটের জ্বালায় ছট্ফট্ কোত্তে হবে। সলিমানকে যখন বোল্লেন "আমি এস্তফা দিয়েছি", ঐ কথা শুনে সলিমানের চেহারাটা যেন শুকিয়ে শীর্ণ হোয়ে গেল, তার তৎকালীনের মুর্ত্তিটী চিরকাল মনে থাক্বে, ভুল্তে কখনই পার্বো না। সলিমান কেন তত মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হলো? আমি কষ্ট পাবো বোলে? না সে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পাবে বোলে? সে কথা আমি এখন বল্তে পারিনে। আমার মুখে এস্তাফারু কথা শুনেই সলিমান তড়াক্ কোরে লাফিয়ে উঠে বোল্লে, "হায়রে আমি বদ্বক্ত্ সলিমান! হায়রে আমি কম্বক্ত

গোলাম" ! এ ভিন্ন সলিমান আরও কত আর্ত্তনাদ, আরও কত দুঃখের বিলাপ কোত্তে লাগ্‌ল, তার রকম্ সকম্ দেখে আমি বিরক্ত হোয়ে গেলেম। লুচার পরামাণিকও শুনে অতিশয় বিষন্ন, অতিশয় ম্লান হলো, সে কিন্তু বাঙ্ নিস্পত্তি কোল্লে না। সন্ধ্যা হোতে না হোতে আমার চৈতন্য হলো, তখন অনুতাপ কোরে হায় হায় কোত্তে লাগ্‌লেম, ব্যস্ত হোয়ে কি কুকাজই কোরেছি, তখন মনে মনে এই দুঃখ হোতে লাগলো। ইয়াস্‌মিনের মাতা কোথায় আছেন, তাঁরি সন্ধান কোত্তে বেরুলেম। অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোল্লেম, তারা আমার সম্পদের সময় আমায় বন্ধু বোলে সম্বোধন কোত্তো, কিন্তু এক্ষনে ভাল মুখে আলাপও কোল্লেনা, ভাল মুখে ডেকে জিজ্ঞাসাও কোল্লে না। তা না কোল্লে, নাইই কোল্লে, একজন মোল্লার সঙ্গে আমার আন্তরিক সদ্ভাব ছিল, কতক বয়েসের গৌরবে, কতক পবিত্র পদের গৌরবে, ঐ মোল্লা উপদেশ ছলে আমায় বিস্তর ভর্ৎসনা কোত্তে লাগ্‌লেন, বোল্লেন, "যখন চাকুরি আমার একমাত্র অবলম্বন, তখন এস্তফা দেওয়া অতি মূর্খের মতন কাজ হোয়েছে। মহাজনেরা, বেনেরা সাহুরা আমায় টাকা কর্জ্জ দিতে অস্বীকার কোল্লে, দেবোনা বোলে মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলে। এল্‌বাব পোষাক দালালের হাত দিয়ে বিক্রী কোত্তে দিলেম, দালালেরা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ন্যায় কিছু এনে দিলে, সে এত অল্প যে, কিছু না দিবারই মধ্যে। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চোলেছি, পথে লুচার পরামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, পরামাণিক বোল্লে "আরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মামুদের লোক আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাজপুত্র আজ আপ্‌তাপ্ বাগিচায় যাবেন, তাই সঙ্গে যাবার নিমিত্ত আপনাকে ডেকেছেন"। এই কথার পর লুচার বোল্লে "হুজুর হয়ত অদৃষ্ট খুলেই যায়বা"। আমি শুনে বড় উৎকণ্ঠিত হোলেম, যেখান থেকে ডাক্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই, সেখান

থেকে কেন ডাক্‌তে এলো? এ আহ্বাহনের অভিপ্রায় কি? সন্ধ্যা হয় হয়, এমনি সময় আমি সেই বাগানে গিয়ে পৌঁছিলেম, পৌঁছিয়ে যেমন সদর দরজা পার হোয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ কোরেছি, এমন সময় আমার সুমুখ্‌ দিয়ে একটী স্ত্রীলোক হন্‌ হন্‌ কোরে দৌড়িয়ে চোলে গেল, আমি কিন্তু মুর্ত্তি খানি দেখে তারে চিন্‌তে পাল্লেম, সে স্ত্রীলোকটী নারী ঘাতিনী নুরমহল, আমি যেমন ফিরে তাকে ধোত্তে যাবো. সে অমনি একটা সুঁড়ি গলির মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। গেটের দুপাশে বিস্তর গাছ বিস্তর ঝোপ ছিল, তারি ভিতর দিয়ে কোথায় লুকুলো দেখ্‌তে পেলেম না। নুরমহল রাজপুত্রের বাগানে কেন এসেছে, আমায় ধর্‌বার নিমিত্ত কি জাল পাতা হোয়েছে? না দৈবাৎ সে ব্যক্তিও এসে পোড়েছে, আমিও এসে পোড়েছি! দেখ্‌লেম রাজপুত্র শ্বেতকান্তির ফওয়ারার কাছে টৌলে টৌলে আল্‌বোলা টানছেন, দুটী বালক পশ্চাৎ থেকে চামর আন্দোলন কোরে মশা মাছি তাড়াচ্ছে, চামরগুলির হাতল্‌ হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধান, দুজন লোক প্রকাণ্ড দুখানি পাখা লোয়ে সম্মুখে বাতাস কোচ্চে, পাখাগুলিতে মধ্যে মধ্যে গোলাব জল ছিটিয়ে দেওয়া হোচ্ছিল, তাতে কোরে স্থানটী সুস্নিগ্ধ সৌরভে আমোদিত হোয়ে ছিল। সুলতান মামুদ আমায় ইশারা কোরে বোসতে বোল্লেন, আমি বোস্‌লেম, রাজপুত্র একমনে আল্‌বোলা টান্‌তে লাগ্‌লেন, টান্‌তে টান্‌তে সন্ধ্যা হলো। লোকজনকে বিদায় কোরে দিয়ে আমায় একটী বিরল ঘরে নিয়ে গেলেন, ঘরটী তাঁবুর দক্ষিণ পার্শ্বে। রাজপুত্র বোল্লেন, "সাদক! তোমার প্রতি ভালরূপ বিবেচনা হয়নি, আমার পিতা তোমার গুণের গৌরব কোল্লেন না, তুমি তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হোয়েছো"। আমি বোল্লেম "তা হোয়েছি সত্য"। রাজপুত্র বোল্লেন, "সেটা তুমি বিচিত্র মনে কোরোনা, পিতা আমাকেও অবিশ্বাস কোরেছেন, আমীর জেম্‌লাকে প্রধান সেনাপতি কোরে, আমায় তার অধীন দ্বিতীয়

সেনাপতি কোরেছেন, আমি যে তাঁর কত উপকার কোরেছি, তাঁর মুখ চেয়ে কত যে পরিশ্রম কোরেছি, বলত তাঁর জন্যে শরীরটী একপ্রকার পতনই কোরেছি, এক্ষণে সে গুলি তিনি বিস্মৃত হোয়েছেন। সাদক! এত বেইমানি কি বরদাস্ত হয়! উপকারে অনুপকার! এত বেইমানি কার্ প্রাণে সহ্য হয়, তোমারও আমার মতে মত দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমিও যা ভাব্‌ছি, তুমিও তাই ভাব্‌ছো, প্রতিফল দেবার অভিলাষ তোমার মনেও-জাগ্‌ছে, আমার মনেও জাগ্‌ছে"।

আমি বোল্লেম "আজ্ঞা, না, আমার সে অভিলাষ নাই"।

ছোঃ! আমার সঙ্গে ভণ্ডামি কোরোনা, সত্য কথা বোলো, আমার পিতা তোমার সঙ্গে বেইমানি কোরেছেন, তার প্রতিফল দিয়ে তাঁরে যে শিক্ষা দাও এ ইচ্ছা তোমার মনে বেশ্ আছে, আমি যে তা দেখ্‌তে পাচ্ছি"।

আজ্ঞা, আমি যে পূর্ব্বে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরেছি, "তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কোর্‌বো না"।

আমিও তোমায় ধোত্তে বলি না, কিন্তু সাদক! যখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ আমার গৌরবাস্পদ পিতামহ শাহাজাহান জীবিত আছেন, তখন রাজসিংহাসনের উপর আমার পিতার কি স্বত্ব কি অধিকার আছে, এখন নাকি পিতামহ বন্দী হোয়ে আছেন, তাই মানিয়ে যাচ্ছে, তাই কোন কথা কেউই বোল্‌ছে না, তিনি যদি অব্যাহতি পান, তবে অন্যূন দশহাজার লোক তাঁকে তৎক্ষণাৎ বাদশাহ কোরে সিংহাসনে বসাতে প্রস্তুত হবে। উচিত কাজ কোল্লে কি অন্যায় বিচার করা হয়? তাতো হয় না, তবে তুমি ভয় কোচ্ছো কেন"? আমি বোল্লেম "শাজা-হান আমার মাথার মণি, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, যতদিন বাঁচবো, তাঁরি অনুগত হোয়ে থাক্‌বো, ইদানীং রোগে রোগে সম্রাটের শরীর ভগ্ন হওয়ায় আপনার খুল্লতাত দারার বাধ্য হোয়ে পোড়্‌লেন, তাই তাঁর পক্ষ আমায় ত্যাগ কোত্তে হলো। দারার অধীন হোয়ে থাক্‌লে,

আমায় এতদিন প্রাণে বেঁচে থাকতে হোতো না।" সুলতান মামুদ বোল্লেন আমার পিতা যত মনে কোরেছেন, তাঁর সিংহাসন তত নির্ব্বিঘ্নের হবেনা, দিন কয়েক মাত্র আমাদের প্রাণপণে পরিশ্রম কোত্তে হবে। আরঙ্গজেব আমার পিতা বটেন, কিন্তু আমার মস্তক ছেদন কোত্তে তাঁর একটুও দুঃখ হয় না। দুভাগা দারার মস্তকটী অনায়াসে ছিন্ন কোল্লেন, তাতে তাঁর একটুও মায়া হলো না"। আমি বোল্লেম "তবে তো আমাদের আরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক"। •

রাজ কুমার বোল্লেন "তা সত্য, আমাদের খুব সতর্ক হওয়াই আবশ্যক। যে সকল লোক অতি সামান্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য কি আলাপ কর্‌বার্‌ যোগ্য নয়, সেই সকল লোক লয়েই কাজ কোত্তে হবে, কেবল সতর্ক হবার নিমিত্তই এই পরামর্শ অনুসারে চোল্‌তে হোয়েছে।

হুজুর! কোন্‌ প্রকার লোক নিযুক্ত কোত্তে মনন্‌ কোরেছেন? সুলতান মামুদ বোল্লেন, "একটী স্ত্রীলোক আছে, সে বড় চতুরা, তার নাম জীবা, সে একজন তায়ফাওয়ালি।" আমি অমনি চম্‌কে উঠে বোল্লেম, "আমি এই বাগানে আস্‌বার সময় তাকে দেখিছি বোধ হয়"।

রাজপুত্র বোল্লেন "তা হতে পারে, সে তখন আমার এইখানেই ছিল। আমি বোল্লেম, "হুজুর কি তাকে জানেন? সেব্যক্তিটা কে?"

সুলতান মামুদ বোল্লেন "না, আমি তাকে চিনি না', শুনেছি সে একজন উত্তম গাইয়ে, তার খুব ফেরেব্‌ফন্দি এসে, সে দমবাজির ফেরেব-বাজির ফাঁদপেতে একটী সাম্রাজ্য সংহার কোত্তে পারে। যে জন্যেই হোক্‌, আমার পিতার প্রতি তার বড় বিদ্বেষ"।

আমি বোল্লেম, "সে ব্যক্তি আমারও পরমশত্রু, সে আমায় অনায়াসে ধরিয়ে দিতে পারে, একবারও ধর্ম্মের দিকে চাইবে না, আমার প্রতি তার

এত কালঘৃণা” ! এই কথা বোলে সে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে যেরূপে আমার আলাপ হয়, আলাপ কোরে যে ফলও হয়, সে সমুদয় রাজকুমারকে অবগত করালেম। রাজপুত্র শুনে মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, ভেবে বোল্লেন, “ তাকে বোলে এ অকৌশল মিটিয়ে দেবো” ।

আমি বোল্লেম, “আমি কি এক লহমার নিমিত্তেও তার প্রাণঘাতি কার্য্যটী বিস্মৃত হোতে পারবো মনে কোরেছেন ? তা কখনই পারবো না, তাঁর সঙ্গে কখনই আমার মনের মিল হবে না।

রাজপুত্র বোল্লেন, এ বড় বিষম সমস্যা ! তোমাদের দুই জনকেই আমার প্রয়োজন, কাকেও ছাড়তে পারি না, তোমায় ধরিয়ে দিতে গেলে, সে যে আপনি ধরা পোড়বে, তার কি ঠাউরেছো বল দেখি ; আমি বোল্লেম, সে আমায় ধরিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হবে না, আমায় প্রতিফল দিতে পাল্লেই তার মনে আহ্লাদ হবে। হুজুর ! সে ব্যক্তি না থাকলে কি চলবে না ? সুদ্ধ আমরা কি কার্য সিদ্ধি কোরে তুলতে পারবো না ? রাজপুত্র বোল্লেন বোধ হয় পারবো না, ঐ জীবা, যাকে তুমি নুরমহল বোলছো, সে দিল্লী সেনাপতির উপপত্নী, সেনাপতি ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রণয়ে অন্ধ হোয়ে পড়েছেন, জীবা যে দিকে ফেরাবে, তিনি সেই দিকে ফিরবেন। ঐ স্ত্রীলোকটীকে মধ্যবর্ত্তিনী কোরে হয় বন্দী শাজাহানকে মুক্ত কোরবো, নয় কেল্লার মধ্যে ফৌজ প্রবিষ্ট করাতে পারবো, কিন্তু এ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দিল্লীর ভিতর এবং দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে বন্ধু বান্ধবের দল পুষ্টি করা আবশ্যক, বিশেষতঃ রাজপুত যশমন্ত সিংহের আনুকুল্য আরও আবশ্যক। ঝিয়ন খার পুঁত্রেরও সহায়তা প্রয়োজন কোচ্ছে, তার পিতাকে আরঙ্গজেব হক্ না হক্ খুন কোরেছেন, তাই প্রতিফল দিবার নিমিত্ত তার অন্তঃকরণ ছট্‌ফট্ কোচ্ছে। আমি বোল্লেম, বন্ধু বান্ধবের দল বদ্ধ কোত্তে গেলে, টাকার দরকার হবে।

সুলতান মামুদ বোল্লেন, "সাদক! সে কথা সত্য বটে ; এই সম্বন্ধে, সেই তয়ফাওয়ালী স্ত্রীলোকটী মিত্রবৎ হোয়ে দাঁড়িয়েছে"। ঐ কথা শুনে অবাক্ হোয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। রাজপুত্র বোল্লেন, "সাদক! সত্যই বোল্ছি, মাহিরদের সঙ্গে, ভিলেদের সঙ্গে, কথা স্থির হোয়ে গিয়েছে, ভিল আর মাহিরেরা চুরি ডাকাতি কোরে, লুট পাট কোরে, লোকের কাছ থেকে জবরদস্তি কেড়ে কুড়ে নিয়ে, আবশ্যক অর্থের আমদানী কোর্‌বে, তদ্ভিন্ন শাজাহানের কাছে বহু-মূল্যের রত্নও বিস্তর আছে, তবে আর খরচপত্রের অপ্রতুল হবার সম্ভাবনা কি।"

আমি বোল্লেম, আরঙ্গজেব সে রত্নগুলি জবরদস্তি কোরে চেয়ে পাঠিয়েছেন। রাজপুত্র বোল্লেন, আমি তা জানি, আমার পিতামহ তাঁর দাম্ভিক পুত্রকে যে কথা বলে পাঠিয়েছেন, তা শুনে পিতাকে আর রত্ন-গুলির জন্যে পিতামহকে বিরক্ত কোত্তে সাহস হবে না। শাজাহান বোলেছেন, রত্নগুলির জন্য পিতা যদি তাঁর কন্টক হন, তবে হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি চূর্ণ কোরেফেল্‌বেন, হাতুড়ীও তাঁর কাছে প্রস্তুত আছে।

আমি বোল্লেম, "তা হলেই ভাল, এক্ষণে এ অসম সাহসের অনু-ষ্ঠানে আমাকে কি কোত্তে হবে?" রাজপুত্র বোল্লেন, "তুমি রাজপুতনায় গিয়ে, রাজাদের সঙ্গে, ঠাকুরেদের সঙ্গে, সাক্ষাৎ কর, আমাদের মানস, আমাদের চেষ্টা, আমাদের অভিপ্রায়, তাঁদের কাণে ঝঙ্কার কোর্‌বে, আমি তোমায় ইঙ্গিত কোরে পাঠাবো, সেই ইঙ্গিত পেয়ে তাঁদের সৈন্যসামন্ত লয়ে একেবারে দিল্লীতে কুচ্ কোরে চোলে যাবে। দুর্গ অবরোধ কর্‌বার ভার আমার উপর রইলো। আরঙ্গজেব যদি কাল্‌প্রলয়ের ন্যায় প্রচণ্ড ঝড়বৎ হোয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোত্তে আসেন, তথাচ তাঁকে নিরাকৃত কোর্‌বো, সে ভার আমার উপর রইলো। তাঁর নিজের বিস্তর লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, তবে মনে

কর, তারাও আমাদের পক্ষ হবে। বাদশাহ দীর্ঘজীবি হউন্, শাজাহান দীর্ঘজীবি হউন, এই ঘোর নিনাদ শ্রবণ কোরে মৃতবৎ ব্যক্তির শরীরেও তেজস্ফূর্ত্তি হোতে দেখ্‌তে পাবে। সাদক! তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার পিতার জীবন আমার কাছে অতি পবিত্র, যদিও আমার সম্বন্ধে তিনি পুত্রবৎসল নন্; কিন্তু আমি কদাচ পিতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হব না। ছয় জন ধাউড়ে, দুই জন উট্‌সোয়ার, সঙ্গে কোরে নিও; সময়ে সময়ে পত্রদ্বারা আমাকে সংবাদ লিখিও, কিন্তু সে পত্র চলিত প্রথায় লেখা হবে না, ঈশারায় লিখ্‌তে হবে, আমি ভিন্ন অন্য কেউই যেন বুঝ্‌তে না পারে। কখন কখন দেখাসাক্ষাৎ হবারও আবশ্যক হবে, তুমি কিন্তু আমার এখানে এসো না। ধনগড়্‌গঞ্জ নামক স্থান এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে, সেই স্থানটী আমাদের আড্ডাস্থল হবে, বেছে বেছে কতকগুলি প্রহরী সেইখানে নিযুক্ত কোরে রাখ্‌বো। এই আংটি দেখালে তোমায় সেখানে যেতে দেবে (একটী আংটি প্রদান করা হলো) "এন্‌সাফ্" আমাদের সাঙ্কেতিক কথা, সৈন্যসংগ্রহ ও বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ কর্‌বার পূর্ব্বে একবার সে স্থানটা তোমার দেখা উচিত, আমি এক জন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দেবো, সে তোমায় সেই অপূর্ব্ব কার্য্যোপযোগী স্থানে নিয়ে যাবে, কাল সূর্য্য উদয় না হতেই সোয়ার হোয়ে এই বাগানের দিকে সরাসর চোলে এসো, সেই লোকটী তোমার সঙ্গী হবে, তার মুখে সাঙ্কেতিক কথা শুন্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে সে ব্যক্তি তোমার মিত্র বই শত্রু নয়, এই এক তোড়া মোহর লও, তোমার বিবেচনা মত খরচপত্র করিও। যে সকল রাজাদের কাছে সাহায্য পাবার আশা আছে, তাদের নামে আমি পত্র দেবো, তোমার পথ প্রদর্শক সেই পত্র তোমার জিম্মে কোরে দেবে, তদ্ভিন্ন উট্, হর্‌করা, চোপ্‌দার, জমাদার প্রভৃতি যা যা তোমার প্রয়োজন হবে, তারও বন্দোবস্ত কোরে দেবে।

এই সকল কথা স্থির হোয়ে মোহরের তোড়াটী নিয়ে বিদায় হোলেম, যাবার সময় বোল্লেম "যে পক্ষ ধর্ম্ম, সেই পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী উপকার কোত্তে চেষ্টা কোর্‌বো"। বাড়ীতে এসে মনে কত কি উদয় হতে লাগ্‌লো, কার্ পক্ষ হব, কার্ পক্ষ না হব, শুয়ে পোড়ে সেই চিন্তাই কোত্তে লাগ্‌লেম, ভাব্‌লেম, আরঙ্গজেবের বলপ্রতাপ এক্ষণে সকলের অপেক্ষা প্রবল, শাজাহান শরীর গতিকেও দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধবের দলও ক্ষীণ হোয়ে পোড়েছে। মনে করুন স্থুল্‌তান মামুদ যেন জয়ীই হোলেন, কিন্তু যার জন্যে আমরা প্রাণ ওষ্ঠাগত কোর্‌বো, তিনি আর কত দিন বাঁচ্‌বেন, সে বিষয় স্থুল্‌তান মামুদও চিন্তা না কোচ্ছেন তা নয়।

রাজপুত্র মনে মনে স্থির কোরেছিলেন শাজাহানের মৃত্যুর পর, তিনিই সিংহাসন গ্রহণ কোর্‌বেন, তবে আরঙ্গজেবের দশাটা কি হবে, সে বিষয়ে তিনি কি বিবেচনা কোরেছিলেন? স্থুল্‌তান মামুদ কি মনে কোরেছেন, আরঙ্গজেব পদচ্যুত হোয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? না, কখনই না, সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাক্‌বার লোক নয়, যত দিন স্বপদে থাক্‌বেন, তত দিন কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। স্থুল্‌তান মামুদ কিন্তু মনে মনে নক্‌সা এঁকে স্থির কোরে রেখেছেন, আরঙ্গজেবকে যদি প্রাণে নষ্টও না করেন, কারাগারে যে বন্দী কোরে রাখ্‌বেন তার আর সন্দেহ নাই। আমি যে একটা ঘোর শঙ্কটাপন্ন, ঘোর সংশয়াপন্ন দুঃসাহসে আরূঢ় হোতে যাচ্ছি, সেটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু হোলে কি হয়, আরঙ্গজেবের আচরণ স্মরণ কোরে আমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্ছিল, তাই মনে মনে অহঙ্কার কোত্তে লাগ্‌লেম, আমি যে কত বড় উপযুক্ত লোক, এইবার তাঁকে জানিয়ে দেবো, অনাদর না কোরে তিনি যদি আমার সমাদর কোত্তেন, তাঁর যে তাতে কত বড় উপকার হোতো, তাই একবার জ্ঞান দিয়ে দেবো। আরঙ্গজেব কেন আমার

অনাদর কোল্লেন, সেই কথা স্মরণ কোরে উদ্বেগে যতই অস্থির হোতে লাগ্‌লেম, ততই তাঁর আচরণগুলি মনে উদয় হোয়ে তাঁর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগ্‌লো। অধিকদিনের কথা নয়, সে দিনমাত্র আমি তাঁর জীবন রক্ষা কোরে দিইছি, সে দিনমাত্র আমি তাঁকে জয়ী কোরে দিইছি, তথাচ তিনি কেন আমায় ঔদাস্য কোল্লেন? যারা আমার মত তত উপযুক্ত নয়, তারা আমার উপরপদে নিযুক্ত হলো, এ অবিচার আরঙ্গজেব কেন কোল্লেন? সুল্‌তান মামুদ কি এরূপ ব্যবহার কোত্তে পরামর্শ দিয়েছেন? তাঁর অনুসেবায় আমায় নিযুক্ত কোর্‌বেন বোলে রাজপুত্র স্বয়ং এ পরামর্শ দিলেও দিতে পারেন, তাও যদি না হয়, আরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র সুল্‌তান মাজম আমার প্রতি সন্দেহ কোরে কুপরামর্শ দিয়ে থাক্‌বেন, যাতেই যা হোক, ফলে আরঙ্গজেবের শরীরে যদি কণিকামাত্র কৃতজ্ঞতা রস থাকিত, তবে এ সকল পরামর্শ দাতার কথায় কদাচ কর্ণপাত কোত্তেন না। সাতপাঁচ চিন্তা কোরে শেষে এই স্থির কোল্লেম, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের সময় বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের গুণ গৌরবগুলি বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করা নিতান্ত উচিত, তাতে অধর্ম্ম নাই, বিশেষতঃ তত খুন, তত হত্যা, তত শোণিতপাত কোরে যেব্যক্তি সিংহাসন অধিকার কোরেছে, সে ব্যক্তিকে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত বিধিমতে যত্ন, সাধ্যমতে চেষ্টা করা অতি কর্ত্তব্য। একেতো হতাদর হতমান হোয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনায় ছটফট্ কোচ্ছি, তার উপর আবার দরিদ্রতার বিকট দংশনে আন্তরিক কষ্ট পেয়ে পিতৃবিরোধী পুত্রের দলে নিবিষ্ট হোলেম, মনে মনে স্থির কোল্লেম, এ দুঃসাহসে লিপ্ত থেকে যাতে জয়লাভ হয়, প্রাণপণে তারি চেষ্টা কোর্‌বো, শেষ রক্তফোঁটাটুকু পর্য্যন্ত আহুতি দিয়ে যদি শরীর পতন কোত্তে হয়, তাও কোর্‌বো। সলিমানকে বোল্লেম, "আমি রাজপুতানার রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাবো, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে

হবে, লুচারেরও ইচ্ছা আমার সঙ্গে যায়, কিন্তু আমি তারে সঙ্গে নিলেম না, তাই তার মনে অতিশয় কষ্ট হোলো, সেব্যক্তি নৈরাশ হোয়ে কতই দুঃখ জানাতে লাগ্‌লো। লুচার্‌কে সঙ্গে না নেবার তাৎপর্য্য এই, যে গুপ্তরাজপ্রসাদ আমার উপর সমর্পণ করা হোয়েছে, সে বিষয় যতই অপ্রকাশ থাকে, ততই ভাল। লুচার বোল্লে, "আবার যেন মাহিরেদের চক্রে জোড়িয়ে যাবেন না, এবার যেন খুব সাবধানে থাকা হয়। আমি বোল্লেম, "এবার আর সে ভয় নাই, আমরা সে পথ দিয়ে যাবোনা।" লুচার বোল্লে "একটা কথা বোল্‌তে ভুলেছি, কাল দৈবাৎ মায়ের সঙ্গে দেখাটা ঘটে গেল," আমি বোল্লেম, "ভালই তো, সে তোমায় কি বোল্লে"।

না, হুজুর! বলাবলি কিছুই নাই, আজ্‌কাল সে বড় কোসে গিয়েছে, তার ঠোঁট দুটী যুড়েই আছে, কখন খুলে যেতে দেখ্‌লেম না, আমি বোল্লেম, "তবে সে তোমার উপর রেগে আছে।"

লুচার বোল্লে, "সেটা সম্ভব বটে, সে কথা আর নূতন কি, সে তো চিরকালই রেগে আছে, দশখান মোহর এখনও তার মনে লেগে আছে, তার জন্যে সে আমায় কখনই ক্ষমা কোর্‌বে না।"

আমি বোল্লেম, "তোর মা কোথায় থাকে? কোথায় সে চাক্‌রি করে?

লুচার বোল্লে "দোহাই আল্লার! এইবারে আমায় ভারি ফেসাতে ফেল্লেন, আমি মায়ের সঙ্গে এগলি সেগলি ঘুরে ঘুরে বেড়ালেম, কিন্তু সে যেখানে থাকে, সেদিকে সে যোক্তেও গেলনা।"

আমার আর সময় নাই যে, বোসে বোসে পরামাণিকের ন্যাকামোর কথা শুনি, সলিমানকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। যেমন আপ্‌তাপ বাগিচা ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, সেই সময় কঠোর দর্শন অথচ মর্য্যাদাবান্ একটী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সেব্যক্তি

একটী কৃষ্ণধুসর ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে আছে, একখানি মস্ত ল্যাঙ্গা তলওয়ার তাঁর পাশে ঝুল্‌ছে, তলওয়ারখানির উভয় প্রান্ত সুতীক্ষ্ণ, কোমরে দুখানি ছোরা, ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে আচ্ছাদিত, উৎকৃষ্ট লৌহকুর্ত্তি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত, তার উপর মলমলের আঙ্গ্‌রাখা, মুখেতে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, নিবিড় জঙ্গলের ন্যায় দাড়ি, দেখে বোধ হলো, ঐ দাড়িটী একটী গভীর মর্ম্মক্ষত আচ্ছাদিত কোরে রেখেছে, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর, মাথায় একটা বৃহৎ সবুজ পাগড়ি, পায় পাঁয়জামা, পূর্ব্বে সাদা ছিল, এক্ষণে কাদামাটি লেগে মলিন হয়েছে, বোধ হয় তাতে রক্তের দাগও লেগেছিল। এই দীর্ঘাকার পুরুষটী আমার সুমূখে এসে "এন্‌সাফ" এই সাঙ্কেতিক বাক্যটী বোল্লেন আমি তখন বোল্লেম, "তবে অগ্রগামী হউন্"। সলিমান দেখে শুনে বিবর্ণ হোয়ে গেল, সে মনে কোল্লে, এ পুরুষটী মল্লযুদ্ধের আহ্বান কোত্তে এসেছে, শেষে যখন দেখ্‌লে আমরা নিরুদ্বেগে পথ বেয়ে চোলেছি, আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নাই, তখন প্রফুল্লিত হোয়ে সেরিমিয়ার টপ্‌পা গাইতে লাগ্‌লো, তৎকালীন আগরা সহরে ঐ টপ্পার বড় গৌরব। সলিমানের প্রফুল্লচিত্ত দেখে আমার মনে মনে হিংসা হোতে লাগ্‌লো, তার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলিয়ে দেখ্‌লেম, সে আমার চেয়ে অনেক সুখী, যতক্ষণ তার উদরটী শান্ত থাকে, ততক্ষণ তার মনে কোন তাপপাপ থাকেনা, ততক্ষণ সে কিছুতেই বিরক্ত হয়না। আমি আমার মাথা লয়েই ব্যতিব্যস্ত, মাথাটা বাঁচাবার নিমিত্ত কতই চিন্তা কোচ্ছিলেম, কবে যে ছিন্ন হবে তার ঠিকানা ছিলনা, এমন স্থান নাই যে, সেই স্থানে মাথাটা রেখে নির্ভাবনা হই। ধনগড়গঞ্জ নামক পর্ব্বত কন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, আমার সহচরের মুখে একটী কথাও শুন্‌তে পাই নাই, পথ গুলি ছোট ছোট ঝোপে আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাই আরও মনে মনে আক্ষেপ কোত্তে লাগলেম, এমন বাগ্-

দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে কেন এলেম, সহপাথিকের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোধ হোতে লাগ্‌লো, এব্যক্তি অতি মন্দ প্রকৃতির লোক। পর্ব্বততলে পোঁছে ঘোড়া থেকে নেবে পোড়্‌লেম, নেবে পোড়ে স্থলতান মামুদের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার ভিতর প্রবেশ কোল্লেম, কন্দরের প্রবেশমুখটী অতি বৃহৎ, দেখে বোধ হলো যেন আকাশ পাতাল হাঁকোরে গ্রাস কোত্তে আস্‌ছে। আমার সহচর সেই বিস্তৃতমুখ কন্দরের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে চোলে গেলেন, আমায়ও ইশারা কোরে ঘোড়া শুদ্ধ তার মধ্যে যেতে বোল্লেন। সলিমান আর আমি দেখে শুনে চমৎকৃত হোয়ে গেলেম, ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখি, বৃহৎ ময়দানের মতন চারিদিকে দরাজস্থান পোড়ে রোয়েছে, সে স্থানটী কেবল অশ্বেতে পরিপূর্ণ, অশ্বগুলির পা রশী দিয়ে বাঁধা, ঘাস খেতে খেতে এক একবার মাথা উঁচু কোরে চেয়ে দেখ্‌ছিল, তিনটী নূতন ঘোড়া এসেছে তাই যেন স্বাগত বোলে তাদের আহ্বান কোচ্ছিল, তাদের দেখে মিত্রবৎ হেসারব কোরে আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। এস্থলে বিস্তর লোক উপস্থিত দেখলেম, তাদের মধ্যে অনেকেই আরব জাতীয়, সকলেই ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত, কেউ গা মোল্‌ছে, কেউ পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ জিনপোষ, কেউ লাগাম, কেউ কজাই মেরামত কোচ্ছে, কেউ বা বোসে আছে, তাদের দেখে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এই সকল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রাণীদের সঙ্গে আমায় বাস কোত্তে হবে, কিন্তু সেটী আমার ভুল। আমার পথপ্রদর্শক ইশারা করায় আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। এই আস্তাবোলের দক্ষিণ পাশে আর একটী কন্দর আছে, তার সুমুখে নিরেট খিলেন গাঁথুনির একটী ছোট দরজা, আমরা তার ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পেলেম না, ঐ দরজা আমাদের পথ অবরোধ কোল্লে। ঐ ছোট দরজার গায় পায়রাখোপের মত একটী ক্ষুদ্র কাটা দরজা ছিল, ঐ কাটা দরজার বগলে একহাত লম্বা লোহার গরাদে দেখা যাচ্ছিল। আমার সহপথিক সেই ছোট দরজার

উপর স্পষ্ট স্পষ্ট চারিবার সবলে আঘাত কোল্লেন, কাটা দরজাটি খুলে গেল, তার পর ভিতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে, সেই গরাদের উপর মুখ রেখে, সাঙ্কেতিক বাক্য "এন্‌সাফ" উচ্চারণ কোল্লেন, তার পরেই দরজাটী আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম, সলিমানকে বাহিরে একটী স্থান দেখিয়ে দেওয়া হলো, সে সেই খানে আমার ঘোড়ার হেফাজাত কোত্তে লাগ্‌লো। যে কন্দরে প্রবেশ কোল্লেম, সেটী যুদ্ধাস্ত্র রাখ্‌বার স্থান, (শিলাখানা) উপরে পাহাড়, ঐ পাহাড়ের ছিদ্রদিয়ে তার মধ্যে আলো প্রবেশ কোত্তো। এখানে যে সকল লোক্‌কে দেখলেম, তারা আস্তাবোলের লোক অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক ভদ্র। একটী লোক আমায় সেলাম কোরে কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লো, তার কণ্ঠস্বর আমার বেশ স্মরণ ছিল, আমি মনে কোরেছিলেম সে কণ্ঠস্বর জন্মের মতন নীরব হোয়ে গিয়েছে। এব্যক্তি কলম্‌বেগ্, নজফালীখাঁর কার্‌পর্‌দাজ, তাকে দেখ্‌তে পেয়ে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, আমি যে তাকে চিন্‌তে পেরেছি তাই জান্‌তে পেরে, সেব্যক্তি অপ্রতিভের মত হোয়ে লজ্জিত লজ্জিত হোতে লাগ্‌লো। তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কে, ও! কলম্‌বেগ? তুমি না কলম্‌বেগ?" হাঁ আমি কলমবেগ্‌ই বটে, সেই বৃদ্ধার নষ্টামী চক্রে পোড়ে প্রাণে মারা পোড়েছিলেম আর কি, নজফালীখাঁও আমার প্রতি সন্দেহ কোরেছিলেন। আল্লা বিচার কোর্‌বেন, আমি তাঁকে অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই; আবার যদি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা,—

আমি বোল্লেম, "থাক্ থাক্, আর দেখা কোত্তে হবে না, তিনি জীবিত নাই, কবরে না গেলে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না"।

কি বোল্‌ছেন আপনি? নজফালী খাঁ মোরেছেন! তিনি বেঁচে নাই!

আর একটী স্বর অমনি বোলে উঠ্‌লো, "কি! সে কাল্‌নিষ্ঠুরের মৃত্যু হোয়েছে? কিসে মোলো? লড়াই কোরে? এটী রুস্তমের কণ্ঠস্বর।

আমি বোল্লেম, "না, লড়াই কোরে মরেনি, মাহিরেদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায়, তারা একটী তীর মারে, সেই তীর তাঁর বক্ষঃস্থল ভেদ করে"।

কলমবেগ্ বোল্লে, "তবে তার শৃগাল কুকুরের মত মৃত্যু হোয়েছে! ভালই হোয়েছে, ঐরূপ পাপমৃত্যু তার হওয়াই উচিত ছিল। মাহিরেদের মধ্যে সে কি কোরে প্রবেশ কোল্লে"?

মাহিরেদের সঙ্গে নজফালী খাঁর যেরূপ সাক্ষাত হয়, সে বৃত্তান্ত অবগত করালেম, তারা শুনে শিউরিয়ে উঠে বোল্লে "এইটীই তার অদৃষ্টে লেখাছিল।"

রস্তম বোল্লে "আপনি যে বোল্লেন একজন নাচওয়ালী চক্র কোরে আপনার লোকের হাতেথেকে নজফালীকে ছিনিয়ে লয়ে যায়, সে স্ত্রীলোকটী কে? কেন সে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? তার দরকার্ কি ছিল?

এই সময় কর্কশদর্শন সহচর বোল্লেন "আর ফাল্‌তো কথা নিয়ে সময় নষ্ট কোল্লে কি হবে? এসো এখন কাজে যাওয়া যাক"। এইকথা বোলেই অসুরের মত বজ্রতেজে আমার একখানা হাত চেপে ধোরে, একটী নির্জ্জন কোনে টেনে নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে বোল্লেন "ও সকল লোকের সব কথায় উত্তর দিতে নেই, তাদের সকল সন্ধান বোল্‌তে নেই, তুমি খুব্ সাবধান হোয়ে চোল্‌বে। নুর্‌মহল, কিম্বা যাকে আমরা জীবা বলি, তার নাম এদের কাছে কোরোনা, তার সম্বন্ধে কোন কথা এদের কাছে বোলোনা, নুরমহলের বিষয় এরা কিছুই জানেনা। আমি শুনেছি নুরমহলের কথাক্রমে নজফালী খাঁ এদের কয়েদ করেন, এক্ষণে যদি তারা জান্‌তে পারে জীবা সেই নুর্‌মহল, তাহলে আমাদের বিপদ ঘট্‌বার সম্ভবনা, তখন এরা আমাদের কাজকথা একপাশে ফেলে রেখে, নুর্‌মহল্ কিসে জব্দ হবে তারি চেষ্টা কোর্‌বে, তাতেই তারা মত্ত হবে, নুরমহলও জানেনা এ সকল লোক এপর্য্যন্ত বেঁচে

আছে, এরা যে আমাদের কর্ম্মে ব্রতী হোয়েছে, নুর্ মহল তাও জানে না, তাই তোমার চুপ কোরে থাকাই ভাল"। আমি এই ইঙ্গিত পেয়ে অতিশয় বাধিত, অতিশয় আপ্যায়িত হোলেম, শুন্‌লেম, আমার সহচরের নাম বকারালী, সকলে কিন্তু বীরকেশরী বোলে ডেকে থাকে। মৃত্তিকা-উদরস্থিত এই কন্দরে কিছু দিন বাস কোরে এখানকার স্বভা-বতঃ অস্পষ্ট আলো আমার অভ্যাস গত হলো, অনেক পরিচিত লোকের মুখ দেখ্‌তে পেয়ে তাদের চিন্‌তে পাল্লেম, আগে মনে করেছিলেম, তারা বহুকাল মানবলীলা সম্বরণ করেছে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকগুলি রজপুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, দারা কর্ত্তৃক তারা গোয়া-লিয়রে বন্দী হোয়ে থাকে, সেখানে প্রাণহন্তা পোস্তসরবতের প্রভাবে ক্রমে শীর্ণ হোয়ে, ক্রমে জীর্ণ হোয়ে, কালগ্রাসে পতিত হোতে হয়, তাই দারাও স্থির কোরেছিলেন, আমিও স্থির কোরেছিলেম, তারা অকালে মৃত্যুমুখে অবসান হোয়েছে। দারার কুপরামর্শমতে শাজা-হানও কতকগুলি লোককে কয়েদ করেন, তদ্ভিন্ন আরঙ্গজেবও অনেকগুলি লোককে কারারুদ্ধ করেন, আজ সেই সকল লোককে পাতাল পুরে বাস কোত্তে দেখ্‌লেম, আরঙ্গজেবের কয়েদীরা প্রতিফল দেবার নিমিত্ত ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হোয়েছে, কতদিনে দাদ্ তুল্‌বে, কতদিনে আড়ি সাধবে, তাই ব্যগ্র হোয়ে বেড়াচ্ছে, যাঁরা রাগদ্বেষহিংসায় উগ্রমূর্ত্তি হোয়ে মুখে আক্রোশ প্রকাশ কোচ্ছিলেন, অপহৃত ঝীহন সিংহের দুটী পুত্রও সেই দলে দলভুক্ত ছিল। তারা পিতার মৃত্যুতে শোকাকুল হোয়ে, দিবারাত্র বিলাপ কোত্তো, মুখে সর্ব্বদা বোল্‌তো "আরঙ্গজেব কি পাপিষ্ঠ, পিতাকে প্রাণে নষ্ট কোরে কি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ কোরেছে, রাজকুমার চণ্ডালের মত, মুচির মত, হাড়ির মত ব্যবহার কোরেছে।" ঝীহন খাঁ রাজপুত্র দারাকে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোরেছিল বোলেই তাঁর তত শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হোয়ে পোড়েছে, তবে সেব্যক্তিকে

তাঁর সৌভাগ্যের মূলাধার বোল্‌তে হবে। ঐ দুই কালমূর্ত্তি যুবা রজপুতের হৃদয়ে প্রতিহিংসা অনল দুরন্তবেগে প্রজ্বলিত হোচ্ছিল, দেখে বোধ হলো তাদের ক্ষমতা থাক্‌লে আরঙ্গজেবকে ছিড়ে খণ্ড খণ্ড কোত্তো। এই সকল লোক নিয়ে তিন হাজার রজপুত আমাদের পক্ষ হয়, মুখদিয়ে এক কথা বেরুলেই, তখনি তারা রণমত্ত হোয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

গোয়ালিয়রের জেল খানার মধ্যে যে সকল লোক মরেছে বোলে জানছিল, শুন্‌তে পেলেম তারা ঘুসদিয়ে মুক্তি লাভ করে। বকারালী, যাঁর উপনাম সেরসাহেব, ঐ জেলখানার অধ্যক্ষ ছিলেন, লাভের অনুরোধেই হোক্, কিম্বা দয়া কোরেই হোক্, তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তি দান দিয়ে দারা ও শাজাহান উভয়কেই প্রতারিত করেন, রীতিমত তাঁদের আজ্ঞাপালন হোচ্ছিল কি না, সে বিষয় তাঁরা স্বপ্নেও জান্‌তেন না। বকারালী বোল্লেন "এক্ষণে আমরা গুণ্‌তিতে পাঁচহাজার প্রাণীও হবো না, আরঙ্গজেব ইঙ্গিতে ত্রিশহাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পারেন, ঐ ত্রিশহাজারের সঙ্গে আমাদের একমুষ্টি লোক নিয়ে সমকক্ষতা করা উচিত হয় না। আমরা এখানে যে পঁচিশজন সরদার উপস্থিত আছি, ঐ পঁচিশজন চারিদিকে ছোড়িয়ে পোড়লে ভাল হয়, কি ব্যক্তিকে একটী সময় বেঁধে যেতে হয়, ঠিক সেই সময়ে পাঁচশত লোক সঙ্গে নিয়ে তাঁকে এখানে ফিরে আসতে হবে, পাঁচশতের অতিরিক্ত হলে আরও ভাল হয়। রাজপুত্র সুজার যে লস্করদল ছড়িভঙ্গ হোয়ে পোড়েছে, আমি তাদের একত্র কোরে হাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পার্‌বো, তদ্ভিন্ন আরঙ্গজেবের লস্করের মধ্যে অসন্তুষ্ট জন্মিয়ে তাদের মনভঙ্গ কোরে দেবো, তাতেও তিনহাজার লোক হস্তগত হবার উপায় হবে। সাদক! তুমিও একজন বীরপুরুষ, তোমাকেও চারিদিকে চেষ্টা কোরে লোক সংগ্রহ কোত্তে হবে। আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি আমাদের বীরবিক্রান্ত

রাজপুত্রের মন প্রফুল্লিত কোত্তে পার্‌বো, তিনি তাঁর দুরাক্রান্ত বৃদ্ধ পিতামহকে উদ্ধার কর্‌বার নিমিত্ত শশব্যস্ত হোয়ে বেড়াচ্চেন। যাতে তাঁর মনোভিলায পূর্ণ হয়, সেটী আমাদের করা উচিত। ঐ কথা শুনে আমরা অমনি বোলে উঠ্‌লেম, "সম্রাট দীর্ঘজীবি হউন, শাজাহান দীর্ঘজীবি হউন," তার পরেই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম তাঁর জন্যে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

কিসে আমাদের জয়লাভ হবে, আমরা যখন সেই সকল কৌশল চিন্তা কোচ্ছিলেম, সেই সময় আস্তাবোলের মধ্যে হঠাৎ একটা গোল্‌মাল্‌ শোনা গেল, বোধ হলো বাহিরে যেন একটা আকুণ্ডুকুণ্ডু বেঁধে উঠেছে, তখন তার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কিন্তু মনে বড় ত্রাস হলো, সকলেই তল্‌ওয়ার খুলে দাঁড়িয়েছে, মনে কোরেছে শত্রুপক্ষেরা আমাদের কেল্লা উড়িয়ে দিতে এসেছে। সেরসাহেব মরদানা গলায় হেঁকে হেঁকে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, " আমার বীর্‌ পুত্র সকল ! ভয় কি ! সাহসের উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি এরমধ্যে মাথা গলাবে, সে জাহান্নবে যাবে, ফলে তিনি তখন যমের দোসোরের ন্যায় ভীষণ কালমূর্ত্তি ধারণ কোরে দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর দুমুখো তলওয়ার খানি দুহাত দিয়ে কোসে ধোরে, কাঁদের উপর রেখে, প্রস্তুত হোয়ে রইলেন, যে কেহ দুঃসাহস কোরে দরজার ভিতর মাথা দেবে, তারে তৎক্ষণাৎ সংহার কোর্‌বেন। কিন্তু তত ডামাডোলের পর তোপ মুরচার ঘন গভীর ধ্বনির পরিবর্ত্তে চারটী মাত্র কোদাল আঘাত শুনতে পেলেম্‌, আমরা পাশকাটা দরজাটি টেনে খুলে ফেল্লেম, একটী লোক লোহার গরাদের কাছে, "এন্‌সাফ্‌, এন্‌সাফ কোরে উঠ্‌লো, ঐ ইঙ্গিত বাক্য শুনতে পেয়ে আমরা নির্ভয় হোলেম, দরজাটী খুলে দেওয়া গেল, একজন মাহির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে কন্দরে প্রবেশ কোল্লে, প্রবেশ কোরেই মৃতবৎ অবসন্ন হোয়ে ভূতলশায়ী হলো, বাহিরে কিন্ত

পূর্ব্বের মতই মহাগোলমাল্ মহাধুম্‌ধাম্ চোলেছে, জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, আজ্‌বেক্, কাবুল, গিজনি প্রভৃতি দেশ সংক্রান্ত কতকগুলি রাজপ্রতিনিধি আগ্‌রা থেকে অসুমার লুটের মাল নিয়ে স্বদেশে চোলে যাচ্ছিলেন, আমাদের একান্ত অনুগত অথচ আমাদের অনুসেবায় নিযুক্ত একদল মাহির রাহাজানী কোরে তাঁদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, কাড়াকাড়ির সময় ভয়ঙ্কর কাটাকাটি মারামারি হোয়ে গিয়েছে, সকলকেই ক্ষতবিক্ষত হোতে হয়েছিল, যার শরীরে অস্ত্রাঘাতের বিকট নিদর্শন দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল না, এমন লোকই ছিলনা। অপহৃত সম্পত্তি গুলি তৎক্ষণাৎ কন্দরের ভিতরে এনে রাখা হলো, ক্ষতগ্রস্ত মাহিরেদের সেবা শুশ্রুষা চোল্‌তে লাগ্‌লো. সেরসাহেব বোল্লেন "এই তো চাই, সবদিক ভালরূপই চোল্‌ছে। আজন্! দেখ যেন বীররত্ন মাহিরেদের প্রতি বেশ্ স্নেহ যত্ন করা হয়, আরবীয় হাকিম্ বেন্‌হামেত্ যেন তাঁদের চিকিৎসা করেন, হাকিম যেন মন দিয়ে দেখেন শুনেন, যখন আরোগ্য হোয়ে উঠ্‌বে, তখন তাদের পেট্‌ভোরে মদখেতে দিও, তাতে যেন ক্রটী না হয়, মদ তাদের যত প্রিয়; পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুই তত প্রিয় নয়, এসো এখন গাট্‌গুলি খুলি, এরা লুট কোরে কি নিয়ে এসেছে দেখাই যাক," আমরা খুলে দেখি গাঁটগুলি বিস্তর বহুমুল্য দ্রব্যে ঠাসা রোয়েছে,—হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না, সাল, রুমাল্, রেশম, মোহর, সোণা, রুপো, সুমুখে স্তুপাকার কোরে ফেল্লেম, সেরসাহেব বোল্লেন, "রত্নগুলি আগরায় কোন ক্রমেই পাঠান হবেনা। আমল খাঁ! আমি জানি কোন্ জিনিসের কি দর তা তুমি বেশ অবগত আছ, তুমি এ রত্নগুলি দিল্লীতে নিয়ে বিক্রী কর, দেখো! বেশ্ শুমরে, বেশ দরে, বিক্রী কোত্তে চাও, এ গুলি বিক্রী কোরে যে টাকা পাবে, ঐ টাকায় মোহর গেঁথে নিয়ে এসো। সাদক! সাল রুমাল্ আর রেশমের বস্ত্রগুলি তোমার জিম্মে থাক, তুমি ঐ গুলি সঙ্গে কোরে নিয়ে যেও. রাজাদের উপহার দেবে,

তাঁদের কাছে যে সাল রুমাল পুরস্কার পাবে, সে গুলি যত লাভে পারো বিক্রী কোরে নগদ টাকা নিয়ে এসো। বেলা দুই প্রহর হোয়েছে, আর এখানে থাকা নয়, এখন একটু আরাম করা যাক্, অবকাশ পেলেই একটু সুস্থ হোয়ে শরীরের বল কোরে নিতে হয়, নচেৎ মেজাজ ভাল থাকেনা"।

আরাম কোরবো কি, এদিকে ক্ষতগ্রস্ত মাহিরেরা চীৎকার কোচ্চে, তাদের সেবা শুশ্রূষা না কোল্লে নয়। হাকিম বেন্‌হামেত এখানে পৌঁছিলে এক ঘন্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁর দ্বারা চিকিৎসা করানো হোয়ে উঠ্‌লোনা। হাকিমের পারিষদেরা এই বিষাদাবহ ঘটনা উপলক্ষে বাড়িতে ডাকাত পড়বার ন্যায় চীৎকার শব্দে হাহাকার কোত্তে লাগলেন, তাঁদের সকরুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ কোরে মরামানুষ পর্য্যন্ত জাগ্রত হোয়ে উঠে। পারিষদেরা বোল্লে, "হাকিমের কবর না হোলে তারা অন্ন জল গ্রহণ কোর্‌বে না।" বকারালী তাদের সান্ত্বনা করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন কোত্তে লাগলেন, তাঁর মনে ভয় হোলো, কি জানি যদি দৈবাৎ কোন পথিক এই রাস্তা দিয়ে চোলে যায়, সেব্যক্তি ঐ রোদন-ধ্বনি শুনে আমাদের সন্ধান জান্‌তে পার্‌বে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হাকিমের কবর না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত তারা শৃগাল কুকুরের মতন কেবল হাউ হাউ কোরে দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তে লাগলো। অবশেষে হাকিমের কবর দেওয়া হোলো, তখন নিশ্চিন্ত হোয়ে শুধু মাটির উপর শুয়ে পোড়্‌লো, সকলেই অগাধনিদ্রায় অভিভূত হোলো। আমার পক্ষে কিন্তু তা নয়, আমার অনেক চিন্তা ছিল, মনে সুখ ছিলনা, তাই ~~আমার~~ ঘুম্ হোলনা, নিস্তব্ধ হোয়ে অমনি পোড়ে ছিলেম, অথচ লোকে বোধ কোল্লে যেন কতই ঘুমুচ্ছি। একটু পরে কে যেন খট্ খট্ মচ্ মচ্ কোচ্চে শুন্‌তে পেলেম, কেউ যেন কিছু নাড়ছে, কি নবিয়ে রাখ্‌ছে, এইরূপ জ্ঞান হোলো। চোক্ মেলিয়ে চেয়ে দেখি, যা ভেবে ছিলেম তাই বটে, আমার ভ্রম নয়, রুস্তম উঠে তাঁর নিকটে যারা যারা শুয়ে ছিলো, তারা ঘুমুচ্ছে

কি না, তাই ঠাউরে ঠাউরে একবার নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে, তখন কিন্তু সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছিল, তাই নির্ব্বিঘ্ন মনে কোরে নিঃসাড়ে মালখানায় গিয়ে একটী গাঁট্‌রি খুল্‌ছিলো। আমি ভাবলেম এখন সাড়াদিয়ে গোলমাল কোরবো না, সে কিছু আত্মসাৎ করে কি না আগে দেখি, তা যদি হয়, তখন তাড়া দেওয়া যাবে। রস্তম যে তত হাট্‌চোর ছিল, আমি তা পূর্ব্বে জান্‌তেম না। আমার অপেক্ষাও আর একটী সতর্ক চক্ষু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রস্‌তমের চরিত্রের প্রতি চেয়ে দেখছিল, হতভাগা রস্তম যেমন একটী গাঁট্‌রি খুলেছে, সেরসাহেব অমনি ধড়মড়িয়ে উঠেই তার মাথাটা টক্‌কোরে কেটে ফেলে দিলেন। তখনি একটা গোলমাল হোয়ে উঠ্‌লো, সেই গোলমালে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারা মনে কোল্লে শত্রু এসে প্রবেশ কোরেছে, বিশেষতঃ বকারালীর উগ্র করাল মূর্ত্তি দেখে, তাদের যেন ধাঁদা লেগেগেল, সের-সাহেব তখন তলওয়ার খানি খুলে কালের স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত বেয়ে পোড়্‌ছে, হতভাগ্য রস্তমের মস্তকটী উচু কোরে ধোরে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমরা নেমক হারাম্, বিশ্ব'স ঘাতকী চোরের শাস্তি দেখ।" কার্‌ মাথা কাটা গেল, কে কার্‌ মাথা কাট্‌লে, এ সন্ধান হঠাৎ কেউই নির্ণয় কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না, যে জন্যে যা হোয়েছে, সে মর্ম্মবৃত্তান্ত অনেকক্ষণের পর সকলে অবগত হোলো, অবগত হোয়ে একটী প্রাণীও সেরসাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট হলোনা। এক ব্যক্তির প্রাণবধ কোত্তে পারেন, তত ক্ষমতা তাঁর ছিল কি না বোলতে পারিনা, তিনি কিন্তু মনে মনে গর্ব্ব কোত্তেন তাঁর তত ক্ষমতাই ছিল। বকারালীর চেহারাতে কেমন একটী দুরন্ত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাব ছিল, সে ভাবটী মুখে ব্যক্ত করা যায়না, তাঁকে দেখ্‌লে ভয় হতো, তাঁর সঙ্গে কথা কোইতেও ভয় হতো, ঘরশুদ্ধ লোক অসন্তুষ্ট হোয়ে গজরগজর কোত্তে লাগলো, কিন্তু এ কাজটী যে ভাল হয়নি, কি তারা

যে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হোয়েছে, একথা কেউই সাহস কোরে তাঁর মুখের উপর বোল্‌তে পাল্লেনা। যদি আপনারা বকারালীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেব্যক্তি খাতিরনদারদ্, লোকে তাঁকে ভাল বোল্লে, কি মন্দ বোল্লে, তাঁর তা খবরেই আস্‌তোনা, তিনি তা গ্রাহ্যই কোত্তেন না। বকারালী আপনার দেওয়ানকে ডেকে, রুস্তমকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, এই কুকুরটাকে নিয়ে কবর দাও" দেওয়ান গোলমাল না কোরে, নিঃসাড়ে নিস্তব্ধে রুস্তমের সৎকার কার্য্য সম্পন্ন কোল্লেন। সেরসাহেব এক্ষণে স্থির শান্ত হোয়ে আপনার শয্যায় চোলে গেলেন, আমার ঠিক অনুমান হোচ্ছে, তিনি গিয়ে শয়ন কোল্লেন, আপাতত নিশ্চিন্ত হোয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমুলেন। এক্ষণে রাত্র, সেরসাহেব উঠে আমাদের আহারের উদ্যোগ কোত্তে লাগ্‌লেন, কলম্‌বেগ আমাকে একদিকে ডেকে নিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, দেখেছো ভাই কেমন অবিচার! রুস্তম আমার পরম বন্ধু, তাকে হক না হক্ খুনকোরে ফেল্লে, এত অত্যাচার কি সহ্য কোরে থাকা যায়! আমি বোল্লেম, "ওটা হঠাৎ হোয়ে পোড়েছে, এরূপ নিষ্ঠুর প্রতিফল দেবার পূর্ব্বে বকারালীর উচিত ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা করেন। কলম্‌বেগ বোল্লে, "একটা কিছু প্রতিকার করা বড় আবশ্যক হোয়েছে, আমার বন্ধুকে যে শ্যাল কুকুরের মত জবাই কোর্‌বে, অথচ তার কোন প্রতিকার হবেনা, আমি তা সহ্য কোত্তে পারবো না" আমি কলম্‌বেগকে শান্ত করবার নিমিত্ত, তাঁকে ক্ষান্ত কর্‌বার নিমিত্ত, অনেক যত্ন কোল্লেম, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হলোনা, বিস্তর প্রবোধ বাক্য বোলে অনেক বোঝালেম, সে কিন্তু তাতে কর্ণপাতও কোল্লেনা। একটা বৃহৎ ডেকে কোরে এক ডেক প্লোয়া মধ্যস্থলে রাখা হোয়েছে, কলম্‌বেগ ভিন্ন সকলেই আহার কোত্তে বোসেছে, সেরসাহেব কলম্‌বেগকে একটী স্থান দেখিয়ে দিয়ে, সেই স্থানে বোসে আহার কোত্তে বোল্লেন।

কলমবেগ বোল্লে "না, আমি আহার কোরবোনা, তোমার মত নিষ্ঠুর দুরাত্মার সঙ্গে বোসে আমায় যেন আহার কোত্তে না হয়, আল্লা যেন না করেন তোমার মত চণ্ডালের তোমার মত পাষণ্ডের মুখ দর্শন কোত্তে হয়। ঐ কথা শুনে বকারালী গর্জ্জিয়ে বোল্লেন "পাপিষ্ঠ! তোর মুখে এত বড় কথা! তোর এত বড় দেমাক্! রস্তমের মৃত্যু কি তোর গলায় আটকিয়ে গিয়েছে নাকি।"

কলমবেগ্ বোল্লে "হাঁ! তা নয়তকি! তার মৃত্যু আমার গলায় বেধে রোয়েছে, প্রতিফল দেবার নিমিত্ত চীৎকার কোরে ডাক্ছে, বকারালী! আমি তোমায় বোলছি আজ রবিদেব অস্তগত নাহোতে, আর একটী ব্যক্তিকে রস্তমের পাশে শয়ন কোরে কাল্ নিদ্রায় অভিভুত হোতে হবে। আমি দেখ্তে পাচ্ছি, যে নিঃসহায়, যার হাতে অস্ত্র নাই, যে দুর্ব্বল, তুমি তারি যম, তুমি তাকেই বধ কর্বার্ নিমিত্ত তলোয়ার ধোত্তে শিখেছ, এইবার তোমার পরাক্রমের, এইবার তোমার বীরত্বের, প্রভাব বোঝা যাবে, যে আপনা বাঁচিয়ে চোলতে জানে, এবার তার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, তুমি কেমন অস্ত্র ধোত্তে শিখেছ, এইবার তা জানা যাবে, এক্ষণে খেয়ে নাও, এই তোমার জন্মের শোধ খাওয়া, বোধ হয় আর তোমায় খেতে হবে না"।

ঐ কথা শুনে সের সাহেব সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রোধস্বরে গর্জ্জিয়ে বোল্লেন, "তুই অতি অভাজন! তুই অতি অকৃতজ্ঞ, তুই অতি কাপুরুষ, এই আমি তলওয়ার খুলে দাঁড়ালেম, তুই তোর ভগ্নশরীর রক্ষা কর।" ঐ কথা বোলেই বকারালী তাঁর দুমুখো ধারাল তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে বাগিয়ে ধোল্লেন, চোট বোসিয়ে দেন আর কি, এমন সময় আমরা পোড়ে নিরস্ত কোল্লেম, তাঁরে বোল্লেম, "সমান সমান অস্ত্র না হলে বড় অবিচার হবে, তোমাদের যদি লড়াই কোত্তে একান্তই মন হোয়ে থাকে, তবে বিরাট অসিখানি অবশ্যই ত্যাগ কোত্তে হবে,

সেখানি ত্যাগ কোরে কলম্‌বেগের হাতে যেরূপ একখানি ছোট তল-ওয়ার আছে, ঐরূপ আর একখানা তলওয়ার নিয়ে লড়াই করা উচিত"। বকারালী বোল্লেন "আমি অন্যায় কোরে আপনার সুগম সুবিধা চাইনা, তোমাদের যেমন ইচ্ছা হয় একখান অস্ত্র এনে আমার হাতে দাও," আমরা তৎক্ষণাৎ কলম্‌বেগের তলওয়ারের মত একখানা তলওয়ার এনে তাঁর হাতে দিলেম, স্থান প্রস্তুত কোরে লওয়া হলো, উভয় যোদ্ধা উভয়ের প্রতি চক্ষু আরক্ত কোরে কালাগ্নিবৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন, সেরসাহেব তলওয়ার খানি উঁচিয়ে আছেন, প্রহার করেন আর কি, কলম্‌বেগও আপনার তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে ধরেছে, এমন সময় কে এসে দরজার গায় স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে চার্‌বার্‌ আঘাত কোল্লে, সে শব্দ অতি কোমল হোয়েও মল্ল যোদ্ধাদ্বয়ের ঊর্দ্ধে উত্থিত কাল্‌-অসির বেগ নিবারণ কোল্লে, কাটা দরজা সরিয়ে দেওয়া হলো, বার্‌থেকে একটী স্বর "এন্‌সাফ, এন্‌-সাফ" এই কথা বোলে উঠ্‌লো, সেরসাহেব অধীর হোলেন, লড়াই করা হলো না বোলে দাঁত মুখ খিচুতে লাগ্‌লেন, বিড়বিড় কোরে কত কি বকতে ল গলেন, কত দেক সেকও হোতে লাগলেন, শেষে দরজা খুলে দিতে হুকুম দিয়ে দিলেন। যিনি প্রবেশ কোল্লেন, তাঁর মুর্ত্তিখানি প্রথম দেখেই ভয় হলো, জ্ঞান হলো যেন কোন শত্রু এসে আমাদের বিরল-পুরে প্রবেশ কোল্লে, যে মুর্ত্তিকে প্রবেশ কোর্ত্তে দেখলেম, একখানি কৃষ্ণসালে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকাছিল, তাই তাঁকে হঠাৎ চিন্তে পাল্লেম না। আমাদের কিন্তু অধিকক্ষণ অপরিচিতের ন্যায় থাক্‌তে হয় নি, তিনি যখন গায়ের আবরণটী পরিত্যাগ কোল্লেন, তাঁরে চিন্‌তে পেরে চোম্‌কে উঠ্‌লেম, ইনি স্বয়ং সুলতান মামুদ। অপ্রতীক্ষ দর্শককে দেখেও যোদ্ধারা অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন তলওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকা হোয়েছে কেন? এ আবার কোন্‌ ভাব্‌, তুমি

বকারালী, তোমায় আমি শত্রু নিপাত কোত্তে পাঠিয়েছি, সুহৃদ বধ কোত্তে পাঠাইনি, আমি দেখ্‌ছি স্বজনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হোয়েছো, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন? বকারালী সব কথাই খুলে বোল্লেন, কলম্‌-বেগ্‌ রাজপুত্রের সুমুখে প্রতিজ্ঞা কোল্লে, সমুচিত শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না, রাজপুত্র নিষেধ কোল্লেন, তাঁর কথা কেউই শুন্‌লেন না, তিনি বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষান্ত কোত্তে পাল্লেন না। উভয় যোদ্ধা উভয়ের রক্তপানের নিমিত্ত কাল্‌তৃষ্টায় ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছিল, তারা যে এক্ষণে পরস্পর মিত্র হোয়ে একজনের পক্ষ অবলম্বন কোর্‌বে, সে অনেক দূরের কথা, সখ্যতা হবার তো কথাই নয়, বরং প্রতিজ্ঞা কোল্লে, তাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু না হোলে ক্ষান্ত হবে না। তারা যে আর এসংসারে একত্রে বাস কোর্‌বে, সেটী কখনই হবার নয়। রাজপুত্র দেখ্‌লেন তাঁদের পরস্পর সদ্ভাব হবার কোন আকার নাই, বিশেষতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুই ব্যক্তিই যদি জীবিত থাকে, তবে তাঁর সাহসবৃত্তির পক্ষে বিশেষ হানি জন্মিবে, তাই সাতপাঁচ চিন্তা কোরে, তাদের যুদ্ধ কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, রাজপুত্র স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হলেন। সেরসাহেবের প্রহারগুলি মহাবেগে এসে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, কলম্‌বেগও কিছু মেষশাবকের ন্যায় কাপুরুষ ছিলো না, সেব্যক্তিও কালপ্রহার কোরে আস্ফালন কোত্তে লাগ্‌ল, বরং কলম্‌বেগই সবপ্রথম দুস্‌মনের রক্তপাত কোল্লে। বকারালী চোট খেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হোলেন, আর তিনি সতর্ক হোয়ে কৌশলের উপর চোল্‌তে পাল্লেন না, এখন তিনি এলোমেলো কোপ ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন, শত্রুকে বাগ্‌মত কায়দায় পেলেন কিনা, এক্ষণে তাঁর সে বিবেচনা ছিল না, তাতে কোরে কলম্‌বেগের পক্ষে অব্যর্থ সুবিধা হোয়ে দাঁড়ালো, ঐ সুযোগ পেয়ে সেব্যক্তি দ্বিতীয়বার প্রহার কোত্তে অবসর পেলে। পক্ষান্তরে সের সাহেব একটী দুর্জয় প্রহার কর্‌বার অবকাশ পেলেন,

ঐ প্রহারের তেজ যত ছিল, কৌশল তত ছিল না, প্রহারটী এসে কলম্‌বেগের স্কন্ধের উপর পোড়্‌লো, ঐ চোট খেয়ে কলম্‌বেগের শরীর দিয়ে রক্তের ঢেউ খেল্‌তে লাগ্‌লো। এদের এখন মনুষ্যের আকার নাই, ঠিক যেন দানোর মত চেহারা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কলম্‌বেগের বলশক্তি ক্রমে খর্ব্ব হোয়ে পোড়েছে, সেরখাঁর স্নিগ্ধমূর্ত্তি অনেকক্ষণ তিরোহিত হোয়েছে, তাঁর তেজের কিন্তু কণিকামাত্রও হ্রাস হয় নাই, উভয়েই সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যেন রক্তদন্তিকা সেজেছে, এপর্য্যন্ত উভয়ের কেউই অবসন্ন না হওয়ায় যুদ্ধের জয়পরাজয় স্থির হেলো না। আমি কলম্‌বেগকে অনেক সাধ্যসাধনা কোরে বোল্লেম, তুমি ক্ষান্ত দাও, ঢের্‌ হোয়েছে, আর রক্তারক্তি কোরে কাজ নাই, সে কিন্তু কোনমতেই তার জেদ্‌ ছাড়্‌লে না, আমার তত মিনতি করা বৃথা হোলো। কলম্‌বেগের লম্বা লম্বা চুলগুলি চোকের উপর এসে পোড়েছিল, সে গুলি সে সরিয়ে ঘাড়ের দিকে ঠেলে রাখ্‌লে, রেখেই বীরতেজে আস্ফালন কোরে বিপক্ষের প্রতি ঘোর বেগে প্রধাবিত হলো, তার বিপক্ষও সেই সময় কালান্তকবৎ দোর্দ্দণ্ড ক্রোধে অগ্নি অবতার হোয়ে কলম্‌বেগের মস্তকে একটী ঘোর প্রহার কোল্লেন, সেই প্রহারে কলম্‌বেগ ধরাশায়ী হোলো, বকারালীও সেই সময় মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়্‌লেন, আমরা মনে কোল্লেম উভয়েই প্রাণ ত্যাগ কোরেছে, উভয় যোদ্ধাই অতি নিষ্ঠুররূপে ক্ষতবিক্ষত হোয়েছিল। কলম্‌বেগের আর কথাকবার ক্ষমতা ছিল না, তাঁর বাক্য রোধ হোয়ে পোড়্‌লো, তাঁর বাঁচ্‌বার্‌ও আশা ছিল না। সেরসাহেব বিস্তর রক্তপাত হওয়ায় দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছিলেন সত্য, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাৎ প্রাপ্ত হন্‌ নাই, তাই হাকিম বোল্লেন তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। আমরা অতি সন্তর্পণে সেবা শুশ্রুষা কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু যারি যে নিয়তি, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কলমবেগ্‌ সেই

রাত্রেই মানবলীলা সম্বরণ কোল্লেন, সে ব্যক্তি ভূতলে পতিত হওয়া অবধি তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুর্ত্তিও হয় নাই, তার চেতনাও হয় নাই। প্রতিপক্ষের কাল্‌হোয়েছে শুনে সেরসাহেব পাশফিরে শুলেন, তাঁর সহবাসী কলম্‌বেগের বীরের ন্যায় সাহস পরাক্রম ছিল বোলে, তাঁর মৃত্যুতে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। উগ্রদর্শন সেরসাহেবের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর সেবাশুশ্রূষার, বিস্তর আন্তরিক যত্নের আবশ্যক হোয়েছিল, তিনি এত অবাধ্য এত অধৈর্য্য হোয়ে পোড়্‌লেন, তাঁকে শেষে নিরস্ত কোরে রাখাই দুষ্কর হোয়ে উঠেছিল। রাজপুত্র অতিশয় আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, নাজানি বকারালী কতকালেই আরোগ্য হোয়ে উঠ্‌বেন, কর্ম্মকাজের অনেক বিলম্ব পোড়েগেল। তা যাই হোক্, আমার কিন্তু দৌত্যকার্য্যের ভার লোয়ে প্রস্থান কোত্তে আজ্ঞা কোল্লেন, প্রভাত নাহোতেই ধনগড়্‌গঞ্জ পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে বোল্লেন। রাজপুত্র মল্লযুদ্ধের সূত্রেই কি কোরে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হোলেন, সে সন্ধান আমি অবগত হোতে পারি নাই, তিনি নাকি আপনার অভীষ্টসিদ্ধ কর্‌বার্ নিমিত্ত অত্যন্ত উতলা হোয়েছিলেন, কি হোচ্ছে না হোচ্ছে, তাই বোধ হয় একবার্ দেখ্‌তে শুন্‌তে এসেছিলেন।

সলিমান তড়াক্‌কোরে লাফিয়ে উঠে বোল্লে "আল্লা! তুমি করুণাময়! তুমি দয়াময়! তাই আমরা এ ভয়ঙ্কর পর্ব্বতকন্দর থেকে প্রাণলোয়ে পালাতে পাল্লেম, আমি জন্মেও কখন এমন ভয়ঙ্কর রক্তারক্তির অভিনয়-স্থান দর্শন করি নাই। হুজুর! আপনি যে প্রাণে প্রাণে সেখানথেকে বেঁচে এসেছেন, তাই আমার মনে বড় আহ্লাদ হোয়েছে, আপনি যদি পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে,"—আমি অমনি সলিমানের মুখে থাবা মেরে নিরস্ত কোল্লেম, তার তাৎপর্য্য এই, সলিমান যে কথা বোল্‌বে, সে কথা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরে-

ছিলেম, সে আমায় লহিত-তরঙ্গিত অকল্যাণকর পথথেকে ফিরে যেতে পরামর্শ দিত। এ পরামর্শ আমার পক্ষে ভাল ছিল বটে, আমারও ভালবোলে জ্ঞান হোতো, কিন্তু করি কি, আমি যে ব্যাপারে জোড়িয়ে পোড়েছি, বিশেষতঃ আমি যেরূপ অপমানিত হোয়েছি, সে অপমান যতদিন স্মরণ থাক্‌বে, ততদিন আমি একার্য্যে বিমুখ হোতে পার্‌বো না।

২৬ পরিচ্ছেদ।

"কর্ত্তা গেলে ঘোল পায়না, চাকরকে পাঠায় দই আন্‌তে।"

আমরা অধিক পথ চোল্‌তে পারিনি, এমন সময় একটী কাতর-স্বর কর্ণস্পর্শ কোল্লে, স্বর শুনে বোধ হলো একটী প্রাণী যেন বিস্তর কষ্ট বিস্তর যন্ত্রণা পাচ্ছে, স্থানটী মরুভূমির সদৃশ, যে দিকে চাই, কেবল কতকগুলি কন্টকময় বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। কতকগুলি কুৎসিত কদাকার বৃক্ষের ঝোপ্‌থেকে ঐ স্বর বহির্গত হোচ্ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি সেই দিকে চোল্লেম, দেখিনা একটী পথিক ক্ষতবিক্ষত হোয়ে পোড়ে আছে, জ্বালায় ছট্‌ফট্ কোচ্ছে, পথিক আমাদের দেখে বিস্তর কাতর হোয়ে বোল্লে "দোহাই আল্লার! আমায় বাঁচাও।" পথিকের চারিদিকে কতকগুলি তীর ইতস্ততঃ পোড়ে ছিল, সেই তীর দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম সে ব্যক্তি মাহিরেদের ক্রোধের ভাজন হোয়েছে। ক্ষতগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে গুলি অস্ত্রের চোট্, পথিকের শরীর যদি বিষাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হোতো, তবে তাঁকে জীবন-আশায় জলাঞ্জলি দিতে হোতো। এই ব্যক্তির অদূরেই আরও তিন জন হতভাগা পোড়ে আছে দেখ্‌লেম, তারা আজ্‌বেক্ দেশের রাজপ্রতিনিধি, এদের গায় বিষাক্ত তীরগুলি সংলগ্ন ছিল, এরা বেঁচে নাই, প্রাণে মারা পোড়েছে, এক্ষণে আমার সেবাযত্ন শুদ্ধ এক জনের জন্যেই আবশ্যক হোলো। আমি তার ক্ষতগুলি বেশ্‌কোরে বাঁধলেম, বেঁধে সলিমান্‌কে জলের জন্যে পাঠালেম, সলিমান্ বিস্তর কষ্টকোরে জল নিয়ে এলো, নিকটস্থ গ্রামথেকে তিন জন লোকও সঙ্গে কোরে আন্‌লে, সেইটীই

বড় বুদ্ধির কাজ কোরে ছিল, সেই তিনটী লোক সহায় কোরে, ঐ ক্ষতাক্রান্ত ব্যক্তিকে একটী কদাকার মেটেখুপ্‌ড়িঘরে নিয়ে গেলেম, ঘরখানি রামকুঁড়ের মতন হোলো তো কি বোয়ে গেল, আশ্রয়ের স্থান্ তো পেলেম, তখন আবার রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছিল, যেন জ্বলন্ত আগুণে পুড়িয়ে যাচ্ছিল, সে কষ্ট থেকে তো বেঁচে গেলেম। ঐ বাড়ীর পুরুষদের জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরে আহার অন্বেষণ কোত্তে হোতো, তাভিন্ন আর তাদের উদরাগ্নি নিবারণের উপায় ছিল না। জঙ্গলে গিয়ে যাহিরেদের সঙ্গে সর্ব্বদাই মারামারি কোত্তে হোতো, তাই প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত হোয়ে বাড়ীতে ফিরে আস্‌তে হোতো, সেই গরজে বাড়ীর স্ত্রীলোকটী ক্ষত শুষ্ক হবার অনেক গুলি গাছ্‌গাছ্‌ড়া শিখে রেখেছিল। আমরা তার বাড়ীতে উপস্থিত হোলে ঐ স্ত্রীলোকটী জঙ্গলে থেকে কতকগুলি পাতা ছিড়ে এনে জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে, ঐ পাতা গরম কোরে ঘাধুইয়ে তাতে বোসিয়ে দিলে, অল্প আফিঙ্‌ও খেতে দিলে, তাতে কোরে পথিক অগাধ নিদ্রায় অভিভুত হোলো, নিদ্রাভঙ্গের পর সে ব্যক্তি অনেক সুস্থ সচ্ছন্দ হলো। আমার পিটে চাবুক্ পোড়্‌ছে, আমি আর বিলম্ব কোত্তে পারিনে, আমাকে আপনার কাজে যেতে হবে, তথাচ গড়িমসিকোরে আরও এক দিন বিলম্ব কোল্লেম, ভাব্‌লেম, এক দিন থেকেগেলে পথিকের যদি কোন উপকার হয়, তো, হোক্। পথিক শ্রাবণধারার ন্যায় আমার উপর অজস্র সাধুবাদ বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি যখন বিদায় হই, সেই সময় বোল্লেন, "আমার নিকট এমন কোন বিশেষ পদার্থ নাই যে, তাই দিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রমাণ প্রদান করি। আপনি যদি কখনও কাবুলের অন্তর্গত গিজ্‌নিসহরে গমন করেন, তবে সওদাগর হামেতের অনুসন্ধান অবশ্যই কোর্‌বেন, সে ব্যক্তি বাড়ী দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আপনার আতিথ্য কোর্‌বে" ঐ কথা শুনে আমি অমনি বোলে উঠ্‌লেম, কি বোল্লেন? হামেত! সত্যই তাঁই

নাকি! যার পতিপ্রাণা স্ত্রী তত বীরবিক্রম প্রকাশ কোরে কাল্মাক্ ডাকাতের উৎপাৎ থেকে গিজনিসহর পরিত্রাণ কোরেছেন, আমি কি সেই হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্ছি!!

হামেত শুনে বিস্ময়াপন্ন হলেন, আমায় কিন্তু বারম্বার বোল্লেন, তিনি সেই হামেতই বটেন, আমি কাল্মাকের বৃত্তান্ত কি কোরে অবগত হলেম, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি বোল্লেম, তাঁর একজন সহচরের মুখে সকল কথাই আনুপূর্ব্বিক শুনেছি, এই কথা বোলে বোল্লেম, কাল্মাক ডাকাতের হাতে রক্ষা পেয়ে, বিদেশে এসে, যদি দুরাত্মা মাহিরেদের হাতে প্রাণ হারাতেন, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হতো, সে আক্ষেপ রাখ্বার স্থান থাক্তোনা। হামেত বোল্লেন, দোস্ত! সেটী আমার অদৃষ্ট. কার্ অদৃষ্টে কি আছে কে বোল্তে পারে, কাল্শত্রুর হস্তে পরিত্রাণ পেয়েও হয়ত শেষে একটু পাদস্খলিত হোয়ে প্রাণটি তখনই হারাতে হয়, আল্লাকেই ধন্যবাদ দাও, আল্লাই সত্য, তিনিই আমার উপকারের নিমিত্ত আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেম, যদি গিজনির নিকট দিয়ে কখন যাই, তবে অবশ্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাত কোর্বো। ঐ কথা বোলে, আমি বিদায় হোলেম, এমন সৎপাত্রকে উপকার কোত্তে পেরেছি বোলে মনে মনে বেশ্ আনন্দিতও হলেম। হামেতের অদর্শনে তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর চিত্তোদ্বেগ আমার অন্তর্পটে চিত্রিত কোত্তে লাগ্লেম। হামেত দেশে ফিরে গেলে, স্বামী অনুরক্তা খোজেস্তা যেরূপ উল্লাসিত-হবেন, সে উল্লাসও যেন চক্ষের উপর দেখ্তে লাগ্লেম। আমার অদৃষ্টে গৃহসুখ নাই, আমার পতিপ্রাণা প্রণয়িনী নাই, দীর্ঘকালের পর দেশে ফিরে এলে আমায় পেয়ে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করে আমার তেমন কেউই নাই, আমার তেমন কপালই নয় যে, গৃহে প্রত্যাগমন কোরে, পতিব্রতা প্রণয়িনীর মুখকান্তি সন্দর্শন কোরে অমিয় সুখে

সন্তরণ কোর্‌বো, বিধাতা বিস্মৃত হোয়ে আমার ললাটে মধুর গৃহ সুখ লেখেন নাই, তাই এজন্ম সেসুখের আস্বাদ জানতে পাল্লেম না। সোয়ার হোয়ে এই সকল দুঃখের চিন্তা কোত্তে কোত্তে চোলেছি, চোল্‌তে চোল্‌তে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে এসে পৌঁছিলাম, গ্রামটী জয়পুর থেকে দশক্রোশ দূরে। পূর্ব্বে মনে কোরেছিলাম এ পথে আর কোন ক্রমেই আস্‌বোনা, কিন্তু কার্য্যের গতিকে আবার আস্‌তে হলো। জয়পুরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে ভয় হলো, এত ভয় হলো যে, মুখে বোলে উঠ্‌তে পারিনে। শুন্‌লেম, ঐ গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ গণৎকার এসেছেন, তাঁর ভারি নাম খ্যাতি, বাড়ীতে ভিড় লেগেই আছে, যেন বাজার বোসে গিয়েছে, বিস্তর লোক আপনার অদৃষ্টের বিষয় জান্‌বার নিমিত্ত সেখানে উম্মেদারি কোচ্ছে। দৈবজ্ঞের গণনার প্রতি আমার অচলাভক্তি, এ শ্রদ্ধা বালক কাল্‌ থেকেই আমার আছে, অনেকের সম্বন্ধে গণৎকারেরা যাকে যা বোলেছেন, তার পক্ষে তাই সিদ্ধ হোতে দেখিছি। কাকেও প্রত্যাদেশের ন্যায় পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে দিয়েছেন, তার অদৃষ্টে বিপদ ঘোট্‌বে, আবার সাবধান হও বোলে সতর্কও কোরে দিয়েছেন, যাকে যা বোল্‌তে শুনেছি, তার্‌ তাই খেটে যেতে দেখেছি, তাঁরা বাকসিদ্ধির ন্যায় যাকে যা বলেন, তার তাই ফলে যায়। আমার মন কখন ভরসায় কখন নির্ভরসায়, কখন ভয়ে কখন নির্ভয়ে আন্দোলিত হোচ্ছিল, আমি যে সাহসবৃত্তির উপর আরোহণ কোরেছি, তাতে কৃতার্থ কি অকৃতার্থ হব, সেই বিষয় জান্‌বার জন্য মনে মনে বড় উতলা হলেম, আমি যে পথ ধোরে চোলেছি, সে পথ অবরোধ কর্‌বার পক্ষে ভবিষ্যদ্বক্তার এমন সুযোগ আর হবে না, সে ব্যক্তি নিষেধ কোল্লে, আমি সে পথে কখনই পদার্পণ কোর্‌বো না। আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন, কোথায় গেলে তাঁকে দেখা পাওয়া যায়। শুন্‌লেম তিনি গ্রামের মধ্যে নাই, গ্রামের

মধ্যে থাকাও তাঁদের রীতি নয় । গ্রামের বাহিরে একটা ভগ্ন গোরস্থান আছে, সেইখানে অষ্টকোণাকার একটী ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে বাস কোচ্ছেন, নিশীথ রাত্রে তাঁর কাছে উপস্থিত হোয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে হয় । আমায়ও তাই কোত্তে হলো, তত গভীর রাত্রে একখানি সালদিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে সেই ভগ্ন কবরস্থানে চোলে গেলেম, সেখানে বিস্তর লোকের আমদানি দেখতে পেলেম, যুবাবৃদ্ধ আদি কোরে ছোট বড় নানা প্রকার আন্‌কা আন্‌কা চেহারার ভিঁড়্ লেগে গেছে, মনে কোল্লেম, আমিও যে অভিপ্রায় কোরে এসেছি, এরাও সেই অভিপ্রায় কোরে এসেছে, কি হয়ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেই চোলে এসেছে, গণৎকার তাঁদের বিষয় কি বোল্লেন, সেই বিষয় তাদের মুখে শুনতে এসেছে, যদি তাই হয়, তবে তাঁদের নৈরাশ হোয়ে ঘরে ফিরে যেতে হোয়েছিল, তার কারণ এই, যাদের অদৃষ্টের কথা ব্যক্ত কোরে বোলে দেওয়া হোচ্ছিল, তারা একতিলও দাঁড়াচ্ছিল না, অমনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছিল, তাদের এস্তমুর্ত্তি দেখে বোধ হোতে লাগলো, তারা যেন বাড়ীতে গিয়ে পোড়তে পাল্লেই বাঁচে । গোরস্থানের দরজার কাছে একটী বামন দাঁড়িয়ে ছিল, সে ব্যক্তি গণৎকারের চাকর, দেখলেম তাকে প্রসন্ন না কোল্লে, তার দূরদর্শী চতুর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কোন প্রত্যাশা নাই । ঐ বামন আমায় সঙ্গে কোরে অষ্ট কোণাকার কুটীরের মধ্যে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি দৈবজ্ঞবর আসন্‌পিঁড়ে হোয়ে বোসে আছেন, তিনি বৃদ্ধ, দেখতে খর্ব্বাকার, শোনের মত শুভ্র দাড়ি লম্বা হয়ে ঝুঁলে পোড়েছে, মুখখানি ফেঁকাসে, যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে, দেখে বোধ হলো রবিদেবের উজ্জ্বল ছটা সেমুখের উপর কখন যেন প্রদীপ্ত হয়নি । তাঁর মাথায় আর্‌মানি কেতার একটী মখ্‌মলের টুপি, ঐ টুপির উপর সোনার রূপোর তারে কারিকুরি কোরে অনেকগুলি অক্ষর লেখা আছে, সে গুলি

গূঢ়াক্ষর, তার নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ নাই। তা যাই হোক, একটী বিষয় দেখে বিস্ময়াপন্ন হোতে হলো, তাঁর পীঠের উপর তিনটী সর্প ফণা ধোরে রোয়েছে, সর্পগুলি কখন মাথার উপর, কখন ঘাড়ের উপর উঠ্‌ছে, ক্রমাগত ফোঁসফোঁস শব্দ কোচ্ছে, আবার থেকেথেকে লক্‌লকে জিব বারকোরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হোচ্ছে। পণ্ডিতবরের সম্মুখে একখানি আসন পাতা ছিল, আমায় ইশারা কোরে সেই আসনের উপর বোস্‌তে বোল্লেন, আমি গিয়ে যেমন বোসেছি, সর্পগুলি অমনি হিল্‌বিল্ হিল্‌বিল্ কোরে কুলোর মতন বৃহৎ চক্রধোরে উঠ্‌লো, তাদের ক্রোধ পূর্ণ আরক্ত চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগ্‌লো। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দেখে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। গণৎকার আমার ত্রাস দেখে সর্পগুলিকে তাড়না কোত্তে লাগ্‌লেন, তারা কিন্তু সে তাড়না গ্রাহ্য কোল্লে না, তাই দেখে পণ্ডিতবর সরুতানে একটী শিশ্ দিলেন, শিশ্ দিতেই, যে গদীর উপর তিনি বোসে ছিলেন, সেই গদির নীচেথেকে একটী বেজি বেরিয়ে এলো, বেজিটী দেখ্‌তে খর্ব্বাকার, অতি সুন্দর, আপাদ মস্তক শাদা ধপ্ ধপ্ কোচ্ছে, গলায় রূপোর ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। নেউলের উপর সর্পবিষের প্রভাব খাটেনা, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ জন্তু আর দ্বিতীয় নাই। ভুজঙ্গগুলি এই কালান্তক জাতশত্রুকে দেখ্‌তে পেয়ে ভয়ে কেঁচো হোয়ে পোড়ল, কোঁকড়শোঁকড় হোয়ে মাথাগুলি হেঁট কোল্লে, চক্রগুলি গুড়িয়ে নিলে, ফোঁসফাঁস শব্দে গর্জ্জন করাও রহিত হলো, এখন সুড়সুড় কোরে পণ্ডিতের টুপীর পশ্চাতে গিয়ে লুক্কায়িত হলো, কেবল থেকেথেকে ঘাড়ের দিক্ দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল, তাদের পরমশত্রু সেই বেজিটী কোথায় কি কোচ্ছে, উঁকি মেরে মেরে তাই দেখ্‌ছিল। নেউলটী কখন এদিকে সেদিকে শুঁকেশুঁকে ঘ্রাণ নিয়ে বেড়াচ্ছিল, কখন বেপরোয়া বেখবর হোয়ে পণ্ডিতের হাঁটুর উপর বোসে আপনার গাত্র আঁচ্‌ড়িয়ে পরিষ্কার কোচ্ছিল। আমি বোল্লেম,

আমি আমার অদৃষ্ট জান্‌তে এসেছি, আপনি যদি পারেন তো বলুন, ভয় কোর্‌বেন না। ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধটী মুখতুলে, চোক্‌মেলিয়ে, একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, দুর্গপ্রদীপের ন্যায় মিট্‌মিট কোরে একটীমাত্র আলো জ্বল ছিল, সেই প্রদীপটী তিনি উস্‌কিয়ে দিলেন, আমি বোল্লেম, "বোধ হয় আমার বয়স আন্দাজ আটাস বৎসর, সেপাইগিরি আমার ব্যবসা"।

বৃদ্ধটী বোল্লেন, "তবে নিঃসন্দেহ তোমার মাথার উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত হোয়ে বোয়ে গিয়েছে"। আমি ঘাড়নেড়ে সায় দিলেম, বৃদ্ধ বোল্লেন, "এখনও বিস্তর বিপদ তোমার জন্যে ভাণ্ডারে মজুৎ রোয়েছে।" আমি বোল্লেম, "তা হোতে পারে, চরমে কিদশা হবে সেই কথা বলুন।"

আচার্য্য বোল্লেন, "শেষ মৃত্যু।"

আমি বোল্লেম, "মৃত্যু তো ধরাই রোয়েছে, তা তো হবেই, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে কি না, তাই বলুন।" আচার্য্য বোল্লেন, "অদৃষ্টবান হবার জন্যে তুমি যখন ব্যাকুল হোয়ে বেড়াবে, সেই সময় সর্ব্বান্তক মৃত্যু তোমায় গ্রাস কোর্‌বে। এই কথোপকথনের সময় বৃদ্ধের আজ্ঞাক্রমে দুখানি হাত কোণাকুণি করে বুকের উপর বেঁধে রেখে দাঁড়িয়ে আছি, মনে কোচ্ছি অদৃষ্টের বিষয় বৃদ্ধ আরও কত কথাই বোল্‌বেন, শুনবো। দৈবজ্ঞ কিন্তু ঐ কথাগুলি বোলে মুখবন্ধ কোল্লেন, সে মুখ আর খুল্লেন না। তাই দেখে যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি যে কোনপ্রকার অভিসন্ধিতে লিপ্ত আছি, আপনি সে বিষয় কেমন কোরে জান্‌লেন ?"

আচার্য্য বোল্লেন, "যুবা! আমি মনুষ্যের অদৃষ্ট কি কোরে জান্‌তে পারি, সে বিষয় তোমায় বোল্‌তে বাধ্য নহি। তুমি বল দেখি তোমার পিতা জীবিত আছেন কি না ?" আমি বোল্লেম আমি কখন পিতাকে দেখি নাই, আমি তাঁকে জানিও না চিনিও না।

আচার্য্য বোল্লেন, "তবে ঐ চুনীর আংটীটী কি কোরে তোমার হস্তগত হোল?" আমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেলেম, মনে কোল্লেম এই ব্যক্তিই উপযুক্ত পাত্র, যে বিষয় জান্‌বার নিমিত্ত তত ব্যগ্র তত ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছি, এই ব্যক্তি হোতেই তার সন্ধান জান্‌তে পারবো। আমি বোল্লেম "আঃ কি কথাই বোল্লেন! আপনি যদি সে বিষয়ের কিছু জানেন, তবে অনুগ্রহ কোরে বলুন, আর আমায় সংশয়ে রাখ্‌বেন না। যে ব্যক্তি আমায় পিতা বোলে পরিচয় দিতেন, সেই ব্যক্তি আমায় এই আংটীটী প্রদান কোরেছেন, কিন্তু তৎকালীন তাঁর কথা কইবার শক্তি ছিল না, সেটি দারার নিদারুণ নিষ্ঠুরতার গুণ। আচার্য্য বোল্লেন, "সে দাতার নাম অবশ্যই সাদুল্লাখাঁ হবে," আমি বোল্লেম, "হাঁ, তাঁর নাম সাদুল্লখাঁই বটে। কেন? আর কি সংসারে এরূপ আকারের এরূপ বর্ণের আংটী নাই?" আচার্য্য বোল্লেন, "না, কখনই না" এই কথা বোলে, একটা ক্ষুদ্র থোলের ভিতর হাত পুরে দিয়ে অবিকল আমার আংটীর মতন আর একটী আংটী বার কোল্লেন। আমি বোল্লেম, হাঁ, এইটী তৃতীয় আংটী"। আচার্য্য অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "এইটী কি তৃতীয়? তবে বোধ হয় দ্বিতীয়টী তুমি দেখেছ" আমি বোল্লেম, "হাঁ দেখেছি, আবার যে তৃতীয় একটী ছিল, তা আমি জান্‌তাম না"। আচার্য্য বোল্লেন, "তোমার হাতে যেরূপ আংটী আছে, ঐরূপ আর একটী আংটী কোথায় দেখেছ মনে কোরে দেখ দেখিন"। "আমার বিদ্বেষকারী, আমার নিগ্রহদাতা নজফালীখাঁর হাতে দেখেছি, তিনি তখন মাহিরেদের আশ্রয়ে বাস কোচ্ছিলেন"। "তবে তুমি যখন সেখানথেকে চোলে এসো, নজফালীখাঁর হাতে সেই আংটী দেখে এসেছ!" হাঁ, দেখে এসেছি, তিনি যখন শবাকার হোয়ে পোড়েছেন, তখন সেই আংটীটী তাঁর হাতে রোয়েছে দেখেছি। 'বড় আক্ষেপের বিষয় যে, ঐ আংটীর উপর দৃষ্টি পাত হবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তির স্বভাব ওরূপ ছিল না" আপনি প্রেরে-

লিকার মত কুট্ অর্থের কোন কথা আমায় বোল্‌বেন না, এই তিন আংটীর আমূল বৃত্তান্ত আমায় ভেঙ্গে খোলসা কোরে বলুন। "বস্ চুপ কর! আর আমাদের কথোপকথন চোল্‌বে না, সর্পেরা ফোঁসফাঁস কোরে গর্জ্জন কোচ্চে, রাত্রি প্রভাত হোয়ে এসেছে, আবার কাল রাত্রে এসো, যখন সকলে নিঃশব্দ নিস্তব্ধ হবে, যখন অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যাবে না, সেই সময় এসো, এখন উঠ, আর বিলম্ব কোরো না, আপনার ঘরে চোলে যাও।"

এই কথা বোলে আচার্য্য মিহিস্বরে একটী শীশ্ দিলেন, ঐ শীশ্ শুনে সেই খর্ব্ব মুর্ত্তিটী আমায় সঙ্গে কোরে বাইরে নিয়ে এলো, আমি চোলে এলে গণৎকার আলটী নিবিয়ে ফেল্লেন। কবরের বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা পাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তা'ই ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এক চোঁচা টানে সটান্ বেরিয়ে পোড়্‌লেম। আমিই বা কে, আমার জন্মদাতাই বা কে, সেই বিষয় জান্‌তে না পারায় মনটা বড় উচাটন হলো, ঐ উচাটন মনে ভিঁড়ের মধ্য দিয়ে যখন চোলে যাই, তখন এক ব্যক্তি বোল্‌ছে শুন্‌তে পেলেম, "দেখো, চেহারাটা কেমন বিশ্রী হোয়ে পড়েছে, চোক্ মুখ বোসে গিয়েছে, ঠিক যেন মড়ার মতন দেখাচ্ছে, আমি দিব্যি কোরে বোল্‌তে পারি আচার্য্য চোক্ খুলে দিয়েছে, তিনি বোলেছেন, 'তুমি আর বিস্তর দিন বাঁচ্‌বে না, শীঘ্র মোর্‌বে, তোমার আয়ু শেষ হোয়ে এসেছে।" আর এক ব্যক্তি বোল্লে, "দেখেছ ভাই, ভিঁড়ের ভিতর দিয়ে কেমন তিঁড়িং তিঁড়িং কোরে লাফাতে লাফাতে চোলেছে, ও ব্যক্তি কেন অদৃষ্ট জান্‌তে এসেছিল? এ দুর্ব্বুদ্ধি তার কেন হলো? তাই এখন অনুতাপ কোচ্চে সন্দেহ নাই"। তৃতীয় স্বর বোল্লে, "এ ব্যক্তি, কে, চেন?" এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি আড্ডায় গিয়ে পৌঁছিলেম। আমার বিলম্ব দেখে সলিমান ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছিলো, কতক্ষণে ফিরে আস্‌বো তাই পথের

দিকে চেয়ে চোয়ে দেখ্‌ছিলো। সলিমান আমায় দেখ্‌তে পেয়ে চীৎকার শব্দে বোলে উঠ্‌লো, "আল্লা! তোমার মহিমা বৃদ্ধি হোক্‌! আপনি যে সেই ভণ্ড বৃদ্ধের কাছ থেকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন, তাই আমার পরম লাভ, লোকে বোল্‌ছে সে বেটা মূর্ত্তিমান জালিয়াত"।

আমি বোল্লেম, চুপ্‌ কর্‌ মূর্খ, তোরা তাঁর গুণ কি জান্‌বি। তিনি পণ্ডিত চুড়ামণি, তাঁর অতি নিরীহ স্বভাব।

সলিমান বোল্লে, "হুজুর! আমি এইমাত্র জানি, যারা তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে যায়, তার মধ্যে তিন জনের বাক্‌রোধ হোয়েছে, তারা একেবারে বোবা হোয়ে পোড়েছে, তাই গ্রামের মধ্যে ভারি ডামাডোল চোলেছে, লোকের মনে বড় ভয় হোয়েছে। আমি বোল্লেম, তারা অতি অজ্ঞান, তাদের বুদ্ধি অতি কম, মনের বল নাই; তারা হাবার মত ভয়তরাসে, সেই দোষেই তাদের জিহ্বা অসাড় হোয়ে পড়েছে, তাই তারা কথা কোইতে পাচ্ছে না, নচেৎ পণ্ডিতবরের কোন দোষ নাই, তিনি কখনই নষ্টামি কোরে তাদের মন্দ করেন নাই। যদি আল্লার মনে থাকে, আবার কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।

সলিমান শিউরিয়ে উঠে বোল্লে, "আবার! আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ? তত বাড়াবাড়ি কোর্‌বেন না, তাহোলে আপনাকে বিপদে পোড়্‌তে হবে"।

আমি বোল্লেম তুই চাকর বোইতো নোস্‌, তোর অত কথায় কাজ কি? তুই এখন শুয়ে থাক্‌ আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না। সলিমান কোরাণের কতকগুলি টিপ্‌নি লেখা নিয়ে আস্তে আস্তে চোলে গেল, আমি একটা মাদুরের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম, নিদ্রা যাবার জন্যে শুলেমনা, অনুসন্ধানরূপ ইচ্ছাসূত্র আমার মনকে টেনে ধোরে রেখেছিল, যত পেরেছিল টেনে কোসে ধোরে রেখেছিল, তাতে আর কি কোরে ঘুম হয়। আমি যে বিষয় জান্‌বার জন্যে এতকাল

লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছি, সেই চিরবাঞ্ছিত পরিচয় অবগত হোতে পাল্লে, হয়ত আমার অবস্থার বিস্তর পরিবর্ত্তন বিস্তর বৈলক্ষণ্য হোয়ে পোড়্‌বে, হয় তো এক্ষণকার অবস্থার সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রভেদ হোয়ে দাঁড়াবে, হয়তো আমার এই উপস্থিত সাহসবৃত্তি একটী নূতন মূর্ত্তি ধারণ কোর্‌বে, রাজপুত্রের অনুসেবা পরিত্যাগ কোরে হয়ত আমায় আগ্‌রায় ফিরে যেতে হবে। আমার বন্ধু বান্ধব, আমার আত্মীয় স্বজন জীবিত থাক্‌তে পারেন, হয় তো তাঁদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূরদেশে গমন কোত্তে হবে। ভাই ভগিনী, পিতা মাতা, আমায় দেথ্‌বার নিমিত্ত হয়তো পথ চেয়ে আছেন। পিতা মাতা পুত্র বোলে, ভ্রাতা ভগিনী, ভ্রাতাবোলে আমায় সম্ভাষণকোত্তে পারেন। আহা! সেদিন আমার কতই আনন্দের হবে। আমার শুভ অদৃষ্ট প্রসন্ন হোয়ে আমায় অতল অনুসন্ধানরূপ গভীর প্রবাহের মুখে এনে ফেলেছে, আমার শুভগ্রহই পথপ্রদর্শক হোয়ে আমায় সেই অনুসন্ধানের পথে এনে তুলেদিয়েছে। যেরাত্রে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে মন ব্যাকুল হয়, সেরাত্র যেন প্রভাত হয়েও হয় না, কিম্বা কাল প্রভাতে মনের বাসনা পূর্ণ হবে, কি মনের সংশয় দূর হবে বোলে যেরাত্র চিত্ত আনন্দে প্রফুল্লিত হয়, সে রাত্রও যেন অধিক দীর্ঘ বোধ হয়, শেষ যেন হয়েও হয় না। সূর্য্যদেব যখন সরাগে আপনার রক্তিমামূর্ত্তি প্রকাশ কোল্লেন, তাঁর সেই প্রাতঃমূর্ত্তি দর্শন করে কতই আনন্দিত হোলেম, তৎকালীন আহ্লাদে মেতে উঠে আমি যতখানি প্রফুল্ল আমোদে আমোদিত হোলেম, কোন পইবির সে সময় ততখানি হৃষ্টচিত্ত হয়ে তত উল্লাস তত আনন্দ বর্ষণ কোত্তে পারে না, আবার যখন ঐ রবিদেব মন্থরগতিতে আপনার পরিমণ্ডল পরিভ্রমণ কোরে পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হন, তৎকালীন আমার মন যতখানি আহ্লাদরসে প্লাবিত হলো, একজন পেটার্থী মুসলমান রোমজানের উপবাস কোরেও সে সময় ততখানি আহ্লাদ অনুভব কোত্তে পারে

না। তমোময়ী। রজনীর ক্রমিক ঘোরমূর্ত্তি দেখে, গভীর রাত্রিচর দস্যুরা, কুশল হউক, মঙ্গল হউক বোলে যেমন না আহ্লাদ বৃষ্টি করে, রজনী যত ঘোর হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, আমিও তেমনি আহ্লাদ বৃষ্টি কোত্তে লাগ্‌লেম। সলিমান কালিয়া প্লোয়া প্রস্তুত কোরে, কিসে আমি দুগ্রাস খেতে পারি তারি চেষ্টা তারি যত্ন কোত্তে লাগ্‌লো, গোলাপ জল, ভাল ভাল খোস্‌বদার সর্‌বৎ, গোলাপি পানের খিলি, আলবোলা আমার সম্মুখে এনে রেখে দিলে, আমি না আহারি কল্লেম, না পানই খেলেম, না তামাকই খেল্লেম, তাই দেখে সলিমান একান্ত মনে কোল্লে, গণৎকারের মোহিনী মন্ত্রের প্রভাব ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে, তাই আমার আহারাদিতে রুচি প্রবৃত্তি নাই। রাত্রি ক্রমে অধিক হয়ে পড়েছে, আমি শাল জোড়া দিতে বোল্লেম, আমার একান্ত বিশ্বাসী চাকর সেই সলিমান শাল জোড়া যখন আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়, সেই সময় দেখ্‌লেম, তার হাত দুখানি থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপ্‌ছে, এবার আর প্রাক্তের ন্যায় হিতোপদেশের কথা বোলে সে আমায় বিরক্ত কোল্লে না, তার কথায় আমার যে মন ভিজ্‌বে না, সে তা জান্তে পেরেছিল। তা যাই হউক, আমি যখন ঘরে থেকে বেরিয়ে যাই, সলিমান ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো। এখনও বেশী রাত হয় নাই, দ্বিপ্রহর হতে এখনও একঘন্টা বাকী আছে, এই অবকাশে গ্রামের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেম, দেখ্‌লেম স্থানে স্থানে লোক দঙ্গল বেঁধে বোসে গিয়েছে, কথাবার্ত্তা প্রায় কাণে কাণেই ফুস্‌ফাস কোরে চোলেছে। গণৎকার যে প্রতিবাসীদের মনে ত্রাস জন্মিয়ে দিয়েছেন, তাতেকোরে আমি দুঃখিত না হয়ে বরং সন্তুষ্টই হোলেম, মনে বড় আহ্লাদ হলো আজ রাত্রে আমি বই সে কবরস্থানে আর কেহই যাবে না, ভালই হলো, অনেক সময় পাব, আমার জন্মবৃত্তান্তের কথা গুলি ভাল কোরে শুন্তে পাব। সময় নিকট হয়ে এসেছে, যে এক ঘন্টা বাকী ছিল, তাও

শেষ হতে আর বড় বিলম্ব নাই। যতই আমি দৈবজ্ঞের নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌লেম, আমার হৃদয় ততই আহ্লাদে নেচেনেচে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বহুকালের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বোলে, আমার অন্তঃকরণ উল্লাস তরঙ্গে ভাস্‌তে লাগ্‌ল। আমি একমনে চোলেছি, সটান চোলেছি, এমন সময়ে একটী গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি কোরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, সে ব্যক্তি আমার পথ অবরোধ কোল্লে, আমি যাতে কোন মতেই গণৎকারের নিকট না যাই, তাই বিস্তর অনুনয়বিনয় কোরে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌লো। সেব্যক্তি বোল্লে, গণৎকার একটী মহামায়াবী, মায়া বিদ্যার প্রভাবে যা মনে করে তাই কোত্তে পারে, তার গোণাপাড়া সকলি মিথ্যে, তার যত কার্য্য সকলি মায়া, সকলি জাল। আমি তার উপর অত্যন্ত রাগত হলেম, বোল্লেম, তুই কে? পথ ছেড়ে দে! সরে তফাত যা! আমায় দেক্ করিস্‌নে। সে ব্যক্তি বোল্লে, দোহাই আল্লার! মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর, তুমি তোমার বিপদ দেখতে পাচ্ছো না, আর দুপা বাড়িয়েছো কি অমনি,—এই শেষকথাটি বোলতে না বোল্‌তেই, অমনি তখনি একটা ঘোরতর গভীর শব্দ হোয়ে ধরা কম্পিত কোরে তুল্লে, পৃথিবী যেন বজ্র নিনাদের ঘোর পরাক্রম সহ্য কোত্তে না পেরে, অন্তরবিদার হোয়ে, গুমরিয়ে, উঠে ফেটে পোড়ল, আরঙ্গজেবের সমুদয় তোপখানা যেন এককালীন ভীমবিক্রম কোরে, ঘোর ভৈরব শব্দে গর্জ্জন কোরে উঠ্‌ল। তখন কিন্তু নিবিড় মেঘের নীলোদর ভেদ কোরে শশিকান্তির শ্বেতছটা ধরাতলে ভেসে চোলেছে, সেই নির্ম্মল হাস্যমুখী শ্বেত আলোকে দেখ্‌লেম, ভগ্নকবরমন্দিরের গর্ভ থেকে স্থূল জলস্তম্ভের ন্যায় রাশি রাশি ধূম পুঞ্জ নির্গত হোচ্ছে, আবার সেই সময় গ্রামের সমুদায় লোক যুটে চারিদিক থেকে ইট্‌ পাট্‌কেলের বৃষ্টি কোচ্ছিল, ইট্‌পাট্‌কেলের যেন ধারা সম্পাত হোচ্ছিল। আমি যখন গ্রামের দিকে ফিরে এলেম, সেই সময় লোকে আহ্লাদ প্রকাশ কোরে একটা পশুবৎ ঘোর

অসভ্য চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। সবপ্রথম সলিমানের সঙ্গে দেখা হলো, আমি প্রাণেপ্রাণে বেঁচে এসেছি বোলে সে ব্যক্তি প্রাণভোরে আল্লার গুণানুবাদ কোত্তে লাগ্‌লো, সে বোল্লে "নরাধম পাপিষ্ঠ গণকের কুহকজাল থেকে গ্রামের লোক যে পরিত্রাণ পেয়েছে, তারজন্যেও একবার ধন্যবাদ দিয়ে আল্লার মহিমা কীর্ত্তন কোল্লেম"।

আমি বোল্লেম, "কিরে পাজি! তুই কি বোল্‌ছিস্? তুই কি বোল্‌ছিস্ বল্? তোকে তা বোলতেই হবে।" "আঃ হুজুর! সে ব্যক্তি নাই, অনেকক্ষণ হোয়ে গিয়েছে, আমরা তাকে স্বর্গে পাঠিইছি, সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর এক্ষণে যদি তাকে গ্রহণ করেন, তবেই তার পক্ষে মঙ্গল।" তুই কি ভাবের কথা বোল্‌ছিস? তোর ওসব কথার মানে কি? হুজুর! আমি এই কথা বোল্‌ছি, আজ আমি আপনার যে একটী উপকার কোরেছি, তেমন উপকার এপর্য্যন্ত কেউ আপনাকে করে নাই, আজ আমার জন্যেই আপনি বেঁচে গেছেন, নচেৎ আজ আপনার কি দুর্দ্দশাইকি দুর্গতিই না হোতো। আপনি যে মনন কোরে বেরিয়ে ছিলেন, আজ যদি সেই মূর্ত্তিমান মায়াবীরাক্ষসের কাছে গমন কোত্তেন, তবে নাজানি আজ কি সর্ব্বনাশই ঘোট্‌তো, আপনি নষ্ট হোতেন, আপনার দেহ নষ্ট হতো, আপনার প্রাণ নষ্ট হতো, আরও কত কি না হোতো।

আমি বোল্লেম, "নরাধম চণ্ডাল! সে সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ কোথায়? হুজুর! তাকে তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে, তার সেই সাপ, বেজি, আসন, সবশুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। দৈবজ্ঞের অদৃষ্টে যা ঘোটেছে, ঐ কথা শুনেই তা বুঝ্‌তে পাল্লেম, তত্তসাধের, তত যত্নের, বৃত্তান্তগুলি অবগত হবার নিমিত্ত মনে যে চিরবাঞ্ছিত চিরাদৃত অভিলাষ ছিল, সে অভিলাষ এক্ষণে একেবারে চিরবিলুপ্ত হলো, যত পাল্লেম, সলিমানকে যা ইচ্ছা তাই বোলে ঝুড়িঝুড়ি গালাগালি দিতে লাগ্‌লেম,

"তুই বজ্জাত, তুই পাজি, তুই চণ্ডাল, তুই খুনে, তুই ডাকাত," এই সকল দুর্ব্বাক্য বোলে, এছাড়া আরও কত কটূক্তি কোরে রাগ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেম। তখন ঐ হাবা উন্মাদ আমায় বোল্লে, তারই পরামর্শ ক্রমে গ্রামের লোকযুটে একটী নিরীহ নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণনষ্ট কোরেছে।

আমি বোল্লেম, "তোর এ ফাঁপরদালালি কর্‌বার্ কি আবশ্যক ছিল, তুই কেন পরাধিকার চর্চ্চায় হাত দিতে গেলি, তুই দূর হ, তুই কালামুখ্ কর, তুই মহাপাতকী, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়," এই বোলে তারে ধিক্কারের উপর ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেম। আমিতো এখন আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হোয়েছি, বুড়ো পাগল সলিমানের মুখের উপর চোকের উপর জুতো মাত্তেমাত্তে গ্রাম ময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেম, সলিমান মার্ খেয়েখেয়ে শেষে নির্জ্জীব প্রায় হোয়ে পোড়্‌লো। আমি একটা পুষ্করিণীর ধারে গিয়ে বোস্‌লেম, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভেবে মনেমনে কতই আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেম, সলিমান এমন গাধা, হক্ না হক্ আমার পথে কণ্টক দিয়ে দিলে, আমি মৎস্যভঙ্গ হোয়ে পোড়্‌লেম, উপস্থিত বিড়ম্বনা শেল্ হোয়ে আমার হৃদয় ছেদ্ কোত্তে লাগ্‌লো, স্থির শান্ত হোয়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠ্‌লো, যে বিষয় জান্‌বার জন্যে কত বৎসর ধোরে লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছি, সেই বিষয়টী আজ ব্যক্ত হোতে পাত্তো, কিন্তু আমার ভৃত্য সলিমানের অল্পবুদ্ধির দোষে, তার অনধিকার চর্চ্চার দোষে, বিশেষতঃ গ্রামের কতকগুলি ইতর মূর্খ লোকের নিমিত্ত, সে বিষয়টী প্রকাশ হোতে পেলে না, আর যে কখন প্রকাশ হবে, সে আশাও নাই। এই সকল দুঃখ মনে হোয়ে আমার কান্না পেতে লাগ্‌লো, আমি ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তেও লাগ্‌লেম, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উন্মাদের ন্যায় একবার এদিক, একবার সেদিক কোরে ছুটোছুটি কোত্তে লাগ্‌লেম। লোকের ভিড়ে চারিদিক ঠেসে গিয়েছে, তারা মনে

কোল্লে, আমায় দানোয় পেয়েছে, নারকী গণৎকারের মায়াজাল আমায় বেড়ে চেপে ধোরেছে, এই ভেবে তারা এক এক,কোরে সকলেই সোরে পোড়লো, সলিমান আমার ঐরূপ ভাবান্তর দেখে, আপনার ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে তাড়াতাড়ি আগ্‌রার দিকে চোলে গেল, তার পরদিন লোকের মুখে এই কথা শুন্‌তে পেলেম।

পরদিন প্রাতে আমি সেই এককালিন্‌ বিধ্বংসপ্রাপ্ত গোরস্থানটী দেখ্‌তে চোল্লেম, গিয়ে দেখি পাথরের ইট্‌গুলি কৃষ্ণবর্ণ হোয়ে স্থানে স্থানে স্তূপাকার্‌ হোয়েরোয়েছে, পাথরের দেয়ালগুলি ফেটে চৌচির হোয়ে পড়েপড়ে হোয়েছে, যেদিকে চাই সেই দিকে কেবল উজাড় উচ্ছিন্ন দেখ্‌তে পেতে লাগ্‌লেম। একটী লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সেটা কিন্তু আধপাগ্‌লা, বর্ব্বরেরা যে কৌশল কোরে দৈবজ্ঞবরকে নিষ্ঠুর প্রাণে বিনাশ কোরেছে, তার মুখে সে সকল ফেরেবফন্দির কথা শুন্‌তে পেলেম। ঐই স্থানে একটী পাহাড়ের খাত ছিল, গোরস্থানের পশ্চাৎ দিকে অথচ খাতের প্রান্তভাগের উপর ঐ গোরস্থানের পশ্চাৎদিক্‌কার দেওয়াল গেঁথে তোলা হয়। খাতের আশেপাশে বিস্তর ছিদ্র, বিস্তর ফাঁক ছিল, তাই আর বারুদ পুরেদেবার নিমিত্ত গর্ত্ত কোত্তে হয় নাই, যদি গর্ত্ত কোত্তে হতো, তবে গণৎকার মনে অবশ্যই ভয় পাইতেন, তিনি তবে পূর্ব্বাহ্লেই সতর্ক হোতেন। ঐ সকল ছিদ্রের মুখে বারুদ পুরে দিয়ে ঐ বারুদ প্রায় গ্রামের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত লোয়ে যাওয়া হয়, তাতে কোরেই গোরস্থানের ইমারতগুলি ভূমিসাৎ হোয়ে পড়ে। আমার ইচ্ছা ছিল ভগ্নাবশেষগুলি স্থানান্তর কোরে গণৎকারের মৃতদেহটী বার্‌ করি, কিন্তু আর কাহাকেও পেলেন না যে, আমার সঙ্গে যোগাড় দেয়, একটী প্রাণীকেও সে পথ দিয়ে যেতে দেখলেম না, তাই সুতরাং বিমুখ হোয়ে আপনার আড্ডায় ফিরে আস্‌তে হলো, এক্ষণে শোকদুঃখমনস্তাপ আমায় যেন আড়ে আড়ে গ্রাস কোত্তে লাগ্‌লো। অনেকগুলি সন্ধান

অবগত হবার নিমিত্ত অতিশয় উতলা, অতিশয় উচাটন্ হোলেম, আমার মন যেন লালায়িত হোয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। প্রথমতঃ আমার জন্ম বৃত্তান্ত কিম্বা আমার বংশের পরিচয়। দ্বিতীয়তঃ সাদুল্লা খাঁ ব্যক্তিটে কে? সে কেন আমায় পুত্র বোলে সম্বোধন কোত্তো। তৃতীয়, এ সকল গুঢ় বৃত্তান্তের মধ্যে নজফালী খাঁ কি কোরে একজন গণীভূত ব্যক্তি হলো, সে ব্যক্তি কি কোরে আমার বংশাবলী ঘটিত অস্ফুট বৃত্তান্তগুলি অবগত হোয়েছিল? চতুর্থ, যে আংটি তার হাতে আছে দেখে চোলে আসি, সে ব্যক্তি তো তখন মাহিরেদের ভিতর শব হোয়ে পোড়ে ছিল, সে আংটিটী গণৎকারের হস্তগত কি কোরে হলো? পঞ্চম, আমার মনে বেশ প্রতীতি হোয়েছিল, এবার আমার অদৃষ্টের বিষয় অবগত হোতে পার্‌বো, আমার বংশ পরিচয়েরও অন্তর্মর্ম্ম জান্‌তে পারবো। দৈবজ্ঞের মনে ভয় হোয়েছিল যে, অনেক বিপদ অনেক বিঘ্ন আমায় ঘেরে রোয়েছে, তিনি পূর্ব্বাহ্নে সাবধান কোরে দিয়ে আমায় রক্ষা কোত্তে পাত্তেন। এই সকল গুরুতর বৃত্তান্তের মর্ম্মার্থ স্পষ্ট কোরে ব্যাখা করে, এমন লোক আর দ্বিতীয় নাই, বাস্তবিক সে নিগূঢ় কথাগুলি একাল্‌আখেরের মতন তোপের মুখে যেন উড়ে গিয়েছে বোধ কোত্তে হবে। এক্ষণে আবার পূর্ব্বের মত স্থিরশান্ত হোয়ে জয়পুরের যাত্রা কোল্লেম, সঙ্গে দোসর কেউই নেই, হরকরাদের, সোয়ারেদের পূর্ব্বাহ্ণেই সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সুতরাং একাকী রওনা হোয়ে, আমি সেখানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেম। জয়পুরে পৌঁছে শুন্‌লেম, রাজা বনক্রীড়া কোত্তে যাবেন, চিতাবাঘ, কালসার, এই সকল জানোয়ারের কৌতুক দেখ্‌বেন, তারি উদ্যোগ হোচ্ছে। এই মহোৎসবে আমোদআহ্লাদ কর্‌বার্ নিমিত্ত অনেক্‌কেই তাঁর সঙ্গে যেতে অনুমতি কোরেছেন। পরদিন প্রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত্ কোল্লেম, রাজন্‌বর আমায় দেখে চিন্তে পাল্লেন, তাই তাঁর পাশাপাশি হোয়ে যেতে অনুমতি কোল্লেন।

রাজা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তোমার জয়পুরে আসা এইবার নিয়ে তিন-বার হলো, এ যাত্রা কি অভিপ্রায় কোরে আসাহোয়েছে। আমি তাঁকে বারম্বার অবধারিত কোরে বোল্লেম,এবার আস্‌বার নিতান্তই প্রয়োজন হোয়েছে, যদি অনুমতি করেন, সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ কোরে যে কার্য্যের ভার লোয়ে এসেছি তার মর্ম্ম অবগত করাই। রাজা তাতে সম্মত হোয়ে বোল্লেন,আচ্ছা,সেই কথা ভাল। আমরা এক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে কৌতুক ক্ষেত্রে চোল্লেম। সেখানে যেতে না যেতেই চিতাবাঘগুলি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তামাসা দেখাতে লাগ্‌লো, এই সময়ে হঠাৎ একটা কাল্‌সার দেখ্‌তে পেয়ে, চক্ষুর ঠুলি খুলে দিয়ে চিতাবাঘটীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বাঘটী যখন থাবা মেরে মাটীতে বোস্‌লো, একবার এদিক একবার সে-দিক কোরে যখন পুচ্ছ আস্ফালন কোত্তে লাগ্‌লো, আবার যখন শিকারের নিমিত্ত ঘাড়্ ফিরিয়েফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল, তখন তার চোক্‌দিয়ে যেন মূর্ত্তিমান কালাগ্নি ঝলকে ঝলকে উথ্‌লিয়ে পোড়্‌ছিল, সে ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখ্‌তে একটী প্রকাণ্ড তামাসা। ঐ কৃষ্ণসারের প্রতি ব্যাঘ্রটীর যখন দৃষ্টিপাত হোলো, তখন তার ভাবভঙ্গি দেখে আমাদের অল্প আমোদ হোচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কারুরি কথা কইবার, কি নোড়ে বস্‌বার অনুমতি ছিলনা। যে দিকে গেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়, চিতাবাঘটী সেইদিকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়েদিয়ে যেতে লাগ্‌লো। প্রথমতঃ অনেক অন্তরে থেকে একটী চক্র দিলে, শেষে অল্প অল্প কোরে ক্রমেক্রমে শিকারটীর নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো, যদি কখন কাল্‌সারটী ঘাড়্ উঁচু কোরে চেয়ে দেখেছে, ব্যাঘ্রটী অমনি একটী ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে প্রবেশ কোরে তার মধ্যে শরীরটি লুকাতে লাগ্‌লো, তাই দেখে রাজার মনে অতিশয় আনন্দ হোলো,চরমে কিফল দাঁড়াবে, সেই কৌতুক দেখ্‌বার নিমিত্ত সকলেই উতলা হোলো। ব্যাঘ্রটী যেমন কৃষ্ণসারের প্রতি লক্ষ্য কোচ্ছিল, তার চাল্ চলনের প্রতি

সে যেমন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌ছিল, আমরাও তেমনি ব্যগ্র হোয়ে ব্যাঘ্রটীর গতিপ্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলেম। রাজা বোল্লেন, তবে আর কি, কৃষ্ণসার এখনও তার বিপদ বুঝ্‌তে পারিনি, তাই অসংশয় মনে চারি দিকে চোরে খেয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার আর রক্ষা নাই, ঐ দেখ চিতাবাঘটী ঝোপ্ আশ্রয় কোরেছে, ঐ ঝোপের পশ্চাদ্দিক থেকে লম্ফ প্রদান কোর্‌বে, তাই আস্ফালন কোরে ল্যাজের ঝাপ্‌টা মাচ্ছে। এই কথা বোল্‌তে না বোল্‌তেই ব্যাঘ্রটী লম্ফ প্রদান কোল্লে, কিন্তু কি আক্ষেপ! লম্ফটী ব্যর্থ হলো, কৃষ্ণসারের উপর আক্রমণ কোত্তে পাল্লে না, আমরা মনে কোরেছিলাম, এবার তার আয়ু নিতান্ত শেষ হোয়েছে, ব্যাঘ্রটী মৃত্যুবাণ হোয়ে তার রক্ত পান কোর্‌বে, কিন্তু কাল্‌সারটী সেই সময় একটী লাফ দিয়ে ঠিক্‌রিয়ে গিয়ে তফাতে পোড়্‌লো, তাই সে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পাল্লে, ঠিক্‌রিয়ে পোড়েই সুমুখের ময়দানের দিকে নক্ষত্র বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌লো, শেষে কোথায় পালালো আর তাকে দেখা গেলনা। ব্যাঘ্রটীকে ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে আন্‌বার নিমিত্ত ডুরিওয়ালারা কাঁচা মাংস নিয়ে চারি দিকে দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগ্‌লো, ব্যাঘ্রটী তখন সংক্ষুব্ধ গভীর অম্বুরাশির ন্যায় গুমরিয়ে গুমরিয়ে গর্জ্জিয়ে উঠে মহা আস্ফালন কোচ্ছিল, পুচ্ছটী পেছনের দুখানি পায়ের ভিতর থেকে ঝুলে পোড়েছে, শিকার কোত্তে পাল্লেনা বোলে, লজ্জায় যেন ঢেকে রেখেছে! আজ্‌কার কৌতুকর নিমিত্ত এবাঘ আর কোন কর্ম্মেরি হবে না, তার লম্ফ প্রদান করা যদি একবার নিস্ফল হোয়ে পড়ে, তবে সে দিন আর শিকার কোত্তে কখনই তার প্রবৃত্তি হবে না, কখন কখন সপ্তাহ না গেলে সে তার পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হয় না। একটুক পরেই আর একটী কৃষ্ণসার ময়দানের মধ্যে চোরে বেড়াচ্ছে দেখ্‌তে পেলেম, একটী কন্টকময় ঝোপের পাশে পাশে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে পূর্ব্বেই তাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, রাজনবর ইঙ্গিত কোত্তেই, দোসরা

একটী চিতাবাঘকে চক্ষের ঠুলি খুলে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো! আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, রৌদ্রে পাষাণ ফেটে যাচ্ছে, তাই এ ব্যাঘ্রটী নিতান্ত অকর্ম্মা হোয়ে পোড়্‌লো, শিকার কোত্তে তার প্রবৃত্তিই হলোনা, তত অসহ্য গ্রীষ্মের তাড়নায় হাঁসফাঁস কোত্তে লাগ্‌লো, ঘাড় ফিরিয়ে চারি দিকে চেয়েচেয়েও দেখ্‌ছিল, তাতে স্পষ্ট বোধ হলো, একটী শীতল ছায়া পেলেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় লয়। কোথায় বৃক্ষের ছায়া পোড়েছে, তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত তার উগ্রবৎবন্যচক্ষুদুটী ময়দানের চারিদিকে দৃষ্টি পাত কোচ্ছিল, ঐ সময় একটী শিকারের প্রতি তার লক্ষ্য হলো, শিকার করাই ব্যাঘ্রের অভ্যাস, তাই পূর্ব্বকার ব্যাঘ্রের মত দূর থেকে মস্ত একটা চক্র দিয়ে থাবা গেড়ে বোসে পোড়লো, সেই মনোহর কৃষ্ণসারটী যেস্থানে চোরে বেড়াচ্ছিল, ব্যাঘ্রটী সেইখানে ক্রমেক্রমে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। শুন্‌লেম প্রথমটীর অপেক্ষা এব্যাঘ্রটী, বয়সেও বড়, চতুরতায়ও বড়, তাই সকলে মনে কোল্লে এবার আর শিকারটী মুখে থেকে ফোস্‌কে যাবে না, বিশেষতঃ এবাঘটী আজ তামাম দিন পেট ভোরে খেতে পায়নি, উদরাগ্নির জ্বালাতে তাকে আজ শিকার কোত্তেই হবে। আমরা পরস্পর বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লেম, এবার আর এ কৃষ্ণসারটী পালিয়ে বাঁচতে পার্‌বেনা, আমাদের সে অনুমান অযথা হয় নাই, ব্যাঘ্রটী কালের স্বরূপ হোয়ে একটা দুরন্ত লম্ফ প্রদান কোল্লে, দুর্ভাগ্য হরিণটী জীবনে হতাশ হোয়ে একটী ঘোর মর্ম্মান্তিক চীৎকার কোরে উঠ্‌ল, ঐ নির্ঘাৎ চীৎকারই বোলেদিলে, এবারকার আড়ম্বর নিস্ফল হয় নাই।

ব্যাঘ্রটী যত পাল্লে গলায় গলায় রক্ত পান কোল্লে, উদর জ্বালা যতক্ষণ শান্ত না হোয়েছিল, তার সুমুখে এগিয়ে যেতে কাহারও সাহস হোলোনা। আমি মনে কোল্লেম, কৌতুক দেখ্‌তেই তো অনেক সময় কেটে গেল, তাঁর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করি কখন। রাজা অদ্যকার বনক্রীড়ায় অতিশয় প্রফুল্লিত হোয়েছেন, তাঁর পারিষদেরা

আগে আগে চোলেছে,আমরা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছি,সকলেই গৃহাভিমুখে.চোলেছি। যেতে যেতে ভাবতেলাগ্লেম, রাজা হওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু একটী বড় অসুখের বিষয়ও আছে, যে রাজার উপর প্রজারা কখনই সন্তুষ্ট নয়, সে রাজার রাজত্ব কখন্ থাকে, কখন্ যায়, তার স্থিরতা নাই, প্রজারা তাঁর পদচ্যুত কর্বার্ নিমিত্ত লালায়িত হোয়ে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই সিংহাসন কেড়ে নিতে ত্রুটি করেনা। আমার মনে কিন্তু এই একটা অভিমান ছিল, আমি যদি কখন তত বড় পরাক্রান্ত রাজ পদে অভিষিক্ত হই, প্রজাদের সুখ সৌভাগ্য আমার জপমালা হবে, কিসে তারা সচ্ছন্দে, কিসে তারা আনন্দে থাক্‌বে, কিসে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বান্ধবতা হোয়ে স্নেহডুরিতে আমায় বেড় দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বে, আমি তারি যত্ন তারি চেষ্টা কোত্তেম। যতজন রাজারাজড়া আছেন, তার মধ্যে জয়পুরের রাজা সকলের অপেক্ষা সুখী বোধ হোলো। যদি প্রজার কাছে তত প্রিয় না হউন, কিন্তু তাঁর তুল্য মান সম্ভ্রম আর কারুরি ছিলনা। জয়পুরের রাজা যেমন বিনয়ী, যেমন নম্র, মোগল বাদশারাও তেমন নন, অথচ আবার সকল বিষয়ে এরাজার যেরূপ আঁটাআঁটি যেরূপ কড়াক্কড়ি, অন্য কোন রাজারই সেরূপ শক্তাশক্তি সেরূপ আঁটসাঁট ছিলনা। জয়পুরের রাজা কখন কাহাকেও অপমান কোত্তেননা, কি অপমানের কথাও বোল্‌তেন্‌না। মন্ত্রিবর্ আমির্‌খাঁ সমাদর পূর্ব্বক আমার সম্বর্দ্ধনা কোল্লেন, সম্বর্দ্ধনা কোরে বোল্লেন, আপনার কিজন্যে আগমন হোয়েছে সেই কথা শুন্‌তে রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বোল্লেম,আপনার তুল্য উপযুক্ত পাত্রের নিকট সেকথা বোল্‌তে কোন বাধা নাই, সৌভাগ্য ক্রমে আপনার সদৃশ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎ হোলো, এই আমার পরম লাভ। আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম, উজির বড় আত্মা ভিমানি, তাতে কোরেই ততস্তুতি বাক্য, তত সভ্যতা ব্যবহার, তাঁর

পক্ষে অমাদরের হোলোনা। আমি বোল্লেম, আরঙ্গজেবের যে উপকার কোরেছে, রাজপুত্র তারি শত্রু হোয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার সাক্ষি দেখুন ঝীহনখাঁ, সে ব্যক্তির প্রতি আরঙ্গজেব চণ্ডালের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরেছেন। এই সকল কথা বোলে আরঙ্গজেব যে উপকার স্বীকার করেন্না, বরং যে তাঁর উপকার করে, উল্‌টে তারি আবার অনিষ্ট কোরে থাকেন, সেই কথা প্রতিপন্ন কর্‌বার নিমিত্ত, অনেক লতাপাতা কেটে, দিব্য পরিপাটী কোরে, রাজপুত্রের কৃতঘ্নতা চিত্রিত কোল্লেম, চিত্রিত কোরে বোল্লেম, ঐ উপকার-ঘাতক রাজপুত্রকে পদচ্যুত কোত্তে হবে, তাই মহারাজের সহায়তা প্রার্থনা কোত্তে এসেছি। উজির্‌বর্ আমার মুখে ঐ কথা শুনে হাস্য সংবরণ কোত্তে পাল্লেননা, তিনি একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, আপনি যখন যে পক্ষে হন, সেই পক্ষেই মহা উৎসাহী দেখ্‌তে পাই, তাই আমি হেঁসেছি, আপনি ক্ষুন্ন হবেন্না। "যখন যে পক্ষ," একথা বল্‌বার তাৎপর্য্য এই, প্রথমতঃ দারা ও আমীর্‌জেমলার পক্ষ হোয়ে আমাদের এখানে শুভাগমন করেন, আমীরজেম্‌লা তখন আরঙ্গজেবের অনুসেবায় নিযুক্ত, এক্ষণে আবার রাজপুত্র সুলতান্ মামুদের পরম মিত্র হোয়ে, তার দৌত্যভার লয়ে এসেছেন। শাজাহান বাদ্‌শাহের পক্ষ একান্ত উৎসাহী দেখ্‌তে পাচ্ছি, বৃদ্ধ বাদশাহের প্রতি যে নিতান্ত কুব্যবহার হোয়েছে, সে কথা আমি স্বীকার করি, বাস্তবিক্ সে সব্‌ই সত্য। আমি বোল্লেম, আমার কোন অপরাধ নাই, রাজপুত্রের মধ্যে একটী অতি নিষ্ঠুর, আর একটী অতি অধম, অতি জঘন্য, অতি অকৃতজ্ঞ। উজির্ বোল্লেন, তাই বটে, তা ভালই কোরেছেন, যার জন্যে যা কোরেছেন, আমি কিছু সে কথা বিশেষ কোরে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিনা, যেটা ঘোটেছে তাই বোল্লেম, রাজা শুনেও অল্প তামাসা মনে কোর্‌বেন না। আমীরখাঁর মুখে শেষের কথাটী শুনে মনে মনে কিঞ্চিৎ বেজার হোলেম, আমি যে ক্ষুন্ন হোয়েছি আমীরখাঁ

সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাই তিনি ওকথা উল্‌টে দিয়ে অন্য কথা এনে ফেল্লেন। আমি বড় বীর আমার বড় সাহস, আমার বড় উৎসাহ, সেই সকল গৌরবই অধিক কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি বোল্লেম, হুজুর! রাজপুত্র সুলতান মামুদের কাছে গিয়ে আমি কি বোল্‌বো? আপনি কি সাহায্য কোর্‌বেন? মন্ত্রিবর বোল্লেন, বিষয়কর্ম্মের কথা পোড়্‌লেই বিষয় কর্ম্মেরমত কথা কোইতে হয়, তাতে চক্ষু লজ্জা কোল্লে চলেনা, আমি আপনাকে স্পষ্ট পরিস্কার কথাই বোল্‌ছি শুনুন্‌, যে কার্য্যের পরিণামে নৈরাশ হবার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্য্যে সহায়তা কোত্তে আমি রাজাকে পরামর্শ দিতে পার্‌বোনা, শুধু তা নয়, তার পর শুনুন, সুল্‌তান মামুদ যেরূপ অপ্রাজ্ঞ অনাবধান, তাঁর যেরূপ ব্যস্তস্বভাব, তিনি যেরূপ অপরিণামদর্শী, তাতে কোরে কিছুকাল তাঁকে বিজ্ঞতা প্রাজ্ঞতা শিক্ষা করা আবশ্যক. তাঁর পিতার সমুদয় বেইমানি দোষ, সমুদায় নেমোক্‌হারামি দোষ তাঁতে বর্ত্তিয়েছে, তদ্ভিন্ন এক্ষণে আরঙ্গজেবের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব চোলেছে, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকার কুমন্ত্রণার চক্র না করি. তবে বোধ হয় সে সদ্ভাব হঠাৎ ভঙ্গ হবে না।

আমি বোল্লেম, আপনার এ আপত্তি যে প্রাজ্ঞের মত বিচার সঙ্গত, সে কথা আমি অস্বীকার কোত্তে পারিনা, তবে, যে কার্য্যের ভার নিয়ে এসেছি, আমি যদি তা প্রতুল্‌ কোরে না তুল্‌তে পারি. তাতে কোরে আমায় দুঃখিত হোতে হবে বটে, কিন্তু চেষ্টার তো ক্রটি কোল্লেম না, তাই ভেবেই সন্তুষ্ট থাক্‌বো।

মন্ত্রিবর বোল্লেন, তা নয়, আমার কথা কিছু আইন্‌ নয় যে অকাট্য হবে, পরামর্শ দিলেই যে রাজা গ্রহণ কোর্‌বেন তাও কোর্‌বেন না। আপনার কথা রাজার কাছে উপস্থিত কোর্‌বো, তাঁর কি রায় শুনতেই পাবেন, আমি তাতে কোন কথাই বোল্‌বোনা।

মন্ত্রিবরের যে কথা সেই কাজ। আমায় লয়ে রাজার কাছে উপস্থিত

কোল্লেন, রাজা তখন খাস্ কাম্‌রায় বোসে আছেন, আমি সুল্‌তান মামুদের পত্রখানি ধোরে দিলেম, পত্রখানি পড়্‌বার অগ্রেই আমি যে অভিপ্রায়ে রাজদর্শন কোত্তে এসেছি, চতুর মন্ত্রিবর সেই মর্ম্মকথাটী রাজাকে মুখে অবগত করালেন, অবগত কোরিয়ে পত্রখানি খুলে পোড়্‌তে বোল্লেন। রাজা তাঁর প্রার্থনায় সম্মত হবেন বোলে, সুল্‌তান মামুদ্ প্রবৃত্তি দেবার নিমিত্ত অবশ্যই প্রলোভের কথা লিখে থাক্‌বেন, সে কিরূপ প্রলোভ, পত্রখানি খুলে সেই বিষয় দেখ্‌তে বোল্লেন। পত্রখানি পড়া শেষ হোয়ে গেলে, রাজা বোল্লেন, অঙ্গীকার কর্‌বার সময় বাদশাজাদাদের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, তাই কথায় কথায় লম্বালম্বা আশা দেখিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে এনে তুলে দেন, তবে কথা এই, বাদশাহপুত্র যে বিষয়ের অঙ্গীকার কোরে পাঠিয়েছেন, গত রাত্রে আমিও সেই বিষয়টী স্বপ্নে দেখেছি, ঐটী বড় অদ্ভুত আশ্চর্য্য। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কোরে একথার জবাব দিতে পারি না, আগে একটু ধীরসুস্থির হোয়ে বিবেচনা কোরে দেখি, তারপর যা হয় বোল্‌বো। অল্‌নসরমস্তককে একথা জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে, তাঁর কি মত শোনা যাক। অল্‌নসরমস্তক একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ দৈবজ্ঞ, এক্ষণে তাঁর তুল্য প্রবীণ লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্ত্রিবর! তাকে একবার ডেকে পাঠাও।

"মন্ত্রিবর বোল্লেন, হুজুর! সকলি বিস্মৃত হয়েছেন, সে ব্যক্তি যে মহারাজের নিকটে বিদায় হোয়ে আগ্‌রায় চোলে গিয়েছেন"।

রাজা বোল্লেন, "তবে আগরাতেই লোক পাঠিয়ে দাও, তাঁকে একবার সঙ্গে কোরেই নিয়ে আসুক"।

আমি বোল্লেম, হুজুর! যদি মাপ হয় তো বলি; মহারাজ যাঁর তত গৌরব কোচ্ছেন, সে ব্যক্তি তো দেখ্‌তে খর্ব্বাকার? প্রাজ্ঞের মত সফেদ্ দাড়ি আছে, কপালটা উঁচু, যেন ঠেলেবেরিয়েছে, মাথায় একটা আর্‌মানি ধরণের কাল মখ্‌মলের টুপি, সেই ব্যক্তি তো?

রাজা বোল্লেন, হাঁ, সেই ব্যক্তি, পথে বুঝি তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হোয়েছে। আমি বোল্লেম, সাক্ষাৎ হোয়েছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আচার্য্য মৃতের দলে পরিগণিত হোয়েছেন।

রাজা বোল্লেন, "কি! আল্‌নসরের কাল হোয়েছে! তিনি মরেন নি, বেঁচে আছেন, একথা আমায় যে শোনাতে পার্‌বে, তাকে আমি লক্ষ টাকা বক্‌সিস কোর্‌বো, আচার্য্য যখন এখানথেকে চোলে যান, তখন তো তাঁর কোন অসুখই ছিল না, তখন তাঁর বুদ্ধিবিবেচনারও বৈলক্ষণ্য হয় নাই, তবে কেন হঠাৎ মৃত্যু হলো।" যেরূপে দৈবজ্ঞের জীবন অবসান হয়, সেই দুঃখের বৃত্তান্তটী রাজাকে অবগত করালেম, রাজা শুনে ক্রোধে অগ্নি অবতার হোলেন, মহারাজ চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, দেওয়ালার কতকগুলি পশুবৎপাষণ্ড চোয়াড় তাঁকে বারুদ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে! নিষ্ঠুর চণ্ডালেরা দৈবজ্ঞবরকে একপ্রকার তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে! আমি তো বেঁচে আছি, এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার প্রতিফল পাবেই পাবে, আমীর খাঁ! ঐ গ্রামের অভাবত কুড়িজন পাষণ্ডের মাথা আমায় এনে দাও"।

উজির বোল্লেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ! সম্প্রতি কিন্তু সন্ধি হোয়ে সে গ্রামটী ঠাকুর জোয়াল্‌সিংহের অধিকারভুক্ত হোয়েছে, জোয়াল্‌সিং-হকে এ সময় অবমাননা কোল্লে প্রাজ্ঞের মত কাজ হবে না"। রাজা বোল্লেন, সেকথা সত্য, পাষণ্ড চোয়াড়দের অদৃষ্ট ভাল, তাই এ যাত্রা আমার হাতথেকে বেঁচে গেল। আমীর খাঁ! আমি তোমায় আজ্ঞা কচ্চি, জোয়াল সিংহকে একখানি পত্রে লিখে পাঠাও, একাজ অতি অন্যায় অতি গর্হিত হোয়েছে, ঐ কথা লিখে বিচারের প্রার্থনা জা-নাও।

উজির বুকের উপর কোণাকুণি হাত বেঁধে অতি নত হোয়ে রা-

আজ্ঞা শিরে বহন কোল্লেন, রাজা আচার্য্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত শুনে যারপর-নাই অতিশয় কাতর হোলেন, তাই সেদিনকার মতন আমাদের কথা-বার্ত্তা বন্ধ হলো, আমারা চোলে এলেম, আমি আমার স্থানে গেলেম, উজির জোয়ালসিংহ ঠাকুরকে পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেন, ঐ পত্রের উত্তর এসে পৌঁছিলে, রাজা আমায় পুনরায় ডেকে পাঠাবেন, উজির আমায় এই কথা অবধারিত কোরে বোল্লেন। এই অবকাশে আমার প্রাণপ্রমিতা দেলযানের পবিত্র কবরটী চোক্ষে দর্শন কোল্লেম, যুবতীকে উদ্ধার কোত্তে গিয়ে, যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দর্শন অবলোকন কোত্তে হোয়েছিল, কবরটী দর্শন কোরে সেই নির্দয় ঘটনাগুলি একটী একটী কোরে স্মরণ পথে সমুদিত হোয়ে আমার হৃদয় কম্পিত কোরে তুল্লে, তাই মনের বেগ সম্বরণ কোত্তে না পেরে, কবরের উপর দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছেড়ে কাঁদতে লাগ্‌লেম, বোধ হয় আমি অনেকক্ষণ ধোরে কেঁদে ছিলেম, কেননা আমি যখন পুরাতন জয়পুরের সরাইয়েতে ফিরে এলেম, তখন প্রায় অন্ধকার হোয়ে এসেছে, এসে দেখি অনেকগুলি রাহাগির রাত্রের মতন আহারাদি কোরে মাদুর বিছিয়ে বোসে আছে। আল্লা মঙ্গল করুন, এই বিনয় বাক্য বোলে, অভিনত হোয়ে আমি তাদের সেলাম কোল্লেম, তারাও আমায় ভদ্রতা পূর্ব্বক একটী পাল্‌টা সেলাম কোল্লে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লে "কি আশ্চর্য্য! যে চাকরটী ভয়ে থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপছিল দেখ্‌লেম, তাদের মুনিব কোথায় গেল"? আর এক ব্যক্তি বোল্লে, "হয়ত সে ব্যক্তি বৃদ্ধ জাদুকরের মায়ামন্ত্রের প্রভাবে পুড়ে ভস্ম হোয়ে গিয়েছে"।

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "দোহাই আল্লার! সেই দিগ্‌ভ্রান্ত, মতি-চ্ছন্ন চাকরটীর মুখে যখন শুন্‌লেম, গ্রামের সমুদায় লোক যুটে সেই বুড়োভণ্ডকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে, বাড়িশুদ্ধ রসাতলশায়ী কোরে দিয়েছে, শুনে আমি কতই হাঁসলেম"।

চতুর্থ ব্যক্তি বোল্লে, "সে ব্যক্তি কি মজারি দৈবজ্ঞ! পরের অদৃষ্ট গুনতে বেশ পটু ছিল, কিন্তু নিজের বেলায় আঙ্গুল ফোসকে যেতো। যে ব্যক্তি নিজের অদৃষ্ট গুনতে জানে না, সে আবার পরের অদৃষ্ট কোন্ মুখে গুনতে যায়, এমন তো বেহায়াও দেখিনি, আমার তো বিবেচনা হয়, সে ধূর্ত্ত বেটার উপযুক্ত শাস্তিই হোয়েছে"।

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, এখানকার মহারাজের নাকি ঐ দৈবজ্ঞের প্রতি বড় শ্রদ্ধা ছিল। অপর একব্যক্তি বোল্লে, তা হবে, একথা বিচিত্র কি, হয়ত একটা যৎসামান্য বিষয় দৈবাৎ বোলতে পেরেছিল, তাই সভাস্থ লোক মনে কোরেছে, তার মতন তালেবর আর কেউ দুনিয়াতে নাই।

আমি বোল্লেম, আমিও তাঁকে বিজ্ঞ বোলে জানতেম। ঐ কথা শুনে সকলে আমার দিকে ফিরে বোসলো।

একটী রাহাগির জিজ্ঞাসা কোল্লে, দোস্ত! তুমি কি সে বৃদ্ধটীকে কখন চক্ষে দেখেছ? আমি বোল্লেম, হাঁ, দেখেছি। একটীবার মাত্র দেখা হয়। আর একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে আনন্দ লাভ কোর্ত্তেম, কিন্তু দেওয়ালার পশুবৎ পাষণ্ড অবতারদের নিমিত্ত সেটী অদৃষ্টে ঘটে উঠ্‌লোনা।

প্রথম বক্তা বোল্লে, আমরা শুনেছি, তিনি বৃদ্ধঅঙ্গুলির চেয়ে উচঁ ছিলেন না, সে কথা কি সত্য?

আমি বোল্লেম, দোস্ত সকল! সে সর্ব্বৈব মিথ্যা, যাঁরা একথা বোলেছেন, হয় তাঁরা রহস্য কোরে বোলেছেন, নয় ত্রাসে তাঁদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই বুদ্ধির ঠিক ছিল না। যে প্রাজ্ঞবরের প্রসঙ্গ হোচ্চে, তিনি আকার প্রকারে প্রায় আমাদেরি মতন, তবে কিঞ্চিৎ মাথায় খাট-ছিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। প্রকাণ্ড দাড়ি ছিল, তিনি অতি সুধীর অতি সুশান্ত ছিলেন, তাঁর স্বভাবও অতি পবিত্র ছিলো, তেমন আপনারা কখন দেখেন নি।

ঐ কথা শুনে পান্থেরা বোলে উঠ্‌লো, হা বারিক্ আল্লা! তবে কি অলীক কথাই আমাদের গলার ভিতর ঠেসে দিয়ে গিলিয়ে দিয়েছে। তবে কথা কি, ঐ গ্রামের যে তিনটী লোক তাঁর কাছে অদৃষ্টের বিষয় জান্‌তে যায়, তাঁদের নাকি বাকরোধ হোয়েছে, একথাকি সত্য।

আমি বোল্লেম, আমিও সে কথা শুনেছি, দুর্ভাগ্য মহাপুরুষের অপমৃত্যু হবার কারণই সেই। যদ্যপিস্যাৎ বাকরোধই হয়ে থাকে, সে দোষ কিন্তু সে মহাপুরুষের নয়, তিনি কেন কুচক্র কুমন্ত্রণা কোরে তাদের বাক্‌পথ অবরোধ কোত্তে যাবেন, তারা বোবা হোলে তাঁর কি লাভ, তবে কথা এই, যারা বোবা হয়েছে, তারা হয় তো হাবার মত বোকা, তাই ত্রাসে তাদের রসনা অবশ হোয়ে পড়েছে।

একটী রাহাগির বোল্লে, ভালো, তাই যেন হলো, যে ব্যক্তিকে দিক্‌-ভুলের ন্যায় ফুল্‌কোচোকো হোয়ে ঘোড়ায় চোড়ে যেতে দেখ্‌লেম, সে আমাদের বোল্লে, সেই দৈবজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎকরা অবধি তার মুনিবের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে, তার চাল চলনও নাকি কেমন এক প্রকার খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া হোয়ে পড়েছে।

আমি অমনি বোলে উঠ্‌লেম, সে বেটা অতি আহাম্মক অতি নাদান, যে উন্মাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল, সে আমারি চাকর, তারি ফাজিলচালাকির দোষেই সেই ভবিষ্যতবক্তার অকালমৃত্যু হোয়েছে সন্দেহ নাই। ঐ কথা বোলে, যে যে ঘটনা হোয়ে ছিল, সমুদায় অবগত করালেম। আমি যে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ কত্তে পেলেম না, সেটা আমার পক্ষে একটি বিড়ম্বনা বোল্‌তে হবে, তাই বিস্তর দুঃখ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেম।

আর একটী রাহাগির বোল্লে, এটা দুঃখের বিষয় বটে, এতে কার্ না রাগ হয়, কিন্তু আমার মনে এই ভয় হোচ্ছে, তোমার চাকর যেরূপ গোঁয়ারতামি কোরেছে, সে ভোগাভোগ হয় তো তোমাকেই বা ভুগতে

হয়। আপনি নিশ্চয় জানবেন, গ্রামের লোকেরা সকল দোষ চাকরের স্কন্ধে দিয়ে আপনারা অন্তর হোয়ে দাঁড়াবে, রাজা শুনে মনে কোর্বেন তুমিও তার চক্রের মধ্যে লিপ্তছিলে, তোমাকে তিনি দোষী কোর্বেন।

আমি বোল্লেম, তা হলে অবিচার হয়, আমি যত অপরাধী গুরু-দেবই তা জানেন, আমিতো তাঁরে গুরু বোলেই জাস্তেম, তাঁর আদেশ গুলিও গুরুবাক্যের ন্যায় শিরে বহন কোরেছি, আমি কখনই তাঁর মৃত্যু কামনা করি নাই, আল্লা তার সাক্ষী আছেন। রাহাগির বোল্লে, সে সবই সত্য বটে, কিন্তু চাকরের অসৎ আচরণের নিমিত্ত মুনিবেদের প্রায়ই দায়ী হোতে হয়, রাজা তারে জবরদস্তি কোরে দায়ী করেন। যেস্থলে রাজারা কুপিত হন, বিশেষতঃ চাকর যদি গুরুপাপ কোরে উপস্থিত না থাকে, সেস্থলে তাঁদের ক্রোধ প্রায় মুনিবের স্কন্ধেই পতিত হয়, তাই আপনাকে বোল্ছি, আপনি যত শীঘ্র পারেন জয়পুরথেকে প্রস্থান করুন, নচেৎ চাকরের অপরাধের নিমিত্ত রাজার গুরুকোপে পড়ে প্রাণে মারা পোড়বেন।

আমি বোল্লেম, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, নচেৎ আপনার কথা মত এখানথেকে চোলে যেতেম, এক্ষণে তাতো পারি না, সুতরাং রাজার অনুগ্রহের উপর, তাঁর বিচারের উপর, আমায় আত্ম সমা-র্পণ কোত্তেই হোয়েছে, তদ্ভিন্ন আর উপায় কি। রাজার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখাসাক্ষাত হোয়েছে। আমার মুখে এই কথা শুনে রাহাগিরেরা আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্তে লাগ্লো। মনে কোল্লে, তবে আমি একজন মস্ত বড়লোক হব, তার পর তারা কাণেকাণে ফিস্ ফিস্ কোরে কি বলাবলি কোত্তে লাগ্লো, আমি তার এক কথাও শুনতে পেলেম্ না।

এই সময় আমার ছয়জন হর্করা উপস্থিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, চিঠি পত্র লয়ে তাদের কোথাও যেতে হবে কি না। আমি বোল্লেম, না.

কোথাও যেতে হবেনা, তবে একজন কাল প্রাতে আমার কাছে যেন হাজির থাকে। এই আলাপের পর রাহাগিরেরা সকলেই, "হুজুর, খোদাবন্দ, মহারাজ," এইরূপ সম্বোধন কোরে, আমার গৌরব কোত্তে লাগ্‌লো, তাদের মধ্যে একজন রাজদর্‌বারে একটা উপকার কোরে দিবার্‌ নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ জানালে, সে ব্যক্তি অতি কাতর হোয়ে, অতি নম্র হোয়ে, আমার বিস্তর উপাসনা কোত্তে লাগ্‌ল। আমি বোল্লেম, উপকার কোরে দিতে আমি এখুনিই পাত্তেম, তবে কথা কি, আজকাল্‌ একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি, রাজাও এক্ষণে সেই বিষয় লয়ে ভারি আন্দোলন কোচ্ছেন, আপাতত তাঁর আর অন্যদিকে মন নাই, তবে তোমার বিষয়টা কি, একবার শুন্‌তে চাই।

একব্যক্তি বোল্লে, আমরা কাশ্মীরের সওদাগর, বেম্বার্‌ নামে সে দেশে একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে আমাদের বাস্‌, রেশম, শাল, এবং অন্য অন্য বাণিজ্যদ্রব্য লয়ে এদেশ দিয়ে চিরকাল যাতায়াত কোরে থাকি, মাসুল্‌ও যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে থাকি। এক্ষণে মাসুল দপ্তরের দারোগারা বিস্তর মাসুলের দাবি কোচ্ছেন, এটী পূর্ব্ব নিয়মের বহির্ভূত, বিশেষতঃ তত শোষণ কোল্লে আমরা তো একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যাই। বোধ হয় রাজা এ জবর্‌দস্তি কর্‌ আদায়ের বিষয় অবগত নন, এরূপ অন্যায় কর্‌ চাওয়া বোধ হয় তাঁর অনুমতি ক্রমে হোচ্ছেনা, তাই আমাদের ইচ্ছা, যদি এমন কোন বন্ধু পাই, তাঁরে উপলক্ষ কোরে, কার্‌পর্‌দাজের দৌরাত্মের বিষয় রাজদর্‌বারে উপস্থিত করি। আমি বোল্লেম তবে একখানা দর্‌খাস্ত লিখে রাজদর্‌বারে নিয়ে যাও। সওদাগর একটু হেঁসে বোল্লে, হুজুর! দরখাস্ত লিখে দর্‌বার্‌ করা যে কি কষ্ট, কি ব্যয়, তা বুঝি আপনি অবগত নন্‌, আপনারা রাজা রাজড়াদের নিকটে বাস্‌ করেন, প্রজার দুঃখ কি কোরে জান্‌বেন,

দর্‌খাস্ত কোরে রাজাদের কাছে দুঃখ জানানো প্রজার পক্ষে যে, কি দুরূহ কি কঠিন ব্যাপার, আপনি তা চিন্তা কোরেও অনুভব কোত্তে পারেন না। প্রথমতঃ মুন্সির্‌ কাছে যেতে হয়, শুদ্ধ দর্‌খাস্ত লেখাই তাঁর কাজ্‌, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তিনি কেবল রাজার গৌরব, রাজার যশ, রাজার মহিমা কীর্ত্তন কোরে, দর্‌খাস্তের ভূমিকা পত্তন করেন, তার জন্যে প্রতি কথার মূল্য যত দিতে হবে, তা ধরা আছে। তার পর দ্বিতীয় মুন্সির কাছে উপস্থিত হোতে হয়, তিনি দুঃখের সারমর্ম্মটী লিখে দেন, কিন্তু তাঁর দর্‌ বড় চড়া। এই কোত্তেই তো চার দিন কেটে যায়, কষ্ট ও ব্যয় যা হবার তাতো হয়, এতদ্ভিন্ন মুন্সিদের নফর চাকর্‌দেরও দস্তুরি স্বরূপ কিছু কিছু পূজা দিতে হয়, না দিলে রক্ষা নাই, এম্‌নি একটী শক্ত গোড়া দিয়ে মুনিবের কাণভারি কোরে দেয় যে, তাতে কোরে সব পরিশ্রম পণ্ড হোয়ে যায়। এক্ষণে দরখাস্ত পেস্‌ কর্‌বার সময়, এ বড় মহা পাপ, এ বড় কঠিন ব্যাপার, দরজায় পাহারাওয়ালা, চোপ্‌দার জমাদার, তার পর দাওয়ান, নায়েব-দাওয়ান, তার পর স্বয়ং উজির প্রধান, এঁহাদের মধ্যে যাঁর যেরূপ পদ, তাঁর পেট্‌ সেইরূপ মোটা কোত্তে হবে, নচেৎ দর্‌বার্‌ করা চোল্‌বে না, সব ভণ্ডুলি হোয়ে যাবে। তাও যা হোক্‌, যেন খরচপত্র করাই গেল, কিন্তু দর্‌খাস্ত খানি রাজার চক্ষে পড়া না পড়া অদৃষ্টের কথা; অদৃষ্ট ভাল হোলো তো রাজার চক্ষে পোড়্‌লো, নচেৎ কোথায় এক পাশে পোড়ে থাকবে তার ঠিক্‌ নাই, তাই রাজদর্‌বারে তত টাকার তত কষ্টের ঝুঁকিতে না গিয়ে, তার চেয়ে বরং মাস্থল দপ্তরের দারোগারা দুইয়ে নেয় সেও ভাল, তাতে আমরা রাজি আছি, তাতে তত কষ্ট তত ব্যয় হয় না, অথচ আবার শীঘ্র শীঘ্র ছুটিও পাই।

আমি বোল্লেম, রাজদর্‌বার্‌ করা যে মুখের কথা নয়, তা আমি মানি। আমি যদি কোন দেশের রাজা হোতেম্‌, তবে প্রজাদের কথন

কষ্ট পেতে দিতেম না। সওদাগরেরা আপনাদের মধ্যে বোল্‌তে লাগ্‌লো "হুজুর কি বোল্‌ছেন শুন" বাঃ বাঃ, কি এন্‌সাফের কথাই বোল্‌ছেন, চেহারাখানিও যেন আমিরের মতন। লগ্নমত খোসামোদের কথা বোল্লে মত্‌লোব হাঁসিল্ অবশ্যই হয়, মুখে লোকে ঘৃণাই করুক্, আর হত-শ্রদ্ধাই করুক, তোষামোদের তার্ বড় মিষ্ট, সে তার্ কেউ ভুল্‌তে পারে না, তাই আমি সওদাগরেদের পক্ষ হোয়ে রাজদর্‌বার কোত্তে প্রতিশ্রুত হোলেম, তারা আমায় বোঝাবোঝা সাধুবাদ্ মাথায় চাপিয়ে দিতে লাগ্‌লো, স্তব স্তুতি কোরে, কত যে আমার গৌরব বাড়াতে লাগ্‌লো, তা এক মুখে বোলে ফুরুতে পারিনে, শুনে আমার যেন বাক্‌রোধ হোলো। পরদিন প্রাতে উজিরের কাছথেকে একটী হর্‌করা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, উজির আমার সম্বর্দ্ধনা কোরে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন, রাজা একখানি পত্র দুটী আঙ্গুল দিয়ে ধোরে আছেন, আমায় দেখে বোল্লেন, দৈবজ্ঞের নিপাতের নিমিত্ত তোমাকেই বাহবা দেওয়া উচিত।

আমি বোল্লেম, কি! মহারাজ আমি! আল্লা তা না করুন্, দৈবজ্ঞের মৃত্যুর জন্য আমি যত দুঃখিত, বোধ হয় মহারাজ তার অর্দ্ধেকও দুঃখিত হন্‌নি, তাঁর মৃত্যুতে আমার যেন মহাগুরুনিপাত হোয়েছে, আমি তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি কোরেছি। রাজা বোল্লেন, তাঁরে মেরে ফেল্‌বার্ নিমিত্ত তোমার্ চাকর্ কি পরামর্শ দিয়ে গ্রামের লোক্‌কে নাচিয়ে দিইনি? এ কথা সত্য কি মিথ্যা? আমি বোল্লেম, সে কথা খুব্ সত্য, সেই গুরুপাপের নিমিত্ত সে পাষণ্ডকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়েছি, যদি ক্ষমতা থাক্‌তো, তার মাথাটা তখন কেটে ফেলে দিতেম্।

রাজা তখন ভারি রেগেছেন, ঐ কথা শুনে বোল্লেন, এতবড় গুরুতর কার্যটী তোমার অজ্ঞাতে তোমার অমতে কি কোরে হোলো

কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, তোমার যখন এদিকে আসা হয়, তোমার উচিত যথাযোগ্য বেশেলা, তদ্ভিন্ন বিজ্ঞ দেখে কতকগুলি ভালভাল মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে আসা, তাদের উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব থাকাও আবশ্যক। তোমার মতন্ দীন দুঃখী ইতর রাজদূত আমার নিকট কেন পাঠান হয়েছে, এরূপ হীনদশা করে পাঠাবার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, আমি না সে দূতের উপরেই সন্তুষ্ট, না তার আস্‌বার অভিপ্রায় শুনেই সন্তুষ্ট, আমার কথা এই, সুলতান্ মামুদ যদি বারান্তর আমায় অপমান করেন, তবে তাঁর পক্ষে মঙ্গল হবেনা, তাঁর ষড়যন্ত্রের কথা আরঙ্গজেবকে লিখে অবগত করাবো।

রাজার ঐ গুরুক্রোধ দেখে, আমার আর মুখ খুল্‌তে সাহস হোলো না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল দৌত্যকর্ম্মের ভার লয়ে এসেছিলেম, তাতেও যেমন অপদস্থ হয়েছি, এবারও তেমনি অপদস্থ হলেম, তাই আমি অতি বিষণ্ণ, অতি ম্লান হয়ে পান্থালয়ে চোলে এলেম্, সেখানে বন্ধুবান্ধবেরা, বিশেষতঃ মহাজনেরা আমি কতক্ষণে ফিরে যাব বোলে হাঁ কোরে পথচেয়ে দেখছিলেন, আমায় দেখে তাঁরা সকলে একেবারে বোলে উঠলেন, "কিরূপ প্রতুল্ কোরে এলেন্ বলুন্।" আমি মহাজনেদের বিষয় এককালীন্ ভুলেই গেছিলেম, যখন রাজবাটীর সীমা প্রায় ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, তখন তাদের কথা স্মরণ হোলো, যদি পূর্ব্বেও স্মরণ হতো, তথাচ সে কথা উত্থাপন কোত্তে পাত্তেম্ না, রাজার মেজাজ তখন ভাল ছিল না।

আমি বোল্লেম, বন্ধুসকল! বড় আক্ষেপের বিষয়, আমার চাকর সলিমান্‌কে বাহবা দাও, তারি আহাম্মুকির্ জন্য তোমাদের দর্‌বার সুপ্রতুল কোরে তুল্‌তে পাল্লেম না, দৈবজ্ঞের মৃত্যুতে রাজা রেগে আগুন হোয়ে গেছেন, তোমাদের কথা কি, আমার নিজের দর্‌বারও শুন্‌লেন্ না, "শুনতে পার্‌বো না," এই অপমানের কথা বোলে বিদায়

কোরে দিলেন, সে সময় তোমাদের কথা উত্থাপন কোল্লে ধাষ্টামির চূড়ান্ত হোতো, তাতে কোরে তোমাদের পক্ষে হানি ভিন্ন লাভের প্রত্যাশা কিছুই ছিল না। গরিব মহাজনেরা ঐ কথা শুনে মৎস্যভঙ্গের ন্যায় অবসন্ন হোয়ে পড়লো, নৈরাশমেঘে তাদের মুখ চোক্ ঢেকে ফেল্লে, সলিমানকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি কোত্তে লাগ্‌লো, সলিমান তখন আগ্‌বায়, সে যে কি অপকার কোরে গিয়েছে সে তা স্বপ্নেও জানেনা।

২৭ পরিচ্ছেদ।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে। কাল্ কোল্লে এঁড়ে গরু কিনে॥

জয়পুর, নসীরাবাদ, আজমির, নিমাচ্ প্রভৃতি স্থানে যতই পরাঙ্মুখ হই না কেন, অপর অপর রাজা রাজ্ড়ারা, তদ্ভিন্ন বিস্তর ঠাকুর বংশীয়েরা যতদূর সাধ্য রাজপুত্র সুল্তান্ মামুদের সহায়তা কোত্তে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলেন। পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে ধনগড গড়ে রাজপুত্রের নামে চিঠি লিখে ধাউড়ে রওনা কোরে দিলেম, তার পরেই আমিও রওনা হোলেম, আমার সঙ্গে দুইজন মাত্র হর্করা ছিল, নির্ব্বিঘ্নে সেই গুপ্ত উপত্যকায় পৌঁছিলেম, সঙ্কেতকথা উচ্চারণ করায় বখারালীখাঁ কন্দরের মধ্যে আমায় আহ্বান কোল্লেন, তিনি এ পর্য্যন্ত শয্যাগত হয়েই ছিলেন, কলম্‌বেগের সঙ্গে লড়াইয়েতে যে ক্ষত প্রাপ্ত হন্, সে ক্ষত অদ্যাপি সুন্দর রূপে শুষ্ক হয় নাই, আমায় দেখে বোল্লেন, তুমি বেশ সময় এসেছো, অদ্যরাত্রে রাজপুত্রের আস্বার কথা আছে, কোথায় কিরূপ প্রতুল্ কোরে তুল্তে পেরেছো, তুমি আপন মুখেই তাঁকে বোল্তে পার্বে। জয়পুর হাতছাড়া হয়েছে শুনে, রাজপুত্র মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হোয়েছেন, তোমার দোষেই যে হাতছাড়া হোয়েছে, এইটীই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ কলঙ্ক হতে যাতে মুক্ত হতে পার তার চেষ্টা কোরো। রাজার প্রিয়পাত্র দৈবজ্ঞের মৃত্যু, আমার চাকরের মুর্খতা, ইত্যাদি বৃত্তান্ত সকল আনুপূর্ব্বিক সেরসাহেবের নিকট ব্যক্ত কোল্লেম না, ব্যক্ত কর্বার আবশ্যক ছিল না বোলেই তাঁর কাছে সকল

কথা ভেঙ্গে বোল্লেম না। রাজপুত্র কতক্ষণে আস্‌বেন সেই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম, মনে কোল্লেম তাঁর কাছেই একটী একটী কোরে সকল কথাই খুলে বোল্‌বো। রাত্রি যখন দুই প্রহর, সেই সময় সুল্‌তান্‌ মামুদ এসে উপস্থিত হোলেন, আমায় দেখে বেশ সমাদর কোল্লেন, জয়পুরে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই, তার জন্য বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়পুর এবং জয়পুরের নিকটবর্ত্তী যে যে ঘটনা হয়েছিল, সে সমুদায় বৃত্তান্ত রাজপুত্রকে অবগত করালেম, রাজপুত্র শুনে দুর্ভাগ্য সলিমানের উপর ভারি বিরক্তি প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি বোল্লেম, শুদ্ধ তারি দোষে যে সেখানকার যাত্রা নিষ্ফল হয়েছে তা নয়, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বেই মন্ত্রীবর আমীর খাঁ আমায় স্পষ্টই বোলেছিলেন, সাহায্য কোত্তে রাজাকে তিনি কখনই পরামর্শ দেবেন না। রাজপুত্র বোল্লেন, রাজার সেই স্বপ্ন, সেকথা কে বোল্‌তে পারে, সে দৈবজ্ঞ যদি তৎকালীন উপস্থিত থাক্‌তো, সেব্যক্তি সে স্বপ্নের অর্থ কিরূপ সংস্থাপন কোত্তো, তাই বা কে জানে, হয়ত তাঁর ব্যখ্যা কর্‌বার গুণে আমাদের পক্ষে মঙ্গলই হতো, তা হলে রাজা তাঁর উজীরের কথা কখনই শুন্‌তেন না। রাজপুত্র বোল্লেন, সাদক! যে সকল লোক আমাদের অষ্টপ্রহর ঘেরে থাকে, তাদের মুর্খতা দোষে আমাদের বিস্তর প্রমাদ, বিস্তর বিঘ্ন ঘোটে থাকে, তারা যে কখন্‌ কি বিপদ আমাদের স্কন্ধে এনে ফেলে দেয়, সেটী কারুরি জান্‌বার্‌ সাধ্য নাই। যাই হোক্‌, সে জন্য আমাদের ভীত হবার আশ্যক করে না, আমরা এক্ষণে চৌদ্দ হাজার সৈন্য সংগ্রহ কোরেছি, পিতার লস্করের ন্যায় আমরা তত পুষ্ট নই সত্য, কিন্তু তারা যখন গাফিলি হোয়ে বেখবর থাক্‌বে, সেই অসাবধান সময়ে, আমাদের এই অল্প সৈন্য দ্বারাই বৃহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হোতে পার্‌বে। আমি বোল্লেম, সে কথা সত্য, তবে এই মাত্র ভয়, সেই বেখবর সময় খুঁজে পাবোনা, সেটী আমাদের হাতে লাগ্‌বেনা, যে চৌদ্দহাজার

সৈন্যের কথা বোল্‌ছেন, তারা যে সকলেই আমাদের পক্ষ, তাও নয়, অনেকে শুধু কথায়মাত্র বন্ধু, অনেকে আবার তল্‌ওয়ার ধোরেও মিত্রতা সপ্রমাণ কোর্‌বে। বখারালী বোল্লেন, আমার পরামর্শ এই, যেমন রমজান সুরু হবে, সেই সময় আর কাল বিলম্ব না কোরে, একেবারে দিল্লীর কেল্লা দখল কোরে বসা যাবে, আমাদের লস্করেরা কাজে কুড়ে সত্য, কিন্তু মুখবাজী কোত্তে তাদের আলাস্য নাই, হয়ত কোন্ দিন্ কার কাণে তুলে দেবে, অমনি ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পোড়্‌বে, তখন সব এলিয়ে যাবে। রাজপুত্র বোল্লেন, তবে রাজাদের চিঠী লেখা যাক্, তাঁরা যে বিষয় স্বীকার কোরেছেন, তা এক্ষণে পূর্ণ করুন, বিস্তর অনুনয় বিনয় কোরে একথাও লিখে দেওয়া যাক্, তাঁরা যেন যথাসাধ্য গোপনে গোপনে দিল্লীতে লস্কর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সেই খানেই সাক্ষাত কোর্‌বো। দুর্গের ভিতর আমিই সকলের অগ্রে মাথা বাড়িয়ে দেবো, বখারালী! দুর্গ অবরোধ কর্‌বার ভার তোমার উপরেই রোইলো, সাদক! তোমায় কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লার ভিতর প্রবেশ কোত্তে হবে, শাজাহান্ বাদ্‌সাহের কাছে তুমি অপরিচিত নও, তোমায় উপস্থিত দেখ্‌লে তাঁর অনেক সাহস হবে, তাই তোমার অবিচ্ছিন্ন যত্নের উপর তাঁর রাজশরীর সমর্পণ কোল্লেম। যে সকল প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষেরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিজনকেই একটী একটী ভার নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন, এমন কি আমাদের মানস অনায়াসেই পূর্ণ হোতে পুদ্রত্তো, কিন্তু একটী ব্যক্তির জন্যেই সে মানস সুসিদ্ধ হলোনা।

আমি বোল্লেম, কেল্লার ফটক্ তো খোলা পাওয়া যাবে? যে ব্যক্তি খুলে দিতে চেয়েছে, তার কথার উপর তো নির্ভর করা যেতে পারে?

রাজপুত্র বোল্লেন, আমি তো পারি।

আমি আর দ্বিরুক্তি কোল্লেম না, ধর্ম্মঘাতিনী পাপিয়সী, নুর ম-

হলের উপর যখন এতদূর বিশ্বাস করা হোয়েছে, তখন পরিণামে সুপ্রতুল হবার পক্ষে আমার মনে বড় সন্দেহ হতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লেম ভিতরে ভিতরে ভারি একটা দূরভিসন্ধি তার আছেই আছে। নুরমহল ফটক্ খুলে দিতে পারে সত্য, কিন্তু যেমন আমরা কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বো, ঐ ফটক্ অমনি তখনি বন্ধ কোরে দেবে, সে বন্ধ একালে আখেরের মত হবে।

রাজপুতানাথেকে আনুকূল্য পোঁছিয়েছে শুনে, আমরা তখনি কুচ্ কোরে দিল্লীতে চোলে গেলেম। সহরের ভিতর প্রবেশ কোত্তে কেউ আমাদের নিষেধ কোল্লেনা, সুল্‌তান্ মামুদ নাকি সেনাপতি হয়ে আগে আগে চোলেছেন, তাই নগররক্ষকেরা মনে কোল্লে, হয়ত আরঙ্গজেবের অনুমতিই আছে রাজপুত্র সহরের মধ্যে সৈন্য লোয়ে প্রবেশ কোত্তে পার্‌বেন, কি রাজপুত্র বোলে নিষেধ কোত্তে হয়ত তাদের সাহসই হলোনা। ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোরে বখারালী গম্ভীরমূর্ত্তি হোয়ে প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র হোয়ে সার্‌বন্দী খাড়া হোতে হুকুম কোল্লেন, তখন প্রহরীদের মনে সন্দেহ হতে লাগ্‌লো, তারা মনে কোল্লে তবে এরমধ্যে অবশ্যই কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে, তাই তারা তল্‌ওয়ার ছাড়্‌লেনা। আমাদের লোকেরা কিন্তু তাদের হাত থেকে বন্দুক ও তল্‌ওয়ারগুলি মুচ্‌ড়িয়ে কেড়ে নিলে, কেড়ে নিয়ে, তাদের হাতে পায় বেঁধে, প্রহরীদের যার যে ঘর, তারে সেই ঘরে আটক্ কোরে রেখে দেওয়া হল্লো। কেল্লার ফটকের কাছে পৌঁছে বখারালী ঐ ফটকের প্রহরী হোলেন, সুল্‌তান্ মামুদ ঘোড়াথেকে নেবে দরজায় চারবার আঘাত কোল্লেন, ছোটো কাটাদরজা খুলে গিয়ে নুর্‌মহল দর্শন দিলে, দুই লক্ষ টাকা তার হস্তে সমর্পণ করা হল্লো, অমনি বড় ফটক্ খুলে গেল, রাজপুত্র সুলতান মামুদ একশত বলবান লস্কর সঙ্গে লোয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ

কোল্লেন, আমি আর একশত লস্কর লোয়ে কেবল মাত্র তাঁর পশ্চাদ্‌গামী হয়েছি, এমন সময় দেখ্‌লেম নুরমহল কেল্লার ফটক্‌ বন্ধ কোত্তে গোপনে ইঙ্গিত কোল্লে, আমি অম্‌নি দাগাবাজি দাগাবাজি বোলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম, ঐ চীৎকার শুনে রাজপুত্র আর অগ্রসর না হয়ে যদি ফিরে এসে পালিয়ে প্রস্থান করেন্‌তো ভাল হয়, সর্বদিক্‌ রক্ষা পায়, কিন্তু সেটী ঘটে উঠ্‌লোনা, চক্ষের নিমিষেই একটী প্রকাণ্ড বিরাট্‌ ফটক্‌ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আমার পায়ের কাছেই পোড়ে বন্ধ হোলো, রাজপুত্রও অমনি জন্মের মতন আমার দৃষ্টির বহির্ভুত হোলেন, আর এক পা বাড়ালেই সে দুর্জয় বৃহৎ ফটক্‌ চাপা পোড়ে চূর্ণ হয়ে যেতেম, কিম্বা আর চারি পাঁচ পা অগ্রসর হোয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোল্লে নুর্‌মহলের দাগাবাজিফাঁদে গেরেপ্তার হয়ে পোড়্‌তেম, আমার অদৃষ্ট ভাল, তাই তার কাল্‌ ফাঁদ থেকে দৈব বলে উদ্ধার হোলেম। এই সময়ে আরঙ্গজেবের লস্কর পশ্চাদ্দিক্‌ থেকে আমাদের উপর চড়াও কোল্লে, ভয়ঙ্কর কাটাকাটি হতে লাগ্‌লো, রক্তের স্রোত বোয়ে চোল্লো, রজপুতদিগের বীরবিক্রমে কেল্লা থরহরি কম্পিত হলো, জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমায় প্রাণ ওষ্ঠাগত কোত্তে হোয়েছিল। মহাপ্রলয়ের ন্যায় সেই ঘোর কোলাহলের মধ্যে ফটকের মস্তকোপরি, গম্বুজ থেকে একটী কণ্ঠস্বর হেঁকে হেঁকে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "সাদক্‌কে গেরেপ্তার কোরে বন্দী কর"। কাল্‌নাগিনী নুর্‌মহল্‌ যখন ফটক্‌ রুদ্ধ কোত্তে গোপনে ইঙ্গিত করে, সে তখন নিশ্চয় মনে কোরেছিল আমি কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোরেছি, এক্ষণে দেখ্‌লে সেটী তার ভ্রম, তাই আমায় ধর্‌বার্‌ নিমিত্ত পাপিয়সী গর্জ্জিয়ে চীৎকার কোচ্ছিল। আমি যদি বন্দী হই, তবে আর মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই, তাই মরিয়া হোয়ে বিপক্ষের মধ্যে দিয়ে

মহাবেগে বেরিয়ে পোড়্লেম, এর পূর্ব্বে বখারালী সদর ফটক্ অর-ক্ষিত রেখে আমাদের সহায়তা কোত্তে চোলে এসেছিলেন। আমাদের ঘোড়া নাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লড়াই কোত্তে হোচ্ছে, অস্ত্রের মধ্যে কেবল তল্ওয়ার, ঐ তল্ওয়ার সহায় কোরে লড়াই কোত্তে কোত্তে বেরিয়ে পোড়্তে হবে। রাত্র ঘোর অন্ধকারময়, আলোর নাম মাত্র নাই, কে কার্ ঘাড়ে চোট্ মারে তারও ঠিকানা নাই। কেউ কাত্রাচ্ছে, কেউ গোঙ্রাচ্ছে, কেউ আর্ত্তনাদ কোচ্ছে, কেউ শপথ কোরে ফিরেদিবার কোচ্ছে, কেউ অভিসম্পাত্ কোচ্ছে, ত্রিলোক সংহারের ন্যায়, এই সকল ঘোর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদের শব্দ, চারিদিক্ থেকে আমার কর্ণ বধির কোত্তে লাগ্লো, আবার ফটকের মাথার উপর থেকে ঘোর হুঙ্কার শব্দে বোল্তে লাগ্লো "সাদক্কে ধর, বিশ্বাসঘাতক সাদক্কে গেরেপ্তার কর"। ঐ সকল ঘোর আস্ফালন শব্দের তোড়ে অন্য অন্য শব্দ আমার কর্ণ বিবরে প্রবেশ কোত্তে পাচ্ছিলনা, অবশেষে অনেক কষ্টে সেরসাহেব বখারালীকে চিনে বার কোত্তে পাল্লেম, তাঁর স্বর শুনেই চিন্তে পাল্লেম, চেহারা দেখে পাল্লেমনা, তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্তে পেয়েই আমি অমনি "এন্সাফ্" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্লেম, বখারালী গলার আওয়াজে আমায় চিন্তে পেরে বোল্লেন, "সাদক! আমার পাশে পাশে থেকো, তারা কখনই তোমায় গেরেপ্তার কোত্তে পার্বেনা"। এই সময় এক-খানা তল্ওয়ার তাঁর মাথার উপর উঁচিয়ে ধোরেছে, চোট্মারে আর কি, এমন সময় আমি তার হাতের কব্জাটী এক চোটে দুই টুক্রা কোরে ফেল্লেম, নচেৎ সেই চোটেই সেরসাহেবকে সাবাড়্ হোতে হোতো। এই সময় কেল্লার ভিতর বিপক্ষেরা মহা হল্লা কোরে ফটকের দিকে চড়াও কোল্লে, তখন আমরা আরও আসন্ন বিপদ গ্রস্ত হলেম। সেরসাহেব বোল্লেন, সাদক! পালাও পালাও, আর

রক্ষা নাই, থাক্‌লেই মারা পোড়্‌বে। আমরা হন্‌ হন্‌ কোরে বাহিরের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছি, কি শত্রুর, কি মিত্রের, যার তার মৃতদেহের উপর পা হড়্‌কে এক একবার পোড়্‌ছি আবার অমনি উঠ্‌ছি, আবার দৌড়্‌চ্ছি, এই রকম কোরে হাঁপাতে হাঁপাতে সহরের ফটকের কাছে এসে পোড়্‌লেম, আমরা যেন মায়ামন্ত্রের প্রভাবে প্রাণ রক্ষা কোল্লেম, নচেৎ কার্‌ সাধ্য সে কালমশান থেকে প্রাণ লোয়ে সে রাত্রে বেঁচে আসতে পারে! বখারালী পূর্ব্বেই এই ফটকের প্রহরীগুলিকে যার যে ঘরে বন্দী কোরে রেখেছিলেন, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, বখারালীর ঐ কার্য্যটী বিজ্ঞেরমতই হয়েছিল। এক্ষণে ফাকাময়দানে এসে পোড়্‌লেম, আমাদের যেন কেউ পেছন্‌ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেইরূপ মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে হন্‌হন্‌ কোরে দৌড়ে চোলেছি, সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের স্রোত্‌বেয়ে চোলেছে, তার উপর আবার এই পরিশ্রম, আমরা খানিকদূর দৌড়ে ঝিম্‌ ধরা হোয়ে পোড়্‌লেম্‌ এদিকে আবার গেটের আলো, সহর ফটকের আলো দেখা যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে ভয়ে আরও মরিবাঁচি কোরে দৌড়িতে লাগ্‌লেম, কোন্‌দিকে দোড়েচ্ছি তার নিরাকরণ নাই, দৌড়িতে দৌড়িতে খানিক পথে গিয়ে কুকুরের রব্‌ শুন্‌তে পেলেম, তখন নিশ্চয় জান্‌লেম গ্রামের দিকেই চোলেছি। হায়! গ্রামে গিয়েও সুস্থির হতে পার্‌বোনা, চেহারা দেখেই লোকে আমাদের চিন্‌তে পারবে, যেমন না কেউ মৃত্যুপথ পরিহার কোরে অবিঘ্ন পথে গমন করে, সেইরূপ আমারাও ঐ গ্রাম পরিত্যাগ কোরে অন্য দিকে চোল্লেম, আশ্রয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলেছি, কিন্তু সে আশ্রয় কোথাও পেয়ে উঠ্‌ছিনা। বখারালী বোল্লেন, এ কেমন কথা হলো, এ গর্ভপাত হবার তাৎপর্য্য কি? রাজপুত্র কোথায়? আমি একটী মাত্র কথা বোলে সকল কথার উত্তর দিলেম,— “নুর্‌মহল এর মূলাধার”।

কে! সেই কালনাগিণী? সে কি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে?

আমি বোল্লেম, হাঁ, হোয়েছে। যখন শুন্‌লেম, এ দুঃসাহসের মধ্যে সেও একজন চক্রী, তখনিই আমার মনে সন্দেহ হয়েছে, তখনিই ভেবেছি একার্য্য প্রতুল কোরে তোলা যাবে না।

তুমি তবে তাকে পূর্ব্বে জান্‌তে?

আমি বোল্লেম, জান্‌তেম সত্য, হায়! আমার সঙ্গে তার জানা-শুনা না থাকাই ভাল ছিল। বখারালী! সেই পাপীয়সীই আমায় এত কষ্ট দিয়েছে, এত যাতনা দিয়েছে যে, তুমি তা মনেও ভেবে আন্‌তে পার না।

তবে সেই কথা বল, তোমার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল বোধ হয়।

আমি বোল্লেম, না, তার প্রতি বরং আমার দ্বেষ আছে, সেই নিমিত্তই আমার উপর তার তত রাগ, তত আক্রোশ, তত হিংসা, আমি সত্যই বোল্‌ছি, তার বিশ্বাসঘাতিনী হবার তাৎপর্য্য এই যে, আমায় গেরেপ্তার কোরে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে, এইটীই তার মানস, নচেৎ সুল্‌তান মামুদকে কৌশল জালে ফেলে সে যে কিছুলাভ কোর্‌বে, সে অভিপ্রায় তার তত ছিল না, আমায় গেরেপ্তার কর্‌বার্‌ নিমিত্তই সে অতিশয় উতলা হয়েছিল, তাই সে ব্যগ্র হয়ে ফটক বন্ধ কর্‌বার্‌ জন্যে তাড়াতাড়ি সঙ্কেত করে, তার সেই সঙ্কেত আমার পক্ষে শাঁপে বর্‌ হয়েছে, তাই আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলেম। বখারালী সে ফটক চক্ষে দেখেননি, সেই প্রকাণ্ড কাল্‌ফটক্‌ কিরূপ, তাঁকে সেটী বিস্তার কোরে বুঝিয়ে দিয়ে বোল্লেম, হতভাগ্য সুলতান মামুদের সঙ্গে আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে না, জন্মের মতন আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো।

সেরসাহেব বোল্লেন, ভয়ানক কাণ্ড! তিনি হেঁটে গিয়ে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌লেন, এক্ষণে পোস্তার দানামাত্র তাঁর আহার হবে, অবশেষে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে চিররুগ্নের ন্যায় কালযন্ত্রণা পেয়ে

প্রাণত্যাগ কোত্তে হবে, এই বিকটমৃত্যু তাঁকে অপেক্ষা কোরে আছে।

আমি বোল্লেম, তাঁর কি দুরদৃষ্ট! এইরূপেই তাঁর শেষ হবে। এক্ষণে আমরা কোন দিকে যাই।

সেরসাহেব বোল্লেন, ধনগড়গঞ্জের দিকে তো যাওযাই হবে না, শত্রু পক্ষেরা এতক্ষণে দখল কোরে বোসে আছে, তার অপেক্ষা কোন রাজার বা ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করা বরং ভাল, আমাদের নাম ভাঁড়াতে হবে, যে পদে থেকে যেকর্ম্ম কোত্তেম, তাও ভাঁড়াতে হবে।

আমি বোল্লেম, হায়! রাজপুতানায় আর তো আমি মুখ দেখাতে পারবো না, সেখানে গেলে আমার ঘোর বিপদ, যেহেতু উত রজপুতকে তাড়িয়ে নিয়ে আশুমৃত্যুমুখে এনে ফেলে দিইছি।

সেরসাহেব বোল্লেন, সেকথা সত্য বটে, তবে এখন চোলে যাওা যাক্, যেতে যেতে একটা না একটা আশ্রয় পাওয়া যাবেই যাবে। এক্ষণে কিন্তু চোলে যাওয়া সহজ কথা নয়, আমার হস্ত পদ শক্ত হয়ে আসতে লাগলো; ক্রমে অবসন্ন হতে লাগলেম, ক্ষতগুলির জ্বালায় অস্থির হয়ে পোড়লেম, ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগলেম। বখারালীও অবসন্ন হয়ে পোড়লেন, তিনি কলমবেগের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কোরে যে চোট যে ধাক্কা খেয়েছিলেন, সে ধাক্কা থেকে কেবল সম্প্রতিমাত্র সামলিয়ে উঠেছেন, তাই আর তাঁর শরীরে তাদৃশ বল শক্তি ছিল না। প্রভাত হলো হলো বোলে, সেরসাহেবের মনে আরও দুর্জ্জয় ত্রাস হতে লাগলো, পাষণ্ড খুনেদের মনেও রাত্র প্রভাত হলে তত ত্রাস হয় না। আমরা ভাবছি, আরঙ্গজেবের দূত, তাঁর চর, তাঁর লোকজন অবশ্যই চারিদিকে ছুটেছে, তারা আমাদের বেশ চেনে, তাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য, আরঙ্গজেবের হস্তে পোড়লে আমাদের মৃত্যু কেউ রক্ষা কোত্তে পারবে না, তাই প্রাণের ভয়ে আমাদের শরীরে যেন আরও

বল হলো, আমরা মরেপিটে দৌড়িতে লাগলেম, দৌড়িতে দৌড়িতে একটী ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। এই স্থানে বিশ্রাম কর্‌বার্‌ চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ঘোড়ার টাপ্‌ শুন্‌তে পেলেম, আমাদের মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। বখারালী বোল্লেন, বিপক্ষেরা আস্‌ছে, গাছে উঠ্‌তে না পাল্লে আমাদের আর নিস্তার নাই, একবার উঠ্‌তে পাল্লে হয়, তা হলে বৃক্ষের সতেজ শাখাপল্লবের মধ্যে আমাদের শরীর গোপন কোত্তে পার্‌বো। ঐ কথা বোলেই, বখারালী প্রাণপণে গাছের গুঁড়িটী আঁক্‌ড়িয়ে ধোল্লেন, উঠ্‌বার জন্যে দুবার চেষ্টা কোল্লেন, দুবারই হাত ফস্‌কে পোড়ে গেলেন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনাযেতে লাগ্‌লো, আমি নিরুপায় দেখে তল্‌ওয়ার দিয়ে গাছের গায় খাঁজ কেটে গর্ত্ত কোরে দিলেম, ঐ গর্ত্তগুলি ধাপের কার্য্য কোল্লে, বখারালী ঐ ধাপে পা দিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠ্‌লেন, নিকটে একটা ডাল্‌ ছিল, ঐ ডাল্‌ ধোরে একেবারে গাছের মাথায় গিয়ে চোড়ে বোস্‌লেন, আমিও শেষে বিস্তর কষ্টাকষ্টি কোরে, কতক বখারালীর হাত ধোরে গাছের মাথার উপর গিয়ে উঠে বোস্‌লেম! এক্ষণে প্রভাত হয়েছে, তুরুকসহরেরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, কতকগুলি বৃক্ষপত্রের আড়ালমাত্র আমাদের ভরসা।

আমি বোল্লেম, তারা গাছের গায় গর্ত্তগুলি দেখ্‌তে পেয়ে আমাদের সন্ধান পাবে, তবেই জন্মের মত গেছি আর কি।

আমার সহচর বোল্লেন, সেটী আমাদের অদৃষ্ট, গ্রহভাল হয় তো তারা এদিকে আসবে না, কিন্তু দোহাই আল্লার! আমি প্রাণ থাক্‌তে ধরা দেবো না, তারা কখনই আমায় জ্যান্ত ধোরে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

আমি বোল্লেম, আমাকেও পার্‌বে না, হতভাগ্য দারার মতন

যে আমায় সহরের ভিতর দিয়ে লয়ে যাবে, সকলে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌বে আর হাঁস্‌বে, তা তো কখনই হতে দেবোনা, আমায় যে জোর কোরে পোস্তার দানা খাওয়াবে, তাও এ প্রাণ থাক্‌তে কবুল্ কর্‌বো না, তা থেকে তল্‌ওয়ার দিয়ে কেটে ফেলে দেয়, তাও বরং ভাল।

বখারালী বো.ল্লন, চুপ্, চুপ্, আমি তাদের ঘোড়া দেখ্‌তে পেয়েছি, তারা যদি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে ঘোড়া থেকে নাব্‌তে হবে,

তারা তাই কোল্লে, ঘোড়া থেকে নেবে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমরা যে গাছের মাথার উপর বোসে ভয়ে কাঁপ্‌ছিলেম, তারাও সেই গাছের তলায় এসে দাঁড়ালে।

তাদের একজন বোল্লে, অবশ্যই এই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোরেছে, তিনজন তাদের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া যাক্, বাকিদুজন এইখানেই থাকি, কি জানি যদি এখনও পৌঁছিতে না পেরে থাকে, তাও তো হতে পারে, তা যদি হয়, এই দুজন প্রহরী তাদের গেরেপ্তার কোর্‌বে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে, যদি পেরে উঠা যায়, তবে তাদের প্রাণে না মেরে অমনি গেরেপ্তার কোত্তে হবে, আমাদের উপর হুকুমই তাই, সেটা যেন স্মরণ থাকে।

তাদের মধ্যে তিনজন লোক স্বতন্ত্র হয়ে অগ্রসর হলো বাকি দুজন ঐ গাছের তলাতেই দাঁড়িয়ে রইল। এক্ষণে সূর্য্যদেবের আরক্ত মুর্ত্তি দর্শন দিয়েছে, তাঁর তরুণ আভায় ল্যাঙ্গা তল্‌ওয়ার গুলি ঝক্‌ঝক্ কোচ্ছিল। এই দুজনের একজন বোল্লে, সুল্‌তান মামুদের কি ভরসা, তিনি ভারী জাঁহাবাজী দেখিয়েছেন।

তাঁর সহচর বোল্লে, এতো জাঁহাবাজীর কাজ হয় নাই, একাজ গোঁয়ারের মতই হয়েছে।

সে কথা সত্য, গোয়ারতামি যে, তার সন্দেহ কি। কিন্তু জীবা যদি

বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে প্রতারণা না কোত্তো, তা হলে আজ রাজপুত্রের সুপ্রভাত হতো।

হায়, কি তামাসা! সে ছুঁড়ি আপনার দিন গুছিয়ে নিয়েছে, সুলতান্ মামুদ তাকে দুলক্ষ টাকা দিয়ে তাঁর আপনার গারদের ফটক্ আপনিই খুলিয়ে নিয়েছেন, বড তামাসাই হয়েছে! রাজপুত্রকে ধোরিয়ে দিয়েছে, বোলে, আরঙ্গজেব আবার আর এক লক্ষ টাকা ছুঁড়ীকে বক্‌সিস্ কোরেছেন, তবু ছুঁড়ি সন্তুষ্ট হয়নি। সাদক পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে বোলে সে মনে মনে বড় দুঃখিত, আরঙ্গজেবের কাণে নানা কথা তুলে দিয়ে তাঁর মনভারি কোরে দিয়েছে, এক্ষণে সাদক্‌কে গেরেপ্তার কর্‌বার নিমিত্ত রাজপুত্র ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। তবে তাকে গেরেপ্তার কোত্তে পাল্লে আমরা বিলক্ষণ দশটাকার মুখ দেখ্‌তে পাবো। সুলতান্ মামুদ যখন কুচ্ কোরে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় তাঁর পিতার সঙ্গে চোকে চোকে সাক্ষাত হয়, তখন তাঁর মূর্ত্তিখানি ঠাউরে দেখিছিলে কি? খুনে জল্লাদের মূর্ত্তিও তত নিষ্ঠুর তত চোয়াড়ের মতন নহে। জীবার উপর বিশ্বাস করাই তাঁর পাগ্‌লামি হয়েছিল, এ সকল কাজে স্ত্রীলোকেব উপর বিশ্বাস কোত্তেই নাই, বিশেষতঃ তার মত চরিত্রের স্ত্রীলোক কিছু অর্থ পেলেই আপনার পিতাকেও ধরিয়ে দিতে পারে।

প্রথম বক্তা বোল্লে, সে কথা আমি খুব্ মানি, তা যাই হোক্ সাদক্‌কে গেরেপ্তার কোত্তে হবে। বখারালীকেও গেরেপ্তার কোত্তে হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, বখারালী খুব্ হুঁসিয়ার লোক, সে ব্যক্তিটে কে?

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, সে কথা কেউ ঠিক কোরে বোল্‌তে পারে না। আমার বোধ হয় সে প্যাঠান, সে একজন বেশ প্রবীণ যোদ্ধা, শরীরটী আজও বেশ্ মজবুত আছে, খুব্ বলিষ্ঠ, খুব্ কর্ম্মশূর, কিন্তু একস্থানে

স্থির নয়, কেবল এদেশ সেদেশ কোরে বেড়ায়, যে তারে বেতন দেয়, তারি চাকর হয়, আপনাকে যেন ভাড়া দিয়ে বেড়ায়।

আমি দেখ্‌লেম, ঐ সকল কথা শুনে সেরসাহেব ঠোঁটমুখ ফুলিয়ে কাঁপাতে লাগ্‌লেন, রাগে অমনি দুইচক্ষু লাল্ হয়ে উঠ্‌লো, হাতখানি যেন আপনাআপনিই তলওয়ারের মুট্ তল্লাস কোত্তে লাগ্‌লো। এই সময় আমি একবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত কোরে চোক্ মুখ খিচিয়ে উঠ্‌লেম, তাই দেখে তিনি ক্ষান্ত হলেন। তারপর প্রহরীরা বোল্‌তে লাগ্‌লো, ভাল! বখারালী যেই হোক্, সে কিন্তু এযাত্রা বেশ ঠকিয়ে গেল। ঐ দেখ আমাদের তিন জন বন্ধু ফিরে আস্‌ছে। কি খবর ভাই সকল? তাদের কোন সন্ধানই পেলেম না। বোধ হয় তারা জঙ্গলের মধ্যে আদৌ এসেনি। তবে আর কি হবে, চলো অন্যদিকে যাওয়া যাক্, তারা গ্রামের ভিতরেই আছে বোধ হয়, চল সেই দিকেই যাওয়া যাক্।

প্রহরীরা প্রস্থান কোল্লে, আমরা দেখে আনন্দিত হলেম, এখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লেম, গাছের উপর আরও একঘন্টা বিশ্রাম কোরে নেবে এলেম। কোথায় যাবো, কি কোন দিকে যাবো, তার কিছুই স্থির নাই।

২৮ পরিচ্ছেদ।

বিধির লিপি কপাল যোড়া।

এক্ষণে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আঁধার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, তবে নাকি একটা শস্যক্ষেত্রের মধ্যদিয়া চোলেছি,তাই এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পাল্লেম, নচেৎ অনাহারে জীবনে জলাঞ্জলি দিয়ে ভূপৃষ্ঠে শয়ন কোত্তে হোতো। জল্‌তো খুঁজেই পেলেম না, নিকটস্থ গৃহস্থের বাটীতে গিয়ে চাইতেও সাহস হলোনা, তাদের বাড়ীর নিকটদিয়েও যেতে ভরসা হোলোনা। তথাচ দুজনে গল্প কোত্তেকোত্তে চোলেছি, মোত্তেমোত্তে যে বেঁচে গিইছি সেই কথা লয়েই আমোদ কোচ্ছি।

আমার সহচর বোল্লেন, শুনেছ তো,গাছের তলায় দাঁড়িয়ে,আমার কথা পেড়ে, বেটারা কেমন অপমানের কথা বোল্‌ছিল।

আমি বোল্লেম, হাঁ, শুনেছি। তুমি রেগে আগুন হোয়েছিলে, তাও চক্ষে দেখেছি।

"রাগ না হবে কেন? সাদক! তুমি তো কিছুই অবগত নও, এতে যে রাগ হতেই পারে, আগে সে দিন হোক্, তখন বিশ্বাস কোরে একটী নিগূঢ় কথা তোমার হৃদয়ে স্থাপিত কোর্‌বো, সেকথা এখন শুন্‌লে তোমার বিস্ময় জ্ঞান হবে। হা আল্লা! আমার চরমদশা কি এই হলো, ঈশ্বরের বিচারে কি পাষণ্ডদের দণ্ড নাই, আমি কি চিরকালটাই এদেশসেদেশ কোরে টো টো কোরে বেড়াবো!!

ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বখারালীর রবিদগ্ধ পবিত্র গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, আমি পাছে তার মনকষ্ট জান্‌তে

পারি, তাই ঢাক্‌বার নিমিত্ত বৃদ্ধ চোট্‌পায় চোল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তাঁর স্কন্ধে হাত দিয়ে বোল্লেম, এক্ষণে বিলাপ কর্‌বার সময় নয়, ঐ দেখ কতকগুলি চাসা এইদিকে আস্‌ছে, চল আমরা অন্যদিক্‌ দিয়ে যাই। বৃদ্ধ আমার হাতখানি বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়া রোইলেন, মুখে কথা নেই, কে যেন তার বাক্য হরণ কোরে নিয়েছে।

আমি বোল্লেম, ও আবার কি, বন্ধু! কথা কও, আমি এখন তোমায় বন্ধু বোলে ডাক্‌বো।

বখারালী বোল্লেন, বন্ধু কে? তুমি? তুমি হয়ত আমার পরম শত্রুই হবে, কি আমার কোন শত্রুপক্ষের লোকই হবে, কি আমার কোন শত্রুকুলে তোমার জন্মই হবে।

ও কি ভাবের কথা, বখারালী?

সাদক! তুমি এ আংটী কোথায় পেলে? দোহাই আল্লার, এ আংটী কোথায় পেলে বল? তুমি কি লুট কোরে পেয়েছো? না কোন ব্যক্তিকে প্রাণে মেরে ফেলে তার হাত মুচ্‌ড়িয়ে কেড়ে নিয়েছো?

আমি বোল্লেম, আল্লার দিব্বি, তা নয়, (সেরসাহেবের কাতর মূর্ত্তি দেখে আমি স্তব্ধ হোয়ে গেলেম) যে ব্যক্তিকে বহুকাল পিতা বোলে জান্‌তেম, তিনিই আমায় এই আংটীটি দিয়েছেন।

"তাঁর নাম কি? গুর্‌সাজ্‌?

আমি বোল্লেম না। তাঁর নাম সাদুল্লা খাঁ, শাজাহান্‌ বাদসাহের উজীর।

বখারালী ছোটো ছোটো কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সকলি অন্ধকার, সকলি গোল্‌মাল বোধ হোচ্ছে। সাদুল্লা খাঁ! এনাম তো কখন শুনি নাই।

আমি বোল্লেম, আপনি কি আংটীর বিষয় কিছু জানেন? সাদুল্লা

খাঁ বোলেছেন, এই আংটী দ্বারা আমার জন্ম বৃত্তান্ত জান্তে পার্‌বো।

বখারালী আমার কথার প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লেন, আমি এ আংটীর বিষয় কি জানি, আংটীটি আমার হাতে দাও দেখি, ভাল কোরে তদারক কোরে দেখি। আংটীটীর চারিদিকে ঠাউরেঠাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখে বোল্লেন, "একটী দাগ আছে দেখ্‌তে পাচ্ছো?"

আমি বোল্লেম, হাঁ, পাচ্ছি।

যে হাত এ আংটীটী ধোরে আছে, সেই হাতের দ্বারাই ঐ দাগ্‌টী হয়, এ আংটী আমারি ছিল, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এর্ যুড়ি আর একটীমাত্র আংটী আছে। সে আংটী,—আবার তাঁর চক্ষু দিয়ে টস্ টস্ কোরে অশ্রুপাত হোয়ে গাল বেয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো।

আমি বোল্লেম, সে আংটীও আমি দেখেছি।

বখরালী শুনে, চিত্র পু্‌তুলের ন্যায় আড়ষ্ট হোয়ে রোইলেন।

আমি বোল্লেম, আপনি যে অবাক্ হোয়ে রোইলেন, একবার কেন, কতবার দেখিছি, হুবহু এর্ জুড়ি আংটী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আর তা পাওয়া যাবে না।

কারে পোতে দেখেছো? কোন্ পাষণ্ডের হস্তে সে সূর্য্যকান্তমণি আপনার উজ্জ্বল কান্তি বর্ষণ কোরেছে?

আমি বোল্লেম, নজ্‌ফালী খাঁর হাতে দেখেছি।

আমার সহচর বিড়্‌বিড় কোরে বোল্লেন, এও একটা আন্‌খা নাম। সেব্যক্তি কে?

সে ব্যক্তি যে প্রকারের লোক ছিল, আমি তাঁরে অবগত করিয়ে বোল্লেম' শেষে আমি গণৎকারের কাছে সেই আংটী দেখেছি। গণৎকারের মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ যেরূপে তাঁর মৃত্যু হোয়েছে, তাতে সে আংটী আর যে কখন দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, সে প্রত্যাশা নাই।

বখারালী বোল্লেন, তোমার সে চাকর বড় আহ'ম্মক্, বেটা জাহান্নমে যাক্, সেই বেটাই সবনষ্ট কোরে দিয়েছে, তার দোষেই বিষয় বৃত্তান্তগুলি অবগত হোতে পারা গেল না, সেগুলি কেমন কোরে জান্‌বো, তার কোন উপায়ও দেখ্‌ছি না। তুমি যে গণৎকারের কথা বোল্‌ছো, সে ব্যক্তি কে? সে আংটীর বিষয় কি সব জান্‌তো, দেখে কি চিন্‌তে পেরেছিল।

আমি বোল্লেম, হাঁ, পেরেছিল।

গণৎকারের নাম কি ?

আল্‌নসার।

আমার মুখে তৃতীয়বার এই আন্‌খা নাম শুনে, বখারালী নৈরাশ হোয়ে মাথা নাড়্‌লেন, আমায় আংটীটি ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেন, যতদিন বাঁচ্‌বে,সাবধানে রেখো"।

আমি বোল্লেম, আমি তাই কোর্‌বো।

আমরা আবার পায় পায় এগিয়ে চোলেছি, দুজন চাসাকে হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে বোল্লেম, "রাজপুতানায় কোন্ পথ দিয়ে যাবো"। তারা শুনে হাঁস্‌তে লাগ্‌লো, মনে কোল্লে,আমরা বুঝি জেনেশুনে তাদের সঙ্গে নেকামো কোচ্ছি। তারা "চল চল" বোলে জোর্ কোরে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো,তাদের যত্ন দেখে আমরা মহা আহ্লাদিত হোলেম,অবশেষে নিমাচ্ ছাড়িয়ে বংশারিতে উপস্থিত হোলেম। পথিমধ্যে কতই কষ্ট পেয়েছি কতই উৎপাতে পোড়েছি, কতই দুর্গতি, কতই দুঃখ মাথার উপর দিয়ে চোলে গিয়েছে, কতস্থানে আতঙ্কে অবসন্ন হোয়েছি, সে সকল দুঃখের, সে সকল দুরবস্থার কথা পাঠককে অবগত করাবার প্রয়োজন নাই।

বখারালী বোল্লেন,এখানকার রাজার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় আছে, বোধ হয় তাঁর কাছে আশ্রয় পেতে পার্‌বো। কিন্তু আমি যে কে, তা তিনি জানেন না, মদগর্ব্বিত আরঙ্গজেবের উপর, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শাজাহানের উপর রাজার আন্তরিক দ্বেষ।

আমরা এত নিকটে পৌঁছেছি যে,রাজবাটী আর সহর দেখা যাচ্ছিল। একটা আশ্রয় না হোলে তো নয়,সে আশ্রয় আবার এত নিকট হোয়েছে যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, সেই সাহসে আমাদের শরীরের বল শক্তি নবরাগে যেন আরও সতেজ হলো, আমরা এখন আরও চোটপায় চোল্‌তে লাগ্‌লেম। একটী রোগা চন্‌চনে টাটুর উপর সোয়ার হোয়ে, আমাদের আগে আগে একটী খর্ব্বকার বৃদ্ধ চোলেছে,আমরা তাড়াতাড়ি চোলে তাঁকে গিয়ে ধোল্লেম, এইক্ষণে প্রায় পাশাপাশি হোয়েই চোলেছি, পরস্পর কথা বার্ত্তাও চোলেছে, অথচ তিনি ঘাড়্ ফিরিয়ে দেখ্‌লেন না যে আমরা কে। একটা স্থানে জমিটা হেটাঠাংরা ছিল, টাটুটী সেইখানে হুমড়ি খেয়ে পোড়ে গেল, আমি অমনি তাড়াতাড়ি সোয়ারকে ধোরে তুল্‌তে গেলেম। হে ভগবান্! ধোত্তে গিয়ে দেখি, ইনি সেই গণৎকার আল্‌নসার! তাঁরে দেখে আমার বিস্ময় জ্ঞানও যেমন হলো, আবার ভয়ও তেমনি হলো, মনে কোরেছিলেম তাঁর দেহটী খণ্ডখণ্ড হোয়ে দেওয়ালার ময়দানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গণৎকারকে দেখে আমার কথা কইতে সাহস হলোনা, তখন জ্ঞান হলো এব্যক্তি অবশ্যই মায়াজীবি হবে। আল্‌নসার কিন্তু একটু মুচ্‌কে হেঁসে শির নম্র কোরে আমায় সাধুবাদ কোল্লেন,তাঁর সেই বিনয়পূর্ণ নম্রমূর্ত্তি দেখে আমার আতঙ্ক দূরীভূত হলো। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাত হোয়ে ছিল, সেই কথা তাঁরে স্মরণ করিয়ে দিলেম। তাঁর সঙ্গে যেদ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ কোরে সুখী হোতে পারিনাই, বিশেষতঃ তাঁর জন্যে যে কত দুঃখিত কত নৈরাশ হোয়েছি, সে কথাও বোল্লেম।

দেওয়ালা গ্রামবাসীদের পশুবৎ নৃসংশ আচরণ স্মরণ কোরে, আমার হৃৎকম্প হয়, আমি মনে মনে নিশ্চয় কোরেছিলেম, আপনি এ পার্থিব সংসার পরিত্যাগ কোরেছেন, এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বথারালী এসে উপস্থিত হোলেন।

আমি বোল্লেম, বন্ধু ! ইনিই সেই মহাপুরুষ আল্‌নসার, যাঁর কথা এইমাত্র হোচ্ছিল।

বখারালী আমার অপেক্ষাও অতিরিক্ত আগ্রহ হোয়ে সেই লোকটীর কাছে এগিয়ে গেলেন। পূর্ব্বে আমি বোলেছিলেম,এই ব্যক্তির কাছে সেই অনুরূপ আংটিটি আছে। তুমি কে, কি বৃত্তান্ত, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন, বখারালী তারি এই উপক্রম কোরেছেন, এমন সময় সেরসাহেবের মুর্ত্তিখানি হঠাৎ ম্লান হোয়ে পোড়্‌লো, যে কারণেই হোক্, একটা মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখ উপস্থিত হোয়ে, তাঁর যেন বাক্য হরণ কোরে নিলে। অনেকক্ষণের পর বখারালীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো, তখন বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু তাঁর ললাটে দেখা দিলে।

বখারালী বোল্লেন, তুমি কে, বল ? সত্য কোরে বল ? আমার তো ভ্রম হোচ্ছে না। বল দেখি তুমি গুরসাচ কি না,তুমি না গুর্‌সাচ্ আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে। গণৎকার শুনে অবাক্ হোয়ে গেলেন, একটু পেছিয়ে গিয়ে রৌদ্রের প্রখর তেজ লাঘব কর্‌বার্ নিমিত্ত চক্ষের উপর একখানি হাত আড়াল দিয়ে রাখ্‌লেন, তখন বেলা ঠিক দুই প্রহর, রৌদ্র ঝাঁঝাঁ কোচ্ছে। দৈবজ্ঞবর্ বখারালীর মুর্ত্তিখানি ঠাউরে ঠাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

বখারালী বোল্লেন, তুমি বাস্তবিক গুরসাচ্ কি না বল, বোলে আমার মনের সন্দেহ দূর কর।

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, হাঁ, আমি গুর্‌সাচ, কিন্তু বন্ধু, আপনি কে আমি চিন্‌তে পাচ্ছি না, আপনার মুর্ত্তিখানি আমার কাছে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হোচ্ছে, আপনি কে যে আমায় অনায়াসেই চিনে ফেল্লেন, আমার তো বড় আশ্চর্য্য বোধ হোয়েছে"।

সেরসাহেব বোল্লেন, " আর কেন, ঢের হোয়েছে, আল্লার মহিমা বৃদ্ধি হোক, একটী মাত্র কথা বোল্লেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই বোলে

তাঁরা একটু তফাতে গেলেন, তার পরেই যেন চিরকালের পরমাত্মীয়, এইরূপ আন্তরিক ভক্তির সহিত পরস্পর কোলাকুলি কোল্লেন, তাই দেখে আমি অল্প বিস্ময়াপন্ন হোলেম না।

দৈবজ্ঞ আর বখারালী পুনরায় আমার সঙ্গে একত্র হোলেন, আমরা তিন জনে সরাসর্ বংশারি সহরে চোলেছি, দৈবজ্ঞবর, এক্ষণে যাঁর নাম গুর্-সাচ শুন্‌লেম, কি কোরে তাঁর মৃত্যুরূপ কৌশলজাল থেকে পরিত্রাণ পেলেন, সেই বিষয় অবগত হবার নিমিত্ত আমি ভারি উতলা হোলেম, গুর্‌সাচ আড়েআড়ে একটু হেঁসে বোল্লেন, দোস্ত! যে ব্যক্তি আপনার অদৃষ্ট গুন্‌তে না পারে, সে নিতান্ত আনাড়ি গণক, সে পরের আপদবিপদ কি কোরে বোল্‌তে পার্‌বে। ফলে আমি কিন্তু মোক্তেমোক্তে বেঁচে গিয়েছি।

আমি মনে কোল্লেম, দৈবজ্ঞের শরীরে বিশেষ কোন সিদ্ধ বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা অন্য মনুষ্যের নাই, ভবিষ্যৎ ঘটনা জান্‌তে না পাল্লে তিনি তাঁর মৃত্যুমুখ থেকে কদাচ রক্ষা পেতেন্ না।

বৃদ্ধ বোল্লেন, তুমি যে অবাক্ হোয়ে গেলে, আমার মুখে কিন্তু সবিশেষ বৃত্তান্ত শুন্‌লে, তোমার এ ভ্রম্ থাক্‌বে না, শুদ্ধ একমাত্র দৈববলে আমি তাদের বারুদচক্রের সন্ধান জান্‌তে পেরেছিলেম, তাই ভিন্ন আর কিছুই নয়। নক্ষত্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়েথাকা আমার অভ্যাস। পূর্ব্বে জেনেছিলাম একটী গ্রহ রাত্রি দুইপ্রহর একঘন্টার সময় উদয় হবে, সেই গ্রহটী দেখ্‌বার অনুরোধে সেই ভগ্ন মস্‌জিদের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছি, বামন অনুচরও আমার সঙ্গে ছিল। এদিকে যে, ঘোর মৃত্যুবাণ পেতে রেখেছে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। আমি যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী আকাশের দিকে উচু কোরে ধোরেছি, এমন সময় বামন বোল্লে. "হুজুর! আমি বারুদের আঘ্রাণ পাচ্ছি"।

আমি বোল্লেম, "চুপ্ কর্ আহাম্মুক"। তখন মনে কোল্লেম, বারুদ নয়, অন্য কোন জিনিসের আঘ্রাণ পেয়ে থাক্‌বে।

বামন আবার বোল্লে, হুজুর! বারুদ আমার পায়ে ঠেক্‌ছে!

আমি তখন তারদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম, যে প্রস্তরের উপর সেই মস্‌জিদটী গেঁথে তুলেছে, তার ছিদ্রে ছিদ্রে বারুদপুরে দেওয়া হোয়েছে, তবে যে আমার ঘোর বিপদ উপস্থিত, বিপদ যে আমায় চারিদিকথেকে ঘেরেফেলেছে, এক্ষণে সে কথা জান্‌তে সিদ্ধমন্ত্রের কি মায়াবিদ্যার প্রয়োজন করে না। কখন্ যে সে বারুদের পাঁতিতে আগুন ধরিয়ে দেবে, তার নাকি ঠিকানা নাই, তাই আর ঘরে গিয়ে জিনিস্ পত্রগুলি সাম্‌লাতে সাহসী হলেম না। বামনকে বোল্লেম, "তুই আমার সঙ্গে আয়," এই কথা বোলেই পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে, যেমন বয়েস, তদনুযায়ী দৌড়িতে লাগ্‌লেম, দৌড়িতে দৌড়িতে অনেক দূরে এসে পোড়্‌লেম। যে সংহাররূপ ফাঁদ আমার জন্যে পাতা হোয়েছিল, সে ফাঁদ ছাড়িয়ে অনেক তফাতে এসে পোড়্‌লেম। পুত্র! তোমার সঙ্গে যে পুনরায় সাক্ষাৎ হলোনা, তার জন্যে আমি তৎকালীন যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হোয়েছিলেম, অনেক মর্ম্মকথা, অনেক গোপনীয় কথা তোমায় বোল্‌বো বোলে মনে কোরেছিলেম। আমরা দৌড়চ্ছি আর কবর মন্দিরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোলেছি। রাত্রি যখন দুই প্রহর, এমন সময় মাটী ফেটে একটী ভীম গর্জ্জন হোয়ে কর্ণ বিবরের সম্ভাষণ কোল্লে। নিবিড় ধুমরাশি ক্রমেক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হোতে লাগ্‌লো দেখ্‌তে পেলেম। আমার সর্পগুলি, আর আমার সেই মনোহর বেজীটী; এরাইমাত্র গ্রামবাসিদের কোপে পোড়ে প্রাণে নষ্ট হলো। গ্রামবাসিরা নাকি অতি মূর্খ, অতি নির্ব্বোধ, তাই তারা একাজ কোত্তে অগ্রসর হয়, তারা যে দুষ্ট বুদ্ধিতে কোরেছে তা আমার বোধ হয় না, আমি তাদের সে দোষ দিইনা। দৈবজ্ঞের মুখে ঐ সকল কথা শুনে বড় আপ্যায়িত হোলেম, যে কথা প্রকাশ কোত্তে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলেন, এক্ষণে সেই কথা শোনবার নিমিত্ত উম্মেদারী কোত্তে

লাগ্‌লেম। দৈবজ্ঞবর বোল্লেন, আমি যে কথা বোলেছি, সে কথার অন্যথা হবে না! বিশেষতঃ তোমার এই সহচরটী যখন অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তখন সে কথা বোলে আরও তোমায় পরিতৃপ্ত কোত্তে পার্‌বো। তোমার সহচরের অদৃষ্টের সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট গাঁথা রোয়েছে। তোমাদের দুজনের একরূপ চেষ্টা একরূপ আশ্রয়।

এক্ষণে আমরা বংশারি সহরে প্রবেশ কোল্লেম, সহরটী বিরাট প্রচীর দ্বারা বেষ্টিত, আমরা একটী ভগ্ন রাজঅট্টালিকায় আড্ডা কোল্লেম, রাজা পাথিকদিগের নিমিত্ত ঐ বাড়ীটি নির্দ্দিষ্ট কোরে রেখে দিয়েছেন। তখন বেলা অবসান হোয়েছে, তথাচ বখারালী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলে গেলেন, তাঁর বাসনা আপাততঃ রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। এর পূর্ব্বে দৈবজ্ঞের সঙ্গে তাঁর নিরিবিলি কথা বার্ত্তা হয়।

বখারালী চোলে গেলে, আল্‌নাসার, এক্ষণে যার নাম গুর্‌সাচ শুন্‌লেম, আমায় ডেকে বোল্লেন, তোমার দুটী আংটীর ইতিবৃত্তান্ত তোমায় বোল্‌বো বোলে প্রতিশ্রুত হোয়েছি, তোমার কোন্‌ বংশে জন্ম, তাই জান্‌বার জন্যে তুমি উন্মত্ত প্রায় হোয়েছো, তা তো হবারি কথা, এই অঙ্গুরীর পরিচয় অবগত হোলে, তোমার বংশের পরিচয়ও অবগত হোতে পার্‌বে, একটী অঙ্গুরী দুটী কুলাচার্য্য হোয়ে তোমার বংশাবলির কুলজি কীর্ত্তন কোর্‌বে। আমার যেন স্মরণ হোচ্ছে, তুমি বোলেছো, তোমার হাতে যে আংটীটি আছে, ঐ আংটী সাদুল্লা খাঁ তোমায় প্রদান কোরেছে, তার তখন কথা কইবার ক্ষমতা ছিল না।

আমি বোল্লেম, হাঁ, ঐ কথাই বটে। সাদুল্লা খাঁ ভাবভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিৎ ঈশারা দ্বারা অত্যন্ত ব্যগ্র হোয়ে, অত্যন্ত কাতর হোয়ে আমায় বিস্তর সাধ্যসাধনা কোরে বোলে দিয়েছেন, এই আংটীটির প্রতি আমার

যেন বিশেষ যত্ন বিশেষ স্নেহ থাকে। আমার মাতাপিতা কে, কোন বংশে আমার জন্ম, সে সকল কথা এই আংটী একদিন আমায় অবগত করাবে।

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, সাদুল্লা খাঁ তোমার যেরূপ অনিষ্ঠ কোরেছেন, তার কাছে এ অতি ক্ষুদ্র উপকার। আমি যা জানি, তোমায় অবগত কোচ্চি, তুমি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

শাজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের পাঁচ পুত্র। যথা—চস্‌রু, পার্‌বেজ, সাজাহান, জেহান্দার, ও সারিয়ার। তদ্ভিন্ন দুই কন্যাও ছিল, তারা কিন্তু অল্প বয়সেই পঞ্চত্ব পায়। পার্‌বেজেরও, জেহান্দাহেরেরও অকালে কালপ্রাপ্তি হয়। এক্ষণে চস্‌রু, শাজাহান, ও সারিয়ার এই তিন পুত্রমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য তাঁদের সকলেরি ছিল। চস্‌রু জ্যেষ্ঠ পুত্র, অথচ আবার বাদসাহের প্রিয়পাত্র, তাই সর্ব্ববাদী সম্মত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনিই হোয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, ভ্রাতা সারিয়ার তাঁর রাজপিতা বাদশাহের প্রিয় পুত্র হোলেন। জাহাঙ্গীর এই পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বোলে ঘোষণা কোরে দিলেন। চস্‌রু ও সারিয়ার এই উভয় ভ্রাতা মধ্যে পরস্পর বেশ্ সৌহৃদ্য বেশ সৌভ্রাত্র ছিল। উভয় ভ্রাতাই পিতার অভিরুচি মত সন্তুষ্ট থাক্‌তে সম্মত হোলেন। শাজাহানের চরিত্র কিন্তু সেরূপ ছিল না। শাজাহান অতি মদগর্ব্বিত, অতি লুব্ধ অতি নিষ্ঠুর স্বভাব ছিলেন। চস্‌রু ও সারিয়ার বাদসাহের কাছে প্রিয় ছিলেন বোলে ভ্রাতাদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ ভাব জানাতেন। চস্‌রুর দুই পুত্র, এক কন্যা হয়, সারিয়ার নিঃসন্তান। আমি তখন জাহাঙ্গীরের দরবারে দৈবজ্ঞের ব্যবসায় করি। আমার নাম গুর্‌সাচ্। আমার পিতা আরবজাতীয়, আমার মাতা আর্‌মানি। আমি বালককাল থেকে রাশিচক্রের গণনা, ও গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি অবগত

হোয়ে অত্যন্ত আমোদিত হোতেম, তাই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্যা অভ্যাস কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। আমার বয়স্যেরা, আমার সমকালীন লোকেরা আমা অপেক্ষা অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট, অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে কেউ রণ প্রিয় হোলেন, কেউবা শিকার আমোদে অনুরক্ত হোলেন। চস্‌রু আমার সংসর্গ অতিশয় ভাল বাস্‌তেন। বিস্তর পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বোলে, সেই সূত্রে চস্‌রুর সঙ্গেও তাঁদের আলাপ পরিচয় হয়। তৎকালীন আরাকান বাসীদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের অতিশয় মনান্তর ঘোটেছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ আরাকানের একজন গূঢ়পুরুষ পণ্ডিতদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হোয়ে চস্‌রুর কাছে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করে। শাজাহান চিরকালই ছিদ্রাঅনুসন্ধান কোরে বেড়াতেন, রাজপুত্রের এই ছিদ্র পেয়ে বাদসাহের কাছে স্পষ্ট দুর্নাম কোরে বোল্লেন, "চস্‌রু তাঁর বিরুদ্ধে চক্র করিতেছে," এ ভিন্ন আরও অনেক জাল কথা সাজিয়ে, চস্‌রুর নামে বিস্তর গ্লানি কোত্তেলাগ্‌লেন। জাহাঙ্গীরের মনে খট্‌কা জন্মিল, বাদসা বিবেচনা কোল্লেন, শাজাহানের কথা সত্য হোতে পারে, তাই চস্‌রুকে একটা নির্জ্জন কেল্লাতে পাঠিয়ে, সেই স্থানে তাঁকে আজীবন কারারুদ্ধ কোরে রাখ্‌লেন। স্ত্রীপুত্রের মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ কোত্তে হবে, আর কখন তাদের মুখাবলোকন কোত্তে পারিবেন না, সে বিষয় রাজপুত্র পূর্ব্বাহ্লেই জান্‌তে পেরেছিলেন, তাই সারিয়ারের হাতে ধোরে, বিস্তর বোলে কোয়ে, স্ত্রী আর সন্তানগুলিকে তাঁর আশ্রয়ে সমর্পণ কোল্লেন। সারিয়ার প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেন, সন্তানগুলিকে পুত্রবৎ স্নেহে লালন পালন কোর্‌বেন, দুঃখিনী মাতাকেও রক্ষণাবেক্ষণ কোর্‌বেন। ভাই ভাই যখন বিদায় হন, স্ত্রী পরিবারের আর্ত্তনাদে রাজবাটী পরিপূর্ণ হোলো। চস্‌রু সারিয়ারের হস্তে একটী চুন্নির আংটী দিয়ে বোল্লেন, "ভাই! এই আংটীটি গ্রহণ কর, এটী পিতা আমায় প্রদান করেন, তোমারও ঐরূপ একটী আংটী আছে।

পিতা যখন আমাদের স্নেহমমতা কোত্তেন, আমাদের কাজকথার প্রতি যখন তাঁর প্রতীতি ছিল, সেই সময় আংটী দুটী আমাদের প্রদান করেন, এক্ষণে আমার উপর তাঁর সেরূপ কৃপা সেরূপ স্নেহ নাই। আল্লা করুন, তোমার কোন নিন্দামন্দের কথা বাদশাহ যেন কর্ণে স্থান না দেন, তোমার কুৎসার প্রতি তিনি যেন বধির হন্। ভাই! তুমি খুব্ সাবধান, খুব্ সতর্ক হোয়ে চোল্‌বে, চারিদিকে যেন দৃষ্টি থাকে, শাজাহান অতি দুর্জ্জন, অতি দুর্দান্ত খল্, সে যেন তোমার নামে দুর্নাম কর্‌বার্ অবসর না পায়"।

সারিয়ার আংটী গ্রহণ কোল্লেন, যে অঙ্গুলে আপনার আংটীটি পরাছিল, তার পাশের অঙ্গুলেতে ভ্রাতৃদত্ত আঙ্গুরিটী পরিধান কোল্লেন, পরিধান কোরে বোল্লেন, "এটী আমি জীবনাবধি ধারণ কোর্‌বো"। চস্‌রুর প্রতি এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা হওয়ায় আমি অতিশয় কাতর হোলেম, জ্ঞান হলো আমি যেন শোকরাশির অতল গভীরে নিমগ্ন হোলেম, সে শোক সহ্য কোত্তে না পেরে অন্তর্জ্বালায় ছট্‌ফট্ কোত্তে কোত্তে ছুটে গিয়ে একটী ফাকা ময়দানে এসে পোড়্‌লেম। নিকটে একটী গিরিগুহা ছিল, সেই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেম। স্থূল পর্ব্বত কেটে ঐ গুহাটী নির্ম্মাণ করা হয়। আশ্রয় নিয়ে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, আর আমি কখন দিল্লীর ভিতরেও প্রবেশ কোর্‌বো না, জাহাঙ্গীরের দর্‌বারেও যাবোনা, যে হেতু সেখানে বিচার নাই। এক্ষণে বিস্তর লোক আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে আস্‌তে লাগ্‌লো, তাদের অদৃষ্টে কবে কি ঘোট্‌বে, সেই কথা গণনা কোরে বোলে দিতেম, তাতেই আমার দিনপাত হোতে লাগ্‌লো, যদি বিষয় বিশেষে আমার বাক্য সফল না হোতো, তাতে কোন হানি ছিল না, তাদের পূর্ব্বেই বোলে দিতেম, আমার কথা এখন না খাটুক,দুদিন পরে খাট্‌বে। ঐ স্তোক বাক্য বোলে, আপনার পথ পূর্ব্বাহ্লেই পরিষ্কার কোরে রেখে দিতেম। আমি যেন

বাক্‌সিদ্ধ,সে সকল লোক আমার সেইরূপই গৌরব কোত্তে লাগলো। দুটী একটী কথা দৈবাৎ কখন সফল হোতো, তাতে কোরেই এদেশসেদেশ নাম খ্যাতি হোয়ে পোড়্‌লো। একবার শাজাহান বাদশাহ স্বয়ং আমার সেই নির্জ্জন আবাসে এসে উপস্থিত হন্। একটী ঘটনার বিষয় তোমায় বোল্‌বো, সেই ঘটনার পরেই তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চস্‌রু ও সারিয়ার এই রাজপুত্রদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ কোরে চোলে এলে পর, তার তৃতীয় দিবসে রাত্র হয় হয় এমন সময় একজন কৃষক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে বোল্লে, সে দৈবাৎ হোঁচোট্‌ খেয়ে একটী মৃতদেহের উপর পোড়ে গিয়েছে, যখন পোড়ে যায়, তখনও সে ব্যক্তি গোঙ্‌রাচ্ছিল, তাই বোধ হয় সে মরেনি এখনও বেঁচে আছে, ঐ কথা শুনে আমি একটা আলো নিয়ে দৌড়াদৌড়ি সেইখানে চোলে গেলেম, গিয়ে দেখি না, চস্‌রু মৃতপ্রায় হোয়ে পোড়ে আছে, তাঁর শরীরে এমন স্থান ছিল না যে, সেখানে দুর্জ্জয় অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। দেখে আমি শিউরে গেলেম, আমার হৃৎকম্প হোত্তে লাগ্‌লো। সেই কৃষক আর আমি দুজনে হাতাহাতি কোরে নির্জীববৎ দেহটীকে আমার নির্জ্জন আরণ্য আবাসে এনে ফেল্লেম, কৃষককে বারম্বার সাবধান কোরে দিলেম, সে যেন একথা কদাচ মুখেরবার না করে। চস্‌রুকে ঘরে এনে সেবা সুশ্রুসা কোত্তে লাগ্‌লেম, চিকিৎসা শাস্ত্রও আমার জানা আছে, তাই ঔষধ পত্রেরও বব্যস্থা কোল্লেম। দিনকয়েক পরে রাজপুত্র সুন্দররূপে আরোগ্য হোয়ে উঠ্‌লেন, তাই দেখে মহা আহ্লাদিত হোলেম, তার জন্যে একটী গুপ্ত কুটীর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেম। স্থানটী বড় নির্জ্জন, কেউ অনুসন্ধান কোরেও তার সন্ধান পেতে পাব্বেনা। আমি আবার পূর্ব্বের মতন লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে লাগ্‌লেম। চস্‌রু যে সময় দুর্দশাপন্ন হোয়ে, সেই নির্জ্জন কুটীরে পোড়ে আছেন,তাঁর কালের স্বরূপ সহোদর শাজাহান কন্দরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন। কতকগুলি বহুমূল্যের উপহার আমায় প্রদান কোরে বোল্লেন, তিনি তাঁর অদৃষ্টের বিষয় জানতে বাসনা করেন। আমি বোল্লেম, তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে। সেকথা বল্‌বার বাধা কি, সিংহাসনের পথ আপনার জন্যে পরিষ্কার কর্‌বার্ নিমিত্ত তাইমুরবংশ নির্ম্মূল করা তাঁর অভিপ্রায়। যার এরূপ রক্তপায়ি নৃশংস চরিত্র, সে যে সম্রাট হবে, সে কথা বিচিত্র কি? তারপর বোল্লেম, তোমার পুত্রসকল দুর্জ্জন হবে, তারা তোমায় কারাবদ্ধ কোরে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা কোর্‌বে, কালক্রমে সেই সকল ঘটনা উপস্থিত হোয়ে আমার বাক্য সপ্রমাণ কোরে দিয়েছে, আমার সেই ভবিষ্যত বাণীর কথা বোধ হয় শাজাহানের মনে সর্ব্বদাই উদয় হয়ে থাকে। শাজাহান নিজে নিষ্ঠুর, পাপস্বভাব, এবং দুর্লোভী, তাঁর বংশাবলী যে সৎপাত্র সাধু হবে, সেটা অতি অসম্ভব। তাদের পিতা যখন ভ্রাতৃহত্যা কোরেছিলেন, তখন তাদের প্রকৃতিও যে পিতার অনুরূপ নিষ্ঠুর হবে, সেটা আর বিচিত্র কথা কি, বরং সেই সম্ভাবনাই অধিক। মনুষ্যের স্বভাব, মনুষ্যের প্রবৃত্তি অধ্যয়ন কোরে এই ভবিষ্যৎবাক্য বোল্‌তে সক্ষম হোয়েছিলেম। রাজপুত্র চস্‌রু একমাসের মধ্যে আরোগ্য হোয়ে চোলে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌লেন, রাত্রে কিন্তু গৃহের বার হোতে তাঁর সাহস হোতোনা। আমার ইচ্ছা ছিল রাজপুত্র পিতার কাছে গিয়ে ভ্রাতার নৃশংস আচরণের কথা নিবেদন কোরে, মুক্তকণ্ঠে বিচারের প্রার্থনা করেন, তার জন্যে বিস্তর যত্নও কোরেছিলেম, চস্‌রু কিন্তু সে কথা গ্রহণ কোল্লেন না, তিনি বোল্লেন, তাঁর পিতা তাঁকে ত্যজ্যপুত্র কোরেছেন, তাই আর বাদশাহের মুখদর্শন কোর্‌বেনা পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাবার নিমিত্ত প্রাণপণে একবার চেষ্টা কোরে দেখবেন, যে হেতু তখন রাজসিংহাসন ন্যায় মত তাঁহারি হওয়া উচিত, আপাততঃ তিনি পারস্থানাদি দেশ ভ্রমণ কোত্তে যাত্রা কোরবেন। রাজপুত্র আমায় ডেকে বোল্লেন, গুরসাচ্‌!

তুমি আমার পরমবন্ধু, আমার ভ্রাতা সারিয়ার শাজাহানের নিষ্ঠুর কোপে পোড়ে প্রাণে যদি মারা পড়েন, তবে তুমি আমার সন্তানগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখো। আমি বোল্লেম, আমি তা রাখ্‌বো, তাদের রক্ষণা-বেক্ষণও কোরবো। আমার মুখে ঐ কথা শুনে,রাজপুত্র চসরু দেশভ্রমণের যাত্রা কোল্লেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ এপর্যন্ত সারিয়ারের প্রতি পিতৃবৎসল হোয়ে যথেষ্ট স্নেহযত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন,তাই দেখে শাজাহান মনের ভিতরজ্বোলে পুড়ে মোত্তে লাগ্‌লেন, রাগদ্বেষও প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন, সারিয়ার কিন্তু খুব সাবধান সতর্ক হোয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লেন, শাজাহান কোন ছল ছিদ্র পাননা, সুতরাং চসরুর মতন বাদশাহের কাছে সারিয়ারের নামে গ্লানি কোত্তেও পারেন না। রাজপুত্র সারিয়ারের কাছে দুটী লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, আমি কিন্তু তাদের প্রতি ভারি বিরক্ত ছিলেম, তাদের নামে গ্লানিকোরে রাজপুত্রকে মধ্যেমধ্যে সতর্কও কোরে দিতেম। সারিয়ার কিন্তু তোষামোদের বশ্যছিলেন, তাই তাদেরপ্রতি রুষ্ট না হোয়ে বরং সন্তুষ্ট থাকাই জানাতেন। ঐ লোক দুটীকে আপনার কাছেই রেখে দিয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম সাদুল্লাখাঁ, অপর জনের নাম নজফালীখাঁ। ঐ দুই ব্যক্তির পরিচয় আমার সুন্দররূপই জানা আছে, তাদের কথা আমায় আর বোল্‌তে হবে কেন?। রাজপুত্র সারিয়ার একবার সেখ খাজামাউদ্দীনের পবিত্র গোরস্থান দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতষ্পুত্র পুত্রী সঙ্গে নিয়ে আজমীরের তীর্থযাত্রা করেন,. সাদুল্লাখাঁ ও নজফালীখাঁ এই পারিষদ দুটীও তাঁর সঙ্গে আইসে, সেই খাজার নাম পবিত্র হোয়ে লোকের চিরস্মরণীয় হোক্‌। সে সময় কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হোয়েছে, রাজপুত্র নিরুপায় হোয়ে, আমার দীনদুঃখী মলিন পর্ব্বত কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ কোত্তে বাধ্য হোলেন, আমি অবস্থামত রাজপুত্রের আতিথ্য কোল্লেম, সে দিনকার রজনী ঘোরতমোময়ী হোয়ে

অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করে, ঘনঘন গভীর মেঘগর্জ্জন, ঘনঘন বিদ্যুৎপাত হোতে লাগলো, তার উপর আবার যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি হোয়ে পৃথিবী যেন রসাতলে যাবার উপক্রম হোলো, আমার দীন দুঃখী কুটীরটি জলে ভাসতে লাগলো, রাজপুত্র অতিশয় ক্লান্ত হোয়েছিলেন, তাই সেই অবস্থায়ও শিশুসন্তানগুলির হস্তধোরে অকাতরে নিদ্রা যেতে লাগলেন. তাঁর পারিষদেরদের দেখে বোধ হলো তারাও রাজপুত্রের ন্যায় গভীরনিদ্রায় অচেতন হোয়েছে। নিশীথরাত্রের পূর্ব্বেই আমার ক্ষুদ্র কুটীরটি নীরব নিস্তব্ধ হলো। আমার চক্ষুদুটী নিদ্রায় কেবল আক্রান্ত হয়ে আস্‌ছিল ; এমন সময় পার্শ্বগৃহে ছুটোছুটীর ঝটাপটির শব্দ শুনতে পেলেম, ঐ গোলমালে উঠে বোসলেম, সেই পাশের ঘরে প্রবেশ কোরে দেখি, রাজপুত্রের বক্ষঃস্থলে দুটী অস্ত্রাঘাত হোয়েছে, যেমন না নরদমার মুখ দিয়ে জল গোড়িয়ে পড়ে, সেইরূপ ঐ দুটি অস্ত্রাঘাতের মুখ দিয়ে হুড়্ হুড়্ কোরে রক্ত গোড়িয়েপোড়্‌ছিল, রাজপুত্র সেই লোহিততরঙ্গের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছেলেন। হায় ! একি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিনয় দর্শন কোল্লেম, দেখে আমার হৃৎকম্প হোতে লাগ্‌লো, আমার জীবন থাক্‌তে সে বিকট নৃশংসদর্শন কখনও বিস্মৃত হবোনা। বালক বালিকারা এই নির্দ্দয় ঘটনার কিছুই অবগত নয়, তারা চীৎকার শব্দে খুল্লতাতকে ডাক্‌তে লাগলো। একটী বালকের একখানি হাত রাজপুত্রের বুকের উপর আড় হোয়েছিল, তার সেই হাতের কবজাতে নরঘাতকের ছোরার অল্প একটু চোট লাগে, তারি বেদনায় বালকটী কোকিয়েকোকিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলো, আমি সেদিকে কর্ণপাত না কোরে সারিয়ারকে বাঁচাবার নিমিত্ত যত্নকোত্তে লাগলেম, আমার যত্নে কিন্তু কোন ফলোদয় হলোনা, রাজপুত্র আমার হাতের উপরেই চরমনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। আমি প্রভাত হোতে না হোতেই সন্তানগুলিকে নিয়ে দিল্লীর যাত্রা কোল্লেম, ভাবলেম সেখানে

গিয়ে এই দুর্ঘটনার কথাগুলি বোলে সকলের মন ত্রাসে পরিপূর্ণ কোরে দেবো। দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্র সুঁড়ি পথে নিষ্ঠুর সাদুল্লাখাঁ, আর তার নৃশংস সহচর নজফালীখাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো, তারা ঠাট্টার স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লে আমি কোথায় চোলেছি, জিজ্ঞাসা কোরেই আমায় ঐ খানথেকে ফিরে যেতে বোল্লে। যেখানে অপঘাতমৃত্যু-প্রাপ্ত রাজপুত্র অযত্নে ধুলোর উপর পোড়ে আছেন,আমি তাদের সঙ্গে সেইখানে ফিরে চোল্লেম, যমদূতের স্বরূপ সেই কালান্তক নরহন্তারা একটী কবর খনন কোল্লে, আমায় দিয়েও জোরকোরে খুঁড়িয়ে নিলে। তারা যে এই দুরন্ত নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্তছিল, পাছে সেকথা কখন প্রকাশ করি, তাই আমায় শাসাতে লাগ্‌লো, তারা প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে, যদি একথাগুলি ঘুণাক্ষরে কাহারও কাছে প্রকাশ করি, তবে এই সন্তান গুলিকে তাদের পিতৃব্যপথের পথিক কোরে দিবে, আর যদি আমি ঐ দুরন্ত কথাগুলি অপ্রকাশ রাখি, তবে সন্তানগুলিকে নিয়ে তারা প্রতি-পালন কোর্‌বে,সন্তানগুলি যে অপ্রমাদে কি নিরাপদে থাক্‌বে, আমার মৌনাবলম্বন থাকাই তার যামিন স্বরূপ হলো। সন্তানগুলির অনুরোধে আমায় প্রতিশ্রুত হোয়ে বোলতে হলো, তারা যেপর্য্যন্ত জীবিত থাকবে, তাদের নাম কোনক্রমেই ব্যক্ত কোর্‌বো না, তারাও পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্লে, ঐ সন্তানগুলিকে আপনার সন্তানের ন্যায় লালন পালন কোর্‌বে। নজফালীখাঁ কিন্তু তৎকালীন গৃহশূন্য ছিলেন, তাই তিনি বোল্লেন, তাঁর পরমাত্মীয় বর্‌কন্দাজখাঁর হস্তে একটী পুত্রকে আর একটী কন্যাকে সমর্পণ কোর্‌বেন, সেব্যক্তি তাঁর ভ্রাত-ষ্পুত্র ভ্রাতষ্কন্যা এই ঘোষণা কোরে নিয়ে তাদের রীতিমত প্রতিপালন কোর্‌বে, তাদের পিতা মাতা কে, কোনবংশে তাদের জন্ম, সে পরিচয় কিন্তু তাদের অবগত করাবে না। সাদুল্লাখাঁ একটী মাত্র বালককে লয়ে.চোলে যায়, তার নিজ অস্ত্রাঘাতে যে বালকের হস্তে একটী চিহ্ন

হয়, আমার বোধ হয় সেই বালককেই সে গ্রহণ করে। ঐ কথা শুনে আমি (উজীরপুত্র) অমনি চোম্‌কে উঠে বোল্লেম, হে করুণাময় জগদীশ্বর! তবে আমিই কি সেই বালক! দৈবজ্ঞ বোল্লেন, ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না, এই কথা স্থির হয়ে কালান্তক চোয়াড়েরা রাজপুত্রকে বিবস্ত্র কোরে তাঁর অঙ্গে যত রত্ন ছিল, আপনারা ভাগবাঁটারা কোরে নিলে, চুনীর আংটী দুটীও দুজনে হিস্যা কোরে নিলে।

গুরসাচ্ আমায় বোল্লেন, তুমি যে আংটীটি পোরে আছ, ঐ আংটীটি তোমার পিতা চস্‌রুর হাতে ছিল, তোমায় আর অন্ধকারে রাখবার প্রয়োজন নাই, তোমার পথিকসহচর বখারালীই তোমার পিতা। গুরসাচ্ যে কথা শোনালেন, সেটা আমি পূর্ব্বেই আন্দাজে আন্দাজে কথক জান্‌তে পেরেছিলেম, মুখে কিন্তু প্রকাশ করি নাই, ভাবলেম তিনি যা বোল্‌ছেন বোলে যান, দেখি তাঁর মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে পড়ে। গুরসাচের মুখে যখন অবধারিত শুন্‌লেম, বখারালী আমার পিতা, শুনে আমি হতজ্ঞান প্রায় হোলেম, তখন মনের মধ্যে কত প্রকার পরস্পর বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল কোত্তে লাগ্‌লো, ঐ সংবাদ শোনবার পর আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলে, বৃদ্ধ বোল্লেন, কই দেখি দেখি, তোমার হাতখানি দাওতো দেখি।

আমি অমনি হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বোল্লেম, হাঁ, আছে বৈকি, ঐ যে, দাগ রোয়েছে দেখা যাচ্চে, দাগটী ডান হাতে ছিল।

বৃদ্ধ বোল্লেন, উপরে পরমেশ্বর আছেন, সে কথা যেমন সত্য, তুমি যে চস্‌রুর পুত্র, একথাও তেমনি সত্য। সম্রাট জাহাঙ্গীর তোমার পিতামহ।

নর্দ্দমার মোহানা দিয়ে যেমন না জল গড়িয়ে পড়ে, আমার চক্ষু দিয়ে সেইরূপ অশ্রু গড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, এ অশ্রু দুই প্রকার,—শোকের আর আহ্লাদের,—আহ্লাদের কারণ এই, এতকালের পর

আমার বংশের পরিচয়, আমার পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হলেম। আমার পিতা যে ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে হৃতসম্পত্তি হোয়েছেন, আমার খুল্যতাতের যে অপঘাত মৃত্যু হে য়েছে, সেই দুঃখ স্মরণ কোরে অতিশয় শোকাকুল হোলেম। আমি বোল্লেম, হে কৃপাময় জগদীশ্বর! তবে কি আমি সেই নরহন্তৃ নৃশংস শাজাহানের অনুরোধে আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন কোত্তেগিছিলাম! সেই নিষ্ঠুর অপঘাতকের নিমিত্তেই কি এতকাল পরিশ্রম কোরেকোরে শরীর পতন কোল্লেম, হায়! সাদুল্লাখাঁর যদি কথা কহিবার ক্ষমতা থাক্‌তো, তবে কোন্‌কালে বংশের পরিচয় দিয়ে আমার মনের অন্ধকার দূব কোত্তেন। তিনি যখন আমায় অঙ্গুরিটী প্রদান করেন, তাঁর মনের অভিপ্রায় তাই ছিল। নজফালীখাঁও ঠিক কথা বোলেছে, সেব্যক্তি আমায় বোলেছিল, আমি যে কথা শুন্‌তে বাসনা করি, তিনি তাহা অনায়াসেই বোল্‌তে পারেন, তবে এই কথা বেল্লেন, সে সকল বৃত্তান্ত কদাচ তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হবার নয়। তা যাই হোক্, এখনও অনেক বিষয় অবগত হতে বাকি আছে,—আমার ভাই কোথায়? আমার ভগ্নি কোথায়? তারা সব কোথায় গেল! হা আল্লা! তবে কি ইউসফ আমাব ভাই? তবে কি দেলযান আমার ভগ্নি?!!

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, বর্‌কন্দাজ খাঁ যেসন্তানগুলিকে প্রতিপালন করেন, তাঁবা কি ঐ নামে খ্যাত ছিলেন?

আমি বোল্লেম, "হাঁ, ঐ নামেই খ্যাত ছিলেন"।

"তাঁর কি নিজের সন্তান সন্ততি ছিল না"?

"না"।

তবে তো ঠিক্‌ই হয়েছে, ইউস্‌ফ তোমার ভাই, দেল্‌যান্‌ তোমার ভগ্নি। এক্ষণে বাণের ন্যায় মহাবেগে আমার দুই চক্ষু দিয়ে অনর্গল অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো। দেল্‌যানের অপঘাত মৃত্যুর বৃত্তান্ত অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে অবগত করালেম।

গুর্সাচ্ বোল্লেন, "তবে আমি যে কথা শুনেছি সে কথা মিথ্যা নয়। নজফালী বিবাহ করেন নি বটে, একটী কৃষ্ণপক্ষের কন্যাকে কিন্তু লালন পালন কোত্তেন, ঐ কন্যার প্রতি তাঁর অতিশয় স্নেহ ছিল, স্নেহে যেন অন্ধ ছিলেন, ঐ কন্যা যে নিজহস্তে তোমার ভগ্নির প্রাণ নষ্ট করে, সেকথাও আমি শুনেছি।

আমি চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম, হা দেল্‌বান্! তোমার অপঘাত মৃত্যুতে আমি যে কত হাহাকার কোরেছি, কত বিলাপ কোরেছি, জগদীশ্বরই তা জানেন, তুমি যদি এতদিন জীবিত থাক্‌তে, তবে বিধাতা অদৃষ্টে যে কি কর্ম্মফল লিখ্‌তেন, তা এক্ষণে বলাযায় না, হয় তো তুমি আমার প্রণয়িণীই হতে!!!

দেল্‌বানের সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ না হয়, তার জন্যে সাদুল্লা খাঁ যে কেন তত আপত্তি কোরেছিলেন, তার মর্ম্ম এখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। এই জন্যেই তিনি তাঁর পাপস্বভাব বন্ধু নজ্‌ফালীর কন্যা নুর্‌মহল্‌কে আমার প্রণয়িণী কর্‌বার চেষ্টা পেয়েছিলেন। সাদুল্লা খাঁ যে, আমায় পুত্র নির্ব্বিশেষে লালনপালন কোরেছিলেন, তার মর্ম্ম আর কিছুই নয়, শুদ্ধ আমায় উপলক্ষ কোরে, তাঁর দুর্ব্বাসনাগুল সুসিদ্ধ কোরে লইতেন, আমায় যেন হস্তের হাতিয়ার কোরে রেখেছিলেন। সাদুল্লা খাঁ কারারুদ্ধ হলে, আমি যে রাজপুত্র, সেকথা আমায় অবগত করিয়েছেন কি না, তাই নিশ্চয় জান্‌বার নিমিত্ত আরঙ্গজেব ও নজ্‌ফালীখাঁ, তত উৎকণ্ঠিত তত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আমি যে রাজকুলে জন্ম গ্রহণ কোরেছি, সে বিষয় আমি যথার্থই অনভিজ্ঞ ছিলেম। তদ্ভিন্ন লোকের কাছে এমনি সাবধান হোয়ে কথাবার্ত্তা কোইতেম, তারা শুনে মনে কোত্তো, সাদুল্লা খাঁ যথার্থই আমার পিতা, তাতেই বোধ হয় আমার জীবন রক্ষা হয়েছিল। আমি রাজপুত্র বোলে আরঙ্গজেব আমার সম্বন্ধে বড় সাবধান হয়ে চোল্‌তেন, রাজ-

পুত্র আমায় কদাচ কখন প্রধান পদে অভিষিক্ত করেন নাই, পাছে আমার বংশবৃত্তান্ত প্রকাশ হোয়ে পড়ে, প্রকাশ হোয়ে পোড়্লে, পাছে নিজস্বার্থের নিমিত্ত তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি, তাঁর মনে সেই ত্রাস বড় ছিল। এই সকল চিন্তা, এই সকল বিবেচনা একটী একটী কোরে আমার মনোমধ্যে মুহুর্মুহু উদয় হোতে লাগ্লো। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত সংশয় কত সন্দেহ উপস্থিত হোয়ে আমার অন্তঃকরণ তোল পাড় কোত্তে লাগ্লো, তা বোলে শেষ কোত্তে পারিনে, এমন কি, সন্দেহের উপর সন্দেহ হোয়ে আমার মনের ভিতর সন্দেহের যেন্ ভিড় লেগে গেল। আমি, কি আমার ভাই, কি আমার ভগ্নি, আমরা সকলেই যে জীবিত আছি, শাজাহান বাদশা, সে বিষয় সুবিদিত ছিলেন না। সাদুল্লা খাঁ যখন কিরে দিব্যি কোরে বোল্লে, রাজপুত্র সারিয়ারকে মেরে ফেলেছে, তিনটী সন্তানকেও প্রাণে নষ্ট কোরেছে, ঐ কথা বোলে সে যখন পুরস্কারের প্রার্থনা কোল্লে, শাজাহান তখন মনে কোল্লেন, তবে নিশ্চয়ই কেউ জীবিত নাই। আমি যে আরঙ্গজেবের ভাই, সে সন্ধান রাজপুত্র কি কোরে জান্তে পাল্লেন, আমি তো তার কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। যতদিন আমি আমার নিজ পরিচয় অনবগত ছিলেম, ততদিন রাজপুত্র আমায় অনাদর করেন নি, বরং ভাল ভাল কাজকর্ম্মের ভার দিয়ে সমাদরই কোরেছেন, তথাচ কিন্তু উচ্চ গৌরবের পদে প্রাণান্তেও আমায় অভিষিক্ত করেন নাই, রাজপুত্র খুব্ সাবধান সতর্ক হোয়ে চোল্তেন। নজফালী খাঁ যখন রাজপুত্রের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, যৎকালীন সাদুল্লাখাঁর প্রতি পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, বোধ হয় সেই সময় ঐ নজফালী খাঁই রাজপুত্র আরঙ্গজেব্কে আমার বিষয় অবগত করান্। নজফালীখাঁ কিন্তু এক্ষণে মানবলীলা সম্বরণ কোরেছেন, রাজপুত্রের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ ছেদ্ হোয়েছে, তাই এক্ষণে আর সে সকল বিষয় অবগত হবার উপায় নাই। সাদুল্লাখাঁ আমায় বারম্বার বোলেছেন,

আরঙ্গজেবের হস্তে তাঁর জীবন, তাই বোধ হয় তিনি যে একজন অপ-ঘাতক, সেকথা রাজপুত্র মনে কোল্লেই প্রমাণ কোরিয়ে দিতে পাত্তেন। বৃদ্ধ শাজাহান যৎকালীন চারিপুত্রকে বন্দী কর্‌বার্‌ অভিপ্রায় করেন, সেই সময় সাদুল্লা যে, আরঙ্গজেবকে বাঁচাবার নিমিত্ত তত ব্যগ্র, তত সচিন্তিত হন, তার কারণ এই ভিন্ন আর কিছুই নয়,—সাদুল্লার অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সাদুল্লার অপরাধ সপ্রমাণ কোত্তে হোলে নজফালীখাঁর দ্বারা আরঙ্গজেবের কোনপ্রকার উপকার হবার প্রত্যাশা ছিলনা, যেহেতু তা হলে নজফালীকেও সেই ফাঁদে জড়িয়ে পোড়্‌তে হোতো। তবে যে আরঙ্গজেব কি কোরে সাদুল্লাখাঁর কন্টক স্বরূপ হোয়েছিলেন, সে বিষয় আমি ভেবেই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না, দৈবজ্ঞকে বোল্লেম,যদি তিনি এই ঘোর জটিল কথাটী বুঝিয়ে দিয়ে আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ কোত্তে পারেন, তাঁর কাছে আমি চিরবাধিত হোয়ে থাকি। দৈবজ্ঞের কিন্তু তত বিদ্যা ছিল না যে, আমার সেই উদ্বেগের অপনয়ন করেন। আমাদের কথোপকথন হোচ্ছে, ইতি মধ্যে আমার পিতা ফিরে এলেন, তাঁরে দর্শন কোরেই আমার সমস্ত চিন্তা সমস্ত উৎকণ্ঠা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হলো। এই আমি সবেমাত্র প্রথম জানু অবনত কোরে পিতাকে প্রণাম কোল্লেম!!

আমার পিতা চমক্‌ বোল্লেন, পুত্র! উঠ, দারবক্‌স উঠ, তোমার প্রকৃত নামই ঐ। এই বৃদ্ধ মহোদয় বুঝি তোমার জন্মবৃত্তান্তের কথা তোমায় অবগত কোরিয়েছেন?

আমি বোল্লেম, আজ্ঞে হাঁ, তাঁরমুখে সব শুনেছি। আপনার প্রতি যেরূপ অবিচার হোয়েছে, আপনি যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছেন, তাই চিন্তা কোরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্ছে। এই সময় দুঃখে আমার অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো, অশ্রুবিন্দুগুলি এত উত্তপ্ত যে, তার স্পর্শে চক্ষু দগ্ধ হোয়ে ঝোলসে যেতে লাগ্‌ল।

পিতা বোল্লেন, বালক! তার প্রতিফল অবশ্যই দিতে হবে। আমি আপনার নিমিত্তে কিছু চিন্তা করি না, কিন্তু আমি যখন পুত্র প্রাপ্ত হোয়েছি, সে পুত্রও যখন আমার উত্তরাধিকারী, আবার বিচার সম্মত সিংহাসন যখন আমারি পাওয়া উচিত, তখন আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি ঐ সিংহাসনের নিমিত্ত একবার প্রাণপণে ছুটোপাটী কোরে দেখ্‌তেই হবে। পুত্র! আমিও মনে জান্‌ছি তুমিও তার জন্যে কায়মনোবাক্যে যত্ন কোর্‌বে। পুত্র জারবক্‌স! তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর, তুমি কখনই নিশ্চিন্ত হোয়ে থাক্‌বে না, এই দুর্জ্জয় অভিপ্রায় সুসিদ্ধের নিমিত্ত রক্তরূপ নদীর তরঙ্গে যদি ঝম্পপ্রদান কোর্ত্তে হয়, তাও কোর্‌বে।

আমি বোল্লেম, পিতঃ! আমি সেই প্রতিজ্ঞাই কোল্লেম। আমি যদি এই প্রতিজ্ঞা হোতে বিমুখ হই, তবে জগদীশ্বর যেন আমাকে পরিত্যাগ করেন। যে জগদীশ্বর শৈশবে যৌবনে রক্ষা কোরে এসেছেন, তবে তিনি যেন আমার প্রতি বিমুখ হন্, আমাদের এ দাবি এ আপত্তি অন্যায় নয়।

পুত্র! তবে তাই ভাল। আমার সন্তানদিগের সহিত সাক্ষাৎ কি কোরে হোতে পারে!

আমি বোল্লেম, এক জন এখনও উপস্থিত হোয়ে আপনার আশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ কোল্লেও কোত্তে পারে, কিন্তু আর এক জন,—কি, কি বোল্লে, তবে কি সে বেঁচে নাই, আমার প্রিয় পুত্র যেটী সে কি,—

আমি বোল্লেম, না পিতা. আমার তাই নয়, আমার ভগ্নি মারা পোড়েছেন।

পিতা বোল্লেন, আহা! দুঃখিনী অবলা! তা ভালই হোয়েছে, দুর্ব্বিষহ হিংসার নিদারুণ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।

জায়ের! এত শৈশবে কি কোরে তার মৃত্যু হোলো।

আমি বোল্লেম, তাঁর মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর। পিতা ঐ কথা শুনে

চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, তবে কি তার খুল্যতাত সারিয়ারের ন্যায় অপঘাতকের হস্তে পতিত হোয়েছে।

আমি বোল্লেম, অপঘাতক নয়, অপঘাতিনী! যে স্ত্রীলোকটী দিল্লীস্থ কেল্লার ফটকে রাজপুত্র সুল্‌তান মামুদ্‌কে প্রতারণা কোরে ধোরিয়ে দেয়, তারি হস্তে।!!

তবে সে কাল্‌নাগিণী! সে তাড়কা রাক্ষসী! আমি যদি দিব্য-জ্ঞানে জান্‌তেপাত্তেম, ঐ রাক্ষসী আমার স্নেহময়ী কন্যার প্রাণঘাতিনী, তবে কি তার সঙ্গে তত আলাপ, তত মন্ত্রণা করি, তার সঙ্গে সদ্ভাব করা দূরে থাকুক্, তারে তখনি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্‌তেম। আহা সারিয়ার! নজফালী খাঁ আর সাদুল্লা খাঁ এই দুটী কালান্তক যমকে তুই কোথায় পেয়েছিলি? এ দুরন্ত কাল্‌দস্যুরা কি কোরে তোর বিশ্বাস-পাত্র হোলো?

আমি বোল্লেম্ পিতা! বৃদ্ধমহোদয়কে ছেড়ে কোথায় গিয়ে কাল-ক্ষেপ কোল্লেন?

পুত্র! আমি পারস্যানে ছিলেম, কাশ্মীরেতে গিয়েছিলেম, কাবুলেও বাস করেছি, এ সকল স্থানে কোন পক্ষ না কোন পক্ষ হোয়ে কেবল যুদ্ধ কোরে বেড়িইছি, এক মাত্র তলওয়ার আমার সহায় ছিল। কতবার মনে করেছিলেম, ঐ তলওয়ার আমার নিজস্বার্থের নিমিত্ত ধারণ কোর্‌বো। একবার ছদ্মবেশে দিল্লিতে ফিরে এসেছিলেম, এসে শুন্‌লেম, গুর্‌সাচের মৃত্যু হোয়েছে, আমার সন্তানগুলিরও কোন নাম নিশানা শুনতে পেলেম না, তাই আবার বিদেশে চোলে গেলেম, যে মনন কোরে এসেছিলেম, সে মননও পরিত্যাগ কোল্লেম। পুত্র! তোমায় সকল কথাই বোল্‌ছি শোন, এ যাত্রা প্রথম আগ্‌রায় এসে উপস্থিত হই, এই স্থানের রাজার অনুরোধে শাজাহান আমায় গোয়া-লিয়রস্থ দুর্গের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন, তিনি কিন্তু স্বপ্নেও জানেন

না আমি কে। তাঁর কোপভাজন অপরাধিদিগকে ঐ দুর্গের মধ্যে কয়েদ কোরে রাখা হোয়ে থাকে, আমি সেই সকল অপরাধির মধ্যে অনেক্‌কে মুক্তিদান দিয়ে একটী বান্ধবের দল্ আয়ত্ত করি। শাজাহান যে আমায় চিন্‌তে পাবেন নাই, সেটী বড় বিচিত্র কথা নয়। আমার চেহারার বিস্তর পরিবর্ত্তন হোয়েছে, এই যে গভীর ক্ষত চিহ্নটী আমার ললাটে দেখ্‌তে পাচ্ছো, এই যে আমার এই গালেতে মাংস উড়ে গিয়ে গর্ত্তের মত হোয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছো, একটী ঘোরতর যুদ্ধেতে ঐ দুটী চিহ্ন প্রাপ্ত হই, তাই এক্ষণকার মূর্ত্তি দেখে কেউ আমার পরিচয় জান্‌তে পারেন না। বিশেষতঃ আমি যৎকালিন্ জান্নুপাতিত করি তৎকালীন্ বাদশাও পীড়িত ছিলেন, সেই সময় যেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেম, তেমন আর জন্মেও কখন পাই নাই, এমন কি, একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ডুক্‌রিয়ে কাঁদতে লাগিলেম। আমি গোয়ালীয়ারের দুর্গের অধ্যক্ষ হোয়ে সে পদে অধিককাল নিযুক্ত ছিলেম না। ঐ পদ গ্রহণ কর্‌বার শুদ্ধ এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, আমার মনে যে দুর্জ্জয় বাসনা ছিল, সেই বাসনা যেরূপে সিদ্ধ হবে, এই পদ তারি সুত্রপাত হোলো মনে কোরেছিলেম, সে অভিপ্রায় যেরূপে পূর্ণ হবে, ঐ পদে বোসে তারি নক্‌সা, তারি কল্পনা মনে মনে চিত্রিত কোত্তে লাগ্‌লেম, অর্থাৎ আমি রাজপুত্র বোলে পরিচয় দিয়ে, হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমারি, এই আপত্তি কোরে, সাজাহানের সঙ্গে ঘোর বিবাদ উপস্থিত কর্‌বার মানস কোরেছিলেম, তদ্ভিন্ন আমার স্নেহের আধার সন্তানগুলিরও সংবাদ পাবো বোলে প্রত্যাশা ছিল। আমি কিন্তু শেষে দেখ্‌লেম, শাজাহান দৃঢ় অটল হোয়ে বোসেছেন, এক্ষণে তিনি হেল্‌বার্ দোল্‌বার্ পাত্র নন্। বিশেষতঃ আমার সাধ্য ছিল না তাঁর সিংহাসন কম্পিত কোরে তুলি, তদ্ভিন্ন তখন আমি নিশ্চয় মনে কোল্লেম, সংসারে আমার কেউ নাই, আমি নিঃসন্তান, আমি একক্ মাত্র। এই বৈরাগ্য

ভাব উদয় কোরে আমার মনে অতিশয় ঔদাস্য জন্মিল, আমি আমার অভিপ্রায় পরিত্যাগ কোল্লেম, তার পরেই চারিদিক্ থেকে যুদ্ধ বেজে উঠ্লো। আমি সর্ব্বপ্রথম দারার অনুসেবা করি, তার যুদ্ধে পরাস্ত হবার মূলীভূতই আমি, আমিই তাকে প্রবৃত্তি দিয়ে হাতিথেকে উত্তীর্ণ হোতে বলি। যখন দেখ্লেম, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হোয়েছে, দেখে আমার মনে বড় উল্লাস হোলো। সুলতান্ সুজার পক্ষ হোয়েও যুদ্ধ কোরেছি, তাকেও ঐরূপে উচ্ছিন্ন দিয়েছি। ইচ্ছা ছিল আরঙ্গজেব্কেও ঐরূপে উচ্ছিন্ন দেবো, সে ব্যক্তি কিন্তু জয়ের উপর জয় লাভ কোরে নিরাপদ হোলো, তাই আর তার নূতন সেনাপতির প্রয়োজন হোলো না, সেব্যক্তিও তার পিতার ন্যায় নিরপরাধির পবিত্ররুধিরপাত কোরে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করেছে, এক্ষণে তিনি একমাত্র সর্ব্বজয়ী পুরুষ হোয়ে দাঁড়িয়েছেন। পুত্র! আমাদের আপাতত একটী কর্ম্ম কোত্তে হবে,—একটী নির্ঘাৎ প্রহার কোরে আরঙ্গজেবকে সবেগে রসাতলে নিক্ষেপ কোত্তে হবে, তার দুর্ব্বাসনার উচ্চশৃঙ্গ হোতে দুহাত দিয়ে টেনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তারে ঘোর অধঃপাতে পাঠাত্তে হবে, সুবিচার এখনও দেশের মধ্যে সর্ব্বজয়ী হোয়ে দর্প কোরে বেড়াচ্ছে। গণৎকার বোল্লেন, ঈশ্বরের মনে যা আছে তা হবেই, আমি আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

আমার পিতা বোল্লেন, গুব্ সাচ্! আপনি এতাবৎকাল কোথায় ছিলেন? কিরূপে কাল যাপন কোল্লেন?।

গণৎকার বোল্লেন, জেনাবালী! আমি আরব দেশে গমন কোরেছি, কুশতত্ত্ব নিয়ে পার স্থান, তিব্বত, আর্মেরিকা ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ কোরেছি, কেবল চতুরতার উপর নির্ভর কোরেই দিনপাত কোরেছি, কখনও গণৎকার হোয়ে লোকের কাছে পরিচয় দিইছি, কখন বা মন্ত্রী হোয়ে বাদশাহদের সভায় অবস্থান কোরেছি। রাজারাজড়ারা

আমার পরামর্শদানের প্রার্থনা কোরে, কতবার আমায় ডেকে পাঠায়েছেন। সকল রাজদর্বারেই সমাদর পেয়েছি, বিশেষতঃ আমি এ দেশে ফিরে এলে, জয়পুরের রাজা আমার অতিশয় গৌরব কোরে-ছেন। সে সকল কথা থাকুক্, এক্ষণে সংবাদ কি বলুন্। রাজা কি আমাদের আশ্রয় দেবেন্ বোলেছেন ?

আশ্রয় দিতে রাজা বিলক্ষণ আগ্রহ আছেন, শুধু আশ্রয় কেন, তিনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন আমাদের বৃহৎ আড়ম্বরের্ সহায়তাও কোর্-বেন, বরং এখানে অন্যূন একটী বৎসর অবস্থান কর্বার নিমিত্ত জেদা জিদি কোচ্ছেন। ততদিন বাস কোল্লে বিস্তর অনুকূল মিত্র পাওয়া যাবে, তদ্ভিন্ন বিস্তর লস্করও সংগৃহীত হবে, তখন আরঙ্গজেবের সম-কক্ষ হোয়ে যুদ্ধ কোত্তে পার্বো।

আমরা পথশ্রমে আক্রান্ত হোয়ে পোড়েছি, এক্ষণে বিশ্রাম কোত্তে যাব, এমন সময় একটী রজপুত সর্ব্বাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত হোয়ে, আমা-দের ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ কোল্লে। তার মুখে শুন্লেম, আরঙ্গজেব হুকুম দিয়ে সুল্তান মামুদের গরদান নিয়েছেন। নুর্মহল্, "যাকে লোকে জীবা বোলে ডাকে," বৃদ্ধ বাদশাহের সহায়তা কোরেছিল, বাদসা যাতে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে পারেন তারি চেষ্টা পেয়েছিল, তার উপপতীও ঐ অপরাধে লিপ্ত ছিল। শাজাহানবাদশাহ রাজব্যবহার্য্য রত্নগুলি প্রাণপণযত্নে রক্ষা কোত্তেন, সেই গুলি তাদের ঘুস্ দিতে স্বীকার কোরেছিলেন, আরঙ্গজেব সেই সন্ধান জান্তে পেরে, নুর্মহল্কে, আর তার উপপতী দুর্গাধ্যক্ষকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের কুচক্র কুপরামর্শ কবা জন্মের মত ফুরিয়ে গিয়েছে। পাপিয়সী নুর্মহ-লের প্রতি যে সুবিচার হোয়েছে, সেই কথা শুনে আহ্লাদে পুলকিত না হোয়ে থাক্তে পাল্লেম না, আমার পিতাও শুনে অত্যন্ত উল্লাসিত হোলেন। আমি নিদ্রা যাবার জন্য অনেক যত্ন পেতে লাগ্লেম, নিদ্রা

কিন্তু কোন মতেই হলোনা। অবস্থার কি বিচিত্র পরিবর্ত্তনই চক্ষে দেখ্‌লেম,—নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, নিরুপায় হোয়ে, অনাথার ন্যায় দেশ-বিদেশ টোঁ টোঁ কোরে ফিরেছি; কখনও বৃক্ষতলায় শয়ন কোরেছি, কখনও বা পাত্রাভাবে ঘাটে গিয়ে অঞ্জলি কোরে জলপান কোরেছি, কখন আবার অনাহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোত্তে হোয়েছে; এক্ষণে সে দিন কোথায়! সে অবস্থা কোথায়? আজ আমি যুবরাজের পুত্র হোয়েছি, আমার পিতা যুবরাজ আমার পার্শ্বেই শয়ন কোরে আছেন। এটী কি স্বপ্ন? না, যথার্থই সত্য? যে আমি অন্নবস্ত্রের অভাবে পথের কাঙ্গালি হোয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়েছি, সেই আমি আজ কি রাজপুত্র হোলেম!! সেই আমি আজ কি দুর্দ্দান্ত জাহাঙ্গীর সম্রাটের পৌত্র হোলেম!! সংসারের লিলা কি বিচিত্র! যে শাজাহানের নিকট আমি প্রথম চাকুরি স্বীকার করি, যার আজ্ঞা চিরকাল শিরেবহন কোর্‌বো বোলে প্রতিজ্ঞা করি, সেই নিষ্ঠুর নরহন্তা শাজাহান এক্ষণে আমার খুল্লতাত হোলেন। আমার পরমশত্রুদিগের পক্ষ হোয়ে এতকাল পরিশ্রম কোত্তেকোত্তে শরীর পতন কোরেছি, যে শত্রুকে সিংহাসন থেকে টেনে ছুড়ে ফেলে দেওয়াই যে হস্তের উচিত কার্য্য ছিল, সেই হস্ত কিনা সেই শত্রুকে সিংহাসনের উপর অচল রাখ্‌বার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কোরেছিল! হায়! সংসারের চরিত্র কি অদ্ভুত! বিধাতার কুটীল পথ কারুরি বোধগম্য নয়, সেই আমি এক্ষণে রাজপুত্র হোলেম, একথার প্রতি কেউই প্রতিবাদ কোত্তে পারেন না। আমি রাজপুত্র হোলেম বটে, রাজপদের কিন্তু কোন চিহ্ন নাই,—রাজ সম্পদ নাই, রাজবান্ধব নাই, রাজ পারিষদ নাই, রাজপদের গৌরব রক্ষাকরি তারমত অর্থবলও নাই, লোকবলও নাই। তবে কথা এই, রাজপদ পাবার জন্য উত্তর কালে রুধিরপ্লাবিত ঘোর দুর্নিবার সমরানল প্রজ্বলিত কোত্তে হবে, সেইটীই কেবল মনের মধ্যে দেদীপ্যমান হোয়ে জাগরুক রোয়েছে।

আমার ভ্রাতা ইউসোফ, সেই বা কোথায়? কি কোরেই বা তারে আমাদের বংশবৃত্তান্ত অবগত করাবো? এই সকল চিন্তার আন্দোলন হোয়ে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে মহা তোলপাড় হোতে লাগ্‌লো, তাই আজ আমার নিদ্রা হোলোনা। কখন ভয়, কখন ভরসা, কখন উদ্বেগ, কখন সাহস উপস্থিত হোয়ে, প্রাণের ভিতর যেন অগ্নি বৃষ্টি হোতে লাগ্‌লো, আমার মনোদাহ উপস্থিত হোয়ে তামাম্ রাত্র ছট্‌ফট্ কোত্তে কোত্তে নিশি প্রভাত কোল্লেম। প্রভাতে সকলের আগে গাত্রো-থান কোল্লেম, সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ সেবন কোরে অনেক সুস্থও হোলেম।

প্রভাতে শুন্‌লেম, সম্রাট শাজাহান মানবলীলা সংবরণ কোরেছেন। এই সংবাদের পরক্ষণেই শুন্‌তে পেলেম, আরঙ্গজেবের বাক্‌রোধ হোয়েছে, রাজপুত্র নিদান শঙ্কটাপন্ন। ইউসোফের, কি পলাতক সুজার কোন সংবাদই অবগত হোতে পাল্লেম না। ইতিমধ্যে ঐ বংশারিতে একজন সৈনিক কর্ম্মচারী হঠাৎ এসে উপস্থিত হোলেন। সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য রাজপুত্র সুজার অনুগমন কোরেছিল, তার মুখে শুন্‌লেম, হতভাগ্য ইউসোফ্ মানবলীলা সংবরণ কোরেছেন,—বাস্তবিক তিনি অনাহারেই প্রাণত্যাগ কোরেছেন। পথ চোল্‌তে চোল্‌তে অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হোয়ে আরাকানের নিকট সংসারমায়া পরিত্যাগ করেন। ঐ আরাকান থেকে রাজপুত্রের সহিত পালিয়ে প্রস্থান কোচ্ছিলেন। ইউসোফ প্রাণপরিত্যাগ কোল্লেম, তথাচ রাজপুত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন্‌নি! এই কর্ম্মচারীর মুখে সুল্‌তান সুজার প্রস্থানের বিষয় কতক কতক অবগত হোলেম, সে বৃত্তান্ত এই।

কর্ম্মচারী বল্‌তে লাগিলেন "এই রাজপুত্র অতি কষ্টে পোড়েও, অতি দুরবস্থাপন্ন হোয়েও, তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁর দৃঢ়সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, শেষে কিন্তু দুর্দ্দন্ত প্রতিকূলাদৃষ্টের কাছে

পরাভূত হোয়ে, তাঁর সর্ব্বজয়ী ভ্রাতা আবরঙ্গজেবের নিকট অবসন্ন হোলেন। আমীরজুম্‌লার সৈন্য বেড়াজালের ন্যায় তাঁর চতুর্দ্দিক ঘেরে ফেলেছিল, তাই রাজপুত্র পালিয়ে ঢাকায় যেতে বাধ্য হোলেন। ঢাকা শেষ সহর, বঙ্গ দেশের মধ্যে সমুদ্রতীরে অবস্থিতি করে। সেখানে গিয়ে জাহাজ দুষ্প্রাপ্য হোলো, কোন্ দিকে যাবেন, কারআশ্রয়ে বাস কোরবেন,তারও ঠিকানা ছিল না। তাই রাজপুত্র চারিদিক অকূলপাথার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুল্‌তান বাঙকে আরাকানের রাজার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, রাজা তাঁকে অল্পদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিতে পারেন কি না, তাঁর রাজ্য দিয়ে তাঁকে মক্কায় গমনকোত্তে অনুমতি কোর্‌বেন কি না, এই দুই কথা জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেন। রাজপুত্র যথোপযুক্ত কালে ঐ পথ দিয়ে মক্কায় যাত্রা কোর্‌বেন, মক্কা হোয়ে মদিনায় যাবেন, সেখানথেকে তুর্‌কী দেশে বা পারস্থানে গিয়ে বাস কোর্‌বেন। আরাকানের রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি রাজপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হোয়ে, সুল্‌তান সুজার আহ্বানের নিমিত্ত কতকগুলি জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন, জাহাজগুলি পর্ত্তুগীজ্ নাবিক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, এবং পর্ত্তুগীজ্ সৈন্য দ্বারা চালিতও হয়। সুজা জলপথে যাত্রা কোরে বিস্তর অনুচর, বিস্তর পারিষদ সঙ্গে লোয়ে আরাকানে উপস্থিত হোলেন। আরাকানপতি মহাসমাদরের সহিত রাজপুত্রের অভ্যর্থনা কোরে যথোচিত ভদ্রতা প্রদর্শন কোল্লেন, তদ্ভিন্ন সুখে সচ্ছন্দে বাস কর্‌বার সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত কোরে দিলেন।

জলপথে মক্কায় যাত্রা কর্‌বার্ সুসময় উপস্থিত হলো, রাজপুত্র জাহাজের প্রার্থনা কোরে নিত্য দরখাস্ত কোত্তে লাগ্‌লেন। আরাকানরাজ কিন্তু জাহাজ প্রদান কোত্তে তাদৃশ সম্মত হোলেন না, তার তাৎপর্য্য এই, সুল্‌তান্ সুজা রাজার সঙ্গে প্রথম প্রথম যেরূপ সদাসর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ কোত্তেন, ইদানীং আর সেরূপ আত্মীয়তা রক্ষা

কোত্তেন না, বরং অনেক তাচ্ছিল্যই কোত্তে লাগ্‌লেন। সুল্‌তান সুজা রাজার বিরুদ্ধ ভাব দেখে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুল্‌তান বাঙ্‌কে বিস্তর বহু-মূল্যের উপহার দিয়ে আরাকানপতির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রের মুখ দিয়ে এই ওজর কোল্লেন, তিনি শারীরিক অসুস্থ, তাই স্বয়ং উপস্থিত হোয়ে সাক্ষাৎ কোত্তে পাল্লেন না।

রাজপুত্র তত তোষামোদ কোল্লেন, তথাচ মক্কায় যাবার জন্য জাহাজ পাবার কোন কিনারা হলো না। সে বিষয় যাই হোক্, একটী কথা শুনে আমরা কিন্তু হতবুদ্ধি হোলেম। আরাকানপতি বোলে পাঠালেন সুল্‌তান সুজার কন্যাগুলিকে তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। সুজা ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হোলেন। আরাকানপতি শুনে অগ্নি অবতার হোয়ে উঠলেন, সুতরাং সুজার অবস্থা নিরুপায় হোয়ে পোড়্‌লো, তখন আবার মক্কায় যাবার সময়ও অতীত হয়, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি! একটা উপায় অবলম্বন না কোল্লেই নয়, তাই সুজাকে উন্মত্ত প্রায় হোয়ে দুঃসাহসের উপর আশ্রয় কোত্তে হোয়েছিল। ঐ পৌত্ত-লিক দেশে অনেকগুলি মুসলমানেরবাস ছিল, সেই মুসলমানগুলিকে সুজা আপনার হস্তগত কোল্লেন, তদ্ভিন্ন প্রায় তিনশত অনুচর তাঁর সঙ্গেও ছিল, তাই রাজপুত্র স্থির কোল্লেন, ঐ দলবলগুলিকে লয়ে সক-লের অজ্ঞাতে একদিন রাজবাটী চড়াও কোর্‌বেন, চড়াও কোরে সপরিবারে রাজাকে প্রাণে সংহার কোরে রাজসিংহাসন স্বয়ং অধিকার কোর্‌বেন। কতকগুলি পর্ত্তুগীজও ঐ দুর্ম্মদ কল্পনার মধ্যে অনুলিপ্ত ছিল। সকলেরই মনে অতিশয় উৎসাহ জন্মিল, সকলেই মনে মনে স্থির কোল্লে এই উপলক্ষে দেশটী হস্তগত হবে তার সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, তাঁদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হবার সম্ভাবনা হোলেও হোতে পাত্তো, বিধাতার কোশল কিন্তু অতি দুর্ব্বগাহ, যেদিন রাজবাড়ী আক্রমণ

কোর্‌বেন মনস্থ কোরেছিলেন, তার পূর্ব্বদিন আরাকানপতি সুজার দুরভিসন্ধির সন্ধান অবগত হোলেন, সুতরাং আমাদের যুক্তি, ফিকির, কৌশল সকলই বিফল হলো, আমাদের সব অভিসন্ধি যেন বানের জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সুজা সপরিবারে ধ্বংস হবেন তারি উপক্রম হোয়ে দাঁড়ালো, আমরা পালিয়ে পিগুতে যাবার উপক্রম কোল্লেম। ইউসোফ্ কেবলমাত্র দিন কয়েক পূর্ব্বে সাঙ্ঘাতিক জ্বর থেকে আরোগ্য হন, তখনও তিনি সবল হোতে পারেন নি, তাই চোল্‌তে না পেরে, বিশেষতঃ অনাহারে, পথিমধ্যে অবসন্ন হোয়ে প্রাণত্যাগ কোল্লেন, সেটী তাঁর পক্ষে কল্যাণকর্‌ই বোল্‌তে হবে, যেহেতু তাঁকে আর রাজকোপে পোড়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ভোগ কোরে মোত্তে হোলোনা। আমরাও দৌড়িতে দৌড়িতে আক্লান্ত হোয়ে পোড়্‌লেম, আমাদের গতিশক্তি রহিত হোয়ে এলো, দুই হাঁটু অবশ হোয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, সুতরাং শত্রুপক্ষেরা এসে আমাদের ঘেরেফেলে গেরেপ্তার কোল্লে, আমরা তখন নির্জীব প্রায় হোয়ে পোড়েছি, অনেক্‌কে প্রাণে মেরেও ফেল্লে, অনেক্‌কে আবার ধোরে কয়েদ কোরেও নিয়ে গেল। যাদের গেরেপ্তার কোরে নিয়ে গেল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলেম, সুল্‌তান বাও্‌ও ছিলেন, তাঁর মাতাও ছিলেন, তাঁর দুই ভ্রাতা আর দুই ভগ্নিও ছিলেন। সুল্‌তান সুজার অদৃষ্টে যে কি ঘোটেছিল, তা কেউই বোল্‌তে পাল্লে না, হয় তিনি প্রাণে মারা পোড়েছেন, নয় পালিয়ে প্রস্থান করেছেন।

আরাকানে পৌঁছিলে আমাদের সকলকে জেল্‌খানায় পুরে কয়েদকোরে রেখে দিলে, যৎপরোনাস্তি জ্বালাযন্ত্রণাও দিতে লাগ্‌লো, তখন কি করি, চোক্‌কাণ বুজিয়ে সে সকল কষ্ট সোয়ে থাক্‌তে হোয়েছিল।

একটি আশ্চর্য্যের কথা বলি শুন,—আরাকানপতি, জ্যেষ্ঠ বাদশাহাজাদিকে বিবাহ কোল্লেন, অথচ আবার আরাকানপতির মাতা কুমার সুলতান বাঙ্গের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিনী হোয়ে তাঁকে করদান কোল্লেন। এরূপ ঘটনা একপ্রকার ভালই হয়েছিল, সকলেই সুখে সচ্ছন্দে দিনপাত কোত্তে পাত্তেন। কিন্তু সুলতানবাঙ্গ্ তাঁর পিতার অনুরূপ মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরে আরাকানপতির প্রতিকুলে দ্বিতীয়বার কুচক্রের ফাঁদ বিস্তার করেন, রাজা পূর্ব্বাহ্নে সে সন্ধান অবগত হোয়ে ক্রোধে কালাবতার হোলেন, সুজার সপরিবার সংহার কোত্তে আজ্ঞা দিয়ে বোল্লেন, তাঁর বংশ সমূলে নিপাত কোর্বেন। সুজার যে কন্যা আরাকানরাজার রাজ্ঞী হন্, সে রমণীও ঐ দুর্জ্জয় ক্রোধ হতে অব্যাহতি পেলেন না। সুলতান বাঙ্গের, তাঁর ভ্রাতাদের, একখানা ভোতা কুঠার দ্বারা মস্তক ছিন্ন করা হলো, রাজ্ঞীকে কড়াক্কড় পাহারা দিয়ে কয়েদ কোরে রাখা হলো, সেইখানে অনাহারে শুকিয়ে মরিবার নিমিত্ত সেই অবলাকে কয়েদ কোরে রাখা হলো।

আমার সংবাদদাতা বোল্লেন "আমি, আর আমার সঙ্গে যে কয়েক ব্যক্তি ছিল, আমাদের সকলকে রাজা বাঙ্গালায় পোঁছিয়ে দিলেন; তিনি পূর্ব্বে জেনেছিলেন, আমরা সুলতান বাঙ্গের পরিবার সংক্রান্ত কেউই নই। এক্ষণে গুজরাটে চোলেছি, সেখানথেকে ফিরে না আসাই ভাল ছিল।"

কি ঘোর হৃদয়ভেদী সংবাদটী কর্ণে শ্রবণ কোল্লেম। রাজপুত্র সুলতান সুজার কি ভয়ানক শোকাবহ নিষ্ঠুর পরিণাম! তাঁর অদৃষ্টে যাই ঘটুক, তার জন্য আমি তত দুঃখিত হোলেম না, অনাথা ইউসোফ আমার ভাই, সেব্যক্তিও আর ফিরে এলো না। যাই হোক, তাঁর মৃত্যু হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে, তার মৃত্যুর জন্য আমার মনে হিংসা হোচ্ছে।

তেমন মৃত্যু আসিও প্রার্থনা করি. এক্ষণে দুঃখ কষ্টের অবসান হলো, আর তাঁকে যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হবে না, যন্ত্রণার হাত থেকে জন্মের মত পরিত্রাণ পেলেন, আমার দুঃখ আমার কষ্ট নিবীড়মুর্ত্তি ধারণ কোরে চারিদিক থেকে আমায় চেপে ধোরেছে।

পিতা আমায় কিছুদিন স্থিরশান্ত হোয়ে এই বংশারীতে বিশ্রাম কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, অথচ তিনি স্বয়ং আর রাজা রাজসিংহাসন অধিকার কর্‌বার কল্পনা কোত্তে লাগি্‌লেন। এক্ষণে শ্রান্তির ক্লান্তির হাত থেকে অবসর পেয়েছি, এই অবসরে এইসকল ঘটনাবলী এই সকল আখ্যায়িকা বিস্তার পূর্ব্বক নিজ কলমে বর্ণনা কোল্লেম।

এক্ষণে আমি বিস্তারিত বিবরণটি নিম্নে সমাপ্ত কোল্লেম, আপাততঃ আমায় কলম পরিত্যাগ কোরে তলয়ার গ্রহণ কোত্তে হয়েছে। আমার অদৃষ্টকে যদি প্রসন্ন কোরে তুল্‌তে পারি, তবে যাঁরা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁদের নিকট আমার সৌভাগ্যের সংবাদ পাঠিয়ে দেব, আর যদি আমি পরাভূত হোয়ে অপদস্থ হই, তবে যে সকল ইতিহাস লেখকেরা আরঙ্গজেবের রাজত্ব বিশেষরূপে বিস্তারকোরে বিবৃত কোরবেন, তাঁদেরই লিখিত বৃত্তান্ত অবগত হোয়ে জান্তে পারবেন আরঙ্গজেবের পর কোন্ ব্যক্তি হিন্দুস্থানের সম্রাট হোলেন।

হে সহৃদয়পাঠকবৃন্দ! আমি যে পুনরায় কলম ধোত্তে সক্ষম হব, সে আশা অতিমাত্র অল্প, সে আশা নাই বোল্লেই হয়। অতএব এই অবসরে ঈশ্বরের নিকট আপনাদের কল্যাণ কামনা কোরে কলম বন্দ কোল্লেম, তদ্ভিন্ন আল্লার নিকট আমার এই প্রার্থনা, তাঁর কাছে আমার এইভিক্ষা যে, মোগলসাদকের ভাগ্যে যেরূপ ঘোর বিপত্তি ঘটেছে, সেরূপ বিপত্তি সেরূপ দুর্গতি যেন আপনাদের ভাগ্যে কখনই না ঘটে।

সমাপ্ত।

যদি ইতিহাস অবলম্বন করা যায়, তবে চস্ রুর পুত্র হিন্দুস্থানের সিংহাসন পাবার নিমিত্ত যে চেষ্টা করেন, তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নাই, যেহেতু আরঙ্গজেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে সংসার লীলা সম্বরণ করেন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর। আরঙ্গজেবের চারিপুত্র, মাজম্, আজেম, কামবক্স ও আকবার। আরঙ্গজেবের মৃত্যুরপর মাজম "বেহান্দার সাহা" উপাধী ধারণ কোরে হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েন। (প্রণেতা।)
